

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

সৌপ্তিকপর্ব

৩০

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকাবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

ধীরা মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :

হরাইজন প্রিন্টার্স

১৪৮৮ পটোবিল্ডিং

দরিয়াকল

নিউ দিল্লী-১১০০০২

নিবেদন

পরমকার্পণিক পরমেশ্বরের করুণায় মহাতারতের সৌন্দর্যকর্ণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব পূর্ব পর্বে অস্ত্রান্ত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মহাতারতের টীকা বা অস্ত্র প্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুসন্ধান চলিতেছিল বলিয়া, তাহার কোন আলোচনা করা হয় নাই। এ বাবৎ যে সকল সটীক মহাতারত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকাই দেখিতে পাওয়া যায় এবং নীলকণ্ঠের টীকায়ও অনেক স্থানে 'ইতি প্রাকঃ' 'ইতি প্রাচীনাঃ' এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দ্বারা নীলকণ্ঠ কি উদানীন্তন প্রাচীন ব্যক্তিবিশেষগণকে বা প্রাচীন টীকাকারদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন—দেববোধ, বিমলবোধ ও বিমলপদভক্তিকাপ্রভৃতি নামে মহাতারতের অনেকগুলি টীকা আছে। অর্জুনমিশ্রকৃত মহাতারতের টীকাও এগুলি। বাহার্য্য একরূপ বলেন, তাঁহারাও সেই সকল গ্রন্থ দেখাইতে পারেন না, এমন কি সেই টীকাগুলি সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত তাহাও বিশেষ-ভাষায় বলিতে পারেন না। আমরা কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সম্পূর্ণ পাইয়াছি এবং আদিপর্ব ও উদ্ভোগপর্বের কিয়দংশের এবং সম্পূর্ণ বিরাটপর্বের অর্জুনমিশ্রকৃত টীকা দেখিয়াছি; কিন্তু দেববোধ, বিমলবোধ ও বিমলপদভক্তিকাপ্রভৃতি টীকার কোন অংশই দেখিতে পাই নাই। তা'র পর বহুকাল পূর্বে কানীধানে ও লাহোরে যে সটীক মহাতারত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সংযোজিত ছিল দেখিতে পাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেববোধ ও বিমলবোধপ্রভৃতি টীকা রচিত হইয়া থাকিলেও, তাহা কালজুস্ত হইয়া গিয়াছে বা সেই সময়েও তাহার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। তা'র পর বিমল-পদভক্তিকা এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, উক্ত টীকাকার মহাতারতের যে যে শব্দ কঠিন মনে করিতেন, সেই সেই শব্দেরই তিনি ব্যাখ্যা মাত্র করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সে টীকাও যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থল কথা এই যে, পূর্বে মহাতারতের বিস্তৃত টীকা রচিত হয় নাই। হুঃখের বিষয় এই যে, নীলকণ্ঠ মহাতারতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি কোন কোন দার্শনিক স্থলে অত্যন্ত বিস্তৃত টীকা করিয়া থাকিলেও, সম্পূর্ণ মহাতারতের এক দশমাংশের অধিক স্থলে লেখনী বিভ্রাস করেন নাই। তাঁহার পরিত্যক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যায় বিষয় নাই, তাহাও বলা চলে না। আমি এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া আমার টীকায় সমস্ত মোকই ধরিভেছি এবং দুইহুই মোকগুলির অধর-স্থানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বাইতেছি। ভক্তির বিরুদ্ধ মতের প্রাতিবাদ, নামা বিষয়ের উল্লেখ ও বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনাপ্রভৃতিও লিখিতেছি। এইভাবে এই টীকা শেষ করিতে পারিলে, সত্যতঃ ইহাই মহাতারতের সর্বাঙ্গোপকায় বিস্তৃত টীকা হইবে।

পাঠান্তরে লিখিত সাক্ষেতিক অক্ষরগুলির বিবরণ ।

পি—আনার পিতামহ ৩ কাশীচন্দ্রবাচস্পতি লিখিত পূর্ববঙ্গদেশীয় পুস্তক ।

বঙ্গ—বঙ্গবাসীসংবাদপত্রকার্য্যালয়মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক ।

বর্ধ—বর্ধমানরাজপ্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক ।

বা—বাপুদেবশাস্ত্রিসংশোধিত কাশীগ্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক ।

সো—কলিকাতা সোসাইটীমুদ্রিত পুস্তক ।

নি—নির্ণয়সাগরযন্ত্রমুদ্রিত কুম্ভঘোণদেশীয় পুস্তক ।

এতদ্ভিন্ন অগ্ৰাণু পুস্তকও প্রয়োজন অনুসারে দেখা হইয়া থাকে । ইতি-

পাঠকমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র ।

সৌপ্তিকপর্ব

বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	লোকান্ত	বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক	লোকান্ত
সঞ্জয়ের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ... ১	১-		দেখিলেন—একটা ভীষণ শেচক		
সঞ্জয়ের প্রতি দুর্যোধনের			আগিয়া নিম্নিত কাকগণকে বিনাশ		
আক্ষেপোক্তি ... ৩	৭-		করিয়া চলিয়া গেল। অশ্বখামা		
দুর্যোধনের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ... ৫	১৮-		ইহা দেখিয়া নিম্নিত অবস্থার		
সঞ্জয়ের প্রতি দুর্যোধনের আদেশ ৭	২২-		পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার		
লোকমুখে দুর্যোধনের পতন			করিবেন এইরূপ স্থির		
তিনিয়া অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও			করিলেন ... ২৭	৪৪-	
কৃতবর্মা দুর্যোধনের নিকটে			শত্রুসংহারের অবস্থা বর্ণন ... ২২	৫২-	
আগমন ... ১০	১-		কৃপাচার্য্যকর্তৃক অশ্বখামার মতের		
দুর্যোধনের প্রতি অশ্বখামার			প্রতিবাদ ... ৩২	১-	
সকলগণ বাক্য ১২	১৩-		কৃপাচার্য্যের স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপন ৪০	৩২-	
অশ্বখামাদির প্রতি দুর্যোধনের			অশ্বখামার নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন ৪১	১-	
উক্তি ... ১৪	২৩-		কৃপাচার্য্যকর্তৃক অশ্বখামাকে		
সমস্ত পাঞ্চালসংহার বিষয়ে			সৎপরামর্শ দান ... ৪৮	৩৬-	
অশ্বখামার প্রতিজ্ঞা ... ১৬	৩৬		কৃপাচার্য্যের মতের উপরে		
দুর্যোধনের আদেশে কৃপাচার্য্য-			অশ্বখামার প্রতিবাদ ... ৫২	৫৬-	
কর্তৃক তৎকালীন সেনাপতিরূপে			হুণ্ডবধে কৃপাচার্য্যের অসম্মতি		
অশ্বখামার অভিবেক ... ১৭	৩৭-		জ্ঞাপন ... ৫৫	১-	
কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বখামার তথা			হুণ্ডবধে অশ্বখামার দূঢ়প্রতিজ্ঞা ৫৮	১৮-	
হইতে প্রস্থান এবং কোন বনের			কৃপ ও কৃতবর্মার সহিত কর্তব্য		
নিকটে যাইয়া অবস্থান ... ১২	১-		বিষয়ে আলোচনা করিয়া		
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপোক্তি ... ২০	৬		অশ্বখামার পাণ্ডবশিবিরবারে		
কৃপাচার্য্যপ্রভৃতির এত বটবৃক্ষের			গমন ... ৬১	৩০-	
তলে উপবেশন ও সন্ধ্যোপাসনা ২৩	২২		পাণ্ডবশিবিরবারে এক বিকটাকার		
সেই বটবৃক্ষের তলে কৃপ ও			পুরুষকে দেখিয়া তাহার প্রতি		
কৃতবর্মার নিজা ... ২৪	৩০		অশ্বখামার অজ্ঞানিক্রোপ এবং		
অশ্বখামা সেই বটবৃক্ষের সমস্ত			সেই পুরুষকর্তৃক অশ্বখামার সমস্ত		
স্থান নিরীক্ষণ করিতে লাগিয়া			অস্ত্র গ্রাস ... ৬৪	৩-	

বিবরণ	পৃষ্ঠা	লোকান্ত	বিবরণ	পৃষ্ঠা	লোকান্ত
ক্রমে আকাশে অশ্বখামার অসংখ্য			অশ্বখামকর্তৃক শিখণ্ডী বধ ...	২৭	৫২
বিক্রমশক্তি দর্শন ...	৬৭	১৭	অশ্বখামকর্তৃক প্রৈতজ্ঞকগণ,		
অশ্বখামার অমৃতাপ ...	৬৭	১২-	ক্রপদের পুত্র ও পৌত্রগণ, বিরাট-		
অশ্বখামার মহাদেবারাধনায় প্রবৃত্তি ৭০		৩২-	সৈন্তগণ এবং অন্তান্ত বহু সৈন্ত		
অশ্বখামার সমুখে একটী যজ্ঞবেদীর			সংহার ...	২৭	৬১-
আবির্ভাব ও তাহার উপরে			স্বপ্নে পাণ্ডবসৈন্তগণের কালীমূর্তি		
অশ্বখামার প্রজলিত অগ্নিদর্শন ৭৪	১৩-		দর্শন এবং অশ্বখামকর্তৃক		
মহাদেবের অমৃতচর ভূতগণের			নিম্নেদের নিধন দর্শন ...	২৮	৬৪-
আবির্ভাব এবং তাহাদের স্বরূপ			নানাভাবে অশ্বখামার পাণ্ডবসৈন্ত		
ও শক্তি বর্ণনা ...	৭৪	১৬-	সংহার ...	২২	৭২-
মহাদেবকে অশ্বখামার আরাধনা			ভর্য্য পাণ্ডবসৈন্তেরা শিবির		
ও উপহার দান ...	৮১	৫১-	হইতে নির্গত হইতে লাগিলে,		
কৃষ্ণকর্তৃক মহাদেবের আরাধনা			রূপ ও কৃতবর্ষকর্তৃক তাহাদের		
এবং কৃষ্ণেরই সন্তোষের অন্ত			বধ ...	১০৫	১০১-
মহাদেবের সেই শিবিরদ্বার রক্ষা ৮৩		৬২-	পাণ্ডবসৈন্ত মধ্যে অশ্বখামার		
অশ্বখামার দেহে মহাদেবের			অত্যাচারের আলোচনা ...	১০৮	১১৬-
অধিষ্ঠান ও মহাদেবকর্তৃক			সমগ্র পাণ্ডবসৈন্ত সংহারে		
অশ্বখামাকে খড়্গ দান ...	৮৪	৬৫	রূপপ্রভৃতির আনন্দ প্রকাশ	১১৫	১৪২-
অশ্বখামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে			রূপপ্রভৃতির দুর্য্যোধনের		
গমন করিলে, রূপ ও কৃতবর্ষার			নিকটে গমন ...	১১৬	১-
দ্বারদেশে অবস্থান ...	৮৫	৪	রূপাচার্য্যের সখেদোক্তি ...	১১৮	১০-
রূপ ও কৃতবর্ষার প্রতি কর্তব্য			দুর্য্যোধন স্বর্গবর্ণ ছিলেন ...	১১৮	১১
নির্দেশ করিয়া অস্ত্র দিয়া অশ্বখামার			অশ্বখামার সাক্ষণ ও		
পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ ...	৮৬	৬-	সাক্ষিপোক্তি ...	১২০	১৮-
অশ্বখামার ধৃষ্টদ্যুম্ন দর্শন ও			দুর্য্যোধনের নিকটে অশ্বখামার		
পদাঘাতদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রবুদ্ধ করণ ৮৭	১১-		সর্ব পাণ্ডবসৈন্ত সংহার জ্ঞাপন		
অশ্বখামকর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের কেশাকর্ষণ			এবং পাণ্ডবপক্ষে সাত জন ও		
ও ভূতলে মুখনিষ্পেষণ,			কৌরবপক্ষে তিন জন অবশিষ্ট		
ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিনয়োক্তি ও অশ্বখামার			ইহা নিবেদন ...	১২৫	৪৭-
তীব্রপ্রত্যুত্তর এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পত্তর			অশ্বখামার প্রতি দুর্য্যোধনের		
জ্ঞায় হত্যা ...	৮৮	১৫-	সন্তোষোক্তি ও প্রাণ ত্যাগ	১২৭	৫৩-
অশ্বখামকর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের অমৃতচর-			দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগের		
গণ বধ ...	৯০	২৮-	পরে সজয়ের ব্যাসদত্ত দিব্যদৃষ্টির		
অশ্বখামার হস্তে উত্তমোজা ও			ভিরোধান ...	১২৮	৬১
যুধামন্যুর মৃত্যু ...	৯১	৩২-	প্রভাতকালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি		
অশ্বখামার অবাধে পাণ্ডবসৈন্ত			বাইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির নিকটে		
সংহার ...	৯২	৩৬-	সেই স্তম্ভবধূতাত্ত আনাইরাছিল ১৩০		২-
অশ্বখামার সহিত জৌগদীর			স্তম্ভবধূতাত্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের		
পুত্রগণের যুদ্ধ ও অশ্বখামার			বিলাপ ...	১৩১	১০-
হস্তে তাহাদের মৃত্যু ...	৯৪	৪৪-	জৌগদীকে আনয়ন করিবার		
			অন্ত যুধিষ্ঠিরের নকুলকে প্রেরণ ১৩৬		২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
যুধিষ্ঠিরের স্বকীয় পূর্ব শিবিরে			কৃষ্ণকর্তৃক 'পরিকল্পিত' নামের		
গমন, যুগ্মবধ দর্শন ও শোকে			ব্যাপ্তিকথন ...	১৩৬	২-
ভূতলে পতন ...	১৩৬	২২-	উত্তরার গর্ভে ঐবীকাজ পতনের		
দ্রৌপদীর আগমন ও শোকে পতন			বিষয়ে অশ্বখামার দৃঢ়তাজ্ঞাপন		
এবং ভীমকর্তৃক তাঁহাকে ধারণ ১৩৮		৪-	(অভিশাপ) ...	১৩৬	৬-
দ্রৌপদীর সাজকোশোক্তি ও			অশ্বখামার প্রতি কৃষ্ণের		
প্রারোপবেশন ...	১৩৯	১১-	অভিশাপ ...	১৩৯	৮-
অশ্বখামার যন্তকমণি আনয়নের			উত্তরার গর্ভ রক্ষা বিষয়ে কৃষ্ণের		
অন্ত দ্রৌপদীর প্রেরোচনা ও			সংকোচ	১৭০	১৬
ভীমকে প্রেরণ ...	১৪১	২০-	পাণ্ডবগণকে মণি দান করিয়া		
অশ্বখামার রথচিহ্ন অহুসারে			অশ্বখামার বনে গমন ...	১৭১	২০-
তাঁহার প্রতি ভীমের অহুসরণ ১৪৩		৩১	অশ্বখামার মণি লইয়া পাণ্ডব-		
দ্রৌণের নিকটে অশ্বখামার			গণের দ্রৌপদী সমীপে আগমন ১৭১		২২-
'ব্রহ্মশির' অস্ত্র লাভ, কৃষ্ণের			ভীমকর্তৃক দ্রৌপদীকে আশ্বাসন ১৭২		২৭-
নিকটে গমন ও তাঁহার			যন্তকে মণি ধারণ করিবার		
স্বদর্শনচক্র প্রার্থনা এবং সেই			অন্ত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর		
স্বদর্শনচক্র চালনে অসামর্থ্য ১৪৪		২-	অহুরোধ এবং যুধিষ্ঠিরের যন্তকে		
কৃষ্ণের রথে আরোহণ করিয়া			সেই মণি ধারণ ...	১৭৪	৩৪-
অর্জুনপ্রভৃতির ভীমসেনের			'একাকী অশ্বখামা কি করিয়া		
অহুগমন ...	১৪২	৪১-	যুগ্মবধপ্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডববোদ্ধা-		
পাণ্ডবগণকর্তৃক বেদব্যাসের			দিগকে বধ করিল' যুধিষ্ঠিরের		
নিকটে অশ্বখামাকে দর্শন এবং			এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণের		
ভীমকর্তৃক তাঁহাকে আক্রমণ ১৪৪		৪৩-	সম্ভাবনা জ্ঞাপন ...	১৭৫	১-
অশ্বখামার ঐবীকাজ (ব্রহ্মশির			কৃষ্ণকর্তৃক মহাদেবের		
অস্ত্র) নিক্ষেপ ...	১৪৫	৪৮	মাহাত্ম্য বর্ণন ...	১৭৭	৮-
কৃষ্ণের উপদেশে অশ্বখামার প্রতি			দেবগণকর্তৃক মহাদেব ব্যতীত		
অর্জুনেরও ব্রহ্মশির অস্ত্রক্ষেপ ১৪৭		৫-	অন্ত দেবগণের যজ্ঞভাগ		
উভয় অস্ত্রের মধ্যস্থানে নারদ			কল্পনা, মহাদেবের ক্রোধ এবং		
ও বেদব্যাসের গমন এবং সেই			মহাদেবকর্তৃক ভগ্নের নেত্র নাশ,		
অস্ত্র উপসংহার করিবার অন্ত			স্বর্ঘ্যের বাহু ছেদন ও অন্তান্ত		
উভয়ের প্রতি অহুরোধ ১৪৮		১২-	দেবতার নানাদৃশ্য করণ ...	১৮১	১-
অর্জুনকর্তৃক আপন অস্ত্রের			সেই যজ্ঞ মহাদেবকর্তৃক বিদ্ধ		
উপসংহার ...	১৬০	১-	হইয়া যুগ্মরূপ ধারণ করিয়া		
ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহারে			আকাশে গমন করিয়াছিল ১৮৪		১২-
অশ্বখামার অসামর্থ্যজ্ঞাপন ১৬২		১৩-	মহাদেবের আপন ক্রোধকে		
অশ্বখামার প্রতি বেদব্যাসের			সমুদ্রে বিসর্জন এবং সেই ক্রোধেরই-		
উপদেশ ...	১৬৪	১২-	বড়বানল প্রাপ্তি ...	১৮৬	১৩
অশ্বখামার মণির উৎকর্ষ জ্ঞাপন			দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন		
এবং উত্তরার গর্ভে ঐবীকাজ			হইলে, মহাদেবের পুনরায়		
পতন নিবেদন ...	১৬৫	২৮-	দেবগণকে সেই সেই অস্ত্র দান ১৮৭		২০-

সৌপ্তিকপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ।

—:—

মহর্ষি মহাভারতের আদিপর্ব-দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন—

“এতদৈ দশমং পর্বং সৌপ্তিকং সমুদাহৃতম্ ।

অষ্টাদশাশ্লিষাধ্যায়াঃ পর্বগুপ্তা মহাশ্বনা ॥৩১০॥

শ্লোকানাং কথিতান্ধ্র শতাত্তষ্ঠৌ প্রসংখ্যয়া ।

শ্লোকাশ্চ সপ্ততিঃ প্রোক্তা মুনিরা ব্রহ্মবাদিনা ॥৩১১॥”

অর্থাৎ এই সৌপ্তিকপর্বে ১৮টি অধ্যায় এবং ৮৭০টি শ্লোক আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলেই ইহার সম্পূর্ণ মিল বুঝা যাইবে।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১ ...	৪৩	৭ ...	৩৪	১৩ ...	৬১
২ ...	৪৩	৮ ...	৬৭	১৪ ...	১৬
৩ ...	৬৭	৯ ...	১৫২	১৫ ...	৩৪
৪ ...	৩৪	১০ ...	৬২	১৬ ...	৩৭
৫ ...	৬৮	১১ ...	৩১	১৭ ...	২৬
৬ ..	৪০	১২ ...	৩১	১৮ ...	২৪
২২৫		৩৭৭		১১৮	

$$\text{একুণ} = ২২৫ + ৩৭৭ + ১১৮ = ৮৭০$$

—:—

সৌপ্তিকপর্বের উপপর্ব

পৃষ্ঠাঙ্ক

- | | |
|-----------------|------|
| ১। মৃত্যুবধপর্ব | ১- |
| ২। ঐষীকপর্ব | ১২২- |

মহাভারতম্



সৌপ্তিকপর্ব

—:•:—

(১। স্তম্ভবধপর্ব।)

প্রথমোহধ্যায়ঃ । •

—:•••:—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা মুক্তি ভয়সক্ধো মহীং গতঃ ।

শৌচীর্ঘ্যমানী পুরো মে কিমভাবত সঞ্জয় ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রভুয়সি ভুবনানাং তাসি বাসাপদাধঃ

বসসি নিখিলভূতে মাদৃশৈর্নান্নকৃতঃ ।

ত্বজসি অগদশেষং নিজিয়ঃ পাসি হংসি

অরহর । তব ভাবং নৈব জানাতি কোহপি ॥

সমাধিষাদধানায় নাগরাজেন রাজতে ।

ভবার ভবপারায় যোগিনে ভোগিনে নমঃ ॥

অথ পূর্বপর্বাস্তিমাধ্যায়ে “সমাখ্যাত চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রক বাধবঃ । জৌশিসকরিত্ত্বং
ভাবনববুধ্যত কেশবঃ ॥” ইত্যনেন প্রাক্কথিতং সৌপ্তিকপর্বায়ত্ততে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

• অরং প্রথমোহধ্যায়ো দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত বহুধেব পুস্তকেষু শল্যপর্বণেবে সন্নিবেশিতো
বুদ্ধিতে ; তজ্জাতীয়াসদৃশম্ । আৰ্যপ্রমাণবুপ্তত্বৈব তদস্মাতিঃ শল্যপর্বাস্তিমাধ্যায়ে সপ্রমাণ-
কৃতং ব্রূব্যম্ ।

অত্যর্থং কোপনো রাজা জাতবৈরশ্চ পাণ্ডুঃ ।

ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তং নরাধিপ ! ।

রাজ্ঞা যদ্বৃত্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥৩॥

ভগ্নসক্বে নৃপো রাজন্ ! পাংশুনা সোহবগুপ্তিতঃ ।

যময়ন্ মূৰ্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥৪॥

কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিশ্বসন্নুরগো যথা ।

সংরস্তাশ্রুপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্ ।

বাহু ধরণ্যাং নিষ্পিণ্ড মুহূৰ্মত ইব দ্বিপঃ ॥৫॥

প্রকীর্ণান্ মূৰ্দ্ধজান্ ধূমন্ দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ।

গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিশ্বস্তুদমথাত্রবীৎ ॥৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অধীতি । হে সঞ্জয় ! তথৈব সন্ধিনি উক্ত যন্ত সঃ, অতএব মহীঃ গতৌ ভূপতিতঃ, শৌচীৰ্য্য-
বানী আশ্রয়ঃ সৰ্ব্বপ্রধানবীরব্রাহ্মণানী, যে যম পুত্রো হৃষ্যোধনঃ, বুদ্ধি, মন্তকে, পদা পাদেন
অধিষ্ঠিতো ভীষেনারুঢ়ঃ স্পৃষ্টঃ সরিতার্থঃ, কিম্ অভাবত ॥১॥

অত্যর্থমিতি । পাণ্ডু পাণ্ডবেষু । ব্যসনং বিপদম্ ॥২॥

শ্রুতি । বৃত্তং জাতম্ । ভগ্নেন ভগ্নোদ্ধরণ ॥৩॥

ভগ্নেতি । পাংশুনা ধূল্যা, অবগুপ্তিত আবৃতগাত্রঃ । যময়ন্ সমীকর্যন্, মূৰ্দ্ধজান্
কেশান্ । নিয়ম্য যথাস্থানে সংস্থাপ্য । সংরস্তাশ্রুণা ক্রোধাগতনয়নজলেন পরীতাভ্যাং

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! ভীম বামচরণদ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিলে,
ভগ্নোদ্ধ, ভূপতিত ও সৰ্ব্বপ্রাধান্যভিম্বানী আমার পুত্র হৃষ্যোধন কি বলিলেন ॥১॥

অত্যন্তকোপনস্বভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি চিরবৈরযুক্ত ও রাজা হৃষ্যোধন
রণস্থলে গুরুতর বিপদাপন্ন হইয়া তৎপরে কি করিলেন ? ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘নরনাথ রাজা ! ভগ্নোদ্ধ হৃষ্যোধন সেই বিপদের সময় যাহা
বলিয়াছিলেন এবং যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট বলিব,
আপনি শ্রবণ করুন ॥৩॥

রাজা ! ভগ্নোদ্ধ ও ধূলিধূসরদেহ রাজা হৃষ্যোধন দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া,
ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট কেশগুলিকে সমীকরণপূর্ব্বক যথাস্থানে রাখিয়া, সর্পের জায়

ভীয়ে শাস্তনবে নাথে কর্ণে চান্দ্ৰভূতাং বরে ।

গৌতমে শকুনৌ চাপি দ্রোণে চান্দ্ৰভূতাং বরে ॥৭॥

অশ্বখান্নি তথা শল্যে শুরে চ কৃতবর্শ্শণি ।

ইমামবন্থাং প্রাপ্তোহগ্নি কালো বৈ দুর্নতিক্রমঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

একাদশচমৃতর্তা সোহহমেতাং দশাং গতঃ ।

কালং প্রাপ্য মহাবাহো ! ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥৯॥

আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেহগ্নিন্ জীবন্তি সংযুগে ।

যথাহং ভীমসেনেন ব্যাংক্রম্য সময়ং হতঃ ॥১০॥

বহুনি হনুশংসানি কৃতানি খলু পাণ্ডবৈঃ ।

ভুরিঞ্জবসি কর্ণে চ ভীয়ে দ্রোণে চ ক্রীমতি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাণ্ডাত্যাম্ । মাং সঞ্জয়ম্ । বট্টপাদোহয়ং স্রোকঃ । প্রকীর্ণান্ বিক্ৰিণ্ডান্, ধুশ্চন্ কল্পয়ন্, উপস্পৃশন্ বর্ষয়ন্ ॥৪—৬॥

ভীয় ইতি । শাস্তনোরপত্যমিতি শাস্তনবস্তমিন্, নাথে মহাবীরতরা অশ্বাকং রক্ষকে সতি । অস্ত সর্বত্রাঘরঃ । গৌতমে কুপে । কালো বিরোধীত্যাশয়ঃ ॥৭—৮॥

একেতি । একাদশচমৃতর্তা একাদশাকৌহিণীসৈন্তপতিঃ । অতিবর্ততে অতিক্রমিত্ব-মর্থতি ॥৯॥

আখ্যেতি । আখ্যাতব্যং বক্তব্যম্ । ব্যাংক্রম্য অতিক্রম্য, সময়ং গদাযুদ্ধনিয়মম্ ॥১০॥

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মস্তহস্তীর তুল্য ভূতলে হস্ত সঞ্চালন, কেশ কম্পন ও দন্তে দন্তবর্ষণ করতঃ, কোথাঞ্ছপ্লাবিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া, যুধিষ্ঠিরকে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিশ্বাস ত্যাগের সহিত এই কথা বলিলেন—॥৪—৬॥

‘শাস্তনুনন্দন ভীয়, অস্ত্রধারিঞ্জের্ত্র দ্রোণ, কুপ, বীরঞ্জের্ত্র কর্ণ, শকুনি, অশ্বখামা, শল্য ও কৃতবর্শ্শা—এই সকল বীর আমার রক্ষক ছিলেন ; তথাপি আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম । হায়, কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর ॥৭—৮॥

মহাবাহু সঞ্জয় ! একাদশ অকৌহিণী সৈন্তের অধিপতি সেই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম । অতএব আমি মনে করি, কোন লোকই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥

সঞ্জয় ! এই যুদ্ধে বাঁহারা জীবিত আছেন ; তুমি তাঁহাদের নিকটে বলিবে যে, ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আমাকে নিহত করিয়াছে ॥১০॥

পাণ্ডবেরা মহাবীর ভীয়, দ্রোণ, কর্ণ ও ভুরিঞ্জবীর বিষয়ে অতিনিষ্ঠুর বহুতর কার্য্য করিয়াছে ॥১১॥

ইদঞ্চাকীৰ্ত্তিজং কৰ্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্ ।
 যেন তে সংস্রু নির্বেদং গমিষ্যন্তীতি মে মতিঃ ॥১২॥
 কা প্রীতিঃ সঙ্কযুক্তস্ত কৃৎসোপধিকৃতং জয়ম্ ।
 কো বা সময়ভেত্তারং বুধঃ সংমন্তুমৰ্হতি ॥১৩॥
 অধর্মেণ জয়ং লব্ধ্বা কো নু হৃষ্যত পণ্ডিতঃ ।
 যথা সংহৃষ্যতে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ ॥১৪॥
 কিম্মু চিত্রমতস্তদ্ব ভগ্নসক্ৰান্ত যন্মম ।
 ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন হৃদিতং শিরঃ ॥১৫॥
 প্রতপন্ত্য শ্রিয়া জুহুং বর্তমানঞ্চ বন্ধুষু ।
 এবং কুর্য্যাম্রো যো বৈ স হি সঞ্জয় । পূজিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বহুদীতি । নৃশংসানি অতিনিষ্ঠুরকৰ্ম্মাণি । প্রীমতি শৌৰ্য্যশোভাসম্পদে ॥১১॥
 ইদমিতি । যেন কৰ্ম্মণা, তে পাণ্ডবাঃ, সংস্রু সজ্জনমধ্যে, নির্বেদমাত্মানি ॥১২॥
 নির্বেদপ্রাপ্তৌ হেতুমাংসে কতি । সঙ্কযুক্তস্ত বলবতঃ, উপধিকৃতং হ্রস্বসম্পাদিতম্ ।
 সময়ভেত্তারমাচারলজ্জয়িতারম্, সংমন্তং বীরাদিরূপতয়া অতিমন্তম্ ॥১৩॥
 অধর্মেণেতি । অয়ং জয়ো হর্ষশ্চ দয়মেব মানিকরমিতি ভাবঃ ॥১৪॥
 কিমিতি । অতো বীরমানিকরকার্য্যপ্রবৃত্তেঃ । ভগ্নসক্ৰান্ত ভগ্নোয়োঃ ॥১৫॥
 প্রেতি । শ্রিয়া সম্পদা, জুহুং সেবিতম্ । কুর্য্যাম্ কৰ্ত্তুং শক্যাম্ ॥১৬॥

সঞ্জয় । আমার ধারণা হয়, নৃশংস পাণ্ডবেরা এমন নিন্দাজনক এই কার্য্য করিয়াছে, যাহাতে তাহারা সমাজে আত্মধিকার প্রাপ্ত হইবে ॥১২॥

হ্রস্বক্রমে জয় করিয়া বলবানের কি প্রীতি হইতে পারে । কোন্ বুদ্ধিমান লোক নিয়মলজ্জনকারী লোককে আচারপালক বলিয়া মনে করিতে পারেন ॥১৩॥

পাপাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমটা যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । শিক্ষিত কোন্ লোক অধর্ম্ম অমুসারে জয় লাভ করিয়া, এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন ? ॥১৪॥

অতএব আজ ভগ্নোন্নত অবস্থায় আমার মস্তকে ক্রুদ্ধ ভীম যে পদাঘাত করিয়াছে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য আছে কি ? ॥১৫॥

সঞ্জয় । প্রতাপশালী, সম্পদযুক্ত ও বন্ধুগণের মধ্যে বিত্তমান লোকের উপরে এইরূপ ব্যবহার যে লোক করিতে পারে, সেই লোকই বীরসমাজে সম্মানিত হয় ॥১৬॥

অভিজ্ঞো যুদ্ধধর্মশ্চ মম মাতা পিতা চ মে ।
 তৌ হি সঞ্জয় ! দুঃখার্থৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাম্ময় ॥১৭॥
 ইচ্ছং ভৃত্য ভূতাঃ সম্যগ্ভূঃ প্রশান্তা সসাগরা ।
 মুদ্ধি, স্থিতমামিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয় ! ॥১৮॥
 দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ।
 অমিত্রা বাধিতাঃ সর্বৈ কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥১৯॥
 যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ ।
 প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২০॥
 মানিতা বান্ধবাঃ সর্বৈ বশ্যঃ সংপূজিতো জনঃ ।
 ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপদিশতি অভিজ্ঞাবিতি । বিজ্ঞাপ্যৌ স্বয়েতি শেষঃ ॥১৭॥

ইষ্টমিতি । ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ, ভূতা অন্নদানাদিনা পুষ্টাঃ ॥১৮॥

দত্তা ইতি । দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি । বাধিতাঃ পীড়িতাঃ । মুর্ধু সম্যক্ অন্ততরঃ
 সনৃশস্তরঃ, অপি তু কোহপি নেত্যর্থঃ । “অন্তঃ স্বরূপে নাশে না” ইত্যমরঃ ॥১৯॥

যাতানীতি । যাতানি আক্রান্তানি, ভুক্তাঃ পালিতাঃ । সাধু সংকারঃ ॥২০॥

সঞ্জয় ! আমার পিতা ও মাতা যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞই বটে; তথাপি তাঁহারা
 এখন দুঃখার্থই আছেন ; সুতরাং তুমি আমার আদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে
 জানাইবে—॥১৭॥

সঞ্জয় ! আমি যজ্ঞ করিয়াছি, পোষ্যবর্গের সম্যক্ ভরণপোষণ করিয়াছি,
 সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি এবং জীবিত শত্রুগণেরই মাথার উপরে
 রহিয়াছি ॥১৮॥

শক্তি অনুসারে দান করিয়াছি, বন্ধুগণের প্রীতিবিধান করিয়াছি এবং সমস্ত
 শত্রুকেই দমন করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে
 আছে ॥১৯॥

শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছি, রাজগণকে ভৃত্যের স্থায় শাসন করিয়াছি
 এবং বন্ধুগণের সহিত সদ্ভাবহার করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য
 লোক আর কে আছে ॥২০॥

সমস্ত বন্ধুজনের সম্মান করিয়াছি, বশীভূত লোককেও সম্মানের সহিত পালন
 করিয়াছি এবং যথানিয়মে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে
 আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২১॥

আজ্ঞাপ্তং নৃপমুখ্যেয়ু মানঃ প্রাপ্তঃ স্তূৰ্ণতঃ ।
 আজ্ঞানৈয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২২॥
 অধীতং বিধিবদন্তঃ প্রাপ্তমায়ুনিরাময়ম্ ।
 স্বধৰ্ম্মেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২৩॥
 দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ ।
 দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীযুতে ত্বন্যং গতা বিভো ! ॥২৪॥
 যদিষ্ঠং ক্রতুবন্ধুনাং স্বধৰ্ম্মমমুত্তিষ্ঠতাম্ ।
 নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২৫॥
 দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবর্জিতঃ ।
 দিষ্ট্যা নাবিমতিং কাক্ষিস্তুজিহ্বা তু পরাজিতঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

মানিতা ইতি । সংপূজিতঃ সম্মানেন পালিতঃ । ত্রিতয়ং ধর্ম্মার্থকামত্রয়ম্ ॥২১॥
 আজ্ঞপ্তমিতি । আজ্ঞপ্তমাদেপঃ কৃতঃ । আজ্ঞানৈয়ৈরুত্তমাদৈঃ ॥২২॥
 অধীতমিতি । নিরাময়ং নীরোগম্ । লোকাঃ শত্রুজনাঃ ॥২৩॥
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগোন, সংখ্যে যুদ্ধে, প্রেষ্যবদাসবৎ । যুতে ময়ি ॥২৪॥
 যদিষ্ঠি । ক্রতুগি চ তে বন্ধবশ্চেতি তেষাম্ । নিধনং যুদ্ধে মরণম্ ॥২৫॥
 দিষ্ট্যেতি । পরাবৃত্তঃ প্রতিনিবৃত্তঃ, প্রাকৃতবৎ সাধারণলোকবৎ । অবিমতিং সমুখবুদ্ধ-
 প্রতিকূলবুদ্ধি, ভজিষ্য কৃষা ॥২৬॥

প্রধান প্রধান রাজার উপরে আদেশ চালাইয়াছি । অতিদুর্লভ সম্মান
 পাইয়াছি এবং উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়াছি ; সুতরাং
 সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২২॥

যথাবিধানে অধ্যয়ন ও দান করিয়াছি, নিরাময় আয়ু লাভ করিয়াছি এবং
 কত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে শত্রুগণকে জয় করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য
 লোক আর কে আছে ॥২৩॥

রাজা ! আমি ভাগ্যবশতঃ ভূত্যের দ্বারা অস্ত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া কিংবা যুদ্ধ
 হইতে ফিরিয়া বিজিত হই নাই এবং ভাগ্যবশতই আমার মৃত্যুর পরেই আমার
 বিশাল রাজলক্ষ্মী অস্ত্রের উপরে গেল ॥২৪॥

স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী কত্রিয়বন্ধুগণের যাহা অতীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত
 হইলাম । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২৫॥

আমি ভাগ্যবশতঃ সাধারণ লোকের দ্বারা পরাভূত হইয়া, বিজিত হই নাই
 কিংবা কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধি করিয়া পরাজিত হই নাই ॥২৬॥

হুপ্তং বাধ প্রমত্তং বা যথা হত্যাধিবেণ বা ।
 এবং ব্যুৎক্রাস্তধর্মেণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ॥২৭॥
 অশ্বখামা মহাভাগঃ কৃতবর্মা চ সাত্ত্বতঃ ।
 কুপঃ শারদ্বতশ্চৈব বক্তব্য্য বচনান্মম ॥২৮॥
 অধর্মেণ প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ ।
 বিশ্বাসং সময়য়ান্নাং যুয়ং ন গন্তুমর্হথ ॥২৯॥
 বাতিকাংশ্চাত্রবীজ্রাজা পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ।
 অধর্মাস্তীমসেনেন নিহতোহহং যথা রণে ॥৩০॥
 সোহহং দ্রোণং স্বর্গগতং কর্ণশল্যাবুভৌ তথা ।
 বুধসেনং মহাবীর্য্যং শকুনিঞ্চাপি সৌবলম্ ॥৩১॥
 জলসন্ধং মহাবীর্য্যং ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ।
 সৌমদন্তিং মহেষ্টাসং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

হুপ্তমিতি । প্রমত্তমসাবধানম্ । ব্যুৎক্রাস্তধর্মেণ অতিক্রাস্তধর্মেণ ভীমেন ॥২৭॥
 অশ্বখতি । সাত্ত্বতস্তবংশীয়ঃ । শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ ॥২৮॥
 অধর্মেণেতি । প্রবৃত্তানাং কার্ষ্যেযু । সময়য়ান্নামাচারাতিক্রমকারিণাম্ ॥২৯॥
 বাতিকানিতি । বাতিকান্ স্ততিপাঠকবিশেষান্, তে তব ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রঃ ॥৩০॥
 স ইতি । বুধসেনং কর্ণপুত্রম্ । সৌমদন্তিং ভুরিশ্রবসম্, মহেষ্টাসং মহাধর্মুর্জরম্ ।

মানুষ যেমন নিদ্রিত ও অসাবধান লোককে হত্যা করে কিংবা বিষদ্বারা গোপনে বিনাশ করে ; তেমন ভীম ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৭॥

সঞ্জয় ! তুমি আমার আদেশ অনুসারে মহাত্মা অশ্বখামা, সাত্ত্বতবংশীয় কৃতবর্মা এবং শরদ্বানের পুত্র কুপাচার্য্যাকে বলিবে—॥২৮॥

পাণ্ডবেরা অধর্ম্মক্রমে কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং অনেক বার সদাচার লঙ্ঘন করিয়াছে । অতএব আপনারা তাহাদের উপরে আর বিশ্বাস করিতে পারেন না ॥২৯॥

মহারাজ ! তাহার পর আপনার পুত্র যথার্থবিক্রমশালী রাজা দ্রুপদ্যোধন স্ততিপাঠকদিগকে বলিলেন—ভীম অধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধে আমাকে নিহত করিয়াছে ॥৩০॥

দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বুধসেন, সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল জলসন্ধ, রাজা

দুঃশাসনপুরোগাংশ্চ ভ্রাতৃ নান্নসমাংস্তথা ।
 দোঃশাসনিকং বিক্রান্তং লক্ষ্মণকাজ্জাবর্তো ॥৩৩॥
 এতাংশ্চান্ধ্যাংশ্চ স্ববহুন্ মদীয়াংশ্চ সহস্রশঃ ।
 পৃষ্ঠতোহম্মুগমিষ্যামি সার্বহীন ইবান্ধবগঃ ॥৩৪॥ (কলাপকম্)
 কথং ভ্রাতৃ ন হতান্ শ্রদ্ধা ভর্তারঞ্চ স্বসামম ।
 রোক্ষয়মাণা দুঃখার্তা দুঃশলা সা ভবিষ্যতি ॥৩৫॥
 ন্মুযাভিঃ প্রম্মুযাভিঃচ বুদ্ধো রাজা পিতা মম ।
 গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্রতে ॥৩৬॥
 নুনং লক্ষ্মণমাতাপি হতপুত্রো হতেশ্বর ।
 বিনাশং যাস্মতি ক্ষিপ্ৰং কল্যাণী পৃথুলোচনা ॥৩৭॥
 যদি জানাতি চার্ষাকঃ পরিত্রাড্ বাগ্ বিশারদঃ ।
 করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সৌহৃদ্যচিহ্নং মম ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

সৈন্ধবং সিকুরাজম্ । দোঃশাসনিং দুঃশাসনপুত্রম্ । সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যত স সার্বঃ
 সহচরন্তেন হীনঃ । অন্ধবগঃ পথিকঃ ॥৩১—৩৪॥

কথমিতি । কথং কীদৃশী, ভর্তারং জয়দ্রথম্, স্বসাম ভগিনী । রোক্ষয়মাণা ভৃশং রুদতী ॥৩৫॥

ন্মুযাভিরিতি । ন্মুযাভিঃ পুত্রবধুভিঃ, প্রম্মুযাভিঃ পৌত্রবধুভিঃ । গতিমবহাস্ ॥৩৬॥

নুনমিতি । লক্ষ্মণমাতা মম ভার্য্যা, হতেশ্বর হতভর্তৃকা ॥৩৭॥

যদিতি । জানাতি মমাত্মায়বধম্, চার্ষাকো নাম কচ্চিদ্বৃদ্ধঃ । অপচিহ্নং নিদ্রায়ম্ ॥৩৮॥

ভগদত্ত, মহাধনুর্ধর ভুরিশ্রবা, সিকুরাজ জয়দ্রথ, প্রাণের তুলা দুঃশাসনপ্রভৃতি
 ভ্রাতৃগণ, বিক্রমশালী দুঃশাসনের পুত্র ও লক্ষ্মণ এই পুত্রদ্বয়, ইহার এবং অন্যান্য
 বহুতর মৎপক্ষীয় যোদ্ধা ও সহস্র সহস্র বীর স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; এখন আমি
 একাকী সঙ্গিবিহীন পথিকের স্থায় তাঁহাদের পিছনে গমন করিব ॥৩১—৩৪॥

হায় ! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণকে ও ভর্তাকে নিহত শুনিয়া, দুঃখার্ত
 হইয়া, গুরুতর রোদন করিতে থাকিয়া, কিরূপ হইয়া পড়িবেন ॥৩৫॥

বিশেষতঃ আমার বৃদ্ধ পিতা, গান্ধারীদেবী, পুত্রবধুগণ ও পৌত্রবধুগণের
 সহিত কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ॥৩৬॥

শুভলক্ষণা ও বিশালনয়না আমার ভার্য্যা—পুত্র ও ভর্তা নিহত হওয়ার
 নিশ্চয়ই সঘর মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন ॥৩৭॥

সমস্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে ।
 অহং নিধনমাসাচ্চ লোকান্ প্রাপ্স্যামি শাশ্বতান্ ॥৩৯॥
 ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মারিষ ! ।
 প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রদ্ধা ব্যদ্রবস্ত দিশো দশ ॥৪০॥
 সসাগরবনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা ।
 চচালাথ সনিহ্রুদা দিশশ্চৈবাবিলাভবন্ ॥৪১॥
 তে দ্রোণপুত্রমাসাচ্চ যথারুতং শ্রবেদয়ন্ ।
 ব্যবহারং গদাযুদ্ধে পার্ধিবস্ত চ পাতনম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

সমস্তেতি । লোকান্ স্বর্গান্, শাশ্বতান্ চিরস্থায়িনঃ ॥৩৯॥
 তত ইতি । নৃপতের্দুর্যোধনস্ত, ব্যদ্রবস্ত দ্রুতমপাসরন্ ॥৪০॥
 সেতি । সচরাচরা জঙ্গমস্থাবরসহিতা । সনিহ্রুদা সশকা, আবিলাভবন্নिति বিলগ্ন-
 লোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৪১॥

ত ইতি । তে জনাঃ । ব্যবহারং ভীমস্তাত্মাচরণম্, পার্ধিবস্ত দুর্যোধনস্ত ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠিত ইতি । শৌচীরঃ শূরঃ স এব শৌচীর্ধ্যমাত্মানং মত্ততে শৌচীর্ধ্যমানী ॥১—১৮॥
 ময়া মত্তঃ ॥১৯—২৯॥ বার্তিকান্ বার্তাহারিণঃ ॥৩০—৩৭॥ চার্বাকো ব্রাহ্মণবেষধারী
 রাক্ষসঃ । অপচিতিং প্রতীকারম্ ॥৩৮—৪৩॥

ইতি শল্যপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

আমার সুহৃদ, পরিব্রাজক ও বাক্যবিশারদ, মহাত্মা চার্বাক যদি আমার এই
 অন্তায়বধবৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার প্রতিশোধ
 লইবেন ॥৩৮॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত এই পবিত্র সমস্তপঞ্চকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, নিশ্চয়ই
 আমি চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করিব ॥৩৯॥

মাননীয় রাজা ! তাহার পর সহস্র সহস্র লোক দুর্যোধনের বিলাপ শুনিয়া
 অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, দশ দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল ॥৪০॥

তাহার পর সমুদ্র, বন, স্থাবর ও জঙ্গলের সহিত সমগ্র পৃথিবী ভীষণ মূর্ত্তি
 ধারণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন দারুণ শব্দ হইল এবং দিক্ সকল মলিন
 হইয়া পড়িল ॥৪১॥

(৪২) তে হু দ্রোণিং সমাসাচ্চ...পি ।

তদাধ্যায় ততঃ সৰ্ব্বৈঃ দ্রোণপুত্রেন্দ্ৰ ভারত ।

ধ্যাত্বা চ হুচিরং কালং জগ্মু রার্জা যথাগতম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্বণি হুপ্তবধে দুর্যোধনবিপাশে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

বাতিকানাং সকাশাতু শ্রুত্ব দুর্যোধনঃ চম্ম ।

হতশিষ্টান্ততো রাজন্ ! কোরবাণাং মহারথাঃ ॥১॥

বিনিভিন্নাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদাতোমরণশক্তিভিঃ ।

অশ্বখামা কৃপশ্চৈব কৃতবৰ্ম্মা চ সাস্বতঃ ॥২॥

~~~~~

### ভারতকৌমুদী

তদिति । ধ্যাত্বা যুক্তত্ব পূৰ্ণাপরাবস্থাং বিচিন্ত্য, আৰ্জাঃ শোকপীড়িতাঃ ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বণি হুপ্তবধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

বাতিকানামিতি । বাতিকানাং প্রাপ্তকৃতজনানাম্ । হতেভ্যঃ শিষ্টা অবশিষ্টাঃ । বিনিভিন্না  
বিদীর্ণশরীরাঃ, শিতৈঃ স্ফাটৈঃ । সাস্বতস্তবংশীয়ঃ । অবনৈবেগবন্তিঃ । আয়োজনং গদাযুদ্ধ-

সেই লোকেৱা অশ্বখামার নিকটে যাইয়া, ভীমের গদাযুদ্ধে অন্তায় ব্যবহার  
এবং দুর্যোধনকে নিপাতিত করা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা অশ্বখামাকে যথাযথভাবে  
জানাইল ॥৪২॥

ভরতনন্দন ! তাহারা সকলে অশ্বখামার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিয়া, বহুকাল  
চিন্তা করিয়া, হৃৎখার্ত হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ॥৪৩॥

—:~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা ! তাহার পর সুধার বাণ, গদা, তোমর ও শক্তির

\* ..‘শল্যপৰ্বণি চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ শি বঙ্গ বর্ধ, ‘শল্যপৰ্বণি পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

স্বরিতা জবনৈরশ্চৈরায়োদনমুপাগমন্ ।  
 তত্রাপশ্মদ্ব্যজ্ঞানং ধার্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥৩॥  
 প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশালং যথা বনে ।  
 ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৪॥  
 মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্ ।  
 বিবর্তমানং বহুশো রুধিরৌষপরিপ্লুতম্ ॥৫॥  
 যদৃচ্ছয়া নিপতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্ ।  
 মহাবাতসমুত্থেন সংশুক্ৰমিব সাগরম্ ॥৬॥  
 পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্ন হুমারাবৃতমণ্ডলম্ ।  
 রেণুধ্বস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গসমবিক্রমম্ ॥৭॥  
 রতং ভূতগণৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমস্ততঃ ।  
 যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভূতৈর্নৃপতিসত্তমম্ ॥৮॥  
 ক্রকুটীকৃতবস্ত্রান্তং ক্রাধাদুদ্রবতচক্ষুষম্ ।  
 সাং ধং নরব্যাস্র ব্যাস্র নিপতিতং যথা ॥৯॥ (কুলকম্)

### ভারতকৌমুদী

ধ্বনং ধার্তরাষ্ট্রং দূর্যোধনম্ । বিচেষ্টমানং বেদনয়া সঞ্চালিতাঙ্গম্ । বিবর্তমানং পার্শ্বদ্বয়ে  
 পার্শ্ববর্তমানম্ যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, আদিত্যগোচরং চক্রং সূর্য্যমণ্ডলমিব । মহাবাতসমুত্থেন

আঘাতে কৃত ক্ষতদেহ, কোরব বক্র মহারথ, হতাবশিষ্ট কুপাচার্য্য, অশ্বখামা ও  
 কৃত শ্মা সেই লোকগুলর নিকটে দূর্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া, বেগবান্  
 অশ্বগণের গুণে সত্তর রণস্থলে আগমন করিলেন । তাঁহারা সেখানে আসিয়া  
 দেখলেন—বনमध्ये বায়ুবেগে ভগ্ন বিশাল শালবৃক্ষের শ্রায়, ব্যাধকর্তৃক নিপাতিত  
 মহাহস্তীর তুল্য, ঈশ্বরেচ্ছায় ভূতলে নিপাতিত সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ, মহাবায়ুবেগে  
 সংশোধিত সমুদ্রের সমান, আকাশে নীহারাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য এবং নিপাতিত  
 ব্যাঘ্রের শ্রায়, মহাবাহু, মহাবল, হস্তীর তুল্য বিক্রমশালী ও নরশ্রেষ্ঠ দূর্যোধন  
 ভূতলে নিপাতিত রহিয়াছেন ; তিনি তখন রক্তাক্ত দেহে দারুণ বেদনায় ছট্‌ফট্  
 করিতেছেন এবং বার বার এপাশ ওপাশ করিতেছেন ; ধূলিতে তাঁহার দেহ আবৃত  
 হইয়া গিয়াছে ; ধনলোভী লোকেরা যেমন রাজাকে সকল দিকে বেঠেন করিয়া  
 থাকে, সেইরূপ মাংসভোজী প্রাণীরা তাঁহাকে সকল দিকে বেঠেন করিয়া রহিয়াছে ;



তে তং দৃষ্ট্বা মহেষ্টাসা ভূতলে পতিতং নৃপম্ ।  
 মোহমভ্যাগমন্ সৰ্বে ক্লপশ্ৰুতয়ো রথাঃ ॥১০॥  
 অবতীৰ্য্য রথেষ্টাশ্চ প্রাদ্ৰবন্ রাজসন্নিধৌ ।  
 দুৰ্য্যোধনঞ্চ সংশ্ৰেক্ষ্য সৰ্বে ভূমাবুপাবিশন্ ॥১১॥  
 ততো দ্রৌণিৰ্মহারাজ ! ষাঙ্গপূৰ্ণেক্ষণঃ শ্বসন্ ।  
 উবাচ ভরতশ্ৰেষ্ঠঃ সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥১২॥  
 ন নুনং বিততে সত্যং মামুশে কিঞ্চিদেবং হি ।  
 যত্র জং পুরুষব্যাত্র । শেষে পাংশুযু রুষিতঃ ॥১৩॥  
 ভুত্বা হি নৃপতিঃ পূৰ্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্ ।  
 কথমেকোহুত্ব রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠসে নিৰ্জ্জনে বনে ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

বেগেনেতি শেষঃ । রেণুধ্বস্তং ধূলিভিরদৃষ্টাঙ্গম্ । ভূতগণৈঃ প্রাণিসমূহৈঃ, ক্রব্যাদৈর্মাংস-  
 ভোজিভিঃ । সামৰ্ষ্যমসহিষ্ণুম্ ॥১—২॥

ত ইতি । মহেষ্টাসা মহাধনুর্ধরাঃ । রথা রথারোহিণঃ ॥১০॥

অবেতি । প্রাদ্ৰবন্ দ্রুতমগচ্ছন্ ॥১১॥

তত ইতি । দ্রৌণিরশ্বখামা । সৰ্বেষাং লোকেশ্বরাণাং রাজামীশ্বরমধিপতিম্ ॥১২॥

নেতি । সত্যং সত্যতয়া স্থায়ি । শেষে স্বপিষি, পাংশুযু ধূলিষু ॥১৩॥

ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডলে ভীষণ ক্রকুটী প্রকাশ পাইতেছে, নয়নযুগল উপরে  
 উঠিয়াছে এবং তিনি আর বেদনা, দুঃখ ও আক্ষেপ সহিতে পারিতেছেন না ॥১—২॥

মহাধনুর্ধর সেই কুপাচার্য্যপ্রভাত রথীরা—রাজা দুৰ্য্যোধনকে ভূতলে নিপতিত  
 দেখিয়া, প্রথমে যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥

তাঁহার পর তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া দুৰ্য্যোধনকে দেখিয়া,  
 বেগে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং ভূতলেই উপবেশন করিলেন ॥১১॥

মহারাজ ! তদনন্তর অশ্বখামা অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে  
 থাকিয়া, ভরতবংশশ্ৰেষ্ঠ ও সমস্ত রাজার অধীশ্বর দুৰ্য্যোধনকে বলিতে  
 লাগিলেন— ॥১২॥

‘নয়শ্ৰেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে । যেহেতু  
 আপনি ধূলিধূসর দেহে ধূলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৩॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি পূৰ্বে রাজা হইয়া, সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ  
 চালাইয়া, আজ কেন একাকী নিৰ্জ্জন বনের স্থায় এই রণস্থলে অবস্থান  
 করিতেছেন ॥১৪॥

দুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্ ।  
 নাপি তান্ স্নহদঃ সর্বান্ কিমিদং পুরুষৰ্ষভ ! ॥১৫॥  
 দুঃখং নূনং কৃতাস্তস্ত গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন ।  
 লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেতে পাংশুসু রুক্ষিতঃ ॥১৬॥  
 এষ মূৰ্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে গচ্ছা পরস্তপঃ ।  
 স ভৃশং ঐসতে পাংশুং পশ্য কালবিপর্যায়ম্ ॥১৭॥  
 ক তে তদমলং ছত্রং ব্যজনং ক চ পার্ধিব ! ।  
 সা চ তে মহতী সেনা ক গতা পার্ধিবোত্তম ! ॥১৮॥  
 দুৰ্বিজেয়া গতিনূনং কার্য্যাণাং কারণাস্তরে ।  
 যদৈ লোকগুরুভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥১৯॥

## ভারতকৌমুদী

ভূষেতি । মেদিনীং মেদিনীস্থান্ সর্বান্ লোকান্ । নির্জনে বন ইব ॥১৪॥  
 দুঃশাসনমিতি । স্নহদো ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্ ॥১৫॥  
 দুঃখমিতি । কৃতাস্তস্ত দৈবস্ত । লোকানাঞ্চ গতিমিতি সঙ্কঃ ॥১৬॥  
 উপস্থিতাহুদ্বিশ্রবীতি এষ ইতি । মূৰ্দ্ধাভিষিক্তানাং রাজান্ । পাংশুং ধূলিম্ ॥১৭॥  
 ক্বেতি । কালবিপর্যয়াদেব তবৈতৎ সর্বং বিনষ্টমিতি ভাবঃ ॥১৮॥  
 ছুরিতি । কারণাস্তরে বিভিন্নহেতাবুপস্থিতে সৃতি । লোকগুরুলোকশ্রেষ্ঠঃ ॥১৯॥

## ভারতভাবদীপঃ

বার্তিকানামিতি ॥১—৫॥ চক্রমাদিত্যাগোচরং স্বর্ধ্যমণ্ডলমিবেতি লুপ্তোপমা ॥৬—১৮॥  
 কারণাস্তরে অদৃষ্টরূপে সতি, তেন দৃষ্টসামগ্রীবৈয়র্ধ্যং জায়ত ইতি ভাবঃ ॥১৯—৪৩॥  
 ইতি শল্যপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনবষ্টিতমোধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দুঃশাসন, মহারথ কর্ণ এবং সেই সকল বন্ধুদিগকে দেখিতেছি না ;  
 এটা কি ব্যাপার ! ॥১৫॥

দৈবের কোন গতি ও মাহুষের অবস্থা জানা নিশ্চয়ই দুষ্কর । যেহেতু আপনি  
 ধূলিধূসর দেহে ধুলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

ইনি রাজগণের অগবর্ত্তী থাকিয়া, শত্রু দমন করিতেন ; আর আজ ধূলি ভক্ষণ  
 করিতেছেন । কালের পরিবর্ত্তনটা দেখ ॥১৭॥

রাজা ! আপনার সেই নির্মল ছত্র কোথায়, চামর কোথায় গেল এবং  
 রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার সেই বিশাল সৈন্যই বা কোথায় গিয়াছে ॥১৮॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্যও যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে থাকে, পূর্বে

অধ্রবা সৰ্বমৰ্ত্যেষ্ণু ধ্রুবং ত্রীৰূপলক্ষ্যতে ।  
 ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শক্রবিম্পাদ্বিনো ভৃশম্ ॥২০॥  
 তস্য তৰচনং শ্রদ্ধা দুঃখিতস্য বিশেষতঃ ।  
 উবাচ রাজন্ ! পুত্রস্তে প্রাপ্তকালামদং বচঃ ॥২১॥  
 বিমূঢ়্য নেত্রে পাণিত্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্ ।  
 কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সৰ্বানুব নরাধিপঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)  
 ঈদৃশো মৰ্ত্যধর্মোহয়ং ধাত্বা নির্দিষ্ট উচ্যতে ।  
 বিনাশঃ সৰ্বভূতানাং কালপর্যায়কারিতঃ ॥২৩॥  
 সোহয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ ।  
 পৃথিবীং পালয়িষ্যাহমেতাং নিষ্ঠামুপগতঃ ॥২৪॥  
 দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তে যুদ্ধে কশ্যাপাদি ।  
 দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাতৈশ্চলেনৈব বিশেষতঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

অধ্রবেতি । অধ্রবা অচিরস্থায়িনী, ত্রীঃ সম্পদঃ । ব্যসনং বিপদম্ ॥২০॥  
 ভবতি । বিশেষত আধিকোন । প্রাপ্তকালঃ তৎকালোচিতম্ । বাষ্পমশ্রু ॥২১—২২॥  
 ঈদৃশ ইতি । কালস্ত পর্য্যায়েন পরিবর্তনেন কারিতঃ ॥২৩॥  
 স ইতি । নিষ্ঠাঃ নিপত্তিঃ পরিণামমিতি যাবৎ ॥২৪॥  
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, পরাভূতঃ পরাভূতীভূতঃ । চলেন নাভেরঃপ্রহারঃ ॥২৫॥

সেগুলির অবস্থা জানা হুঙ্কর । যেহেতু আপনি লোকশ্রেষ্ঠ হইয়া বর্তমান সময়ে  
 এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥১৯॥

আপন ইন্দ্রেরও স্পর্ধ ক রতেন ; অথচ বর্তমান সময়ে আপনার এই ব দ  
 দেখিয়া ইহাই স্থির বুঝেছি যে, মানুষের সম্পদ চরস্থায়ী নহে’ ॥২০॥

রাজা ! অঃ নার পুত্র রাজা ত্র্যযোধন অত্যন্তদুঃখিত অস্থখামার সেই কথা  
 শুনিয়া হস্তযুগলদ্বারা নয়ন মার্জনা করিয়া, অশ্রু বসর্জন করিতে থাকিয়া,  
 কৃপাচার্য্যপ্রভৃ ত বীরগণকে তৎকালো চত এই কথা বললেন— ॥২১—২২॥

‘কালের পরিবর্তনবশতঃ সমস্ত পদার্থই যে ধ্বংস হয়, ইহা বিধাতারই নির্দিষ্ট  
 প্রাণিজগীতের ধর্ম ॥২৩॥

সেই অবস্থাই আমার উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনার প্রত্যক্ষ করিতেছেন ।  
 আমি পৃথিবী পালন করিয়া শেষে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥২৪॥

উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিক্য। যুযুৎসতা ।  
 দিক্য চাশ্ম হতো যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২৬॥  
 দিক্য চ বোহহং পশ্যামি যুক্তানস্মাজ্জনক্যায়ং ।  
 স্বস্তিযুক্তাশ্চ কল্যাণশ্চ তস্মৈ প্রিয়মনুত্তমম্ ॥২৭॥  
 মা ভবন্তোহনুতপ্যস্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে ।  
 যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥২৮॥  
 মনুমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণশ্চামততেজসঃ ।  
 তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং কত্রধশ্চাং স্বনুষ্ঠিতাং ॥২৯॥  
 স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি তোচাঃ কথঞ্চন ।  
 কৃতং ভবন্তিঃ স্দৃশমনুরূপামিবাত্মনঃ ।  
 যতীতং বিজয়ে নিতাং দৈবঞ্চ ছুৰ্যশ্চক্রমম্ ॥৩০॥

### ভা তকৌমুদী

উৎসাহ ইতি । যুযুৎসতা যাদুমিচ্ছতা । নিহতা জাতরো বান্ধবাশ্চ যত্র সঃ ॥২৬॥  
 দিষ্টোতি । স্বস্তিযুক্তান্ কুশলিনঃ, কল্যান নিরাময়ান্ । ন বিস্তৃতে উত্তমং বশ্যস্তং ॥২৭॥  
 মেতি । বেদা “বাবিষৌ পুরুষো লোকে” ইত্যাদ্যুক্তমূলশ্রুতয়ঃ ॥২৮॥  
 মন্তেতি । চ্যাবিতঃ পরাশুখত্ববিধানাদিনা ন ভ্রংশিতঃ ॥২৯॥  
 স ইতি । স কত্রধর্ষঃ । সদৃশং যোগ্যং কন্ম । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

ভাগ্যবশতঃ আমি যুদ্ধে কোন সঙ্কটের সময়েই পরাশুখ হই নাই এবং ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মারা বিশেষ ছলপূর্বকই আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৫॥

আমি ভাগ্যবশতই যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সর্বদা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যবশতই আমি জ্ঞাতীগণ ও বন্ধুগণ নিহত হওয়ার পরেই নিহত হইয়াছি ॥২৬॥

ভাগ্যবশতই আমি আপনাদিগকে কুশলে ও অক্ষতদেহে এই লোককন্ম হইতে মুক্ত দেখিতেছি । তাহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছে ॥২৭॥

আপনারা আমার মৃত্যুতে সৌহার্দবশতঃ অনুতপ্ত হইবেন না । কারণ, বেদবাক্য যদি প্রমাণ বলিয়া আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি অক্ষয় স্বর্গ জয় করিয়াছি ॥২৮॥

অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব আমি জানি ; কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে সম্যক অনুষ্ঠিত কত্রিয়ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই ॥২৯॥

আমি সেই কত্রিয়ধর্ম যথাযথভাবে রক্ষা করিয়াছি । অতএব আপনারা (২৭)....স্বস্তিযুক্তাশ্চ কল্যাণান্...নি । (২৯)....মনুমানঃ প্রভাবঞ্চ...নি ।

এতাবহুত্বা বচনং বাস্পাব্যাকুললোচনঃ ।  
 তুষ্ণীং বভূব রাজেন্দ্র ! রুজ্জামৌ বিহ্বলৌ ভৃশম্ ॥৩১॥  
 তথা তু দৃষ্ট্ৱা রাজানং বাস্পশোকসমাস্থিতম্ ।  
 দ্রোণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহির্জগৎক্ষয়ে ॥৩২॥  
 স তু ক্রোধসমাবিষ্টঃ পার্শ্বো পাণিঃ প্রপীড়্য হ ।  
 বাস্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৩॥  
 পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রেঃ স্নানশংসেন কর্মণা ।  
 ন তথা তেন তপ্যামি যথা রাজন্ ! স্বয়াণ্ড বৈ ॥৩৪॥  
 শৃণু চেদং বচো মম সত্যেন বদতঃ প্রভো ! ।  
 ইক্ষাপূৰ্বেন দানেন ধৰ্ম্মেণ স্নকৃতেন চ ॥৩৫॥  
 অদ্যাহং সৰ্ব্বপাঞ্চালান্ বাস্পদেবশ্চ পশ্বতঃ ।  
 সৰ্ব্বোপায়ৈর্হি নেম্যামি প্রেতরাজনিবেশনম্ ।  
 অনুজ্ঞাস্তু মহারাজ ! ভবাম্মে দাতুমর্হতি ॥৩৬॥ (যুগাকম্)

### ভারতকৌমুদী

এতাবদিতি । তুষ্ণীং নীরবঃ, রুজ্জা উরুভঙ্গবেদনয়া ॥৩১॥

তথ্যেতি । রাজানং হৃষ্যোধনম্ । দ্রোণিরন্থখামা ॥৩২॥

স ইতি । স দ্রোণিঃ । প্রপীড়া নিপীড়্য । রাজানং হৃষ্যোধনম্ ॥৩৩॥

পিত্যেতি । পিতা দ্রোণঃ । স্বয়া ছলান্নিহতেনেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

কোনপ্রকারেই আমার জন্ত শোক করিতে পারেন না । আবার আপনারাও নিজেদের অমুরূপ উপযুক্ত কার্য্য সকল করিয়াছেন । তা'র পর আপনারা সর্বদাই জয়লাভের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা ছকর বলিয়া সে জয় হইল না' ॥৩০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ০ হৃষ্যোধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেদনায় বিহ্বল হইয়া, বাস্পাকুল-নয়নে নীরব হইলেন ॥৩১॥

অন্থখামা হৃষ্যোধনকে সেইরূপ শোক ও বাস্পযুক্ত দেখিয়া, প্রলয়কালীন অগ্নির স্থায় ক্রোধে অলিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

অন্থখামা ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, বাস্পগদগদ বাক্যে হৃষ্যোধনকে এইরূপ বলিলেন— ॥৩৩॥

‘রাজা ! ক্ষুদ্র পাঞ্চালেরা অভিনূশংসভাবে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে । জর্জীতেও আমি সেইরূপ হৃষিত হই নাই, আজ আপনাকে ছলপূর্বক নিহত করায় বেক্ষ হৃষিত হইয়াছি ॥৩৪॥

ইতি শ্রদ্ধা তু বচনং দ্রোণপুত্রস্ত কৌরবঃ ।

মনসঃ প্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ ।

আচার্য্য ! শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয় ॥৩৭॥

স তদ্বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ।

কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোহস্তিকমুপাগমৎ ॥৩৮॥

তমব্রবীন্মহারাজ ! পুত্রস্তব বিশাংপতে ! !

মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দ্রোণপুত্রোহভিষিচ্যতাং ।

সৈনাপত্যেন ভদ্রং তে মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

শ্রুতি । মহং মম । ইষ্টমগ্নিহোত্রাদিকরণম্, পূৰ্ণং জলাশয়াদিনিৰ্ম্মাণঞ্চ তেন । সমাহারবশে  
হ্রস্বত দীৰ্ঘতা । অনয়োঃ প্রমাণস্ত পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ । স্কৃতেন সমাগমুত্তিতেন । প্রেতরাজ-  
নিবেশনং যমালয়ম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫—৩৬॥

ইতীতি । কৌরবো হৃষ্যোধনঃ । অয়মপি ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

স ইতি । স কৃপং, আজ্ঞায় শ্রদ্ধা । পূর্ণং জলেন ॥৩৮॥

তমিতি । সৈনাপত্যেন ইদানীন্তমসেনাপতিভাবেন, ভদ্রং মঙ্গলম্ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥

প্রভু ! অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, জলাশয় নিৰ্ম্মাণ, দান এবং সমীচীনভাবে  
সম্পাদিত অজ্ঞাত ধৰ্ম্মদ্বারা আমি সত্য শপথ করিতেছি ; আপনি তাহা শ্রবণ  
করুন । আজ আমি সৰ্ব্বপ্রকার উপায়ে কৃষ্ণের সমক্ষেই সমস্ত পাকালগণকে  
যমালয়ে প্রেরণ করিব । অতএব মহারাজ ! আপনি আমাকে সে বিষয়ে অল্পমতি  
দান করুন' ॥৩৫—৩৬॥

কুরুরাজ হৃষ্যোধন মনের প্রীতিজনক অশ্বখামার এইরূপ বাক্য শুনিয়া  
কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—‘আচার্য্য ! আপনি সৰ্ব্ব জলপূর্ণ একটা কলস আনয়ন  
করুন’ ॥৩৭॥

তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য হৃষ্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, একটা জলপূর্ণ  
কুন্ত লইয়া হৃষ্যোধনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৮॥

মহারাজ নরনাথ ! পরে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—  
‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে,  
আমার আদেশক্রমে অশ্বখামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন । আপনার  
মঙ্গল হউক’ ॥৩৯॥

(৩৭) তদ্বচনং দ্রোণপুত্রায় । ভবান্নবঃ...মি ।

রাজস্ব বচনং শ্রুত্বা কৃপাঃ শারবতস্ততঃ ।

দ্রৌণিং রাজ্ঞে। নিয়োগেন সৈনাপত্যেহভ্যষেচয়ৎ ॥৪০॥

সৌহভিষিক্তে। মহারাজ ! পরিষজ্য নৃপোত্তমম্ ।

প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সৰ্বা নিনাদয়ন্ ॥৪১॥

দুর্য্যোধনোহপি রাজেন্দ্র ! শোণিতৌষপরিপ্লুতঃ ।

তাং নিশাং প্রতিপেদেহথ সৰ্বভূতভয়াবহাম্ ॥৪২॥

অপক্রম্য তু তে তুংগং তস্মাদায়োধনামৃপ ! ।

শোকসংবিগ্নমনস্শিচিন্তামাপেদিরে ভৃশম্ ॥৪৩॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
পর্বণি স্তম্ভবধে অশ্বখামসৈনাপত্যাভিষেকে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

রাজ ইতি । শারবতঃ শরবতঃ পুত্রঃ । দ্রৌণিমশ্বখামানম্ ॥৪০॥

স ইতি । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য, নৃপোত্তমং দুর্য্যোধনম্ ॥৪১॥

দুর্য্যোধন ইতি । প্রতিপেদে প্রাপ, সৰ্বভূতভয়াবহাং মহামারীহেতুভ্যাং ॥৪২॥

অপেতি । অপক্রম্য অপমৃত্যু, আয়োধনাদ্রণস্থলাং । শোকেন সংবিগ্নানি অস্থিরানি  
মনাসি ঘেষাং তে, চিন্তাস্বদেগ্ৰসাধনোপায়ানাম্ ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণি স্তম্ভবধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥

তাহার পর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনের আদেশ অনুসারে অশ্বখামাকে  
সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥৪০॥

মহারাজ ! তখন অশ্বখামা সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া, রাজশ্রেষ্ঠ  
দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক সিংহনাদে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া শ্রব্হান  
করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এদিকে রক্তাক্তদেহ দুর্য্যোধনও সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক সেই রাত্রি-  
কাল অতিক্রম করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

রাজা ! ক্রমে শোকাকুলচিত্ত কৃপাচার্য্য, কৃতবৰ্ম্মা ও অশ্বখামা সেই রণস্থল  
হইতে অপমৃত হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে গুরুতর চিন্তাধিত হইলেন ॥৪৩॥

(৩৯) ইতঃ পরং 'রাজ্ঞে নিয়োগাদ্বোধব্যাং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ । বৰ্ত্ততা ক্ষত্রধৰ্ম্মেণ  
হেবং ধৰ্ম্মবিদো বিহুঃ ॥' ন্নোকোহয়মধিকঃ বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি ।

(৪০)....চিন্তাধ্যানপরাতবন্—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ ।

\* 'শল্যপর্বণি...পঞ্চমুত্তিতরোহধ্যায়' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ । শল্যপর্বণি বটবৃষ্টিতমোহধ্যায়ঃ, নি ।

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:—

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রয়াতা দক্ষিণামুখাঃ ।

সূর্যাস্তমনবেলায়াং শিবিরাত্যাসমাগতাঃ ॥১॥

বিমুচ্য বাহাংস্বরিতা ভীতাঃ সমভবংস্তদা ।

গহনং দেশমাসাঢ় প্রচ্ছন্ন্য অবিশস্ত তে ॥২॥

সেনানিবেশমভিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।

নিকৃতা নিশিতৈঃ শত্রৈঃ সমস্তাং কৃতবিক্রতাঃ ।

দীর্ঘমুঞ্চক নিশ্চস্ত পাণ্ডবানশ্চচিস্তয়ন্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সূর্যাস্তমনবেলায়াং সূর্যাস্তান্তাগমনসময়ে, শিবিরত অত্যাগং সমীপম্ ॥১॥

বিমুচ্যেতি । বাহান্ রথান্ । গহনং তরুলতাদিভির্নিবিড়ম্ ॥২॥

সেনেতি । অভিত আভিমুখেন । নিকৃতাঃ কেচনৈকেষু কিয়চ্ছিন্নাঃ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

• ত্রীগণেশায় নমঃ । পূর্বস্মিন্ পৰ্শ্বগ্যর্থাণী কুটূষনাশমহু বয়মপি নশ্ততীত্বাক্তম্, ইদানীং পরমর্থাহুগো ব্রাহ্মণশ্চত্বর্ষেখপি নিল্যাতমং কৰ্ম করোতীত্বাচ্যতে—ততস্তে সহিতা বীরা ইত্যাদিনা সৌস্তিকপৰ্কণি । ততঃ দুৰ্যোধনেন সৈন্তাপতেহ্মখামোহভিবেকানন্তরম্, তে অশ্বখামকপাচাৰ্য্যকৃতবন্দ্যঃ, শিবিরাত্যাগং শিবিরনিকটস্থং দেশম্ আসাঢ় বাহান্ বিমুচ্য

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাহার পর সূর্যাস্তের সময়ে সেই বীরেরা সম্মিলিত হইয়া, দক্ষিণমুখে যাইতে থাকিয়া, শিবিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

পরে তাঁহারা ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগ করিয়া, সশর চলিতে লাগিলেন । ক্রমে এক নিবিড় বনের নিকটে আসিয়া, সেখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন ॥২॥

পরে তাঁহারা শিবিরের অভিমুখে অনতিদূরে একটু দাঁড়াইলেন ; তৎকালে তাঁহাদের কোন কোন অঙ্গ সুধার অস্ত্রে একটু একটু ছিন্ন এবং সমস্ত অঙ্গই ক্রত-বিকৃত ছিল । এইভাবে তাঁহারা সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, পাণ্ডবগণেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(১)...উপাস্তমনবেলায়াং...বঙ্গ বর্ক্ নি ।

• নীলকণ্ঠেন পর্বসংগ্রহাধ্যায়োক্তং বিরোধবনালোচ্য কেবলাদর্শপুত্ৰকপাঠাহুসারেণ প্রাপ্তকৃতমধ্যায়বয়ং শল্যপর্কীং বক্তব্যম্ ঈদৃশং ব্যাচষ্টে শ্বেতি জেয়ম্ ।



শ্রীহা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ।  
 অনুসারভয়াস্তীতাঃ প্রাণ্ডমুখাঃ প্রাজ্জবন্ পুনঃ ॥৪॥  
 তে মুহূর্তং ততো গম্বা শ্রাস্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ ।  
 নাহুশ্চাস্ত মহেশ্বাসাঃ ক্রোধামর্ষবশংগতাঃ ।  
 রাক্ষো বধেন গম্বপ্তা মুহূর্তং সমবস্থিতাঃ ॥৫॥  
 ধৃতরাষ্ট্রে উবাচ ।

অশ্রদ্ধেয়মিদং কৰ্ম্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ! ।  
 যৎ স নাগায়ুতপ্রাণঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৬॥  
 অবধ্যঃ সৰ্ব্বভূতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।  
 পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় ! ॥৭॥  
 ন দিষ্টমভ্যতিক্রান্তং শক্যং গাবল্লগে ! নরৈঃ ।  
 যৎ সমেত্য রণে পার্থৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

শ্রীহা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৪॥  
 ত ইতি । গম্বা পুনরপি রথারোহণেন, শ্রাস্তা বাহা অশ্বা যেষাং তে । নাহুশ্চাস্ত  
 নাস্কমস্ত । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

অশ্রদ্ধেয়মিতি । অশ্রদ্ধেয়মবিখ্যাতম্ । নাগায়ুতপ্রাণো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলঃ ॥৬॥  
 অবধ্য ইতি । বজ্রসংহননো বজ্রবদ্ধচরীরঃ, যুবেত্যন্তোপপত্তিঃ পূৰ্ব্বযুক্তা ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভবিশংসেতি যোজন্য ॥১—৩॥ অনুসারঃ পৃষ্ঠগমনম্, প্রাজ্জবরিত্তি পুনরুত্থানম্ যোজয়িষ্যেতি

তদনন্তর তাঁহারা জয়লাভলাবী পাণ্ডবপক্ষের ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিয়া,  
 অনুসরণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া, পুনরায় পূৰ্ব্বমুখে চলিতে থাকিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা তথা হইতে একটুকাল গমন করিয়া পিপাসার্ত হইয়া পড়িলেন ;  
 তাঁহাদের অশ্বগুলিও পরিশ্রান্ত হইল । তৎকালে সেই মহাধনুর্ধরেরা ক্রোধ ও  
 অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হইয়া আর ক্ষমা করিবার অভিপ্রায় করিলেন না ।  
 হৃষ্যোধনের বধে সন্তপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই কিছুকাল দাঁড়াইলেন ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! ভীম যে এই কার্য্যটা করিল ইহা বিশ্বাস করা যায়  
 না । কারণ, আমার পুত্র হৃষ্যোধন দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ছিল ।  
 তাঁহাকেই সে নিপাতিত করিল ॥৬॥

সঞ্জয় ! বজ্রের দ্বায় দৃঢ় শরীর ও যুবক আমার পুত্র হৃষ্যোধন সমস্ত প্রাণীরই  
 অবধ্য ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবেরা যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করিল ॥৭॥

অগ্নিসারময়ং নুনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় । ।  
 হতং পুত্ৰশতং শ্রদ্ধা বর দীর্ণং সহস্রথা ॥৯॥  
 কথং হি বৃদ্ধমিধুনং হতপুত্ৰং ভবিষ্যতি ।  
 ন হুহং পাণ্ডবেয়স্য বিষয়ে বস্তমুৎসহে ॥১০॥  
 কথং রাজাঃ পিতা ভূত্বা স্বয়ং রাজা চ সঞ্জয় । ।  
 প্রেষ্যভূতঃ প্রবর্তেয়ং পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ ॥১১॥  
 আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সৰ্বাং হিহা মূৰ্দ্ধনি সঞ্জয় । ।  
 কথমন্ত ভবিষ্যামি প্রেষ্যভূতো হুরন্তকুৎ ॥১২॥  
 কথং ভীমস্য বাক্যানি জ্ঞোতুং শক্যামি সঞ্জয় । ।  
 যেন পুত্ৰশতং পূৰ্ণমেকেন নিহতং মম ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । দিষ্টং দৈবম্ । হে গাবল্গণে ! গবল্গণপুত্র ! সঞ্জয় ! ॥৮॥  
 অজীতি । অগ্নিসারময়ং লৌহময়ম্ । নুনং নিশ্চিতম্ ॥৯॥  
 কথমিতি । কথং কীদৃশম্, বৃদ্ধয়োরাবরোমিধুনং ঘয়ম্ । বিষয়ে দেশে ॥১০॥  
 কথমিতি । প্রেষ্যভূতো দাসস্বরূপঃ । শাসনাদাদেশাৎ ॥১১॥  
 আজ্ঞাপোতি । মূৰ্দ্ধনি রাজাঃ শিরসি । হুরন্তকুৎ হুঙ্করকার্য্যকারী ॥১২॥  
 অত্যন্তমসহং বিষয়মাহ কথমিতি । পূৰ্ণম্, ন নুনমিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

সঞ্জয় ! মানুষ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেনা । যেহেতু পাণ্ডবেরা যাইয়া আমার সেই পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছে ॥৮॥

সঞ্জয় ! আমার হৃদয়টা নিশ্চয়ই লৌহময় । যেহেতু একশত পুত্রকে নিহত শুনিয়াও সে হৃদয় সহস্রভাগে বিদীর্ণ হয় নাই ॥৯॥

এই হতপুত্র বৃদ্ধদম্পতির কি অবস্থা হইবে ? আমি ত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে বাস করিতে পারিব না ॥১০॥

সঞ্জয় ! আমি রাজার পিতা এবং নিজেও রাজা হইয়া কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের আদেশে দাসের জ্ঞান কার্য্য করিব ॥১১॥

সঞ্জয় ! সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ চালাইয়া এবং সমস্ত রাজার মন্তকের উপরে থাকিয়া, এখন কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের দাসের জ্ঞান হইয়া চলিব ॥১২॥

হায়, সঞ্জয় ! যে ভীম একক আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে নিহত করিয়াছে ; আমি কি প্রকারে সেই ভীমের বাক্য অণু করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

কৃতং সত্যং বচন্ত্য বিদুর্য মহাত্মনঃ ।

অকুর্ব্বতা বচন্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয় ! ॥১৪॥

অধর্মেণ হতে তাত ! পুত্রে হুর্যোধনে মম ।

কৃতবর্ষা কৃপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ! ॥১৫॥

সঞ্জয় উবাচ ।

গম্বা তু তাবকা রাজন্ ! নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।

অপশ্যন্ত বনং ঘোরং নানাক্রমলতারূতম্ ॥১৬॥

তে মুহূর্ত্তন্তু বিশ্রাম্য লকতোইয়ৈর্হয়োত্তমৈঃ ।

সূর্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেদুর্মহদ্বনম্ ॥১৭॥

নানামৃগগণৈর্জুক্তং নানাপক্ষিগণারূতম্ ।

নানাক্রমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ॥১৮॥

নানাতোয়ৈঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।

পদ্মিনীশতসংছন্নং নীলোৎপলসমায়ুতম্ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । অকুর্ব্বতা অরক্ততা, বচো বিদুর্য, তেন হুর্যোধনে ॥১৪॥

অধর্মেণেতি । অধর্মেণ নাভেরধো গদাঘাতনিষেধাভিক্রমেণ । দ্রৌণিরন্থখামা ॥১৫॥

গম্বেতি । তাবকাণ্ডপক্ষীয়াঃ কৃপ-কৃতবর্ষাঅন্থখামানঃ ॥১৬॥

ত ইতি । সমাসেদুর্মহঃ । মৃগাণাং পশুনাং গণৈঃ, জুহুঃ সেবিতম্ । নানাব্যালৈঃ  
সর্পৈর্নিষেবিতম্ । পদ্মিনীনাং পদ্মসরসানাং শতেন সংছন্নং ব্যাঘ্রম্ ॥১৭—১৯॥

সঞ্জয় ! আমার পুত্র সেই হুর্যোধন বিদুরের বাক্য রক্ষা না করিয়া, সেই  
মহাত্মা বিদুরের বাক্যগুলিকে সত্য করিয়াছে ॥১৪॥

বৎস সঞ্জয় ! ভীম আমার পুত্র হুর্যোধনকে অশ্রায়ভাবে নিহত করিলে,  
কৃতবর্ষা, কৃপাচার্য্য ও অন্থখামা কি করিলেন ? ॥১৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা ! আপনার পক্ষের সেই তিন মহাবীর অনতিদূরে  
যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় আবৃত ভয়ঙ্কর একটা বন  
দেখিলেন ॥১৬॥

তঁাহারা সেইস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, উত্তম অশ্বগুলি জলগানে স্নান  
হইলে, গমন করিতে থাকিয়া, সন্ধ্যাকালে বহু পুষ্পশোভিত সেই বিশাল বনে যাইয়া  
উপস্থিত হইলেন । সেই বনে নানাবিধ পশু ও পক্ষী বিচরণ করিতেছিল ; নানাবিধ  
বৃক্ষলতা অবস্থিত ছিল ; বহুবিধ সর্প অবস্থান করিতেছিল এবং বহুতর জলাশয়  
ছিল । সেগুলিতে আবার অনেক পদ্ম ও নীলোৎপল প্রকাশ পাইতেছিল ॥১৭—১৯॥

এবিশ্চ তখনং ঘোরং বীক্যমাণাঃ সমস্ততঃ ।  
 শাখাসহস্রসংছন্নং অগ্ৰোধং দদৃশুস্ততঃ ॥২০॥  
 উপেত্য তু তদা রাজন্ । অগ্ৰোধং তে মহারথাঃ ।  
 দদৃশুর্দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥২১॥  
 তেহবতীৰ্য্য রথেভ্যশ্চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ ।  
 উপস্পৃশ্য যথান্ধায়ং সঙ্ক্যামঘাসত প্রভো ! ॥২২॥  
 ততোহস্তং পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠমনুপ্রাপ্তে দিবাকরে ।  
 সৰ্বশ্চ জগতো ধাত্রী শৰ্বরী সমপদ্মত ॥২৩॥  
 গ্রহনক্ষত্রতারাবিঃ প্রকীর্ণাভিরলঙ্কতম্ ।  
 নভোহংশুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমস্ততঃ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

এবিশ্চেতি । সমস্ততঃ সৰ্ব্বানু দিক্ । অগ্ৰোধং বটবৃক্ষম্ ॥২০॥  
 উপেত্যেতি । দ্বিপদাং মাহুষণাম্ । বনস্পতিং বৃক্ষম্ ॥২১॥  
 ত ইতি । উপস্পৃশ্য আচম্য, অঘাসত উপাসত ॥২২॥  
 তত ইতি । ধাত্রী বিশ্রামকালতয়া রক্ষিত্রী, শৰ্বরী রাত্রিঃ, সমপদ্মত সমজায়ত ॥২৩॥  
 গ্রহেতি । গ্রহা মঙ্গলাদয়ঃ নক্ষত্রাণি ধ্রুবাদীনি তারাস্তদিতরাণি ক্ষুদ্রাকারানি জ্যোতীঃবি  
 তাভিঃ, প্রকীর্ণাভিরিতস্ততো বিক্ষিপ্তাভিঃ । অংশুকং বিচিত্রং নীলবস্ত্রম্ ॥২৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

গম্যতে ॥৪॥ নামৃগুস্ত ন পরামৃষ্টবস্তঃ, রাজ্ঞো হৃদ্যোথনস্ত ॥৫—২১॥ অঘাসত  
 উপাসিতবস্তঃ ॥২২—২৩॥

তাহার পর কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশপূৰ্ব্বক সকলদিকে  
 দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, বহুশাখাসমাবৃত এক বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥২০॥

রাজা । মনুগ্রাশ্রেষ্ঠ সেই মহারথেরা তখন সেই বটবৃক্ষের নিকটে যাইয়া, সেই  
 বৃক্ষেই অবস্থা কিয়ৎকাল দর্শন করিলেন ॥২১॥

রাজা । তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া, ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, আচমন  
 করিয়া যথানিয়মে সঙ্ক্যোপাসনা করিলেন ॥২২॥

তাহার পর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে, সমস্ত জগতের রক্ষক রাত্রিকাল  
 উপস্থিত হইল ॥২৩॥

ক্রমে নানাস্থানে বিকীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণে সুশোভিত গগনমণ্ডল সুন্দর  
 সুন্দর সূত্রপুষ্পখচিত নীলবস্ত্রের স্তায় সুদৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৪॥

ইচ্ছয়া তে প্রবল্গন্তি যে সত্ত্বা রাত্রিচারিণঃ ।  
 দিব্যচরাশ্চ যে সত্ত্বান্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥২৫॥  
 রাত্রিকরাণাং সত্ত্বানাং নির্ঘোষোহুৎ স্ফদারুণঃ ।  
 ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরাঃ প্রাপ্তা চ শৰ্ব্বরী ॥২৬॥  
 তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে দুঃখশোকসমস্থিতাঃ ।  
 কৃতবৰ্ম্মা কৃপো দ্রৌণিরূপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥২৭॥  
 তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো ন্যত্রোধস্ত সমীপতঃ ।  
 তমেবার্থমতিক্রান্তং কুরুপাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৮॥  
 নিদ্রয়া চ পরীতাক্ষা নিষেদুর্ধরগীতলে ।  
 অমেষে স্ফূট যুক্তা বিক্ৰতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥২৯॥  
 ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপভোজ্যৌ মহারথৌ ।  
 সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষন্ধৌ ধরগীতলে ॥৩০॥

### ভারতকৌমুদী

ইচ্ছয়েতি । প্রবল্গন্তি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ কুরুন্তি, সত্ত্বাঃ পেচকাদয়ঃ প্রাণিনঃ ॥২৫॥  
 রাত্রিমিতি । ক্রব্যাদা মাংসভোজিনঃ প্রাণিনঃ, প্রাপ্তা উপস্থিতা ॥২৬॥  
 তস্মিন্মিতি । রাত্রিমুখে প্রদোষকালে । উপোপবিবিশুঃ নিকটে উপবিষ্টবস্তৃঃ ॥২৭॥  
 তত্রৈতি । উপবিষ্টা আসন্নিত শয্যাঃ । অর্থঃ বিষয়ম্ ॥২৮॥  
 নিদ্রয়েতি । পরীতাক্ষা ব্যাপ্ততয়া অলসগাত্ৰাঃ ; নিষেদুর্ধরবতস্থিরে ॥২৯॥  
 তত ইতি । কৃপশ্চ ভোজ্যে ভোজ্যবংশীয়ঃ কৃতবৰ্ম্মা চ তৌ । নিষন্ধৌ শয়িতৌ ॥৩০॥

যে সকল প্রাণী রাত্রিতে বিচরণ করে, তাহারা ইচ্ছা অনুসারে নানাবিধ কার্য্য করিতে থাকিল ; আর দিবসচারী প্রাণীরা নিদ্রিত হইয়া পড়িল ॥২৫॥

ক্রমশঃ গভীর রাত্রিকাল উপস্থিত হইল ; তখন রাত্রিচারী প্রাণিগণের অতি-দারুণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং মাংসভোজী প্রাণীরা আনন্দিত হইল ॥২৬॥

সেই ভয়ঙ্কর প্রদোষকালে দুঃখে ও শোকে আকুল কৃতবৰ্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বখামা সমানভাবে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

তাহারা বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করিয়া অতীত কোরব ও পাণ্ডবগণের ক্ষয়বিষয়ে শোক করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

নানাবিধ বাণে ক্ষতবিক্ষত দেহ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং নিদ্রাধমনিবন্ধন অলস-গাত্র সেই বীরেরা কিয়ৎকাল ভূতলে অবস্থান করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর সুখভোগে অভ্যস্ত এবং দুঃখভোগের অযোগ্য মহারথ কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মা ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তৌ তু হুপ্তৌ মহারাজ ! শ্রমশোকসমম্বিতৌ ।  
 মহার্হণয়নোপেতৌ ভূমাবেব হুনাধবৎ ॥৩১॥  
 ক্রোধামৰ্ষবশং প্রাপ্তৌ ক্রোধপুত্রস্ত ভারত ! ।  
 নৈব স্ম স জগামাথ নিদ্রাং সৰ্প ইব ধসন্ ॥৩২॥  
 ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহমানো হি মন্যুনা ।  
 বীক্ষাক্ষক্রে মহাবাহুস্তদ্বনং ঘোরদর্শনম্ ॥৩৩॥  
 বীক্ষমাণো বনোদ্দেশং নানাসত্বৈর্নিষেবিতম্ ।  
 অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যাগ্রোধং বায়সৈবুৰ্তম্ ॥৩৪॥  
 তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্য্যণায়য়ন্ ।  
 স্তথং স্বপন্তি কৌরব্য ! পৃথক্ পৃথগপাশ্রয়াঃ ॥৩৫॥  
 স্তপ্তেষু তেষু কাকেষু বিশ্রক্লেষু সমস্ততঃ ।  
 সোহপশ্যৎ সহসায়ান্তমূলুকং ঘোরদর্শনম্ ॥৩৬॥

### ভারতকৌমুদী

ভাবিতি । মহার্হণয়নোপেতৌ পূৰ্ণং প্রাপ্তমহামূল্যশয্যৌ ॥৩১॥  
 ক্রোধেতি । ক্রোধশ্চ অমৰ্ষঃ অসহিষ্ণুতা চ তয়োর্বশমধীনতাম্ ॥৩২॥  
 নেতি । মন্যুনা ক্রোধানলেন । বীক্ষাক্ষক্রে দদর্শ ॥৩৩॥  
 বীক্ষেতি । নানাসত্বৈর্বিবিধপ্রাণিভিঃ । ন্যাগ্রোধং তমেব বটবৃক্ষম্ ॥৩৪॥  
 ভক্তেতি । পর্য্যণায়য়ন্ অতাক্রামন্ । অপাশ্রয়া অবস্থিতাঃ ॥৩৫॥

মহারাজ ! যাঁহারা পূৰ্বে মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সেই কুপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মাই শ্রান্ত ও ছঃখার্ভ হইয়া, অনাথের স্থায় ভূতলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া-  
 ছিলেন ॥৩১॥

কিন্তু ভরতনন্দন ! ক্রোধে ও অসহিষ্ণুতায় অধীরচিত্ত অশ্বখামা সর্পের স্থায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন না ॥৩২॥

মহাবাহু অশ্বখামা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারেন নাই । সুতরাং তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তদনন্তর মহাবাহু অশ্বখামা নানাপ্রাণিগণে পরিপূর্ণ সেই বনপ্রদেশ দর্শন করিতে থাকিয়া, ক্রমে কাকপরিবৃত বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

কৌরবনন্দন ! সহস্র সহস্র কাক সেই বটবৃক্ষে থাকিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিত এবং সেই বটবৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া স্তখে নিদ্রা যাইত ॥৩৫॥

(৩৫)....তাং নিশাং পর্য্যণায়য়ন্...পি নি ।...স্তথং স্বপন্তঃ কৌরব্য ।...নি ।

মহাস্থনং মহাকাশং হর্যাকং বজ্রপিঙ্গলম্ ।  
 সুদীর্ঘযোগানখরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)  
 সৌহৃদ্য শব্দং যুহুং কৃত্বা লীয়মান ইবাণ্ডজঃ ।  
 অত্রোধস্য ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত । ॥৩৮॥  
 সন্নিপত্য তু শাখায়াং অত্রোধস্য বিহঙ্গমঃ ।  
 স্থপ্তান্ জঘান স্ববহুন্ বায়সান্ বায়সাস্তকঃ ॥৩৯॥  
 কেবাঞ্চিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত হ ।  
 চরণাংশ্চৈব কেবাঞ্চিহতস্ত চরণায়ুধঃ ।  
 কণেনাহত্য বলবান্ যেষ্য দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ ॥৪০॥

### ভারতকৌমুদী

সুপ্তেযিতি । বিশ্রেক্ষু বিশ্বভেষু । উল্লংগং পেচকম্ । হর্যাকং পিঙ্গলনেত্রম্, বজ্রপিঙ্গলং  
 কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণম্ । সুদীর্ঘা যোগা নাসিকা নখরাশ্চ যত্র তম্ ॥৩৭—৩৭॥  
 স ইতি । লীয়মানো লুকায়িত ইব । অণ্ডজঃ পক্ষী পেচকঃ । শাখাং গন্তুম্ ॥৩৮॥  
 সযিতি । বিহঙ্গমঃ পক্ষী পেচকঃ । বায়সান্ কাকান্ ॥৩৯॥  
 কেবাঞ্চিদিতি । চকর্ত চিচ্ছেদ । চরণায়ুধঃ পেচকঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

### ভারতভাবদীপঃ

অলঙ্কৃতং রজতবিন্দুচিজিতম্ অংগুকং বজ্রম্ ॥২৪—৩০॥ শয়নোপেতো প্রাগিতি শেষঃ  
 ॥৩১—৩৪॥ পর্যায়ায়মন্ পরিণীতবস্ত্র আসন্ ॥৩৫—৩৬॥ হর্যাকং হরিশ্মিনিভলোচনং,

অশ্বখামা দেখিলেন—বিশ্বস্তচিত্ত সেই কাকগণ সকলদিকে নিদ্রিত হইয়া  
 পড়িলে, ভীষণমূর্ত্তি ও গরুড়ের স্থায় বেগবান্ একটা পেচক হঠাৎ সেইস্থানে  
 আগমন করিতে লাগিল ; তাহার কণ্ঠস্বর বৃহৎ, শরীর বিশাল, নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ,  
 শরীরটাও কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ এবং নাসিকা ও নখগুলি অতিদীর্ঘ ছিল ॥৩৬—৩৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই পেচক যেন লুকায়িত থাকিয়া যুহু যুহু রব  
 করিয়া বটবৃক্ষের শাখাগুলিতে পড়িবার ইচ্ছা করিল ॥৩৮॥

ক্রমে সেই কাকহস্তা পেচক বটবৃক্ষের শাখায় পতিত হইয়া বহুতর নিদ্রিত  
 কাক বিনাশ করিল ॥৩৯॥

বলবান্ সেই পেচকের দৃষ্টিপথে যতগুলি কাক পতিত হইয়াছিল, সেগুলির  
 মধ্যে কতকগুলির পক্ষ ছেদন করিল ; কতকগুলির মাথা কাটিয়া ফেলিল এবং  
 কতকগুলির চরণ ভগ্ন করিল ॥৪০॥

(৩৭)...সুদীর্ঘযোগানখরং...নি । (৩৮)...পাতয়ামাস ভারত ।—নি । (৪০)...  
 কণেনায়ুৎ বলবান্...নি ।

তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাংপতে ।।  
 অগ্রোধমণ্ডলং সৰ্বং সংছন্নং সৰ্বতোহভবৎ ॥৪১॥  
 তাংস্ব হৃদ্বা ততঃ কাকান্ কৌশিকো মুদিতোহভবৎ ।  
 প্রতিকৃত্য যথাকামং শত্রুগাং শত্রুসূদনঃ ॥৪২॥  
 তদৃষ্ট্বা সোপধং কৰ্ম্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি ।  
 তদ্বাবে কৃতসঙ্কল্পো জ্যোগিরেকোহন্বচিস্তয়ৎ ॥৪৩॥  
 উপদেশঃ কৃতোহনেন পক্ষিণা যম সংযুগে ।  
 শত্রুগাং ক্ষয়ণে যুক্তঃ প্রাপ্তকালশ্চ মে মতঃ ॥৪৪॥  
 নাশ্য শক্যা ময়া হস্তং পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ।  
 বলবন্তঃ কৃতোংসাহা লক্ললক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ॥৪৫॥

### ভারতকৌমুদী

ভেষাগিতি । অগ্রোধস্ত বটবৃক্ষস্ত মণ্ডলং গোলাকারঃ অধোদেশঃ ॥৪১॥  
 তানিতি । কৌশিকঃ পেচকঃ । প্রতিকৃত্য প্রতীকারং বিধায় ॥৪২॥  
 তদिति । সোপধং ছলপ্রযুক্তম্, কৌশিকেন পেচকেন । তদ্বাবে তৎপ্রকারেণ শত্রু-  
 সংহারে, কৃতসঙ্কল্পঃ কৌশিকব্যাপারস্ত তদুদ্ভাবকত্বাৎ ॥৪৩॥  
 উপেতি । ক্ষয়ণে ক্ষয়করণে, যুক্তো যোগ্যঃ, প্রাপ্তকাল এতৎকালোচিতঃ ॥৪৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

ঘোণা নাশা, নখরভীক্ষনখঃ ॥৩৭—৪২॥ সোপধং সকপটম্ ॥৪৩॥ তদ্বাবে কপটভাবে ।  
 উপদেশ ইতি । দুৰ্জনাচরিতং মার্গং প্রমাণং কুৰ্ব্বতে খলাঃ । বিশ্বস্তান্ হিংসিত্বং জ্যো-  
 ক্ললক্ষমকরোদ্গুরুম্ ॥৪৪—৬৭॥

ইতি শল্যপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৭॥

নয়নাথ ! সেই কাকগুলির শরীর ও অঙ্গসকল পতিত হওয়ায় বটবৃক্ষের তলদেশ  
 আবৃত হইয়া গেল ॥৪১॥

শত্রুহস্তা পেচক সেই কাকগণকে বিনাশপূর্বক ইচ্ছা অনুসারে শত্রুপক্ষের  
 প্রতীকার করিয়া আনন্দ লাভ করিল ॥৪২॥

পেচক ছলকৌশলে সেই কার্য্য করিল দেখিয়া, সেই প্রকারেই শত্রুসংহারে  
 কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একাকী অশ্বখামা চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥৪৩॥

এই পক্ষীটা শত্রুসংহারবিষয়ে উপযুক্ত উপদেশই আমাকে দিয়াছে এবং  
 আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, এই উপদেশ এই সময়ের যোগ্যও বটে ॥৪৪॥



রাজ্ঞঃ সকাশে তেষাঞ্চ প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া ।

পতঙ্গায়িসমাং বৃত্তিমাস্থায়ান্নবিনাশিনীম্ ॥৪৬॥

শ্রায়তো যুধ্যমানস্ত প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ।

হৃদ্যনা তু ভবেৎ সিদ্ধিঃ শক্রগাঞ্চ ক্রয়ো মহান্ ॥৪৭॥

তত্র সংশয়িতাদর্শাদ্যোহর্থো নিঃসংশয়ো ভবেৎ ।

তং জনা বহু মন্বন্তে যে চ শাস্ত্রাবশারদাঃ ॥৪৮॥

যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্ ।

কর্তব্যং তন্মনুষ্যেণ কত্রধর্মেণ বর্ততা ॥৪৯॥

### ভারতকৌমুদী

মেতি । ন শক্যা শ্রায়যুদ্ধেন, জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ ॥৪৫॥

রাজ্ঞ ইতি । রাজ্ঞো দুর্ঘোষধনস্ত । পতঙ্গায়িসমায়িবিনাশে পতঙ্গেন কৃতা প্রতিজ্ঞা  
যথা তদ্বিনাশিনী ভবেৎ তথৈতার্থঃ ॥৪৬॥

শ্রায়ত ইতি । যুধ্যমানস্ত মম, প্রাণত্যাগঃ, তেষাং প্রবলত্যাগহল্যাচেতি ভাবঃ ॥৪৭॥

তত্রৈতি । অর্থাদ্বিষয়াং, অর্থো বিষয়ঃ । বহু মন্বন্তে আদ্রিয়ন্তে ॥৪৮॥

উক্তার্থে লোকনিলামাশঙ্ক্যাহ যদিতি । বর্ততা বর্তমানেন ॥৪৯॥

বর্তমান সময়ে পাণ্ডবেরা বলবান, উৎসাহী ও বিজয়শোভী বলিয়া লক্ষ্য  
পাইলেই প্রহার করিতে থাকিবে ; সুতরাং আমি শ্রায়যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ  
করিতে সমর্থ হইব না ॥৪৫॥

অথচ আমি রাজা দুর্ঘোষধনের নিকটে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছি ; কিন্তু অগ্নিবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিলে, পতঙ্গের (ফড়িংএর) যেমন  
আত্মবিনাশেরই সম্ভাবনা হয়, তেমন ঐ প্রতিজ্ঞায় আমার আত্মবিনাশেরই সম্পূর্ণ  
সম্ভাবনা আছে ॥৪৬॥

অতএব শ্রায়ভাবে যুদ্ধ করিলে, আমাকে যে প্রাণত্যাগই করিতে হইবে  
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; আর ছলক্রমে যুদ্ধ করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে । কেননা  
তাহাতে শত্রুপক্ষের গুরুতর ক্ষয় হইবে ॥৪৭॥

সুতরাং সন্ধিবিষয় ও নিশ্চিতবিষয় এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা  
নিশ্চিত বিষয়ই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

এই জগতে যে কার্য্য বাস্তবিক গর্হিত বলিয়া লোকসমাজে নিন্দাই হয়,  
কত্রিধর্ম্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাহাও কর্তব্য ॥৪৯॥

(৪৬) রাজ্ঞঃ সকাশাস্তেবাস্ত... শি বজ বর্জ ।

নিন্দিতানি চ সৰ্বাণি কুংসিতানি পদে পদে ।  
 সোপধানি কৃতান্তেব পাণ্ডবৈরকৃতান্তভিঃ ॥৫০॥  
 অগ্নিরর্থে পুরা গীতা শ্রুয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ ।  
 শ্লোকা শ্রায়মবেক্ষন্তিস্তত্ত্বার্থাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥৫১॥  
 পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুঞ্জানে বাপি শত্রুভিঃ ।  
 প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্তব্যং রিপোর্ক্সলম্ ॥৫২॥  
 নিজার্ভমর্জরাভে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম্ ।  
 ভিন্নযোধং বলং যচ্চ দ্বিধায়ুক্তঞ্চ যদ্ববেৎ ॥৫৩॥  
 ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে স্পৃশানাং নিশি মারণে ।  
 পাণ্ডুনাং সহ পাঞ্চালৈর্দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৫৪॥

### ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানামপি তৎকরণমাহ নিন্দিতানীতি । সোপধানি সচ্ছলানি, অকৃতান্তভিরশিক্ষিত-  
 বুদ্ধিভিঃ ॥৫০॥

অগ্নিরর্থে প্রাচীনসংবাদমাহ অগ্নিরিতি । অবেক্ষন্তিঃ পশ্চন্তিঃ, তত্ত্বার্থা যথার্থার্থাঃ ॥৫১॥  
 তান্ শ্লোকানাং পরীতি । বিদীর্ণে ভগ্নসম্ভেব । প্রস্থানে পলায়নে, প্রবেশে গৃহাদৌ ॥৫২॥  
 নিজেতি । নষ্টাঃ প্রণায়কাঃ প্রধানবীরা যন্ত তৎ । ভিন্নাঃ সম্ব্যুতা যোধা যন্ত তৎ,  
 দ্বিধায়ুক্তং যুদ্ধমিদানীং কর্তব্যং নবেতি সন্দিগ্ধম্, তদপি প্রহর্তব্যমিত্যম্বুত্তিঃ ॥৫৩॥  
 ইতীতি । পাণ্ডুনাং পাণ্ডবানাম্ ॥৫৪॥

অপরিমার্জিত বুদ্ধি পাণ্ডবেরাও ত ছল করিয়াই পদে পদে স্থগিত ও নিন্দিত  
 কার্যসকল করিয়াছে ॥৫০॥

পূর্বকালে ধর্মচিন্তাকারী, শ্রায়দর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ লোকেরাও এই বিষয়েই কতক-  
 গুলি শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন ; তাহা আমরা শুনিয়া থাকি—৥৫১॥

শত্রুসৈন্ত—পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনপ্রবৃত্ত, পলায়মান ও কোন অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট  
 হইলে, বিপক্ষেরা তাহাদের উপরে প্রহার করিবে ॥৫২॥

এবং শত্রুসৈন্ত অর্জরাত্রিকালে নিদ্রিত হইলে কিংবা প্রধান যোদ্ধারা নিহত  
 বা নিরুদ্ধ হইয়া গেলে, অথবা যোদ্ধারা সম্ব্যুত হইয়া পড়িলে কিংবা ‘এখন  
 যুদ্ধ কর্তব্য কি না’ এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলে, তখনও তাহাদের উপরে প্রহার  
 করিবে’ ॥৫৩॥

প্রতাপশালী অশ্বপামা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, পাঞ্চালগণের সহিত  
 পাণ্ডবগণের সেই রাত্রিকালে গুলুহত্যা করিবার জন্ত স্থির সঙ্কল্প করিলেন ॥৫৪॥

স জুহুং মতিমান্ধায় বিনিশ্চিত্য মুহুৰ্হঃ ।  
 স্থপ্তৌ প্রাবোধয়তো তু মাতুলং ভোজ্যমেব চ ॥৫৫॥  
 তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কুপভোজ্যৌ মহাবলৌ ।  
 নোত্তরং প্রত্যপত্তেতাং তত্র যুক্তং হিয়ারুতো ॥৫৬॥  
 স মুহুৰ্ত্তমিব ধ্যাস্ব। বাম্পবিহ্বলমব্রবীৎ ।  
 হতো দুৰ্য্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ ।  
 যস্যার্থে বৈরমস্মাভিরাসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥৫৭॥  
 একাকী বহুভিঃ ক্ষুদ্রেহাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ ।  
 পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমুপতিঃ ॥৫৮॥  
 বুকোদরেণ ক্ষুদ্রেণ হনুশংসমিদং কৃতম্ ।  
 মূৰ্দ্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমুদতা ॥৫৯॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্থপ্তৌ নিদ্রিতৌ, মাতুলং কুপম্, ভোজ্যং কৃতবর্ণ্যাপম্ ॥৫৫॥  
 তাবিত্তি । প্রবুদ্ধৌ জাগরিতৌ । প্রত্যপত্তেতামকুপতাম্, হিয়ার লজ্জয়া ॥৫৬॥  
 স ইতি । সঃ অশ্বখামা । একবীরঃ অধিতীয়বীরঃ । আসক্তং প্রবর্তিতম্ । ঘটপাদঃ ॥৫৭॥  
 একাকীতি । একাকী নিঃসহায়ঃ । একাদশচমুপতিরেকাদশাকৌহিলীসৈন্যপতিঃ ॥৫৮॥  
 বুকোদরেণেতি । হনুশংসমভীবনিষ্ঠরম্ । যথাবিধি মূৰ্দ্ধনি অভিষিক্তস্য রাজঃ ॥৫৯॥

অশ্বখামা এইরূপ হিংস্রবুদ্ধি অবলম্বনপূৰ্ব্বক বার বার ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া,  
 নিদ্রিত কুপাচার্য ও কৃতবৰ্ম্মাকে জাগরিত করিলেন ॥৫৫॥

তখন মহাত্মা ও মহাবল কুপাচার্য এবং কৃতবৰ্ম্মা জাগরিত হইয়া সেই বিষয়  
 শুনিয়া, লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না ॥৫৬॥

অশ্বখামা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, বাম্পগদগদ স্বরে বলিলেন—“আমরা বাঁহার  
 জন্ত পাণ্ডবগণের সহিত শক্রতা ঘটাইয়াছি ; সেই অধিতীয় বীর ও মহাবল রাজা  
 দুৰ্য্যোধন নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

যথার্থ বিক্রমশালী একাকী রাজা দুৰ্য্যোধন বহুতর নীচাশয়কর্তৃক পরিবেষ্টিত  
 হইয়াছিলেন ; পরে সেই একাদশ অকৌহিলী সৈন্যের অধিপতি দুৰ্য্যোধনকে  
 ভীমসেন নিপাতিত করিয়াছে ॥৫৮॥

নীচাশয় ভীমসেন চরণদ্বারা মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত রাজা দুৰ্য্যোধনের মস্তক মর্দন করিয়া  
 অতিনৃশংসের কার্য্য করিয়াছে ॥৫৯॥

(৫৫)....নোত্তরং প্রতিপত্তেতাং...বদ বর্দ্ধ নি। (৫৭)....ভারুতো বাক্যমব্রবীৎ নি  
 (৫৯)....পাদেন পরিমুদতা...পি।

বিনর্দন্তি চ পাঞ্চালাঃ ক্ষেড়ন্তি চ হসন্তি চ ।  
 ধমন্তি শম্ভান্ শতশো হৃক্টা যন্তি চ দুন্দুভীন্ ॥৬০॥  
 বাদিত্বেষোবস্তুমুলো বিমিশ্রঃ শম্ভনিঃস্বনৈঃ ।  
 অনিলেনেরিতো ঘোরো দিশঃ পুরয়তীব হ ॥৬১॥  
 অশ্বানাং হেমমাণানাং গজানাঞ্চৈব বৃংহতাম্ ।  
 সিংহনাদচ্চ শূরাণাং ঞ্জয়তে স্তমহানয়ম্ ॥৬২॥  
 দিশং প্রাচীং সমাশ্রিত্য হৃক্টানাং গচ্ছতাং ভৃশম্ ।  
 রথেনেমিস্বনাশ্চৈব ঞ্জয়ন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥৬৩॥  
 পাণ্ডুবৈধর্ভর্তরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্ ।  
 বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অগ্নিগ্নহতি বৈশসে ॥৬৪॥  
 কেচিমাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ ।  
 নিহতাঃ পাণ্ডবেয়ৈস্তে মন্যে কালস্ত পর্যায়ম্ ॥৬৫॥

### ভারতকৌমুদী

বিনর্দন্তীতি । ক্ষেড়ন্তি সিংহনাদং কুর্কন্তি । ধমন্তি বাদয়ন্তি । যন্তি তাড়য়ন্তি ॥৬০॥  
 বাদিত্বেতি । অনিলেন বায়ুনা, ঈরিতঃ সঞ্চালিতঃ ॥৬১॥  
 অশ্বানামিতি । হেমমাণানাং হেয়ারবং কুর্কতাম্, বৃংহতাং বৃংহিতধ্বনিং কুর্কতাম্ ॥৬২॥  
 দিশমিতি । রথানাং নেমিস্বনাচ্চ প্রাশ্রয়কাঃ ॥৬৩॥  
 পাণ্ডুবৈরিত্তি । কদনং মহামারী । শিষ্টা অবশেষাঃ অঃ, বৈশসে হিংসায়াম্ ॥৬৪॥  
 কেচিদিতি । নাগশতপ্রাণাঃ শতহস্তিবলতুল্যবলাঃ । পর্যায়ং পরিবর্তনম্ ॥৬৫॥

তাহাতে পাঞ্চালেরা আনন্দিত হইয়া গর্জন করিতেছে, সিংহনাদ করিতেছে  
 এবং শম্ভ ও দুন্দুভি বাজাইতেছে ॥৬০॥

শম্ভধ্বনি মিশ্রিত সেই তুমুল বাজধ্বনি বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া, সমস্তদিকই  
 যেন পূর্ণ করিতেছে ॥৬১॥

অশ্বগণের বিশাল হেয়ারব, হস্তিগণের বৃহৎ বৃংহিতধ্বনি এবং বীরগণের গুরুতর  
 সিংহনাদ এই শুনা যাইতেছে ॥৬২॥

পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইয়া পূর্বদিকে গমন করিতেছে ; তাহাতে তাহাদের  
 রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ শুনা যাইতেছে ॥৬৩॥

পাণ্ডবেরা কোরবপক্ষের এই যে মহামারী ঘটাইয়াছে ; সেই মহামারী ব্যাপারে  
 এখন আমরাই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৬৪॥

এবমেতেন ভাব্যং হি নুনং কার্যেণ তত্ত্বতঃ ।

যথা হৃশ্বেদুশী নির্ভা কৃতে কার্যেহপি দুষ্করে ॥৬৬॥

ভবতোস্ত যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীয়তে ।

ব্যসনেহাস্মিন্মহত্যর্থেষু ধমঃ শ্রেয়ন্তদুচ্যতাম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং সৌপ্তিক-  
পর্বণি সপ্তবধে জৌগিমন্ত্রণায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

কুপ উবাচ ।

শ্রুতন্তে বচনং সর্বং যদ্বদুস্তং ত্বয়া বিভো ।।

মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুস্বাথ মহাভূজ ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । এতেন মৎসকস্মিন্তেন, কার্যেণ পাণ্ডবপক্ষাণাং শুশ্রূহত্যাকর্ষণা । ভাব্যং  
দৈবাদেব ভবিতব্যম্ । অত্র যুদ্ধত, নির্ভা পরিসমাপ্তির্ভবিষ্যতীতি শেষঃ । দুষ্করে কার্যে ইয়ন্তং  
কালং যাবৎ জয়কর্মণি পাণ্ডবৈঃ কৃতেহপি ॥৬৬॥

ভবতোরিতি । প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ, অপচীয়তে ক্ষীয়তে । ব্যসনে বিপদি ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণি সপ্তবধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥

আমাদের মধ্যে কতকগুলি বীর প্রত্যেকে শত হস্তীর তুল্য বলবান্ ছিলেন,  
আবার অনেকে সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করিতে জানিতেন; তথাপি পাণ্ডবেরা  
তঁাহাদিগকে নিহত করিয়াছে, ইহাতে আমি মনে করি—এটা কাল পরিবর্তনেরই  
ফল ॥৬৫॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই আমার সঙ্কলিত এই  
ব্যাপার ঐভাবে ঘটিবে এবং এই ব্যাপারেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইবে ॥৬৬॥

আপনাদের বুদ্ধি মোহবশতঃ যদি ক্ষীণ না হইয়া থাকে, তবে এই মহাবিপদের  
সময়ে আমাদের পক্ষে যাহা ভাল হয় তাহা আপনারা বলুন ॥৬৭॥

(৬৬)...কৃতে যদ্বদুস্তং দুষ্করে—নি। (৬৭)...ন মোহাদপনীয়তে...ব্যপদেহ্মিন্...পি  
বদ বর্জ । \* ‘...প্রথমোহধ্যায়ঃ...পি বদ বর্জ বা সো নি ।

আবক্ষান্মানুষাঃ সৰ্কে নিবন্ধাঃ কৰ্মণোদ্বয়োঃ ।  
 দৈবে পুরুষকারে চ পরং ভাভ্যাং ন বিদ্যতে ॥২॥  
 ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্যাণ্যেকেন সত্তম ।  
 ন চাপি কৰ্মণৈকেন ভাভ্যাং সিদ্ধিস্ত যোগতঃ ॥৩॥  
 ভাভ্যামুভাভ্যাং সৰ্বার্থা নিবন্ধা হৃদয়োত্তমাঃ ।  
 প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সৰ্বণঃ ॥৪॥  
 পৰ্জ্জ্বঃ পৰ্বতে বৰ্ষন্ কিম্ সাধয়তে ফলম্ ।  
 কৃষ্ণে ক্ষেত্রে তথা বৰ্ষন্ কিং ন সাধয়তে ফলম্ ॥৫॥

## ভারতকৌমুদী

শ্রুতিমিতি । হে বিভো ! মহাবীরবাৎ সম্প্রতিাবয়োনীয়কত্বাচ্চ প্রভাবাধিত ! ॥১॥

আবক্ষাদিতি । আবক্ষাৎ জগৎগ্রহণাদারভ্য, দ্বয়োঃ কৰ্মণোঃ প্রাক্তনভূতভাবকৰ্ম্মভ্যা-  
 মিত্যর্থঃ । নিবন্ধাঃ সংসৃষ্টা ভবন্তি । তেষাঞ্চ দৈবে পুরুষকারে চ সতি কৰ্ম্মসিদ্ধিৰ্ভবতীতি  
 শেষঃ । ভাভ্যাং দৈবপুরুষকারাভ্যাম্, পরমভ্যং, কৰ্ম্মসিদ্ধিকারণং ন বিদ্যতে ॥২॥

নেতি । কৰ্ম্মণা পুরুষকারেণ, যোগতন্তয়োঃ সম্মেলনেন ॥৩॥

ভাভ্যামিতি । সৰ্কে অর্থা বিবরাঃ, নিবন্ধা নিয়মিতাঃ । প্রবৃত্তাঃ সম্প্রদাঃ, নিবৃত্তা  
 ব্যাহতাঃ ॥৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতং ত ইতি ॥১॥ দৈবে অ। সমস্তাং বন্ধাঃ, পুরুষকারে নিহীনতয়া । বন্ধাঃ, তেন দৈবং  
 প্রধানং পুরুষকার উপসর্জনমিত্যুক্তং ভবতি ॥২—৪॥ বৰ্ষন্ কিং ফলং ন সাধয়তে অপি তু  
 সাধয়ত্যেব, কৃষিং বিনাপি বনেচরাঃ কেবলং পৰ্জ্জ্বন্তেন জীবন্তি ন তু কৃষীণাঃ কেবলয়া কৃষ্যা

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘মহাবাহু বীর ! তুমি যে যে কথা বলিয়াছ সে সমস্তই  
 আমি শুনিয়াছি । এখন আমারও কিছু কথা তুমি শোন ॥১॥

সমস্ত মানুষই জন্মাবধি শুভাদৃষ্ট ও অশুভাদৃষ্টদ্বারা নিয়মিত হইয়া চলিতে  
 থাকে ; তা’র পর দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় ।  
 কেননা দৈব ও পুরুষকারব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির অল্প কোন কারণ নাই ॥২॥

বিজ্ঞপ্তার্থ ! একমাত্র দৈবদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না, আবার একমাত্র পুরুষ-  
 কারদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না ; কিন্তু দৈব ও পুরুষকার উভয় মিলিত হইলেই  
 কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥৩॥

কারণ, ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয়দ্বারা নিয়মিত ।  
 সুতরাং সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে সফল হয়, আর উহার  
 একটা না থাকিলেই কার্য্য নিফল হইয়া যায় ॥৪॥

(২) আবক্ষা মানুবাঃ সৰ্কে...বন্ধ বর্জ ।

উত্থানকাপ্যদৈবস্ত অমুত্থানঞ্চ দৈবতম্ ।

ব্যর্থং ভবতি সৰ্বত্র পূৰ্বকস্তত্র নিশ্চয়ঃ ॥৬॥

স্বপ্নে তু যথা দৈবে সম্যক্ ক্ষেত্রে চ কৰ্ম্মিতে ।

বীজং মহাগুণং ভূয়াত্তথা সিদ্ধিৰ্হি মানুষী ॥৭॥

তয়োর্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং নৈব প্রবর্ততে ।

প্রাপ্তাঃ পুরুষকারে তু বর্তন্তে দাক্ষ্যমাস্থিতাঃ ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

পৰ্জন্ত ইতি । পৰ্জন্তো মেঘঃ । ক্ষেত্রানুসারেণৈব ফলং ভবতীতি ভাবঃ ॥৫॥

উত্থানমিতি । অদৈবস্ত শুভাদৃষ্টশূন্য জনস্ত, উত্থানং কার্যোগ্গমশ্চ, দৈবতং দৈবপ্রযুক্তং শুভাদৃষ্টপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ, অমুত্থানং কার্যানুগমশ্চ, তত্র পূৰ্ব্বকো নিশ্চয়ঃ প্রয়ানিতি শেষঃ, তথা চ অসতি শুভাদৃষ্টে কার্যোগ্গমঃ ফলং ন সাধয়তি । সতি শুভাদৃষ্টে তু কার্যোগ্গমা-  
ভাবেহপি ফলং ভবতীতি শুভাদৃষ্টস্বা পূৰ্ব্বং নির্ণেতব্যেতি ভাবঃ ॥৬॥

স্বপ্নে ইতি । দৈবে দৈবপ্রযুক্তে, স্বপ্নে প্রচুরবর্ষণে সতি, বীজমুগ্ধং সৎ, মহাগুণমধিক-  
ফলজনকম্ । তথা দৈবে পুরুষকারে সতীত্যর্থঃ ॥৭॥

তয়োরিতি । তয়োর্দৈবপুরুষকারয়োর্মধ্যে, দৈবং কৰ্ম্ম, স্বয়ং পুরুষকারনৈরপেক্ষ্যেণ

### ভারতভাবদীপঃ

জীবন্তি, এবং পুরুষকারো দৈবমপেক্ষতে দৈবস্ত নাতীৰ পুরুষকারাপেক্ষমিতি ভাবঃ ॥৫॥  
এতদেবাহ উত্থানমিতি । দৈবস্ত প্রধানশ্রোত্থানম্, পুরুষকারো ব্যর্থং ভবতি তথা অমুত্থান-  
মুত্থানহীনং দৈবমপি ব্যর্থমিতি পক্ষস্বয়ং সৰ্বত্র ব্যবহৃত্তি, তত্র পূৰ্ব্ব এব পক্ষঃ প্রয়ান্ ইত্যর্থঃ  
॥৬॥ স্বরোরাহুক্যলং শ্রেষ্ঠতরমিত্যাহ স্বপ্নে ইতি ॥৭॥ দৈবং বলবদिति শেষঃ । যতঃ  
স্বয়মপি পুরুষকারং বিনাপি প্রবর্ততে ফলং দাতুমিতি শেষঃ । তর্হি কিং পুরুষকারে-

মেঘ পৰ্ব্বতের উপরে বর্ষণ করিয়া কি ফল জন্মাইয়া থাকে ? আবার কৃষ্টক্ষেত্রে  
(কর্ষণ করা ভূমিতে) বর্ষণ করিয়া কোন্ ফল না উৎপাদন করে ? ॥৫॥

শুভাদৃষ্টবিহীন লোকের কার্য করার উত্তম এবং শুভাদৃষ্টযুক্ত লোকের কার্য  
করার অনুত্তম এই উভয়ই সৰ্বত্র ব্যর্থ হয় । অতএব প্রথমে শুভাদৃষ্ট আছে কি না  
এই বিষয় নিরূপণ করিতে হইবে ॥৬॥

দ্বৈব প্রচুর বর্ষণ করিলে এবং ভূমিও ভাল কর্ষণ করা থাকিলে, তাহাতে  
রোপিত বীজ যেমন প্রচুর ফল উৎপাদন করে, মানুষের সিদ্ধিও সেইরূপ (অর্থাৎ  
দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলেই মানুষের কার্য সিদ্ধি হয়) ॥৭॥

(৬) উত্থানং চাপি দৈবস্ত...পূৰ্ব্বকস্ত নিশ্চয়ঃ—নি ।

(৮) তয়োর্দৈবং তু হৃদিত্যং স্ববশেনৈব বর্ততে...দৈববাস্থিতাঃ—নি ।

তাভ্যাং সৰ্বেষ হি কাৰ্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্থত ।।  
 বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তান্ত তথৈব চ ॥৯॥  
 কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোহপি দৈবেন সিধ্যতি ।  
 তথাস্ত কৰ্ম্মণঃ কৰ্ত্তুরভিনিবৰ্ত্ততে ফলম্ ॥১০॥  
 উত্থানন্তু মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববৰ্জিতম্ ।  
 অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥১১॥  
 তত্রালসা মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ ।  
 উত্থানন্তে বিগৰ্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥১২॥

## ভারতকৌমুদী

নৈব প্রবর্ত্ততে কাৰ্য্যং সাধয়িতুং ন স্বাভাৱতে, অপি তু পুরুষকারমপেক্ষ্যৈব প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, ইতি বিনিশ্চিত্য, প্রাজ্ঞা জনাঃ, দাক্ষ্যং কৌশলম্, আহুিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ, পুরুষকারে বৰ্ত্তন্তে পুরুষকারং কৰ্ত্তু মাৱতন্ত ইতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥৮॥

তাভ্যামিতি । কাৰ্য্যার্থাঃ কৰ্ত্তব্যবিষয়াঃ । বিচেষ্টন্তঃ প্রবৰ্ত্তমানাঃ ॥৯॥

কৃত ইতি । তথা দৈবে সতি, কৰ্ত্তুঃ পুরুষন্ত, কৰ্ম্মণঃ ফলম্, অভিনিবৰ্ত্ততে নিশ্চয়তে ॥১০॥

ইদানীং নিবৰ্ত্তমাহ উত্থানমিতি । উত্থানং কাৰ্য্যোত্তমঃ । সম্যক্ সৰ্ব্বাঙ্গপূৰ্ণং যথা শাস্তথা উপপাদিতং সম্পাদিতমপি উত্থানমিতি সঙ্কল্পঃ ॥১১॥

তর্হি পুরুষকারো নিফল এবত্যলসমতমুপগম্য নিৱৃত্ততি তত্রৈতি । অলসাঃ কাৰ্য্যোত্তম-  
 হীনাঃ ॥১২॥

সেই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈব নিজে কোন কাৰ্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয় না (হইতে পারে না) । ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকেরা কৌশল অবলম্বন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥৮॥

নরঞ্চেষ্ঠ ! মানুষের সমস্ত কৰ্ত্তব্যবিষয়ই সেই দৈব ও পুরুষকার অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই দুয়ের অভাবে ব্যাহত হইয়া যায় ॥৯॥

সেই পুরুষকারও আবার দৈবের সাহায্যেই কাৰ্য্য সাধন করে, তাহাতেই মানুষের কৰ্ম্মের ফল নিম্পন্ন হয় ॥১০॥

মানুষ কাৰ্য্যনিপুণ হইলেও এবং তাহার কাৰ্য্যোত্তম সমীচীনভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও যদি দৈব না থাকে তবে সেই কাৰ্য্যোত্তমকে জগতে নিফল হইতে দেখা যায় ॥১১॥

বাহারা মানুষের মধ্যে অলস ও অমনস্বী তাহারা সমস্ত কাৰ্য্যোত্তমকেই নিন্দা করিয়া থাকে ; কিন্তু বিচক্ষণ লোকদিগের তাহা অভিপ্রেত নহে ॥১২॥



প্রায়শো হি কৃতং কৰ্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি ।  
 অকৃৎস্না চ পুনর্দুঃখং কৰ্ম পশ্যেদ্রাহফলম্ ॥১৩॥  
 চেষ্ঠামকুব্ধবন্ লভতে যদি কিঞ্চিদযদৃচ্ছয়া ।  
 যো বা ন লভতে কৃৎস্না দুর্দশো তাবুভাবপি ॥১৪॥  
 শক্লোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ স্তথমেধতে ।  
 দৃশ্যন্তে জীবলোকেহস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥১৫॥  
 যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কৰ্মণো নান্মুতে ফলম্ ।  
 নাস্ত বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিল্লব্যাং বাধিগচ্ছতি ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

উক্তার্থে যুক্তিমাৎ প্রায়শ ইতি । কৰ্ম অকৃৎস্না দুঃখং পশ্যেদ্রাহভবেৎ ফলালাভাৎ । কৰ্ম  
 কৃৎস্না তু কদাচিন্নাহফলং পশ্যেৎ দৈবাহুকূল্যাৎ ॥১৩॥

চেষ্ঠামিতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । কৃৎস্না চেষ্ঠামিতি শেষঃ, দুর্দশো দুঃখবহো, আত্ম  
 আলম্বাপবাদাৎ দ্বিতীয়স্ত তু কৰ্মনৈফল্যাবসাদাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

শক্লোতীতি । জীবিতুং কার্যসাধনাং স্তথেনেত্যর্থঃ, এধতে বর্ধতে । হিতৈষিণঃ  
 প্রবলোত্তমেনাশ্রিতসাধকাঃ, অত আলম্বং বিহায় উত্তমঃ কার্য্য এবতি ভাবঃ ॥১৫॥

যদীতি । নান্মুতে ন লভতে । বাচ্যং নিন্দা, লব্যাং ফলম্ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

শেষাশঙ্ক্যাহ প্রাজ্ঞা ইতি । পুরুষাপরাধনিবৃত্তিমাত্রং তৎফলমিত্যর্থঃ ॥৮॥ বিচেষ্টন্তঃ  
 প্রবৃন্তা দৃশ্যন্তে লোকদৃষ্টোত্যর্থঃ ॥৯—১২॥ কৰ্ম্মাকৃৎস্না দুঃখং পশ্যেদিত্যপি প্রায়শোহস্তি ॥১৩॥  
 দুর্দশো দুঃখবো, চেষ্ঠাবান্ লভতে নিশ্চেষ্ঠো নালভত ইত্যাৎসর্গমাত্রমিত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥

জগতে বহু কার্য্যকেই নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না । মানুষ কৰ্ম না করিয়া  
 এবং তাহার ফল না পাইয়া দুঃখ অনুভব করে, আবার কৰ্ম করিয়া কখনও বিশেষ  
 ফলই পাইয়া থাকে ॥১৩॥

যে মানুষ কোন চেষ্ঠা না করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু ফল লাভ করে এবং  
 যে লোক চেষ্ঠা করিয়াও কোন ফল লাভ করে না, সেই দুই প্রকার লোকেরই  
 দুঃখবস্থা হইয়া থাকে ॥১৪॥

কৰ্ম্মনিপুণ লোক স্তখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, আর অলস লোক স্তখে  
 জীবন যাপন করিতে পারে না । এই জীবলোকে প্রায়ই দেখা যায় যে, কৰ্ম্ম-  
 নিপুণ লোকেরা প্রবল উত্তমের গুণে আশাহুরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে ॥১৫॥

কৰ্ম্মনিপুণ লোক কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়া যদি তাহার ফল নাও পায় তথাপি তাহার  
 কোন নিন্দা হয় না ; পক্ষান্তরে সে কৰ্ম্মের ফল পাইয়াও থাকে ॥১৬॥

অকৃত্বা কৰ্ম যো লোকে ফলং বিন্ধতি বিষ্টিতঃ ।

স তু বক্তব্যতাং যাতি হেয়ো ভবতি প্রায়শঃ ॥১৭॥

এবমেতদনাদৃত্য বৰ্ততে যন্তুতোহন্থথা ।

স করোত্যাশ্বনোহনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥১৮॥

হীনং পুরুষকারণে যদি দৈবেন বা পুনঃ ।

কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুখানমফলং ভবেৎ ।

হীনং পুরুষকারণে কৰ্ম্ম স্থিহ ন সিধ্যতি ॥১৯॥

দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যন্তুর্থান্ সম্যগীহতে ।

দক্ষো দাক্ষিণ্যসম্পন্নো ন স মোঘং বিহন্ততে ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

অকৃত্বতি । বিন্ধতি দৈবান্নভতে, বিষ্টিতঃ অলস এব স্থিতঃ । বক্তব্যতাম্ আলম্বাদেব  
নিন্দ্যাম্, হেয়ো ভবতি আলম্বেনাকৰ্ম্মণ্যস্বাৎ ॥১৭॥

এবমিতি । এতদনুদ্বন্দ্বং হিতবাক্যম্ । নয়ো নীতিঃ ॥১৮॥

হীনমিতি । এতাভ্যামুভাভ্যামেব বা, হীনমিতি সম্বন্ধঃ । উখানং কার্যোত্তমঃ । ন  
সিধ্যতি দৈবে সত্যপীত্যাৰ্থঃ, অতঃ পুরুষকারঃ কর্তব্য এব দৈবস্ত সচ্ছেদাগচ্ছেদিত্যাশয়ঃ ।  
যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

যদিতি । দক্ষো নিন্দ্যতাং ন যাতিতি ভাবঃ ॥১৬॥ অদক্ষস্ত পরপ্রযত্নার্জিতেন জীবনপি  
ভোক্তুমেবাশং সমর্থো নার্ক্সিতুমিতি নিন্দ্যত ইত্যাহ অকৃত্বতি ॥১৭॥ এতদৈবদাক্ষ্যায়োঃ  
সাহিত্যম্ অন্থথা তয়োৱন্ততাবলম্বনেন ॥১৮॥ এতদেন স্পষ্টয়তি হীনমিতি । পুরুষকারণে  
হীনং দৈবোখানমফলমেব দৈবহীনং পুরুষকারস্তোখানমপি, তস্মাদ্ভাভ্যামুখাতবামিত্যাৰ্থঃ

আর যে লোক আলম্ববশতঃ কৰ্ম্ম না করিয়া দৈবের গুণে ফল লাভ করে, সে  
লোক নিন্দনীয় হয় এবং বহুলোকের বিচ্ছেদের পাত্র হইয়া থাকে ॥১৭॥

এইরূপ এই সকল বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যে লোক অন্তভাবে কার্য্য করিতে  
প্রবৃত্ত হয়, সে নিজেরই অনর্থ সাধন করে । কারণ, ইহাই বুদ্ধিমানদিগের  
নীতি ॥১৮॥

দৈব কিংবা পুরুষকার অথবা সেই উভয়ই যদি না থাকে তবে উত্তম নিফলই  
হইয়া যায় । কিন্তু পুরুষকার না থাকিলে এই জগতে কার্য্যসিদ্ধ হয়ই না ॥১৯॥

যে কৰ্ম্মনিপুণ ও উদারস্বভাব লোক দেবগণকে নমস্কার করিয়া কার্য্য সাধন  
করিবার চেষ্টা করে, সে লোক ব্যর্থকাম হইয়া কার্য্যচ্যুত হয় না ॥২০॥

সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বুদ্ধানুপসেবতে ।  
 আপৃচ্ছতি চ যঃ শ্রেয়ঃ করোতি চ হিতং বচঃ ॥২১॥  
 উত্থাযোত্থায় হি সদা প্রকৃত্য বুদ্ধসম্মতাঃ ।  
 তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলা সিদ্ধিরুচ্যতে ॥২২॥  
 বুদ্ধানাং বচনং শ্রদ্ধা যোহভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ ।  
 উত্থানশ্চ ফলং সম্যক্ তদা স লভতেহচিরাৎ ॥২৩॥  
 রাগাৎ ক্রোধাস্তয়াল্লোভাৎ যোহর্থানীহেত মানবঃ ।  
 অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥২৪॥  
 সোহয়ং দুৰ্য্যোধনেনার্থো লুকেনাদীর্ঘদর্শিনা ।  
 অসংমন্ত্য সমারকো মুচত্বাদবিচিন্তিতঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

দৈবভেদ্য ইতি । ঈহতে সাধয়িতুং চেষ্টতে । বিহত্বতে বিচ্যুতো ভবতি ॥২০॥  
 সম্যগিতি । ঈহা চেষ্টা । আপৃচ্ছতি বুদ্ধানেব ॥২১॥  
 উত্থায়েতি । বুদ্ধেন সম্মতা বুদ্ধসম্মতা অভিজ্ঞা জনাঃ । তে বুদ্ধোপদেশাঃ, যোগে  
 উপায়ে, স উপায় এব মূলং যত্নাঃ সা, সিদ্ধিঃ ফলনিষ্পত্তিঃ ॥২২॥  
 বুদ্ধানামিতি । অভ্যুত্থানং সৰ্ব্বতোভাবেন কার্যোত্তমম্, প্রযোজয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥২৩॥  
 রাগাদিতি । রাগাদ্বৎকটাভিলাষাৎ, অর্থান্ বিষয়ান্, ঈহেত সাধয়িতুং চেষ্টেত, অনীশঃ  
 তৎসাধনে অসমর্থঃ, শ্রিয়ঃ পূৰ্ব্বসম্পদোহপি ॥২৪॥  
 স ইতি । অর্থো জয়বিষয়ঃ । অসংমন্ত্য বৃদ্ধৈঃ সহ ॥২৫॥

যে লোক বুদ্ধগণের সেবা করে (বুদ্ধদিগের উপদেশ গ্রহণ করে), বুদ্ধগণের নিকট  
 হিতবিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ রক্ষা করিয়া চলে ; তাহার  
 সেই আচরণের নামই ‘সম্যক চেষ্টা’ ॥২১॥

মানুষ প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়া অভিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হিতবিষয়  
 জিজ্ঞাসা করিবে । কারণ, তাঁহাদের সেই উপদেশগুলি উপায় উদ্ভাবনের মূল এবং  
 সেই উপায়মূলকই মানুষের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥২২॥

যে মানুষ অভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশ শুনিয়া সৰ্ব্বতোভাবে কার্য্যের উত্তম  
 করে, তখন সে অতিকালমধ্যেই সেই উত্তমের ফল লাভ করিতে পারে ॥২৩॥

যে মানুষ প্রবল ইচ্ছা, ক্রোধ, ভয় ও লোভবশতঃ কার্য্যসাধন করিবার চেষ্টা  
 করে সেই মানুষ সেই কার্য্য সাধন করিতে অসমর্থ ও অপমানী হইয়া পূৰ্ব্বসম্পদ  
 হইতে বিচ্যুত হয় ॥২৪॥

হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সংমন্ত্ৰ্যাসাধুভিঃ সহ ।  
 বার্ষ্যমাণোহকরোঽম্বৈরং পাণ্ডবৈগুণবতরৈঃ ॥২৬॥  
 পূৰ্ব্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈৰ্য্যং কৰ্ত্তুমৰ্হতি ।  
 তপত্যৰ্থে বিপন্নে হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ ॥২৭॥  
 অনুবৰ্ত্তামহে যন্তু বয়ং তং পাপপূৰুষম্ ।  
 অস্মানপ্যনয়ন্তস্মাৎ প্রাপ্তোহয়ং দারুণো মহান্ ॥২৮॥  
 অনেন তু মমাচ্চাপি ব্যপনেনোপতাপিতা ।  
 বুদ্ধিশ্চিস্তয়তঃ কিঞ্চিৎ স্বং শ্ৰেয়ো নাববুধ্যতে ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

হিতেতি । হিতে বুদ্ধিৰ্যেবাং তান্ ভীষ্মাদীন, অসাধুভিঃ শকুন্তাদিভিঃ ॥২৬॥  
 পূৰ্ব্বমিতি । তপতি ক্রমিকমহুতাপং কৰোতি । বিপন্নে নষ্টে ॥২৭॥  
 অৰ্হিতি । অনুবৰ্ত্তামহে অমুসরামঃ । অনয়ঃ অনীতিঃ ॥২৮॥  
 তর্হি তমেবেদানীং কৰ্ত্তব্যমুপদিশেত্যাহ অনেনেতি । ব্যপনেন বিপদা ॥২৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥১৯॥ কৰ্ম্ম দৈবম্, ফলিতমাহ দৈবতেভা ইতি ॥২০॥ ঈহাং বিবৃণোতি সমাগতি ॥২১॥  
 যোগে অসঙ্কলাভে ॥২২—২৩॥ অনীশঃ অজিতচিত্তঃ, অবমানী পরমবজ্ঞানন্ ॥২৪—২৬॥  
 তপতি সন্তাপং প্রাপ্নোতি ভীষ্মেন তথোক্তঃ সন্ ॥২৭—৩৪॥  
 ইতি শৌণ্ডিকপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥

লোভী ও অহুদর্শী দুৰ্য্যোধন মৃত্যুবশতঃ অভিজ্ঞলোকদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং নিজেও বিশেষভাবে ভাবিয়া না দেখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল ॥২৫॥

কেননা দুৰ্য্যোধন হিতৈষী অভিজ্ঞলোকদিগকে অগাহ করিয়া এবং অসং লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমরা বারণ করিতে থাকিলেও অধিকগুণ-সম্পন্ন পাণ্ডবগণের সহিত শক্রতা আরম্ভ করিয়াছিল ॥২৬॥

দুৰ্য্যোধন পূৰ্ব্ব হইতেই কুশভাবের লোক ছিল । সুতরাং সে ধৈৰ্য্য ধারণ করিতে পারিত না এবং সুহৃদগণের উপদেশ রক্ষা করিত না । সেই জন্তই সে কার্য্য নষ্ট হইলে অমুতাপ করিত ॥২৭॥

তা'র পর আমরা যখন সেই পাপাত্মারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি, সেই জন্তই আমাদেরও এই দারুণ ও গুরুতর দুঃখবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ॥২৮॥

এই বিপদে আমার বুদ্ধি বিকল হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমি চিন্তা করিতে থাকিলেও আমার বুদ্ধি নিজের মঙ্গল বুঝিতেছে না ॥২৯॥

মুহুতা তু মনুষ্যেণ প্রকৃত্য্যাঃ স্নহদো জনাঃ ।  
 তত্রাস্ত বুদ্ধির্বিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্চতি ॥৩০॥  
 ততোহস্ত মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ ।  
 তেহত্র পৃষ্ঠা যথা ক্রয়ুস্তৎ কর্তব্যং তথা ভবেৎ ॥৩১॥  
 তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ ।  
 উপপৃচ্ছামহে গতা বিদুরঞ্চ মহামতিম্ ॥৩২॥  
 তে পৃষ্ঠাস্ত বদেয়ুর্যং শ্রেয়ো নঃ সমনস্তরম্ ।  
 তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্টিকী মতিঃ ।  
 অনারম্ভাস্তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে কচিৎ ॥৩৩॥  
 কৃতে পুরুষকারে চ যেযাং কার্য্যং ন সিধ্যতি ।  
 দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
 পর্বণি স্তপ্তবধে দ্রৌণিকৃপসংবাদে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ❀

### ভারতকেমুদী

মুহুতেতি । মুহুতা কর্তব্যার্থে সন্ধিহানেন । তত্র স্নহরূপদেশে সতি, বিনয়ঃ শিক্ষা ॥৩০॥  
 তত ইতি । মূলমুপায়ম্ । কর্তব্যং নিযোজ্যপুরুষত্ব ॥৩১॥  
 ইদানীং স্বমতমাহ ত ইতি । উপপৃচ্ছামহে ইদানীন্তনমস্মাকং কর্তব্যম্ ॥৩২॥  
 ত ইতি । নৈষ্টিকী নিশ্চিতা । অর্থঃ ফলম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

মানুষ মোহাপন্ন হইয়া স্নহজ্ঞানের নিকট কর্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে । সেই স্নহজ্ঞানের উপদেশ পাইলে তাহার প্রকৃতবুদ্ধি ও উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা আপনা হইতে উপস্থিত হয় এবং তখন সে নিজেই নিজের মঙ্গল দেখিতে পায় ॥৩০॥

মানুষ কর্তব্যবিষয়ে সন্ধিহান হইয়া স্নহজ্ঞানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কার্য্যের উপায় স্থির করিয়া যে প্রকার বলিবেন মানুষ সেই প্রকারে কার্য্য করিবে ॥৩১॥

অতএব আইস, আমরা মিলিত হইয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি বিজ্ঞানের নিকট কর্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥৩২॥

আমরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাঁহারা আমাদের যে হিতের কথা বলিবেন তাহাই আমাদের কর্তব্য হইবে ইহাই আমার স্থির ধারণা । কার্য্য আরম্ভ না করিলে কখন ফল না ॥৩৩॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃপস্তু বচনং শ্রদ্ধা ধর্মার্থসহিতং শুভম্ ।  
অশ্বখামা মহারাজ ! দুঃখশোকসমম্বিতঃ ॥১॥  
দহ্মমানস্ত শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা ।  
ক্রুরং মনস্ততঃ কৃহা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥২॥ (যুগাকম্)  
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্থা যা ভবতি শোভনা ।  
তুয়াস্তি চ পৃথক্ সর্বৈ প্রজয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥৩॥  
সর্বৈ হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্ ।  
সর্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্বৈহাত্মানং প্রশংসতি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি । উপহতা নিফলীকৃতচেষ্টাঃ । অতঃ খলু দুঃখোদনঃ সর্বথা দৈবেনৈবোপহত  
ইতি প্রবক্ষ্যাম্যঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিনাসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্কণি স্তম্ভবধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

কৃপস্ততি । শুভং শুভকরম্ । প্রদীপ্তেন প্রজলিতেন ॥১—২॥

পুরুষ ইতি । প্রজয়া বুদ্ধ্যা, তুয়াস্ত্যেব ন পুনবুদ্ধিমত্তাং মন্যমানা বিনীদম্ভীতি ভাবঃ ॥৩॥

পুরুষকার করিলে পরও যাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব-  
কর্তৃক উপহত ইহা বুঝিতে হইবে । সূতরাং সে বিষয়ে আর বিচার করিবার  
প্রয়োজন হয় না' ॥৩৪॥

—:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! তাহার পর দুঃখ ও শোকসমম্বিত অশ্বখামা  
কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া, প্রজলিত অগ্নির স্তায়  
শোকে আরও দগ্ধ হইতে থাকিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন—॥১—২॥

প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বিবেচনায় শোভন যেরূপ যেরূপ বুদ্ধি থাকে,  
তাহারা সকলেই সেই সেই আপন আপন বুদ্ধির গুণেই সমষ্ট থাকে ॥৩॥

• ‘...বিতীৰ্য্যোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্ধ বা সো নি ।

সর্বশ্চ হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা ।  
 পরবুদ্ধিঞ্চ নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥৫॥  
 কারণান্তরযোগেন যোগে যেবাং সমা মতিঃ ।  
 অন্যান্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥৬॥  
 তস্মৈব তু মনুষ্যশ্চ সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।  
 কালযোগে বিপর্যাসং প্রাপ্যাত্মোন্মাদং বিপদতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 বিচিত্রত্বাতু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ।  
 চিত্তবৈকল্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৮॥  
 যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি ।  
 ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাং প্রশমার্থমিতি প্রভো ! ॥৯॥  
 এবং কার্য্যশ্চ যোগার্থং বুদ্ধিঃ কুর্কন্তি মানবাঃ ।  
 প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তান্তাঞ্চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

সর্ব ইতি । বহুতঃ অত্যাধুতঃ । সর্বোহি জ্ঞানমিতি সন্ধিরূপঃ ॥৪॥  
 সর্বশ্চেতি । আত্মনো বুদ্ধিমন্তরঞ্চে ন মননশ্চৈব ফলমেতদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥  
 কারণেতি । যোগে উপায়বিষয়ে । বিপর্যাসং বৈপর্য্যোক্ত্যম্ ॥৬—৭॥  
 বিচিত্রত্বাদিতি । চিত্তানাং বৈকল্যং বিবিধঘটনোপস্থিতে বিবিধবৃত্তিকম্ ॥৮॥  
 যথেন্তি । কুশলো নিপুণঃ । ভৈষজ্যমৌষধম্, যোগাং ধ্যানাং । যোগার্থমুপায়েন  
 সিদ্ধার্থম্ । ভবানপি তথৈব নিন্দতীতি ভাবঃ ॥৯—১০॥

সকল মানুষই আপনাকে প্রধান বুদ্ধিমান্ মনে করে, আপনাকে গৌরবান্বিত  
 বলিয়া ধারণা করে এবং আপনার প্রশংসা করে ॥৪॥

সকলেই নিজের বুদ্ধির ধন্যবাদ দিয়া থাকে, পরবুদ্ধির নিন্দা করে এবং বার  
 বার নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করে ॥৫॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হওয়ায় উপায় উদ্ভাবনবিষয়ে যাহাদের একজাতীয়  
 বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহারা পরস্পরের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে এবং যাহারা বার বার  
 পরস্পরকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মানুষের সেই সেই বুদ্ধিই  
 বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইয়া বিপন্ন হয় ॥৬—৭॥

বিশেষতঃ মানুষের মন নানাপ্রকার বলিয়া সেই মনের বৃত্তি ভিন্নভিন্নরূপ  
 হইয়া থাকে ; সেই জন্তই তাহার বুদ্ধিও ভিন্নভিন্নপ্রকার হয় ॥৮॥

মাতুল ! যেমন, বিচক্ষণ বৈদ্য যথাবিধানে রোগ নিরূপণ করিয়া, তাহার

(৬) • যেবাং সংবদতে মতিঃ...নি । (৮) অনিত্যত্বাতু চিত্তানাং...নি । (১০)...প্রজ্ঞয়া  
 হি স্বয়া যুক্ত্য তাক গৃহ্ণন্তি বৈ বুধাঃ—নি ।

অন্যথা যৌবনে মৰ্ত্যে বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ ।  
 মধ্যেহন্যয়া জ্ঞয়াস্তু সোহন্যাং রোচয়তে মতিম্ ॥১১॥  
 ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং বাপি তাদৃশীম্ ।  
 অবাধ্য পুরুষো ভোজ ! কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতিম্ ॥১২॥  
 একস্মিন্বেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।  
 ভবত্যকৃতপ্রজ্ঞহাং সা তস্মৈব ন রোচতে ॥১৩॥  
 নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি ।  
 তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্মাদ্যোগকারিকা ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

অন্যথেতি । ভিন্নভিন্নবয়সি ভিন্নভিন্নপ্রকারৈব বুদ্ধির্মানুষাণামিত্যর্থঃ ॥১১॥  
 বিদিত্ত্বা রূপযনাদৃতা রতবর্ণাণং সম্বোধ্যাহ ব্যসনমিতি । ব্যসনং বিপদম্ ॥১২॥  
 একস্মিন্নিতি । অকৃতপ্রজ্ঞহাং অশিক্ষিতবুদ্ধিহাং । ন রোচতে কালান্তরাদৌ ॥১৩॥  
 নিশ্চিত্যেতি । ভাবং সিদ্ধিচেষ্টাম্, সা মতির্দেব ॥১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

রূপস্থেতি ॥১—৩॥ সৰ্বাস্থানমিত্যত্র সৰ্ব্বঃ আস্থানমিতি ক্ষেদঃ, সন্ধিরার্থঃ ॥৪—৫॥  
 যোগে শব্দদ্বয়ে ॥৬—১১॥ হে ভোজ ! হে কৃতবৰ্ণন ! একমেব সম্বোধয়ন্ কৃপন্ত বচসি  
 অনাদরং হৃচয়তি ॥১২॥ অকৃতধৰ্ম্মহাং অবসরানুরোধাৎ, ইদানীং মম শাস্তিবুদ্ধির্ন রোচত  
 উপশমের জ্ঞা বিশেষ চিন্তাসহকারে ঔষধ নির্মাণ করিয়া থাকেন ; এইরূপ মানুষ  
 কার্য্যাসিদ্ধির জ্ঞা ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ; আবার আপন আপন  
 বুদ্ধিযুক্ত মানুষ সে বুদ্ধির নিন্দাও করে ॥৯—১০॥

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিধারা মোহিত হয় ; মধ্য বয়সে অন্যপ্রকার  
 বুদ্ধিধারা চলিতে থাকে ; আবার বৃদ্ধবয়সে অন্যবিধ বুদ্ধিকে ভাল মনে করে ॥১১॥

ভোজনন্দন ! মানুষ ঘোর বিপদে পড়িয়া কিংবা বিশাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়া  
 ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥১২॥

অমার্জিতবুদ্ধি বলিয়া এক মানুষেরই ভিন্নভিন্নসময়ে ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি  
 হইয়া থাকে ; আবার সেই মানুষেরই অজ্ঞান সময়ে সে সে বুদ্ধি ভাল লাগে  
 না ॥১৩॥

মানুষ নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বিষয় স্থির করিয়া যেক্রপ বুদ্ধি করা ভাল  
 মনে করে, সেই বুদ্ধিধারাই কার্য্যের চেষ্টা করিতে থাকে । কারণ, সেই বুদ্ধিই  
 তাহার কার্য্যের প্রতি উত্তম উৎপাদন করে ॥১৪॥



সর্বো হি পুরুষো ভোজ ! সাধেবতদিতি নিশ্চিতঃ ।  
 কর্তুং মারভতে শ্রীতো মারণাদিষু কৰ্ম্মহু ॥১৫॥  
 সর্বো হি যুক্তিমাশ্রায় প্রজ্ঞাঞ্চাপি স্বকাং নরাঃ ।  
 চেষ্টন্তে বিবিধাঃ চেষ্টাং হিতমিত্যেব জানতে ॥১৬॥  
 উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতিশ্রম ।  
 যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥১৭॥  
 প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্টা কৰ্ম্ম তাহু বিধায় চ ।  
 বর্ণে বর্ণে সমাধত্ত ছেকৈকং গুণভাগ্গুণম্ ॥১৮॥  
 ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যাস্তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্ ।  
 দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সর্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥১৯॥  
 অদাস্তো ব্রাহ্মণোহসাপুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োহধমঃ ।  
 অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

সর্ব ইতি । নিশ্চিতো নিশ্চয়বান্ । কর্তুং মারণাদিকৰ্ম্ম ॥১৫॥  
 সর্ব ইতি । প্রজাঃ বুদ্ধিঃ । চেষ্টন্তে কুর্কন্তি, হিতং তৎকৰ্ম্ম ॥১৬॥  
 উপেতি । ব্যসনজা বিপদ উৎপত্তা ॥১৭॥  
 প্রজ্ঞেতি । প্রজা জনান্ । সমাধত্ত সমস্থাপয়ৎ ॥১৮॥  
 ব্রাহ্মণ ইতি । অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠম্ । দাক্ষ্যং বাণিজ্যাদিনৈপুণ্যম্ ॥১৯॥  
 অদাস্ত ইতি । অদাস্ত ইন্দিয়াণামদমনকারী । প্রতিকূলবান্ প্রভোবিরুদ্ধকার্য্যকারী ॥২০॥

ভোজনন্দন । সমস্ত মানুষই 'ইহা ভাল কার্য্য' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, হিংসা-  
 প্রভৃতি ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহাই করিতে আরম্ভ করে ॥১৫॥

সকল মানুষই নিজের যুক্তি ও নিজের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কার্য্য  
 করে এবং সেই কার্য্যগুলিকেই হিতকর বলিয়া মনে করে ॥১৬॥

আজ বিপদ হইতে আমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনাদের  
 নিকট বলিব এবং তাহাই আমার শোক দূর করিবে ॥১৭॥

গুণবান্ বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের কৰ্ম্ম বিধান করিয়া ভিন্ন-  
 ভিন্ন বর্ণে ভিন্নভিন্ন গুণ বিধান করিয়াছেন ॥১৮॥

ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের উত্তম তেজ, বৈশ্যে বাণিজ্যাদিনৈপুণ্য এবং  
 শূদ্রে পূৰ্ব্ব তিনবর্ণের সৃজনা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১৯॥

সোহস্মি জাতঃ কুলশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে ।

মন্দভাগ্যতয়ান্মোহ্যতং ক্ষত্ৰধৰ্ম্মমুত্তিতঃ ॥২১॥

ক্ষত্ৰধৰ্ম্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতঃ ।

প্রকূৰ্য্যাং স্তমহং কৰ্ম্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥২২॥

ধারয়ংচ ধনুর্দীব্যং দিব্যাস্ত্রাণি চাহবে ।

পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং হু বক্ষ্যামি সংসদি ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

সোহহমহং যথাকামং ক্ষত্ৰধৰ্ম্মমুপাস্ত্য তম্ ।

গন্ত্যস্মি পদবীং রাজ্যং পিতৃশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥২৪॥

অহং স্বপ্ন্যস্তি পাঞ্চালা বিশ্বস্তা জিতকাশিনঃ ।

বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষণে চ সমম্বিতাঃ ।

জয়ং মহাত্মনশ্চৈব শ্রাস্তা ব্যায়ামকর্ম্মিতাঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । সুপূজিতে অতিপ্রশস্তে । অমুষ্ঠিত আশ্রিতঃ ॥২১॥

ক্ষত্রেতি । ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতো হিংসানিবৃত্তিরূপং ব্রাহ্মণধৰ্ম্মমুপাশ্রিতঃ । কৰ্ম্ম শত্রুসংহারম্, নেত্যস্ত উভয়ত্রাপ্যধঃ । তথা চ স্তমহং কৰ্ম্ম ন প্রকূৰ্য্যাং তদা তৎ সাধুসম্মতং ন ভবে-  
দিত্যর্থঃ । দিব্যাস্ত্রমহং । সংসদি লোকসমাজে, কিং হু বক্ষ্যামি, অপি তু কিমপি  
নেত্যর্থঃ ॥২২—২৩॥

বিপক্ষকর্তৃকমাত্মনো বধমাশঙ্ক্যাহ স ইতি । উপাস্ত আশ্রিত্য । রাজ্যো দুর্ঘোধানন্ত ॥২৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥১৩—২১॥ বিদিত্বা আশ্রিত্য, যদি ব্রাহ্মণ্যং সংশ্রিতঃ সন্ শমাদিরূপং স্তমহং কৰ্ম্ম  
প্রকূৰ্য্যাং তস্মৈ সাধু সম্মতং ন, অবলম্বিতস্ত চ ক্ষত্ৰধৰ্ম্মন্ত নীকীহোহবশ্তং কর্তব্য ইত্যর্থঃ

ইন্দ্রিয়দমনহীন ব্রাহ্মণ নিম্নিত, নিস্তেজ ক্ষত্রিয় গর্হিত, বাণিজ্যে অপটু বৈশ্য  
অপ্রশস্ত এবং পূৰ্ব্ব তিনবর্ণের প্রতিকূলাচারী শূদ্র তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥২০॥

আমি অতিপ্রশস্ত উত্তম ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছি ; কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষত্রিয়  
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥২১॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানিয়া যুদ্ধের উপযোগী দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ  
করিয়াও অশ্রায়ভাবে পিতাকে নিহত দেখিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন  
বশতঃ গুরুতর কার্য সাধন না করি ; তাহা হইলে, আমার পক্ষে তাহা সাধুসম্মত  
হইবে না এবং আমি নিজেই বা লোকসমাজে কি বলিব ॥২২—২৩॥

অতএব আজ আমি ইচ্ছা অনুসারে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজ্য  
দুর্ঘোধানের এবং মহাত্মা পিতৃদেবের পথে গমন করিব ॥২৪॥

(২২) . ব্রাহ্মণ্যমুপাশ্রিতঃ... প্রকরিয়ে মহং কৰ্ম্ম...নি । (২৩)...বয়ং জিতা যতাস্চৈব...নি ।

তেষাং নিশি প্রহুপ্তানাং স্থানাং শিবিরে স্বকে ।  
 অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্তাত্ত্বং দুষ্করম্ ॥২৬॥  
 তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতান্ বিচেতসঃ ।  
 সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্ ॥২৭॥  
 অথ তান্ সহিতান্ স সর্ষান্ ধুষ্ঠৈহ্যন্নপুরোগমান্ ।  
 সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য কক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ ।  
 নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শাস্তিঃ লক্স্যি সত্তম । ॥২৮॥  
 পাঞ্চালেষু চরিষ্যামি সূদয়ন্নত্ সংযুগে ।  
 পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্ধঃ পশুস্বিব ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

পক্ষান্তরমাহ অগ্নেতি জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ । বিযুক্তানি পরিত্যক্তানি যুগ্যানি  
 বাহনানি কবচানি চ বৈশ্বে । ব্যায়ামেত যুদ্ধপ্রমেণ কৰ্ব্বিতাঃ ক্লাস্তাঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥  
 তেষামিতি । প্রহুপ্তানাং নিদ্রিতানাম্ । অবস্কন্দং ধ্বংসম্ ॥২৬॥  
 তানিতি । অবস্কন্দ্য বিধ্বংস্ত, প্রেতভূতান্ যতান্, বিচেতসন্তীব্রপ্রহারেণাচেতনাংস্ত ।  
 সূদয়িষ্যামি আলোড়য়িষ্যামি, মঘবান্ ইন্দ্রঃ ॥২৭॥  
 অগ্নেতি । কক্ষং শুক্লভৃগুশিশি, দীপ্তো জলিতঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥  
 পাঞ্চালেষুচিতি । সূদয়ন্ সংহরন্, সংযুগে সম্ভাব্যমানে যুদ্ধে ॥২৯॥

অথবা বিজয়শোভী, বিশ্বস্তচিত্ত, বর্ষাবাহনবিহীন, স্বপক্ষের জয় হইয়াছে মনে  
 করিয়া আনন্দিত, শ্রান্ত ও ক্লাস্ত পাঞ্চালেরাজ আজ ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৫॥

সেই পাঞ্চালেরাজ আজ সুস্থচিত্তে আপন আপন শিবিরে নিদ্রিত হইয়া  
 পড়িবে, তখন আমি তাহাদিগকে সংহার করিব । এমন কি দুষ্কর শিবিরধ্বংসও  
 সম্পাদন করিব ॥২৬॥

ইন্দ্র যেমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া দানবসৈন্য আলোড়ন করিতেন ; আমিও  
 সেইরূপ আজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া সংহারপূর্বক যত ও চৈতন্যহীন পাঞ্চালগণকে  
 আলোড়ন করিব ॥২৭॥

সাধুশ্রোত । প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন শুক্ল ভৃগুশিশি দগ্ধ করে ; সেইরূপ আমিও  
 আজ ধুষ্ঠৈহ্যন্নপ্রভৃতি সন্মিলিত সমস্ত পাঞ্চালকে দগ্ধ করিব এবং পাঞ্চালগণকে  
 দগ্ধ করিয়া শাস্তি লাভ করিব ॥২৮॥

পিনাকধনুর্ধারী স্বয়ং রুদ্ধদেব যেমন সংহার করিতে থাকিয়া পশুগণमध्ये  
 বিচরণ করেন ; আমিও সেইরূপ আজ যুদ্ধে সংহার করিতে থাকিয়া পাঞ্চালগণের  
 মধ্যে বিচরণ করিব ॥২৯॥

অত্ৰাহং সৰ্ব্বপাঞ্চালান্নিকৃত্য চ নিহত্য চ ।  
 অৰ্দ্ধমিচ্ছামি সংহৃষ্টে। রণে পাণ্ডুহতাংস্তথা ॥৩০॥  
 অত্ৰাহং সৰ্ব্বপাঞ্চালৈঃ কৃষ্ণা ভূমিং শরীরিণীম্ ।  
 প্রহৃত্যৈকৈকশস্ত্রেষু ভবিষ্যাম্যনুগঃ পিতুঃ ॥৩১॥  
 দুৰ্য্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্মসৈন্ধবয়োৱপি ।  
 গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমশ্চ দুৰ্গমাম্ ॥৩২॥  
 অশ্ব পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি ।  
 নাচিরাং প্রমথিষ্যামি পশোৱিব শিরোবলাং ॥৩৩॥  
 অশ্ব পাঞ্চালপাণ্ডুনাং শয়িতানাং জ্ঞানিষি ।  
 খড়েগন নিশিতে নাজ্যে প্রমথিষ্যামি গৌতম ! ॥৩৪॥  
 অশ্ব পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে ।  
 কৃতকৃত্যঃ স্মৃথী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ! ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি । নিরুত্য হি ক্ৰ । উভয়ত্রাপি বীৰ্য্যবগন্তব্য ॥৩০॥  
 অশ্বেতি । শরীরিণীং মাহুশশরীরব্যাগ্ৰাম্ । এতৈকশ একমেবম্ ॥৩১॥  
 দুৰ্য্যোধনশ্চেতি । সৈন্ধবঃ সিদ্ধুরাজো জয়দ্রথঃ । পদবীং পদ্বানম্ ॥৩২॥  
 অশ্বেতি । প্রমথিষ্যামি বিলোড়য়িষ্যামি ॥৩৩॥  
 অশ্বেতি । নিশিতেন স্মৃথারৈঃ । প্রমথিষ্যামি ছেৎস্তামি ॥৩৪॥  
 অশ্বেতি । সৌপ্তিকে স্মৃথাবস্থায়াম্ ॥৩৫॥

আজ আমি যুদ্ধে হুট্টচিত্তে সমস্ত পাঞ্চাল ও সমস্ত পাণ্ডবকে ছেদন ও হনন করিয়া নিশেষ করিব ॥৩০॥

আজ আমি পাঞ্চালগণের মধ্যে এক একজনকে বধ করিয়া করিয়া সমরভূমিকে পাঞ্চালগণের শরীরে আবৃত করিয়া পিতৃদেবের নিকট অমুণী হইব ॥৩১॥

আজ আমি পাঞ্চালগণকে দুৰ্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুৰ্গম পথে প্রেরণ করিব ॥৩২॥

আজ আমি এই রাত্রিতে অচিরকাল মধ্যে বলপূৰ্ব্বক পশুর ত্রায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তকটাকে ভূতলে মথিত করিব ॥৩৩॥

গৌতমনন্দন ! আজ আমি এই রাত্রিতেই স্মৃথার তরবারিধারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত পুত্রগণকে ছেদন করিব ॥৩৪॥

(৩১)....প্রহৃত্যৈকেন শস্ত্রেণ...নি । (৩২)....গমিষ্যামি নিশাবেলাং...নি ।

(৩৫) ইতঃ পরঃ '...ভূতীমোহধ্যায়ঃ' পি বদ বর্চ বা সো নি !

কৃপ উবাচ ।

দিক্ট্য। তে প্রতিকর্তব্যে মতিৰ্য্যাতেনমচ্যুত ।।  
 ন হ্যাং বারয়িতুং শক্তে। বজ্রপাণিরপিস্বয়ম্ ॥৩৬॥  
 অনুযাস্থাবহে স্বাস্থ প্রভাতে সহিতাবৃত্তৌ ।  
 অগ্ন রাত্রৌ বিজ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥৩৭॥  
 অহং হ্যামনুযাস্থামি কৃতবৰ্ম্মা চ সাক্ষতঃ ।  
 পরানভিমুখং যান্তুং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৩৮॥  
 আবাত্যাং সহিতঃ শক্রন্ শ্বে। নিহন্ত। সমাগমে ।  
 বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ ! পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৩৯॥  
 শক্তস্তুমসি বিক্রম্য বিজ্রমস্ব নিশামিমাম্ ।  
 চিরং তে জাগ্রতস্তাত ! স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

দিক্টোতি । দিষ্টা ভাগ্যেন ! হে অচ্যুত ! বীরধৰ্ম্মাদব্রষ্ট ! ॥৩৬॥  
 অসিতি । উভৌ কৃপকৃতবৰ্ম্মাণাবাবাম্ ॥৩৭॥  
 অহমিতি । সাক্ষতস্তবংশীরঃ । আস্থায় আকুহ, দংশিতৌ সন্নদ্ধৌ ॥৩৮॥  
 আবাত্যামিতি । স্বঃ পরদিনে, সমাগমে যুদ্ধসম্মেলনে ॥৩৯॥  
 শক্ত ইতি । শক্রঃ শক্রন্ হন্তমিতি শেবঃ । চিরং দীর্ঘকালো গত ইত্যর্থঃ, যপ  
 অপিহি ॥৪০॥

মহামতি মাতুল ! আজ আমি এই রাত্রিতেই সেই পাঞ্চালসৈন্য সংহার  
 করিয়া কৃতকার্য্য ও সুখী হইব ॥৩৫॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘বীর ! ভাগ্যবশতই প্রতীকারের বিষয়ে তোমার এই  
 বুদ্ধি জন্মিয়াছে ; কিন্তু স্বয়ং দেবরাজও তোমাকে এই বিষয় হইতে বারণ করিতে  
 সমর্থ হন না ॥৩৬॥

বৎস ! আমরা দুইজন প্রভাতকালে তোমার অনুসরণ করিব । অতএব আজ  
 এই রাত্রিতে ধ্বজ ও কবচ ত্যাগ করিয়া বিজ্রাম কর ॥৩৭॥

তুমি যখন শক্রগণের অভিমুখে যাইতে থাকিবে, তখন আমি এবং সাক্ষতবংশীয়  
 এই কৃতবৰ্ম্মা আমরা দুইজনই যুদ্ধলজ্জায় সজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া  
 তোমার অনুসরণ করিব ॥৩৮॥

রথিশ্রেষ্ঠ ! তুমি কল্য প্রভাতকালে রণস্থলে আমাদের সহিত সম্মিলিত  
 হইয়া, বিক্রম প্রকাশ করিয়া অজ্ঞচরণের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে ॥৩৯॥

বিশ্রাস্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্মৃতিশ্চ মানদ ! ।  
 সমেত্য সমরে শক্রান্ বধিস্যসি ন সংশয়ঃ ॥৪১॥  
 ন হি হ্রাং রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহীতবরায়ুধম্ ।  
 জেতুমুৎসহতে কশ্চিদপি দেবেষু বাসবঃ ॥৪২॥  
 কৃপেণ সহিতং যাস্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবৰ্ম্মণা ।  
 কো দ্রৌণিং যুধি সংরকং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥৪৩॥  
 তে বয়ং নিশি বিশ্রাস্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ ।  
 প্রভাতায়াং রজ্ঞ্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাক্রবান্ ॥৪৪॥  
 তব হস্তাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ ।  
 সাত্ততোহপি মহেশ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥৪৫॥

### ভারতকৌমুদী

বিশ্রাস্ত ইতি । বিগতা নিদ্রা যত সঃ, নিদ্রাগমনাদেবেতি ভাবঃ ॥৪১॥  
 ন হীতি । প্রগৃহীতবরায়ুধং যতোক্তমানম্ । উৎসহতে শক্লোতি ॥৪২॥  
 কৃপেণেতি । গুপ্তং রক্ষিতম্ । দ্রৌণিমখ্যমানম্, সংরকং ক্রুদ্ধম্ ॥৪৩॥  
 ত ইতি । বিনিদ্রা লক্ণনিদ্রাবাদিগতনিদ্রাবেশাঃ । বিগতজ্বরাতিরোহিতজাগরণ-  
 স্তাপাঃ ॥৪৪॥

তবেতি । দিব্যানি অত্যাশ্রয়ানি । সাত্ততত্ত্বংশীযঃ কৃতবৰ্ম্মা, মহেশ্বাসো মহাধনুর্ধরঃ ॥৪৫॥

বৎস ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়াও শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ হও ;  
 অতএব এই রাজিটা বিশ্বাস কর । জাগরিত অবস্থায় তোমার দীর্ঘকাল অতীত  
 হইয়াছে ; অতএব এই রাজিটা নিদ্রা যাও ॥৪০॥

গুরুজনের সম্মানকারক ! তুমি বিশ্বাস করিয়া, নিদ্রাবেশশূন্য ও স্মৃতিশ্রু  
 হইয়া যাইয়া, শত্রুগণকে সংহার করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪১॥

রথিশ্রেষ্ঠ ! তুমি উত্তম অস্ত্র ধারণ করিলে, কোন ব্যক্তিকে তোমাকে জয় করিতে  
 সমর্থ হয় না ; এমন কি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও নহেন ॥৪২॥

অখ্যামা ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃপাচার্যের সহিত যুদ্ধে যাইতে লাগিলে এবং কৃতবৰ্ম্মা  
 তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলে, কোন্ ব্যক্তি সে অখ্যামার সহিত যুদ্ধ করিতে  
 পারে ? স্বয়ং দেবরাজও পারেন না ॥৪৩॥

অতএব আমরা এই রাজিতে নিদ্রা যাইয়া, বিশ্বাস করিয়া, জাগরণের ক্লান্তি-  
 শূন্য হইয়া, রাজিপ্রভাতকালে শত্রুগণকে সংহার করিব ॥৪৪॥

কারণ, তোমার ও আমার অস্ত্র সকল অতিশয় উত্তম, এ বিষয় কোন সন্দেহ  
 নাই ; তা'র পর আবার কৃতবৰ্ম্মাও মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধে অত্যন্ত বিচক্ষণ ॥৪৫॥

তে বয়ং সহিতান্তাত । সৰ্বান্ শক্রান্ সমাগতান্ ।  
 প্রসহ সমরে হস্তা প্রীতিং প্রাপ্যাম পুঙ্কলাম্ ।  
 বিশ্রামস্ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং স্বধম্ ॥৪৬॥  
 অহঞ্চ কৃতবর্মা চ স্বাং প্রয়াস্তং নরোত্তমম্ ।  
 অনুযাত্তাব সহিতৌ ধ্বিনৌ পরতাপনৌ ।  
 রথিনং ত্বরয়া যাস্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৪৭॥  
 স গত্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে ।  
 ততঃ কৰ্ত্তাসি শক্রগাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥৪৮॥  
 কৃত্বা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেহহনি ।  
 বিহরস্ত্ব যথা শক্রঃ সূদয়িত্বা মহাস্থরান্ ॥৪৯॥  
 স্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বক্রধিনীম্ ।  
 দৈত্যসেনামিবা ক্রুদ্ধঃ সৰ্বদানবস্থদনঃ ॥৫০॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রসহ বলেন । পুঙ্কলাম্ প্রচুরাম্ । স্বপ স্বপিহি । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥  
 অহমিতি । প্রয়াস্তং প্রতিষ্ঠমানম্ । দংশিতৌ সন্নদ্ধৌ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭॥  
 স ইতি । কৰ্ত্তাসি করিষ্যসি, যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম, কদনং ধ্বংসম্ ॥৪৮॥  
 কৃষ্যতি । শক্রো বিজহারেতি শেষঃ । সূদয়িত্বা বিনাশ্ত ॥৪৯॥  
 স্বমিতি । বক্রধিনীং সেনাম্ । সৰ্বদানবস্থদন ইন্দ্রঃ ॥৫০॥

স্নাতরাং বৎস ! আমরা তিনজন সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধে সমাগত শক্রগণকে  
 সংহার করিয়া, প্রচুর আনন্দ লাভ করিব ; অতএব এই রাত্রিতে আকুল না হইয়া  
 বিশ্রাম কর এবং স্নেহে নিদ্রা যাও ॥৪৬॥

নরজ্যেষ্ঠ ! তুমি রথারোহণপূর্বক প্রস্থান করিয়া, সত্বর গমন করিতে লাগিলে,  
 শক্রসম্প্রাপী ও ধনুর্ধর আমি এবং কৃতবর্মা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, রথে  
 আরোহণ করিয়া, তোমার অনুসরণ করিব ॥৪৭॥

তাহার পর তুমি শত্রুগণের শিবিরের নিকটে যাষ্টয়া, নিজের নাম শুনাইয়া  
 শুনাইয়া, রণস্থলে যুধ্যমান শত্রুগণের মহামারী ঘটাইবে ॥৪৮॥

পূর্বকালে দেবরাজ যেমন মহাস্থরগণকে মর্দন করিয়া বিহার করিতেন ;  
 তুমিও তেমন নির্মল প্রভাতকালে এবং দিনের বেলায় শত্রুগণের মহামারী ঘটাইয়া  
 বিহার করিও ॥৪৯॥

ময়া ত্বাং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবৰ্ম্মণা ।  
 ন সহেত বিভুঃ সাক্ষাৎপাণিরপি স্বয়ম্ ॥৫১॥  
 ন চাহং সমরে তাত । কৃতবৰ্ম্মা ন চৈব হি ।  
 অনির্জিত্য রণে পাণ্ডুন্ ব্যপযাস্তাব কহিচিৎ ॥৫২॥  
 হত্বা চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ ।  
 নিবর্ত্তিষ্যামহে সৰ্কেষ হতা বা স্বৰ্গগা বয়ম্ ॥৫৩॥  
 সৰ্কেষোপায়ৈঃ সহায়ান্তে প্রভাতে বয়মাহবে ।  
 সত্যমেতন্মহাবাহো ! প্রত্নবীমি তবানঘ ! ॥৫৪॥  
 এবমুক্তস্ততো দ্রৌণিৰ্মাতুলেন হিতং বচঃ ।  
 অত্র বীষ্মাতুলং রাজন্ ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥৫৫॥

### ভাৱতকৌমুদী

ময়েতি । সংখ্যে যুদ্ধে, গুপ্তং রক্ষিতম্ । বিভূৰ্মহাপ্রভাবশালী ॥৫১॥  
 নেতি । পাণ্ডুন্ পাণ্ডবান্, ব্যপযাস্তাব ইতি বিসৰ্গলোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥৫২॥  
 হত্বেতি । স্বৰ্গগাঃ স্বৰ্গগামিনো ভবিষ্যামঃ ॥৫৩॥  
 সৰ্কেষেতি । সহায়ান্তে ভবিষ্যাম ইতি শেষঃ । এতাবতা প্রবন্ধেন নৃশংসহত্যাব্যাপার-  
 দ্বাংখ্যায়ো নিবৰ্ত্তনমেব কৃপত্র মুখ্যযুদ্ধেভ্যমিত্যবধেয়ম্ ॥৫৪॥  
 এবমিতি । দ্রৌণিরখংখ্যামা, মাতুলেন কৃপেণ ॥৫৫॥

বৎস ! ইন্দ্র যেমন দৈত্যসৈন্য জয় করিতে সমর্থ ছিলেন ; তুমিও তেমনই  
 পাঞ্চালসৈন্য জয় করিতে সমর্থ আছ ॥৫০॥

আমি ও কৃতবৰ্ম্মা সম্মিলিতভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, মহাপ্রতাপশালী এবং  
 বজ্রপাণি স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে সহ্য করিতে পারিবেন না ॥৫১॥

বৎস ! আমি ও কৃতবৰ্ম্মা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া, কখনও ফিরিব  
 না ॥৫২॥

আমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া  
 নিবৃত্তি পাইব ; অথবা নিহত হইয়া স্বর্গে যাইব ॥৫৩॥

মহাবাহু নিম্পাপ বৎস ! প্রভাতকালে আমরা যুদ্ধে সৰ্ব্বপ্রযত্নে তোমার সহায়  
 হইব ; ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি' ॥৫৪॥

রাজা ! মাতুল কৃপাচার্য্য এইরূপ হিতবাক্য বলিলে, অখংখ্যামা ক্রোধে আরক্ত-  
 নয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥৫৫॥



আতুরশ্চ কুতো নিদ্রা নরশ্চামৰ্ষিতশ্চ চ ।  
 অৰ্ধাংশ্চিস্তয়তশ্চাপি কাময়ানশ্চ বা পুনঃ ॥৫৬॥  
 তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেহং চতুৰ্ভুজম্ ।  
 যশ্চ ভাগশ্চতুৰ্ধো মে স্বপ্নমহায় নাশয়েৎ ॥৫৭॥  
 কিং নাম হুঃখং লোকেহস্মিন্ পিতুৰ্বধমনুস্মরন্ ।  
 হৃদয়ং নির্দহন্ মেহং রাত্ৰ্যাহানি ন শাম্যতি ॥৫৮॥  
 যথা চ নিহতঃ পাতৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ ।  
 প্রত্যক্ষমপি তে সৰ্ব্বং তন্মে মৰ্ম্মাণি কুস্ততি ॥৫৯॥

### ভারতকৌমুদী

‘বিশ্রান্তাশ্চ বিনিদ্রাশ্চ’ ইতি প্রাক্তনীং কপোক্তিং প্রত্যাচষ্টে আতুরশ্চেতি । আতুরশ্চ  
 পীড়িতশ্চ, অমৰ্ষিতশ্চ ক্রুদ্ধশ্চ । কাময়ানশ্চ কামাৰ্ত্তশ্চ ॥৫৬॥

অথাতুরাদীনাং কতমৰ্ষমিত্যাহ তদিতি । চতুৰ্ভুজম্—আতুরম্, অমৰ্ষিতম্, অৰ্ধচিন্তা-  
 পরম্, শক্রসংহারকামম্ । চতুৰ্ধো ভাগ এতেষাং চতুৰ্ণামেকৈকমেবেত্যর্থঃ । স্বপ্নং  
 নিদ্রাম্, অহায় ঝটিতি ॥৫৭॥

অথোক্তানাং চতুৰ্ণামেকৈকমেকৈকেন শ্লোকেন আত্মনি যোজয়তি কিমিতি । কিং নাম  
 হুঃখং ন প্রাপ্নোমীতি শেবঃ । নির্দহন্ হুঃখানলঃ । এতেন হুঃখাতুরমাত্মন ইতি  
 স্মৃতিতম্ ॥৫৮॥

যথেষতি । তৎ স্বতঃ সৎ । কুস্ততি ছিনন্তি । এতেনামৰ্ষো ধ্বনিতঃ ॥৫৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

৥২২—২৩॥ গন্তানি গমিষ্যামি, পদবীমানুগ্যম্ ॥২৪—৩৮॥ নিহতা নিহিনিদ্রাসি ৩৯—৫৬॥  
 চতুৰ্ভুজ আতুরাদীনাং চতুৰ্ণাং মধ্যে একো ভাগঃ অমৰ্ষঃ যে মম স্বপ্নম্ অহার ঝটিতি নাশয়েৎ

‘মাতুল ! যে মানুষ পীড়িত ও ক্রুদ্ধ থাকে, কিংবা বহুবিষয় চিন্তা করে, অথবা  
 কামাকুল হয়, তাহার নিদ্রা হইবে কেন ? ॥৫৬॥

মাতুল ! আপনি দেখুন, আজ আমার সে চারিটা অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে ;  
 সে চারিটার একটি অবস্থাও যে আমার সম্বন্ধেই নিদ্রা নাশ করিতে পারে ॥৫৭॥

আমি পিতৃবধ স্মরণ করিতে থাকিয়া, এই জগতে কোন্ হুঃখ অমূল্যব করিতেছি  
 না ? সেই হুঃখানল দ্বারা জ্বিই আমার হৃদয় দহ করিতে থাকিয়াও নিবৃত্তি  
 পাইতেছে না ॥৫৮॥

পাণ্ডাবরা! যেভাবে আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে ; সে সমস্তই আপনার  
 প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ; স্মরণ করিলে তাহা আমার মৰ্ম্ম ছেদ করে ॥৫৯॥

কথং হি নাদৃশো লোকে মুহূৰ্ত্তমপি জীবতি ।  
 দ্রোণহন্তেতি যদ্বাচঃ পাঞ্চালানাং শৃণোম্যহম্ ॥৬০॥  
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ হস্তাজো নাহং জীবিতুমুৎসাহে ।  
 স মে পিতুৰ্বধা বধ্যঃ পাঞ্চালা য়ে চ সঙ্গতাঃ ॥৬১॥  
 বিলাপো ভগ্নসক্থশ্চ যন্ত রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ ।  
 স পুনহৃদয়ং কশ্চ ক্রুরশ্চাপি ন নির্দহেৎ ॥৬২॥  
 কশ্চ হকরণশ্চাপি নেত্রোভ্যামশ্রু নাত্র জেৎ ।  
 নৃপতেৰ্ভগ্নসক্থশ্চ শ্রুত্বা তাদৃগ্ভচঃ পুনঃ ॥৬৩॥  
 যশ্চায়াং মিত্রপক্ষে। মে ময়ি জীবতি নির্জিতঃ ।  
 শোকং মে বর্দ্ধয়তোষ বারিবেগ ইবার্ণবম্ ।  
 একাগ্রমনসো মেহু কুতো নিদ্রা কুতঃ স্নখম্ ॥৬৪॥

## ভারতকৌমুদী

কথমিতি । দ্রোণহস্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি শেনঃ । এতেন তদ্বধকাগিত্বমুদ্ভাবিতম্ ॥৬০॥

ধৃষ্টেতি । সঙ্গতাংস্তেন সহ তদানীং মিলিতা আসন্ । অনেন তদ্বধকাগিত্বমুদ্ভাবিতম্ ॥৬১॥

নিজাভাবে কারণান্তরমাহ বিলাপ ইতি । ভগ্নসক্থশ্চ ভগ্নোন্নোঃ রাজ্ঞো হৃষ্যোদনস্ত ।  
 ক্রুরস্ত কঠিনস্ত । অতো মমাপি দহত্যেবেতি ভাবঃ ॥৬২॥

কন্তেতি । অকরণস্ত নির্দয়স্ত । নৃপতেৰ্ভগ্নোদনস্ত ॥৬৩॥

ব ইতি । বারিবেগো নস্তাদীনাম্ । একাগ্রমনসঃ শত্রুজয় ইতি শেনঃ । ঘটপাদঃ ॥৬৪॥

জগতে আমার মত লোক কি করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকে । যেহেতু  
 আমি প্রায়ই পাঞ্চালগণের মুখে এই কথা শুনিতে পাই যে, ‘ধৃষ্টদ্যুম্ন—  
 দ্রোণহস্তা’ ॥৬০॥

আমি যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া জীবন ধারণই করিতে পারিতেছি না ।  
 কারণ, আমার পিতাকে বধ করিয়াছে বলিয়া সে আমার বধ্য এবং তৎকালে  
 যাহারা তাহার সহিত মিলিত ছিল, তাহারাও আমার বধ্য ॥৬১॥

তা’র পর ভগ্নোন্ন হৃষ্যোদনের যে বিলাপ আমি শুনিয়াছি, সে বিলাপ কোন্  
 কঠিন ব্যক্তিরও হৃদয় দক্ক না করে ॥৬২॥

এবং ভগ্নোন্ন হৃষ্যোদনের সেইরূপ করণ বাক্য সকল শুনিয়া কোন্ নির্দয়  
 লোকেরও নয়নবৃগল হইতে অশ্রু নির্গত হয় না ? ॥৬৩॥

আমি জীবিত থাকিতেই আমার এই যে মিত্রপক্ষ পরাজিত হইয়াছে, জলের

বাহুদেবাজ্জনাভ্যাং হি তানহং পরিরক্ষিতান্ ।  
 অবিসম্ভতমান্ মম্মে মহেশ্বেণাপি মাতুল ! ॥৬৫॥  
 ন চান্মি শক্তঃ সংযত্বং কোপমেতং সমুখিতম্ ।  
 ন তং পশ্যামি লোকেহস্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্তয়েৎ ।  
 ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিরেষা সাধুমতা চ মে ॥৬৬॥  
 বাতীকৈঃ কথ্যমানস্ত মিত্রাণাং মে পরাভবঃ ।  
 পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে ॥৬৭॥  
 অহস্ত কদনং কৃষ্ণা শক্রণামগ্ন সৌপ্তিকে ।  
 ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতহরঃ ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
 পর্বণি স্তপ্তবধে দ্রৌণিমিত্রাণাং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

অথ প্রভাতে যুদ্ধেন পাণ্ডবপক্ষবিজয়ে তব কথ্যমাশ্রিত্যাহ বাস্বিতী । তান্ শক্রান্ ॥৬৫॥  
 নেতি । সংযত্বং সংবরীকৃতম্ । নিশ্চিতা রাত্রাবেব যুদ্ধকরণে । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৬৬॥  
 বাতীকৈরिति । বাতীকৈঃ প্রাণ্ডুক্তব্যাখ্যানাদ্যদৃচ্ছাগতলোকৈঃ ॥৬৭॥

বেগ যেমন সমুদ্রকে বর্ধিত করে ; তেমন সেই মিত্রপক্ষই আমার শোক বর্ধিত  
 করিতেছে । সেই নিমিত্তই আমি শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত  
 হইয়াছি ; সুতরাং আমার কি করিয়া নিজা আসিবে এবং কি করিয়াই বা  
 বিজ্ঞানমুখ হইবে ॥৬৪॥

মাতুল ! তাঁর পর আমি মনে করি—প্রভাতকালে কৃষ্ণ ও অর্জুন সর্বতো-  
 ভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, সে বিপক্ষগণ ইন্দ্রেরও গুরুত্তর অসহ্য হইবে ॥৬৫॥

তাঁর পর আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংবরণ করিতেও পারিতেছি  
 না এবং যে লোক আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তেমন লোক  
 আমি এই জগতে দেখিতেও পাইতেছি না ; এই জন্যই আমি এবিষয়ে বুদ্ধি স্থির  
 করিয়াছি এবং তাহা ভাল করিয়াছি বলিয়াই মনে করিতেছি ॥৬৬॥

অগত লোকগুলিরা যে বলিয়াছিল—‘আমার মিত্রগণের পরাজয় ও পাণ্ডব-  
 গণের জয় হইয়াছে’ তাহা যেন আমার হৃদয় দহ করিতেছে ॥৬৭॥

অতএব আমি এই রাত্রিতেই নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুগণকে সংহার করিয়া পরে  
 বিশ্রাম করিব ও নিজামুখ লাভ করিব’ ॥৬৮॥

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

রূপ উবাচ ।

শুভ্রব্রহ্মণি হ্রস্বৈধাঃ পুরুষোহনিরতেন্দ্রিয়ঃ ।

নালং বেদরিভুং কৃৎস্নৌ ধর্ম্মার্থাবিতি মে মতিঃ ॥১॥

তথৈব তাবদ্রৈখাবী বিনয়ং যো ন শিক্তে ।

ন চ কিকন জানাতি সোহপি ধর্ম্মার্থনিশ্চয়ম্ ॥২॥

চিরং হপি জড়ঃ শুরঃ পণ্ডিতং পশ্যু'পাস্ত হ ।

ন স ধর্ম্মান্ বিজানাতি দবর্ষী সুপন্নসানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । কদনং মহামারীম্ । সৌপ্তিকে ভাবে স্তম্ভাবস্থায় । বিশ্রমিতা বিশ্রাম  
করিতামি । যথা নিদ্রাং যাতামি । বিগতময়ঃ শত্রুবধেন তিরোহিতকোষসংগাঃ ॥৬৮॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতীর্থাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাত্মরত্ন  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্কণি স্তম্ভবধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—:—

শুভ্রব্রহ্মণি । হ্রস্বৈধা বিকৃতবুদ্ধিঃ, অনিরতেন্দ্রিয়ঃ অজিতেন্দ্রিয়শ্চ পুরুষঃ, শুভ্রঃ  
ধর্ম্মার্থো জাতুবুদ্ধিঃ সন্নপি, কৃৎস্নৌ সর্ব্বৌ, ধর্ম্মার্থৌ, বেদরিভুং জাতুম্ । স্বার্থে ইন্ ।  
ন অগং ন শক্ভো ভবতি, ইতি মে মতির্ধারণা । অতদ্ব্যবপি শোককোপাত্যাং বিকৃতবুদ্ধিঃ  
দনিরতেন্দ্রিয়ম্ভাৎ ধর্ম্মার্থৌ শুভ্রব্রহ্মণি জাতুং ন শক্ভোবীতি ভাবঃ । এবমভ্যস্ত স্তম্ভা ভাবা  
উদ্দেশ্যঃ ॥১॥

তথেনিতি । মেধাবী বুদ্ধিবান্, বিনয়ং গুরুজনান্তিকে নম্রতাম্ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

তন্মাং বপেভ্যাকং তন্ন বৃত্যতে ॥৫৭॥ অহম্বরম্ অহম্বরতঃ ন শাব্যতি অমর্ষ ইত্যর্থঃ ।  
সার্কলোকঃ ॥৫৮—৬৭॥ যথা স্বপ্নায়ামি ॥৬৮॥

ইতি সৌপ্তিকপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩॥

---

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘বিকৃতবুদ্ধি ও অসংযতচিত্ত লোক বুঝবার ইচ্ছা করিয়াও  
সমস্ত ধর্ম্ম ও অর্থ বুঝতে সমর্থ হয় না ; ইহাই আমার ধারণা ॥১॥

সেইরূপই বুঝমান হইয়াও যে লোক গুরুজনের নিকট নম্রতা শিক্ষা না করে,  
সে লোকও কোন ধর্ম্মার্থানুষ্ঠয় বুঝতে পারে না ॥২॥

মুহূর্তমপি তং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতং পশ্য'পাস্ত হ ।  
 কিপ্রং ধৰ্ম্মান্ বিজ্ঞানাত্তি জিহ্বা সুপরসানিব ॥৪॥  
 শুশ্রূষুস্তেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।  
 জ্ঞানীয়াদাগমান্ সৰ্ব্বান্ গ্রাহক ন বিরোধয়েৎ ॥৫॥  
 অনৈয়ন্তুবমানী যো দুৰাশ্বা পাপপুরুষঃ ।  
 দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং কৰোতি বহু পাপকম্ ॥৬॥  
 নাথবস্তস্ত স্তূহদঃ প্রতিষেধন্তি পাপকাং ।  
 নিবর্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ততে ॥৭॥  
 যথা ছাচ্চাবচৈৰ্বাকৈঃ কিণ্ডচিত্তো নিয়ম্যতে ।  
 তথৈব স্তূহদা শক্যো ন শক্যস্তবসীদতি ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

চিরমিতি । উপাস্ত শিকার্বং নিষেব্য । দৰ্শী সংঘটনদণ্ডবিশেষঃ ॥৩॥  
 মুহূর্তমিতি । প্রাজ্ঞো বুদ্ধিমান্ জনঃ ॥৪॥  
 শুশ্রূষুৰিতি । আগমান্ শাস্ত্রাণি, গ্রাহ্যমুপাদেয়ঃ বিষয়ম্, বিরোধয়েৎ বৈমত্যেন  
 পরিত্যাজেৎ ॥৫॥  
 অনৈয় ইতি । অনৈয়ঃ শিক্ষয়্যাপি মঙ্গলবিষয়ে প্রবর্তয়িতুমশক্যঃ । দিষ্টমুপদিষ্টম্ ॥৬॥  
 নাথেনি । নাথবস্তমতিভাবকবস্তম্ । লক্ষ্মীবান্ ভাগ্যবান্ । মোপধ্বাদ্বস্তঃ ॥৭॥  
 যথেনি । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ, নিয়ম্যতে অসম্বিবরাং নিবার্যতে । শক্যঃ অসম্বিবরা-  
 রিয়ন্তঃ যোগ্যো জনো মোদত ইতি শেবঃ । অবসীদতি বিপদ্রভে ॥৮॥

দৰ্শী (হাতা) যেমন সূপের (ডাইলের) রস অনুভব করিতে পারে না ; তেমন  
 নিষেধ মানুষ্য বীর হইয়াও এবং দীর্ঘকাল পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াও ধৰ্ম্ম  
 বুঝিতে পারে না ॥৩॥

আবার জিহ্বা যেমন সূপের রস বুঝিতে পারে ; তেমন বুদ্ধিমান্ লোক  
 মুহূর্তকালমাত্র পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াই সমস্ত ধৰ্ম্ম বুঝিতে পারেন ॥৪॥

বুদ্ধিমান্ ও সংযতচিত্ত মানুষ্য বুঝিবার ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে  
 পারেন এবং নিজের অমত থাকিলেও উপাদেয় বিষয় পরিত্যাগ করেন না ॥৫॥

যে মানুষ্য সংপথে চালাইবার অযোগ্য, নিকটচিত্ত ও পাপকচিত্তসম্পন্ন, সেই  
 মানুষ্য স্তূহজনের উপদিষ্ট মঙ্গলময় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুতর পাপ করে ॥৬॥

স্তূহজনেরা সহায়শালী লোককে পাপকার্য্য করিতে নিষেধ করে ; কিন্তু  
 ভাগ্যবান্ লোক সে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, আর ভাগ্যহীন লোক নিবৃত্ত  
 হয় না ॥৭॥

তথৈব হুহনং প্রাজ্ঞঃ কুর্মাণঃ কন্ম পাপকন্ম ।  
 প্রাজ্ঞাঃ সংপ্রতিবেদন্তি যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ ॥৯॥  
 স কল্যাণে মনঃ কৃৎস্না নিয়ম্যাম্মানমাম্মনা ।  
 কুরু মে বচনং তাত ! যেন পশ্চান্ন তপ্যাসে ॥১০॥  
 ন বধঃ পূজ্যতে লোকে হুপ্তানামিহ ধর্মতঃ ।  
 তথৈবাপাস্তশজ্ঞাণাং বিমুক্তরথবাজিনাম্ ॥১১॥  
 যে চ ক্রমুস্তবাস্মীতি যে চ হ্যুঃ শরণাগতাঃ ।  
 বিমুক্তমুর্দ্ধজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥১২॥  
 অগ্ন স্বপ্ল্যস্তি পাঞ্চালা বিমুক্তকবচা বিভো ! ।  
 বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

তথেন্তি । প্রাজ্ঞঃ বুদ্ধিমন্তঃ ॥৯॥  
 ইদানীং প্রকৃতমুপদিশতি স ইতি । কল্যাণে মঙ্গলকরে বিষয়ে ॥১০॥  
 নেতি । পূজ্যতে প্রণততে । অপাস্তশজ্ঞাণাং ত্যক্তাজ্ঞাণাম্ ॥১১॥  
 য ইতি । তব অধীন ইতি শেবঃ । বিমুক্তমুর্দ্ধজাঃ খলিতকেশাঃ । তেষামপি বধো  
 ন পূজ্যত ইত্যহুয়তিঃ ॥১২॥

মামুয নানাবিধ বাক্যদ্বারা ক্রিপ্ত চিত্ত লোককে যেমন অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত  
 করে, তেমনই সুসজ্জন ক্রিপ্তচিত্ত লোককে নিবৃত্ত করিতে পারে; যাহাকে  
 পারে, সে লোক পরে আমোদ অনুভব করে, আর যাহাকে পারে না, সে লোক  
 পরে বিপন্ন হয় ॥৮॥

সেইরূপই বুদ্ধিমান সুসজ্জন পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বুদ্ধিমান  
 সুসজ্জনেরা বার বার তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকে ॥৯॥

অতএব বৎস! তুমি মঙ্গলের দিকে মন রাখিয়া নিজেই নিজেকে সংযত  
 করিয়া, আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর; যাহাতে পরে অনুতপ্ত হইবে  
 না ॥১০॥

নিজিত, ত্যক্তশত্রু ও অশ্বরথবিহীন লোকদিগকে বধ করিলে, ধর্ম্মানুসারে এই  
 জগতে কেহই তাহার প্রশংসা করে না ॥১১॥

‘আমি আপনাই’ এইরূপ যাহারা বলে, যাহারা শরণাগত হয়, আকুলতা-  
 বশতঃ যাহাদের কেশকলাপ খলিত হইয়া যায় এবং যাহাদের বাহন বিনষ্ট হয়,  
 তাহাদিগকে বধ করিলেও কেহ তাহার প্রশংসা করে না ॥১২॥

যন্তেষাং তদবস্থানং দ্রুহেত পুরুষোহনুজুঃ ।  
 ব্যক্তং স নরকে যজ্ঞেদগাধে বিপুলেহম্ভবে ॥১৪॥  
 সর্কীক্সবিদুযাং লোকে শ্রেষ্ঠত্বমসি বিশ্রুতঃ ।  
 ন চ তে জাতু লোকেহস্মিন্ হুস্ক্সমপি কিস্বিষম্ ॥১৫॥  
 হুং পুনঃ সূর্য্যসন্ধানঃ ধোভূত উদিতে রবৌ ।  
 প্রকাশে সর্কীক্সতানাং বিজ্ঞেতা যুধি শাক্তেবান্ ॥১৬॥  
 অসন্তাবিতরূপং হি ত্বয়ি কন্ম বিগর্হিতম্ ।  
 শুক্রে রক্তমিব ক্তন্তং ভবেদিতি মতির্মম ॥১৭॥

অশ্বখামোবাচ ।

এবমেব যথাখ হুং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ ।  
 তৈস্ত পূর্ক্সময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অন্তেতি । প্রেতা মৃতাঃ, বিচেতসশ্চৈতন্তহীনাঃ ॥১৩॥  
 য ইতি । তদবস্থানং তদবস্থাবস্থিতিম্, দ্রুহেত ব্যাহত্যাং, অনুজুঃ কুটিলঃ ॥১৪॥  
 সর্কীতি । জাতু কদাচিৎ, কিস্বিষং পাপমন্তীতি শেষঃ ॥১৫॥  
 যুধিতি । ধোভূতে পরদিনে জাতে । প্রকাশে দিবালোকে জাতে ॥১৬॥  
 অসমিতি । অসন্তাবিতরূপং চিরসংকন্মগরহাৎ সর্কীরনাশভিতরূপম্ ॥১৭॥

প্রভাবশালী বৎস ! পাঞ্চালেরা কবচ পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বস্ত হইয়া, আজ রাত্রিতে নিজ্রা যাইবে এবং তখন তাহারা মৃত মানুষদের শ্রায় একেবারে অচেতন হইয়া থাকিবে ॥১৩॥

কূটবুদ্ধি যে মানুষ তাহাদের সেই অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইবে; নিশ্চয়ই সেই মানুষ অগাধ তরঙ্গীবিহীন ও বিশাল নরকার্গবে মগ্ন হইবে ॥১৪॥

বৎস ! তুমি জগতে সমস্ত অস্ত্রস্ত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; অথচ এই জগতে তোমার কখনও অত্যন্ত পাপও ছিল বলিয়া জানি না ॥১৫॥

অতএব আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইলে এবং সমস্ত প্রাণীর পক্ষে দিবালোক প্রকাশ পাইলে, তুমি সূর্য্যের শ্রায় তেজের সহিত যুদ্ধে যাইয়া, শত্রুগণকে জয় করিবে ॥১৬॥

আমার এইরূপ ধারণা যে, শুক্লবর্ণ বস্ত্রে সমর্পিত রক্তবর্ণের শ্রায় তোমাতে গর্হিত কর্মের সম্ভাবনা পূর্বে কেহই করে নাই ॥১৭॥

(১৮) ... অহশাসি মাতুল ! ... সমস্তবিদলীকৃতঃ—মি ।

প্রত্যক্ষং ভূমিপালানাং ভবতাকাপি সন্নিধৌ ।  
 স্তম্ভশস্ত্রো যম পিতা ধুষ্টদ্যুশ্চেন্নে পাতিতঃ ॥১৯॥  
 কর্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্তা রথিনাং বরঃ ।  
 উত্তমে ব্যসনে সন্মো হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥২০॥  
 তথা শাস্ত্রনবো ভীষ্মো স্তম্ভশস্ত্রো নিরায়ুধঃ ।  
 শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥২১॥  
 ভূরিজ্রবা মহেষ্वासস্তথা প্রায়গতো রণে ।  
 ক্রোশতাং ভূমিপালানাং যুযুধানেন পাতিতঃ ॥২২॥

## ভারতকৌমুদী

এবমিতি । আখ ব্রবীষি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সেতুর্ন্যায়মার্গঃ, বিদলীকৃতো ভগ্নঃ ॥১৮॥  
 অথ কিং তত্র প্রমাণমিত্যাহ প্রত্যক্ষমিতি । স্তম্ভশস্ত্রস্ত পাতনমেব স্তায়ভঙ্গঃ ॥১৯॥  
 কর্ণ ইতি । পতিতে ভূমৌ যথে । ব্যসনে বিপদি, সন্মঃ অবসরঃ ॥২০॥  
 তথেষতি । নিরায়ুধস্ত্যক্তকর্ণকঃ । ভীষ্মেণ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রীপূর্ব্বস্ত চ মুখাদর্শনপ্রতিজ্ঞানাত্  
 শিখণ্ডিনঃ পুরস্করণমেব স্তায়ভঙ্গ ইত্যাম্বয়ঃ ॥২১॥  
 ভূরীতি । মহেষ্वासো মহাধনুর্ধরঃ, প্রায়গতঃ স্বেচ্ছয়া দেহত্যাগায় স্থিতঃ । ক্রোশতাং  
 ‘ন হস্তব্যো ন হস্তব্য’ ইত্যুচ্চৈকক্কারয়তাম্ । অনাদরে বষ্টী । যুযুধানেন সাত্যকিনা ।  
 তস্ত প্রায়গতত্বপার্জুনেন স্তায়ং লভয়তা বাহুচ্ছেদাদিতি হৃতিতম্ ॥২২॥

## ভারতভাবদীপঃ

শুশ্রূষুরিতি । দুর্শ্বেধা মৃতঃ, অনিয়তেতি ছেদঃ ॥১—৫॥ অনেয়ঃ সন্মার্গঃ নেতুমশক্যঃ,  
 দিষ্টমুপদিষ্টম্ ॥৬—১৩॥ অগ্নবে ইতি ছেদঃ ॥১৪—১৭॥ বিদলীকৃতঃ দলিতঃ ॥১৮॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মাতুল । আপনি যেরূপ বলিতেছেন তাহা সত্য বটে,  
 এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে সেই পাণ্ডবেরাই পূর্ব্বে এই স্তায়সেতু শত ভাগে  
 ভগ্ন করিয়াছে ॥১৮॥

রাক্ষাসদের সমক্ষে এবং আপনাদের নিকটে আমার পিতৃদেব যখন অস্ত্র ত্যাগ  
 করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ধুষ্টদ্যুয় তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে ॥১৯॥

রথের চক্রে ভূমিতে মগ্ন হইয়াছিল, সেই বিপদের সময়ে রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ  
 অবসর হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই সময়ে অর্জুন তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥২০॥

শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিলে, শাস্ত্রজ্ঞানন্দন ভীষ্ম অস্ত্র ও ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন,  
 সেই অবস্থায় অর্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে ॥২১॥

অর্জুন স্তায় লভন করিয়া, বাহুচ্ছেদন করিলে, মহাধনুর্ধর ভূরিজ্রবা রণস্থলে  
 প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; তখন উত্তর পক্ষেরই রাজারা ‘বধ করিবেন না,



হৃষ্যোদনশ্চ ভীমেন সমেত্য গদয়া রণে ।  
 পশুতাং ভূমিপালানামধর্মেণ নিপাতিতঃ ॥২৩॥  
 একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য মহারথৈঃ ।  
 অধর্মেণ নরব্যাত্তো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥২৪॥  
 বিলাপো ভগ্নসক্খস্ত যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ ।  
 বাতিকানাং কথয়তাং স মে মৰ্ম্মাণি কুন্ততি ॥২৫॥  
 এবকাধার্ম্মিকাঃ পাপাঃ পাকালো ভিন্নসেতবঃ ।  
 তানেবং ভিন্নমৰ্ম্ম্যাদান্ কিং ভবান্ ন বিগর্হত ॥২৬॥  
 পিতৃহন্তৃ নহং হস্তা পাকালান্ নিশি সৌপ্তিকে ।  
 কামং কাটঃ পতঙ্গো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

হৃষ্যোদন ইতি । অধর্মেণ নাভেরধোগদাঘাতাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥  
 তত্রাপ্যতিরিক্তং দোষমাহ একাকীতি । পরিবার্য পরিবেষ্ট্য । নরব্যাত্তো হৃষ্যোদন  
 এব ॥২৪॥  
 বিলাপ ইতি । ভগ্নসক্খস্ত তগ্নোরোঃ । বাতিকানাং তদানীঃ আগতানাং জনানাম্ ॥২৫॥  
 এবমিতি । পাকালো ইতি পাণ্ডবপক্ষমাত্রোপলক্ষণম্ । ভিন্নসেতবো লম্বিত-  
 জায়মার্গাঃ ॥২৬॥

ঔপ্তিক্যার্থঃপাতোপীষ্ট এবত্যাহ পিত্তিতি । সৌপ্তিকে ভাবে স্তম্ভাবস্থায়াম্ ॥২৭॥

বধ করিবেন না' এইরূপ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেও পাপাআ সাত্যাক যাইয়া  
 সেই ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছে ॥২২॥

তাঁর পর ভীম গদাঘারা অস্ত্রায়ভাবে রাজাদের সমক্ষেই যুদ্ধে হৃষ্যোদনকে  
 নিপাতিত করিয়াছে ॥২৩॥

তৎকালে ভীম বহুতর মহারথদ্বারা একাকী নরশ্রেষ্ঠ হৃষ্যোদনকে পরিবেষ্টন  
 করাইয়া অস্ত্রায়ভাবে নিপাতিত করিয়াছে ॥২৪॥

তৎপরে বার্তাবাহী লোকদিগের মুখে ভগ্নোক্ত হৃষ্যোদনের যে বিলাপ আমি  
 শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে আমার মৰ্ম্মস্থানগুলি যেন ছিন্ন হইয়া যায় ॥২৫॥

এইভাবে পাপাআ পাণ্ডবেরা পদে পদে জায় লম্বন করিয়াছে; স্তম্ভাং জায়-  
 লম্বনকারী সেই পাণ্ডবগণকে আপনি কি নিন্দা করেন না ? ॥২৬॥

অতএব আমি আজ রাজিতেই নিদ্রিত অবস্থায় সেই পিতৃহন্তা পাকালগণকে  
 (২৩) ...পশুতাং ভূমিপালানামধর্মেণ নিপাতিতঃ—পি । (২৫) ...বাতিকানাং কথয়তাং  
 ...বধ বর্ক ।

স্বরে চাহমনেনাশু যদিদং মে চিকীৰ্ষিতম্ ।

তস্ম মে স্বরমাণশু কৃতো নিদ্রা কৃতঃ স্তম্ভম্ ॥২৮॥

ন স জাতঃ পুমাল্লোকে কশ্চন স ভবিষ্যতি ।

যো মে ব্যাবৰ্ত্তয়েদেতাং বধে তেমাং কৃতাং মতিম্ ॥২৯॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

একাস্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ॥৩০॥

তমক্ৰতাং মহাত্মানো ভোজশারদ্বতাবৃত্তৌ ।

কিমৰ্ধং স্তন্দনো যুক্তঃ কিঞ্চ কার্য্যং চিকীৰ্ষিতম্ ॥৩১॥

একসার্থপ্রযাতৌ স্বস্তৃয়া সহ নরবৰ্ভ ! ।

সমদুঃখস্থখৌ চাপি নাবাং শক্তিভুমহঁসি ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স্বর ইতি । স্বরে স্বরাং করোমি । মে ময়া, চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্ত্ব মিষ্টং স্তুতানাং হননম্ ॥২৮॥

নেতি । ব্যাবৰ্ত্তয়েৎ নিবৰ্ত্তয়িতুং শরুয়াৎ । দৃঢ়প্রতিজ্ঞেবেষমিতি ভাবঃ ॥২৯॥

এবমিতি । একাস্তে একদেশে স্থিতে রথ ইতি শেষঃ ॥৩০॥

তমিতি । ভোজশারদ্বতৌ কৃতবৰ্ণকৃপাচার্য্যৌ । স্তন্দনো রথঃ, যুক্তঃ সজ্জিতঃ ॥৩১॥

একেতি । একঃ অধিতীয়ঃ সমানশ্চ অৰ্ধঃ প্রয়োজনং যস্মিন্ কৰ্ম্মণি তদ্যথা তথা  
প্রযাতৌ প্রস্থিতৌ, আবাং কৃপকৃতবৰ্ণগৌ । শক্তিভুমত্ত্বা করিয়াব ইতি সংশ্লিষ্টম্ ॥৩২॥

বধ করিয়া, সেই পাপে জন্মান্তরে যদি কীট বা পতঙ্গ হই, তাহাও আমার  
অভীষ্ট ॥২৭॥

আমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার জন্তই স্বরাধিত হইয়াছি;  
সুতরাং স্বরাধিত ব্যক্তির নিদ্রাই বা আসিবে কেন, বিশ্রাম স্থখই বা হইবে  
কেন ॥২৮॥

পাঞ্চালগণের বধ বিষয়ে আমি যে বুদ্ধি স্থির করিয়াছি, তাহা যে ফিরাইতে  
পারে, তেমন কোন লোক অগতে জন্ম গ্রহণ করে নাই বা করিবেও না' ॥২৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ । প্রতাপশালী অশ্বখামা এইরূপ বলিয়াই এক-  
প্রান্তে অবস্থিত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া, শত্রুগণের অভিমুখে প্রস্থান করিবার  
উপক্রম করিলেন ॥৩০॥

তখন মহাত্মা কৃতবৰ্দ্ধা ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—‘তুমি কি জন্ত রথ  
সজ্জিত করিয়াছ এবং কি কার্য্যই বা করবার ইচ্ছা করিয়াছ ? ॥৩১॥

(৩২)....নমে স্তম্ভস্থে চাপি...পি,...ভম্মাভঃশক্তিভুমহঁসি—নি ।

অশ্বখামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ।  
 তাত্য্যং তথ্যং তদাচখ্যো যদস্তাস্মচিকীর্ষিতম্ ॥৩৩॥  
 হত্ৰা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 যন্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥৩৪॥  
 তং তথৈব হনিষ্যামি যন্তবর্মাণমগ্ন বৈ ।  
 পুত্রং পাঞ্চালরাজস্য পাপং পাপেন কৰ্ম্মণা ॥৩৫॥  
 কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাঞ্চালাঃ পশুবন্ধ্যয়া ।  
 শস্ত্রেণ বিজিতান্নোঁকাম্মাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥৩৬॥  
 ক্রিপ্রং সমদ্রকবচো সখভৃগাবাতকার্শ্মকৌ ।  
 মামাস্থায় প্রতীক্ষেতাং রথবর্যো পরস্তুপৌ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

অশ্বখিতা । তথ্যং সত্যম্ । আস্মদনঃ চিকীর্ষিতং কৰ্ত্ত্বমিষ্টম্ ॥৩৩॥  
 কিং তন্ত্যমিত্যাহ হস্বতি । যন্তশস্ত্রঃ তৎপ্রবর্তিতমিথ্যামছোঁকাদেব ত্যক্তাজ্ঞঃ ॥৩৪॥  
 তমিতি । যন্তবর্মাণং পুনর্দ্ভাসন্তবানুজ্ঞকবচম্ । কৰ্ম্মণা প্রহারেণ ॥৩৫॥  
 কথমিতি । কথঞ্চ কেন প্রকারেণ চ । শস্ত্রেণ শস্ত্রাঘাতমুত্থানা ॥৩৬॥  
 ক্রিপ্রমিতি । আস্থায় আক্ৰহ । পরস্তুপৌ যুবাং ॥৩৭॥

নরশ্রেষ্ঠ ! আমরা ভোমার সহিত এক উদ্দেশ্যেই হৃষ্যোধনের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছি এবং আমাদের সুখ ও দুঃখ ভোমার সমানই বটে । অতএব তুমি আমাদের উপরে কোন সন্দেহ করিতে পার না ॥৩২॥

তখন অশ্বখামা পিতার বধ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—তঁাহার নিজের যাহা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার নিকটে তাহা সত্যরূপে বলিলেন—॥৩৩॥

‘আমার পিতৃদেব সুধার বাণসমূহদ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে বধ করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া তঁাহাকে বধ করিয়াছে ॥৩৪॥

আমিও আজ সেইভাবেই পাণজনক প্রকারে কবচবিহীন, পাঞ্চালরাজপুত্র পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিব ॥৩৫॥

আমার ইচ্ছা এই যে, আমি কোনপ্রকারে পশুর জায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করায় সে পাপাত্মার আর শস্ত্রহত লোকের প্রাণ্য স্বর্গ লাভ করিতে না পারে ॥৩৬॥

অতএব শত্রুসম্ভাপক আপনারা দুইজন সম্বর বর্ষ ধারণ করিয়া, তরবারি ও ধনু লইয়া, উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকুন’ ॥৩৭॥

ইত্যান্ত্ৰা। রথমাহ্বায় প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ।

তমবগাং কৃপো রাজন্ ! কৃতবৰ্ম্মা চ সাক্ষতঃ ॥৩৮॥

তে প্রয়াতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাজ্জয়ঃ ।

ভুয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥৩৯॥

যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সংপ্রস্থগুনং বিভো ! ।

দ্বারদেশস্ত সংপ্রাপ্য দ্রৌণিস্তন্থৌ মহারথঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-  
পৰ্ব্বনি স্তপ্তবধে দ্রৌণিপাণ্ডবশিবিরগমনে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:—

### ভারতকৌমুদী

ইতীতি । প্রায়াং অশ্বখামা প্রাতিষ্ঠত । সাক্ষতস্তবঃশ্রীঃ ॥৩৮॥

ত ইতি । সমিদ্ধাঃ প্রজলিতাঃ, হব্যবাহনা দক্ষিণাগ্নিগার্হপত্যাহবনীয়াখ্যাঃ ॥৩৯॥

যযুরিতি । সংপ্রস্থগুণাঃ সমাঙ্কনিত্রিতা জনা যস্মিন্ তৎ । দ্রৌণিরশ্বখামা ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি স্তপ্তবধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যক্ষমিতি । দৃষ্টৌ দৌষ্টৌনৈব জ্ঞেতব্য ইত্যর্থঃ ॥১৯—২২॥ অধর্ম্মেণ নাভেরধস্তাং  
প্রহারেণ ॥২৩—২৪॥ বার্ত্তিকানাং বার্ত্তাহরণাম্ ॥২৫—৩১॥ একসার্বপ্রয়াতো স্বঃ  
একসাহিতোন প্রযত্নবন্তৌ স্বঃ, অন্তর্লট্-উত্তমস্ত বিবচনম্ ॥৩২—৪০॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

রাজা ! অশ্বখামা এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করিয়া, শক্রগণের  
অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তখন কৃপাচার্য্য, সাক্ষতবংশীয় কৃতবৰ্ম্মা রথারোহণ-  
পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তাঁহারা তিনজন শক্রগণের অভিমুখে প্রস্থান করিয়া, যজ্ঞে আহুতি প্রদানে  
প্রজলিত দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক তিনটি অগ্নির আয় প্রকাশ  
পাইতে থাকিলেন ॥৩৯॥

রাজা ! ক্রমে তাঁহারা তিন জন পাণ্ডবশিবিরের নিকটে গমন করিলেন ।  
তৎকালে শিবিরের লোকেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল ; কিন্তু মহারথ অশ্বখামা  
শিবিরের দ্বারদেশে আসিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪০॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

দ্বারদেশে ততো দ্রৌণিমবস্থিতমবেক্ষ্য তৌ ।

অকুর্ব্বতাং ভোজকৃপৌ কিং সঞ্জয় ! বদস্ব মে ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃতবর্ষাণমামস্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ ।

দ্রৌণির্মন্যুপরীতাস্ত্রা শিবিরদ্বারমাসদৎ ॥২॥

তত্র ভূতং মহাকাযং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্ ।

সোহপশ্যদ্বারমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥৩॥

বসানং চর্ম্ম বৈয়াস্রং মহারুধিরবিস্রবম্ ।

কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥৪॥

বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানা প্রহরণোদ্রুতৈঃ ।

বদ্ধাঙ্গদমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥৫॥

দষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্রং ভয়ানকম্ ।

নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥৬॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

দ্বারেতি । দ্বারদেশে পাণ্ডবশিবিরস্ত । ভোজন্তবংশীয়ঃ কৃতবর্ষা ॥১॥

কৃতেতি । মহ্যানা ক্রোধেন পরীতাস্ত্রা ব্যাপ্তচিত্তঃ । আসদৎ অভ্যগচ্ছৎ ॥২॥

তত্রোতি । ভূতং কঞ্চিৎ প্রাণিনম্ । অশ্বখামা শিবস্তাদৃষ্টপূর্কৃত্যং ভূতমিতি সাধান্তেন নির্দেশঃ । বসানং পরিদধানম্, ব্যাঘ্রভেদমিতি বৈয়াস্রম্ । মহান্ রুধিরবিস্রবো মুখ্যং রক্তস্রাবো যন্ত তম্ । কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম উত্তরাসঙ্গ উত্তরীয়ং যন্ত তম্ । নাগঃ কশ্চিৎ সর্প এব যজ্ঞোপবীতমস্ত্রান্তোতি তম্ । স্বায়তৈরতিদীর্ঘৈঃ, পীনৈঃ স্থলৈঃ, নানা-প্রহরণানি বহুবিধাস্ত্রাণি উদ্রুতানি উত্তোলিতানি বেষু তৈর্বিশিষ্টম্ । বদ্ধা বাহু ধৃতা

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! কৃতবর্ষা ও কৃপাচার্য্য অশ্বখামাকে পাণ্ডবশিবিরের দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকট বল’ ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘অত্যন্তরুদ্ধচিত্ত মহারথ অশ্বখামা কৃতবর্ষা ও কৃপাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া, শিবিরদ্বারের নিকটে গমন করিলেন ॥২॥

(৩)··দ্বারমাগত্য··নি । (৪)··বসাকৃধিরবিস্রবম্··নি । (৫)··স্বায়তৈর্ভীর্ঘৈঃ··নি ।

নৈব তস্মৈ বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেষ এব চ ।  
 সৰ্ব্বথা তু তদালক্ষ্য ক্ষুণ্টেয়ুরপি পৰ্ব্বতাঃ ॥৭॥  
 তস্মাশ্চনাসিকাত্যাস্ত্র প্রবণাভ্যাঞ্চ সৰ্ব্বশঃ ।  
 তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রৈভ্যঃ প্রাচুরাসম্যহাচ্চিষঃ ॥৮॥  
 তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শব্দচ্ছ্রেণাদাধরাঃ ।  
 প্রাচুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৯॥  
 তদত্যন্তুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্ ।  
 দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরঙ্গবর্ষৈরবাকিরং ।  
 দ্রৌণিমুক্তাঞ্জুরাংস্তাংস্ত তদ্বৃতং মহদগ্রসং ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

অঙ্গদানি কেয়ুরাণীব মহাস্তঃ সর্পা যেন তম্ । জালামালয়া তেজঃশিখাশ্রেণ্যা আকুলং  
 ব্যাপ্তমাননং যন্ত তম্ । দংষ্ট্রীয়া দম্বশ্রেণ্যা করালং ভীষণং বদনং যন্ত তম্ । ব্যাদিতাত্তং  
 প্রকটিতমুখম্ ॥৩—৬॥

নেতি । প্রবক্তুং প্রকর্ষণেণ বর্ণয়িতুম্ । ক্ষুণ্টেয়ুর্বিদীর্ণা ভবেয়ুঃ ॥৭॥

তত্তেতি । আন্তং মুখম্, প্রবণাভ্যাং কর্ণাভ্যাম্ । মহার্চিষো বিশালাগ্নিশিখাঃ ॥৮॥

তথেন্তি । তেজসাং মরীচিভ্যঃ কিরণেভ্যঃ । হৃষীকেশা বিষ্ণবঃ ॥৯॥

তখন অস্থখামা সেই দ্বারদেশে দর্শন করিলেন—একটা ভীষণ পুরুষ দাঁড়াইয়া  
 রহিয়াছে ; তাহার শরীর বিশাল, শরীরের তেজ চন্দ্র ও সূর্যের তুল্য, পরিধানে  
 ব্যাঘ্রের চর্ম, উত্তরীয় বসনের স্থানে কৃষ্ণসারের চর্ম ও গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত  
 রহিয়াছে ; মুখ হইতে রক্তের ধারা পড়িতেছে, অতিদীর্ঘ ও স্থূল বহুতর বাহু  
 প্রকাশ পাইতেছে, সে গুলিতে আবার নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলিত আছে, প্রত্যেক  
 বাহুতেই মহাসর্পের কেয়ুর রহিয়াছে, মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে,  
 দম্বপঙ্ক্তি দুইটা মুখখানাকে অতিভীষণ করিয়াছে, মুখমণ্ডল বিবৃত রহিয়াছে  
 এবং বিচিত্র সহস্র নয়ন প্রকাশ পাইতেছে ॥৩—৬॥

সেই পুরুষের আকৃতির বা বেশের বর্ণনা করা আমার শক্তিসাধ্য নহে ; (তবে  
 এইটুকু বলিতে পারি যে,) সেই পুরুষকে দেখিয়া পর্বত সকলও ভয়ে নিশ্চয়ই  
 বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥৭॥

সেই পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণমুগল এবং সেই বহু সহস্র নেত্র হইতে বিশাল  
 অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল ॥৮॥

এবং সেই অগ্নিশিখার কিরণ হইতে শত শত ও সহস্র শব্দচ্ছ্রেণাদাধারী  
 বিকূ আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥৯॥

উদধেরিব বার্যোঘান্ পাবকো বড়বামুখঃ ।  
 অগ্রসতাংস্তদা ভূতং দ্রোণিনা প্রহিতাঙ্গরান্ ॥১১॥  
 অশ্বখামা তু সংপ্ৰেক্ষ্য শরৌঘাংস্তামিরর্থকান্ ।  
 রথশক্তিং মুমোচাশ্চৈ দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১২॥  
 সা তমাহত্য দীপ্তাশ্চা রথশক্তিরদীৰ্য্যত ।  
 যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোন্ধেব দিবশ্চ্যুতা ॥১৩॥  
 অথ হেমংসরুং দিব্যং খড়্গমাকাশবৰ্চ্চনম্ ।  
 কোষাৎ সমুদ্ববর্হাশু বিলাদীপ্তমিবোরগম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

তদিকি । ভূতং পুরুষম্ । অব্যথিতো নির্ভয়ঃ । তদ্বূতং কর্তৃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥  
 উদধেরিতি । বড়বা অশ্বী তস্তা মুখমিব মুখং যন্ত সঃ । ভূতং স পুরুষঃ ॥১১॥  
 অশ্বখামিতি । রথশক্তিং রথস্থিতং শক্তি নামকমস্তম্ । মুমোচ চিক্ৰেপ ॥১২॥  
 সেতি । দীপ্তাশ্চা জলিতমুখী । যুগান্তে প্রলয়কালে ॥১৩॥  
 অথেনিতি । হেমঃ স্বর্ণস্তৎসকৃদুদ্ভিদেণো যন্ত তম্ । আকাশস্তেব বর্চো নির্মলং তেজো  
 যন্ত তম্ । সমুদ্ববর্হাশু নিকায়রামাস অশ্বখামেনিতি শেষঃ ॥১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভারতদেশে ইতি ॥১—৪॥ বহ্নাঃ মহাসর্পাঃ অঙ্গদরূপা যেন তম্, অগ্নিআলাব্যাশ্বমুখং  
 ক্রুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫॥ নয়নানাং সহস্রৈরিত্যনেনালৌকিকত্বং দর্শিতম্ ॥৬—১১॥ রথশক্তিং

অশ্বখামা অতিশয় অদ্বুত ও জগতের ভয়ঙ্কর সেই পুরুষকে দেখিয়াও নির্ভয়চিত্ত  
 হইয়াই তাহার দিকে অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সেই  
 বিশাল পুরুষও অশ্বখামনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল গ্রাস করিতে লাগিল ॥১০॥

বাড়বানল যেমন সমুদ্রের জলপ্রবাহ গ্রাস করে ; তেমন সেই পুরুষও অশ্বখাম-  
 নিক্ষিপ্ত বাণ সকল গ্রাস করিতে থাকিল ॥১১॥

অশ্বখামা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দ্বায় একটা  
 রথশক্তি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

তখন প্রলয়কালীন আকাশচ্যুত বিশাল উদ্‌ক যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত  
 করিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায় ; তেমন অশ্বখামার সেই উজ্জ্বল রথশক্তিটাও সেই  
 পুরুষকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥১৩॥

তাহার পর ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমন গর্ভের ভিতর হইতে উজ্জ্বল সর্প

ততঃ খড়্গাবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোতদা ।

স তদাশান্ত ভূতং বৈ বিলং নকুলবদযযৌ ॥১৫॥

ততঃ স কুপিতো দ্রৌণিরিন্দ্রকেতুনিভাং গদাম্ ।

জলন্তীং প্রাহিণোতশ্চৈ ভূতং তামপি চাশ্রমং ॥১৬॥

ততঃ সৰ্ব্বায়ুধাভাবে বীৰ্যমাণস্ততস্ততঃ ।

অপশ্যৎ কৃতমাকামনাকাশং জনাদিনৈঃ ॥১৭॥

তদদ্রুততমং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রো নিরায়ুধঃ ।

অত্রবীদতিসমুপ্তঃ কৃপবাক্যমনুস্মরন্ ॥১৮॥

ব্রুবতামপ্রিয়ং পথ্যং সুহৃদাং ন শৃণোতি যঃ ।

স শোচত্যাপদং প্রাপ্য যথাহমতিবৰ্জ্য তৌ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ধীমান্ অশ্বখামা । স খড়্গাঃ, ভূতং ভূতমুখবিবরম্ ॥১৫॥

তত ইতি । ইন্দ্রকেতুনিভাগিন্দ্রধ্বজতুল্যাম্ । ভূতং স পুরুষঃ ॥১৬॥

তত ইতি । জনাদিনৈঃ তদ্রুততেজোনির্গতেঃ প্রাণুক্তহবীকেশৈঃ, আকাশং গগনম্, অনাকাশং নিরবকাশং কৃতমপশ্যদশ্বখামা ॥১৭॥

তদ্বিত্তি । নিরায়ুধঃ সৰ্ব্বাস্ত্রশূন্তঃ, তেন 'ভূতেনৈব গ্রাসাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

চক্রম্ ॥১২॥ যুগান্তে নিখুনরাসেরন্তে অতিদীপ্তম্ ॥১৩—১৬॥ অনাকাশং নিরবকাশম্ ॥১৭—১৮॥ অতিবৰ্জ্য অতিক্রম্য, তৌ তয়োঃ কৃপকৃতবর্ষণোবাধ্যমিতি শেষঃ ॥১৯॥

নিকাশিত করে; তেমন অশ্বখামাও কোষের ভিতর হইতে স্বর্ণমুষ্টি ও আকাশের স্থায় নির্মল তরবারি নিকাশিত করিলেন ॥১৪॥

তৎপরে অশ্বখামা সেই তরবারি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন; তখন নকুল (বেজী) যেমন গর্ভের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমন সেই তরবারিখানা যাইয়া সেই পুরুষের মুখবিবরের ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৫॥

তদনন্তর অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রধ্বজের স্থায় উজ্জ্বল একটা গদা সেই পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; পরে সেই পুরুষ সেই গদাটাকেও গ্রাস করিল ॥১৬॥

তাহার পর সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষ হইয়া গেলে, অশ্বখামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া দেখিলেন—পূর্বোক্ত শম্ভুচক্রগদাধারী বিষ্ণুগণ আকাশটাকে নিরবকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ॥১৭॥

পরে সে অভ্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া নিরস্ত্র অশ্বখামা অত্যন্ত অরুতপ্ত হইয়া, কৃপাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন—॥১৮॥



শাস্ত্রদৃষ্টানবিদ্বান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি ।  
 স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্ম্যাং কুপথে প্রতিহন্ততে ॥২০॥  
 গোত্রাক্ষণনৃপস্ত্রীষু সখুর্মাতৃগুরুস্বথ ।  
 হীনপ্রাণজড়াক্ষেষু স্তম্ভভীতোথিতেষু চ ॥২১॥  
 মতোন্মত্তপ্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি নিপাতয়েৎ ।  
 ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্বমুপদিক্তং নৃণাং সদা ॥২২॥ (যুগ্মকম্)  
 সোহহমুৎক্রম্য পত্ন্যং শাস্ত্রদৃষ্টং সনাতনম্ ।  
 অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ ॥২৩॥  
 তাঞ্চাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।  
 যদ্ব্যভ্যং মহৎ কৃত্যং ভয়াদপি নিবর্ততে ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

ক্রবতামিতি । পথ্যং হিতম্ । অতিবর্ত্য অতিক্রম্য, তৌ কুপকৃতবর্মাণৌ ॥১৯॥

শাস্ত্রেতি । জিঘাংসতি হস্তমিচ্ছতি । প্রতিহন্ততে ব্যাহতকামো ভবতি ॥২০॥

গবিত্তি । নৃপো যজ্ঞপ্রবৃত্তো রাজা “রাজ্যাক্ষণনৃপস্ত্রীনাং ব্রহ্মহত্যাসমো বধঃ” ইতি  
 স্মরণাৎ । জীলামাত্তোক্তাবপি পুনর্মাতৃকুপাদানং তৎপ্রহারে অধিকদোষজ্ঞাপনার্থম্ ।  
 হীনপ্রাণো দুর্বলঃ, জড়ঃ অকর্ম্মণ্যঃ, স্তম্ভো নিদ্রিতঃ, উথিতো মিত্রাতঃ সন্তো জাগরিতঃ ।  
 মত্তো মত্তপানাদিনা, উন্মত্তো রোগেণ, প্রমত্তঃ কার্যাস্তব্যাপৃততয়া অনবহিতঃ । এত-  
 দুপদেশাতিক্রমেণ স্তম্ভেষু প্রহারপ্রবৃত্ততয়েব মমায়ং মহান্ বিয় ইতি ভাবঃ ॥২১-২২॥

স ইতি । উৎক্রম্য অতিক্রম্য । অমার্গেণ অসৎপথেন ॥২৩॥

সুজ্জ্ঞেনেরা অশ্রিয় অথ চ হিতকর বাক্য বলিলে তাহা যে শ্রবণ না করে, সে  
 লোক—আমি যেমন কুপ ও কৃতবর্মাণকে অতিক্রম করিয়া বিপদে পতিত  
 হইয়াছি, তেমন বিপদে পতিত হয় ॥১৯॥

যে মূর্খলোক নীতিশাস্ত্রদৃষ্ট বিষয় অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহার করিবার ইচ্ছা  
 করে, সে লোক ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কুপথে যাইয়া বিফলকাম হয় ॥২০॥

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপ্রবৃত্ত রাজা, জীলোক, সখা, মাতা, গুরু, দুর্বল, জড়, অন্ধ,  
 নিদ্রিত, ভীত, মিত্রা হইতে সত্ত্ব জাগরিত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অসাবধান ব্যক্তির  
 উপরে কখনও অস্ত্রাঘাত করিবে না—এইরূপ মহর্ষিরা পূর্বে মনুষ্যগণের প্রতি  
 উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ॥২১-২২॥

আমি শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন সৎপথ অতিক্রম করিয়া অসৎপথে এইরূপ কার্য্য  
 করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥২৩॥

অশকাঠৈব তৎ কৰ্ত্ত্বং কৰ্ম্ম শক্তিবলাদিহ ।  
 ন হি দৈবাদ্গরীয়ো বৈ মানুষ্যং কৰ্ম্ম কথ্যতে ॥২৫॥  
 মানুষ্যং কুৰ্ব্বতঃ কৰ্ম্ম যদি দৈবান্ন সিধ্যতি ।  
 স পথঃ প্রচ্যুতো ধৰ্ম্ম্যাধিপদং প্রতিপদ্যতে ॥২৬॥  
 প্রতিজ্ঞানং হবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।  
 যদারভ্য ক্রিয়াং কাঙ্ক্ষিস্থ্যাদিহ নিবৰ্ত্ততে ॥২৭॥  
 তদিদং দুশ্প্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্ ।  
 ন হি দ্রোণস্তুতঃ সংখ্যে নিবৰ্ত্তেত কথঞ্চন ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

অথ ভবাধুনাপি ন কাচিদাপদিত্যাহ তামিতি । উক্তম্য আরভ্য । অপিশক্তাং শক্তি-  
 হীনত্বাচ্চ ॥২৪॥

নষিদানীং কিং ন স্পৃহত্যাং করোমীত্যাহ অশক্যমিতি । শক্তিবলাৎ কেবলাৎ ।  
 মানুষ্যং কৰ্ম্ম পুরুষকারঃ ॥২৫॥

মানুষ্যমিতি । মানুষ্যং পুরুষকারসাধ্যম্ । ধৰ্ম্ম্যাধিপদং ধৰ্ম্ম্যাধিপদপেতাৎ ॥২৬॥

প্রতীতি । প্রতিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাম্, অবিজ্ঞানমজ্ঞানপূৰ্ব্বকম্ ॥২৭॥

তদিতি । দুশ্প্রণীতেন দুহুতেন কৰ্ম্মণা এনং পুরুষং প্রতি প্রহারেণেত্যর্থঃ ॥২৮॥

মানুষ কোন গুরুতর কার্য্য করিবার উদ্ভম করিয়া ভয়বশতঃ যে নিবৃত্তি  
 পায়, তাহাকেই জ্ঞানীরা ঘোর বিপদ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

কেবল শক্তির প্রভাবে কোনও গুরুতর কার্য্য করিতে পারা যায় না । কারণ,  
 নীতিজ্ঞেরা বলেন—‘দৈব অপেক্ষা পুরুষকার প্রবল নহে’ ॥২৫॥

মানুষ পুরুষকারসাধ্য কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কার্য্য যদি  
 দৈববশতঃ সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে মানুষ ধৰ্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপদাপন্ন  
 হয় ॥২৬॥

জ্ঞানীরা বলেন—‘মানুষ কোন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া যদি ভয়বশতঃ  
 নিবৃত্তি পায়, তবে তাহার পূৰ্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাটাই অজ্ঞানবশতঃ হইয়াছিল ইহা  
 বলিতে হইবে ॥২৭॥

অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করায় আমার এই

(২৫) অশকাঠৈব কঃ কৰ্ত্ত্বং শক্তঃ...নি । (২৬)...ধৰ্ম্ম্যাধিপদঃ...বদ বৰ্দ্ধ । (২৭)  
 প্রতিজ্ঞাতঃ হবিজ্ঞানঃ...পি বদ বৰ্দ্ধ ।

ইদঞ্চ স্তমহদ্ব্যুতং দৈবদণ্ডমিবোচ্চতম্ ।  
 ন চৈতদভিজ্ঞানামি চিস্তয়মপি সৰ্ব্বথা ॥২৯॥  
 ধ্রুং মেয়মধর্ম্মেণ প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ ।  
 তস্তাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় দৃশ্যতে ॥৩০॥  
 তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্ত্তনম্ ।  
 নান্যত্র দৈবাজুদ্যস্তমিহ শক্যং কথঞ্চন ॥৩১॥  
 সৌহৃদমত্র মহাদেবং প্রপঞ্চে শরণং প্রভুম্ ।  
 দৈবদণ্ডমিদং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি ॥৩২॥  
 কপর্দিনং দেবদেবমুপাতিমনাময়ম্ ।  
 কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেক্ত্রহরং হরম্ ॥৩৩॥ (যুধিষ্ঠিরঃ)

### ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । ভূতম্ অদৃষ্টপূর্বপ্রাণী, উচ্চতং মাং ব্যাহতমিতি শেষঃ ॥২৯॥  
 ধ্রুংমিতি । অধর্ম্মেণ অজ্ঞায়েন কলুষা পাপজনিকা । প্রতিঘাতায় বিঘ্নায় ॥৩০॥  
 তদিতি । দৈবাদম্ভত্র দৈবার্জনং বিনা । উদ্যস্তং শক্যম্, উত্তমঃ কৰ্ত্ত্বং শক্যঃ ॥৩১॥  
 স ইতি । প্রপঞ্চে প্রাপ্তোমি । কপর্দিনং জটাজুটবস্তম্, অনাময়ং সৰ্ব্বশৈব পীড়া  
 নিবর্ত্তকম্ । কপালমালিনং নরশিরোমালাধারিণম্ । ভগন্ত তদাধ্যাত্ত দেবন্ত নেত্রহরং  
 দক্ষযজ্ঞে নয়ননাশকম্ ॥৩২—৩৩॥

ভয় উপস্থিত হইয়াছে । হউক, অস্থখামা কোন প্রকারেই যুদ্ধে নিবৃত্তি পাইবে না ॥২৮॥

এই বিশাল পুরুষ দৈবদণ্ডের জ্বায়ে আমার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অথচ আমি সর্ব্বপ্রকারে চিন্তা করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

অজ্ঞায়ভাবে আমার এই যে পাপমতি হইয়াছিল, আমার বিঘ্নের জন্ত নিশ্চয়ই তাহার এই ফল দেখতেছি ॥৩০॥

অতএব যুদ্ধে আমার এই নিবৃত্তিটা দৈববশতই ঘটতেছে ; স্তব্রতাং দৈব ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই পুনরায় উত্তম করিতে সমর্থ হইব না ॥৩১॥

অতএব আমি এখন প্রভাবশালী, জটাজুটধারী, দেবদেব, উমাপতি, হৃৎখনাশক, নরমুণ্ডমালাসম্বিত, রুদ্র, ভগদেবের নেত্রনাশক ও কামহস্তা মহাদেবের শরণাপন্ন হইব । নিশ্চয়ই তিনি আমার এই ভীষণ দৈবদণ্ড দূর করিবেন ॥৩২—৩৩॥

(৩০)....প্রহিতা কলুষা মতিঃ...নি । (৩৩) কপর্দিনং প্রপঞ্চেহং...নি ।

স হি দেবোহত্যগাদেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ ।

তস্মাচ্ছরণমভ্যোমি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
পৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে মহাত্মতদর্শনে দ্রৌণিচিস্তায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:০:—

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

—:০০:—

সঞ্জয় উবাচ ।

এবং স চিস্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাংপতে ।

অবতীৰ্য্য রথোপস্থাদ্বেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অথাহান্ দেবান্ বিহায় কথং হরং শরণং প্রপশ্যস ইত্যাহ স ইতি । অত্যগাং  
অত্যক্রামং ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

এবমিতি । রথস্ত উপস্থাং মধ্যদেশাং, দেবেশং মহাদেবম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শাস্ত্রদৃষ্টান্ অবধ্যত্বেন শাস্ত্রে জ্ঞাতান্, সমভীত্য শাস্ত্রমূলজ্য ॥২০—৩০॥ দেবান্ অত্যগাং  
দেবেভ্যোহধিকঃ ॥৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥

—:০:—

কারণ, সেই মহাদেবই তপস্তা ও বিক্রমের প্রভাবে অস্ফাট দেবতাকে  
অতিক্রম করিয়াছেন । অতএব সেই শূলপাণি মহাদেবেরই শরণাপন্ন হই' ॥৩৪॥

—:০:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘নরনাথ ! অশ্বখামা এইরূপ চিন্তা করিয়া, রথ হইতে তুলে  
অবতীর্ণ হইয়া, মহাদেবের সম্মুখে অবনত অবস্থায় রহিলেন ॥১॥

(৩৪)....তস্মাচ্ছরণমভ্যোমি...নি । \* ‘...ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্জ বা সো নি ।

(১)....রথোপস্থাদ্বেষো স প্রণতঃ স্থিতঃ—নি ।

## জ্যোতিৰূবাচ ।

উগ্রং স্বাগুং শিবং রুদ্রং সৰ্বমীশানবীশ্বরম্ ।

গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমব্যয়ম্ ॥২॥

শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষক্ৰতুহরং হরম্ ।

বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥৩॥

অশানবাসিনং দৃশুং মহাগণপতিং বিভূম্ ।

খট্বাঙ্গধারিণং রুদ্রং জটিলং ব্রহ্মচারিণম্ ॥৪॥

মনসা সুবিশুদ্ধেন দুষ্করেণান্নভেজসা ।

সোহহমাস্ত্রোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥৫॥ (কলাপকম্)

স্বতং স্বত্যং সূর্যমানমমোঘং কৃতিবাসসম্ ।

বিলোহিতং নীলকণ্ঠমসঙ্ঘং দুর্নিবারণম্ ॥৬॥

## ভারতকৌমুদী

উগ্রমিতি । উগ্রং ভীষণমুত্তমং, স্বাগুং নিত্যতয়া চিরস্থিরম্, শিবং মঙ্গলকরম্, রুদ্রং সংহারমুত্তমং, সৰ্বং সৰ্বব্যাপিনম্, ঈশানং পূৰ্বোত্তরকোণাধিপতিম্, ঈশ্বরং সর্বোত্তমৈশ্বর্য-  
শালিনম্ । গিরিশং কৈলাসপৰ্বতস্থিতম্, বরদং ভক্তঃ প্রীতি বরদাতারম্, দেবং নীলয়া  
ক্রীড়াশ্রবণম্, ভবভাবনং জগৎসৃষ্টিকরম্, অব্যয়মবিনশ্বরম্ । শিতিকণ্ঠং কালকূট-  
পানান্নীলকণ্ঠম্, অজং জয়রহিতম্, শুক্রং শুক্রবর্ণম্, দক্ষক্ৰতুহরং যজ্ঞনাশকম্, হরং  
কামহন্তারম্ । বিশ্বং সৰ্বমেব রূপং যন্ত তম্, বিরূপাণি চন্দ্রমুখ্যগ্নিরূপদ্বাং বিষমাণি  
অক্ষীণি যন্ত তম্, বহুরূপমষ্টমুৰ্ত্তিধাং, উমাপতিং পার্শ্বভীতভারম্ । দৃশুং দৰ্শাষিতম্, মহতাং  
গণানাং প্রেমথানাং পতিশ্চম্, বিভূং ব্রহ্মময়ধাৰ্য্যাপিনম্ । জটিলং জটাবলম্, ব্রহ্মচারিণং  
মহাযোগিধাং । সুবিশুদ্ধেন সৰ্বথা রাগদ্বेषাদিরহিতেন, অন্নভেজসা অকিঞ্চিংকরেণ ।  
যক্ষ্যে পূজয়িষ্যে ॥২—৫॥

পরে অশ্বখামা বলিলেন—‘দেবদেব । আমি নিশ্চলচিত্তে এবং অকিঞ্চিংকর  
হইলেও দুষ্কর আত্মোপহার দিয়া আপনার পূজা করিব । কেন না, আপনি—উগ্র,  
স্বাগু, শিব, রুদ্র, সৰ্ব, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদাতা, দেব, জগৎসৃষ্টিকর্তা,  
অবিনশ্বর, শিতিকণ্ঠ, জয়রহিত, শুক্রবর্ণ, দক্ষযজ্ঞনাশক, কামহন্তা, বিশ্বরূপ,  
বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী, উমাপতি, অশানবাসী, দৰ্শাষিত, বিশাল প্রমথগণের  
অধিপতি, সৰ্বব্যাপী, খট্বাঙ্গধারী, রুদ্রমুৰ্ত্তি, জটাজুটযুক্ত ব্রহ্মচারী এবং ত্রিপুর-  
হন্তা ॥২—৫॥

(২)…ভবভাবনবীশ্বরম্—পি বঙ্গ বর্জ । (৩)…অজং ক্রতুহরং…মি । (৪)…খট্বাঙ্গ-  
ধারণং দৃশুং…মি । (৫)…বহুচিহ্নেভ্যানং…অত আত্মোপহারেণ …মি ।

শুভ্রং ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিণমেব চ ।  
 ব্রতবস্তং তপোনিষ্ঠমনস্তং তপতাং গতিম্ ॥৭॥  
 বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্ ।  
 ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥৮॥  
 কুমারপিতরং পিতৃং গোরূষোত্তমবাহনম্ ।  
 তনুবাসসমভূত্যাগ্রমুমাতৃষণতৎপরম্ ॥৯॥  
 পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে ।  
 ইন্দ্রস্ত্রোত্তমভর্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥১০॥  
 হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্ ।  
 প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥১১॥ (কূলকম্)

### ভারতকৌমুদী

স্তমিতি । সৰ্বপ্রধানত্বাৎ স্তবং দেবাদিভিঃ, স্তবতাং ভাবিকালে, স্তুষ্মানং বৰ্ত্তমানকালে, অমোঘমব্যর্থকামং কৃতিবাসং ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরিধানম্, বিলোহিতং রক্তনেত্রম্, অসহ্যং দুর্নিবারণক্ মহাপ্রক্ৰিয়ত্বাৎ ব্রহ্মসূত্রং, বিরিক্ষিজনকম্, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্, ব্রতবস্তং তপোনিয়মযুক্তম্, অনস্তং ব্রহ্মদেবাসীমম্, তপতাং তপস্বিনাম্, গণাধ্যক্ষং সাধারণপ্রথমগণনেতারম্, ত্র্যক্ষং ত্রিলোচনম্, পারিষদানাং ভূতানাং প্রিয়ম্ । ধনাধ্যক্ষং কুবেরেণ ঈক্ষিতং প্রসাদলিপ্সয়া তক্ত্যা দৃষ্টং মুখং যন্ত তম্ । কুমারপিতরং কান্তিকেষজনকম্, পিতৃং পিতৃলজটম্, গোরূষঃ প্রধানরূষত উত্তমং বাহনং যন্ত তম্ । তনু কুদ্রং বাগশৰ্ম্ম বগনং যন্ত তম্ । অত্যাগ্রমভি-  
 ভীষণমূৰ্তিম্, উমায়াঃ পার্শ্বত্যা ভূষণে অলঙ্করণে তৎপরং ব্যাসক্ৰম্ । পরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোহপি পরমমত্যস্তং পরং শ্রেষ্ঠম্, কিং বহনং, অগত্যং যস্মাৎ পরং শ্রেষ্ঠং বস্ত্র ন বিদ্যতে তম্ । ইষবো বাণাঃ তদভ্যাজ্ঞানি চ তেবু উত্তমং পাণ্ডপতঃ নামাজ্ঞং বিভর্ত্তীতি তম্, দিগন্তং দিগন্তব্যাপিনম্, দেশরক্ষিণং জগৎপালকম্ । হিরণ্যং স্বর্ণময়ং কবচং যন্ত তম্, দেবং স্তোতমানম্, চন্দ্র এব মৌলেয়স্ককন্ত বিভূষণং যন্ত তম্ । প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি, শরণ-  
 মাত্মনম্, সমাধিনা একাগ্রচিত্ততাবেন ॥৬-—১১॥

মহাদেব! দেবতারা পূর্বকালে আপনার স্তব করিয়াছেন, ভবিষ্যৎকালে স্তব করিবেন এবং বর্ত্তমানকালেও স্তব করিতেছেন । কারণ, আপনি অব্যর্থকাম, কৃতিবাসা, রক্তনেত্র, নীলকণ্ঠ, বিরোধীদিগের অসহ্য ও অনিবার্য্য, নিৰ্ম্মল চিত্ত, সৃষ্টিকর্ত্তারও সৃষ্টিকর্ত্তা, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, তপোনিয়মযুক্ত, তপোনিষ্ঠ, অসীম, তপস্বীদিগের আশ্রয়, বহুরূপ, সামান্য প্রথমগণের অধিপতি, ত্রিলোচন, নিঃস্র পারিষদগণের প্রিয়, কুবেরদৃষ্টমুখ, পার্শ্বতীর হৃদয়বল্লভ, কান্তিকের পিতা, পিতৃলবর্ণ-

ইমাক্ষেদাপদং ঘোরাং তরাম্যচ্ছ হুতুরাম্ ।  
 সৰ্বভূতোপহারেণ যক্ষ্যেহহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২॥  
 ইতি তস্মৈ ব্যবসিতং জ্ঞাত্বোদ্যোগাৎ স্বকৰ্ম্মণঃ ।  
 পুরস্তাৎ কাঞ্চনী বেদী প্রাহুরানীশ্বহাঙ্গনঃ ॥১৩॥  
 তস্মাৎ বেদ্যাং তদা রাজন্ ! চিত্রভানুরজায়ত ।  
 স দিশো বিদিশঃ খঞ্চ জ্বালাভিরভিপূরয়ন্ ॥১৪॥  
 দাপ্তাস্তনয়নাশ্চাত্ত্র নৈকপাদশিরোভূজাঃ ।  
 রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুত্তকরাস্তথা ॥১৫॥  
 দ্বিপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাহুরাসম্মহাগণাঃ ।  
 শ্ববরাহোষ্ট্রবক্ত্রাশ্চ হয়গোমায়ুগোমুখাঃ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

ইমামিতি । সৰ্বভূতস্ত কিত্যাদিপঞ্চভূতময়স্ত স্বদেহস্ত উপহারেণ, যক্ষ্যে পূজয়িষ্যে শুচিনা পবিত্রেণ, শুচিমধিকরণং ভবন্তম্ ॥১২॥

ইতীতি । তস্ত অশ্বখায়ঃ, স্বকৰ্ম্মণঃ স্বদেহোপহারস্ত উদ্যোগাৎ ব্যবসিতমধ্যবসায়ং দৃষ্ট্বা স্থিতস্ত, মহাঙ্গনো মহাদেবস্ত, পুরস্তাদগ্রতঃ, কাঞ্চনী স্বর্ণময়ী কাচিং বেদী পরিক্রতা ভূমিঃ, প্রাহুরানীং । তস্ত প্রভাবৈগৈবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ৰামিতি । চিত্রভানুরয়িঃ । খমাকাশম্, জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ ॥১৪॥

দীপ্তেতি । দীপ্তানি উজ্জ্বলানি আন্তানি মুখানি নয়নানি চ যেবাং তে, নৈকে বহবঃ পাদাঃ শিরাংসি ভূজাশ্চ যেবাং তে । রত্নশ্চিত্রাণি অঙ্গদানি কেশুরাণি ধরন্তীতি তে, সমুত্তকরাঃ সমুত্তোলিতহস্তাঃ । দ্বিপানাং যে শৈলাস্তেবাং প্রতীকাশাঃ সদৃশাঃ, মহাগণাঃ জটধারী, বৃষবাহন, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরিধায়ী, অতিভীষণ মূৰ্ত্তি, পার্বতীর ভূষণকার্য্যে ব্যাপৃত, ব্রহ্মাদিশ্রেষ্ঠগণ ইহীতেও শ্রেষ্ঠ, এমন কি জগতে যাহা ইহীতে কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নাই, বাণ ও অগ্ন্যাগ্ন অস্ত্রমধ্যে উত্তম পাশুপত অস্ত্রধারী, দিগন্তব্যাপী, জগৎ-পালক, স্বর্ণময়কবচযুক্ত, দীপ্তিমান্ ও চন্দ্রশেখর । অতএব মহাদেব ! আমি অত্যন্ত একাগ্র চিন্তে আপনার আশ্রয় লইলাম ॥৬—১১॥

আমি যদি আজ অতিহুস্তর ও ভীষণ এই আপদ ইহীতে উদ্ভীর্ণ ইহীতে পারি, তবে এই পবিত্র দেহ উপহার দিয়া অগ্নিময়মূৰ্ত্তি আপনার পূজা করিব' ॥১২॥

অশ্বখামার এইরূপ নিজ দেহ উপহার দানের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দর্শনের পরে, মহাঙ্গা মহাদেবের সম্মুখে একটা স্বর্ণময়ী বেদী আবির্ভূত হইল ॥১৩॥

রাজা ! সেই সময়ে আবার সেই বেদীর উপরে অগ্নি জলিয়া উঠিল এবং তাহার শিখায় দিক্, বিদিক্ ও আকাশ পূর্ণ হইতে থাকিল ॥১৪॥

ঋক্ষমার্জারবদনা ব্যাঘ্রদ্বীপিমুখাস্তথা ।  
 কোকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৭॥  
 মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ ।  
 দার্কীঘাটমুখাশ্চাপি চাসবক্ত্রাশ্চ ভারত । ॥১৮॥  
 কূৰ্মনক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্তথা ।  
 মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৯॥  
 হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্তথা ।  
 পারাবতমুখাশ্চৈব মদগুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥২০॥  
 পাণিকর্ণাঃ সহস্রাক্ষাস্তথৈব চ মহোদরাঃ ।  
 নিৰ্ম্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্চোনবক্ত্রাশ্চ ভারত । ॥২১॥  
 তথৈবাশিরসো রাজন্ ! ঋক্ষবক্ত্রাশ্চ ভারত ! ।  
 প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

প্রধানপ্রমথঃ । ঋনঃ কুকুরা বরাহা উষ্ট্রাশ্চ তেষাং বক্ত্রাণীব বক্ত্রাণি মুখানি যেষাং  
 তে, হয়্য অশ্বা গোমায়বঃ শৃগালা গাবশ্চ তেষাং মুখানীব মুখানি যেষাং তে । ঋক্ষা ভল্লুকা  
 মার্জারশ্চ তেষাং বদনানীব বদনানি যেষাং তে । ব্যাঘ্রা দ্বীপিনোহপি ব্যাঘ্রবিশেষাশ্চ  
 তেষাং মুখানীব মুখানি যেষাং তে । এবমন্তত্রাপি সমাসা উদ্দেশ্যঃ । প্লবো বানরঃ ।  
 দার্কীঘাটো দ্রোণকাকঃ । শিশুমারো জলজন্তুবিশেষঃ । হরির্ভেকঃ, ইভো হস্তী । মদগু-  
 র্মংত্রবিশেষঃ । পাণ্যোঃ কর্ণো যেষাং তে । ঋক্ষবক্ত্রা ভল্লুকমুখাঃ । জ্বালাবর্ণা অগ্নিশিখা-

ভরতনন্দন ! ক্রমে মহাদেবের সম্মুখে ছিপি উত্তিত পৰ্ব্বতের আয় দীর্ঘাকৃতি  
 মহাপ্রমথগণ আত্মভূত হইল ; তাহাদের মুখ ও নয়ন উজ্জ্বল এবং বহুতর চরণ,  
 অনেক মস্তক ও প্রচুর বাহু ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই রত্নময় বিচিত্র কেয়ুর ধারণ  
 করিতেছিল, সকলেই হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কাহারও কুকুরের  
 আয়, কাহারও শূকরের তুল্য, কাহারও উটের সদৃশ, কাহারও অশ্বের সমান,  
 কাহারও শৃগালের তুল্য, কাহারও গরুর সমান, কাহারও ভল্লুকের মত, কাহারও  
 বিড়ালের আয়, কাহারও ব্যাঘ্রের সদৃশ, কাহারও চিতাবাঘের মত, কাহারও  
 মৃগবিশেষের তুল্য, কাহারও বানরের আয়, কাহারও শুকপক্ষীর তুল্য, কাহারও  
 বিশাল সর্পের আয়, কাহারও হংসের সদৃশ, কাহারও দাঁড়কাকের মত, কতকগুলির  
 চাসপক্ষীর সদৃশ, কতকগুলির কচ্ছপের তুল্য, অনেকের কুম্ভীরের আয়, বহুর  
 তরুর মত, কতকগুলির বিশাল মকরমৎস্তের সদৃশ, অনেকের তিমিমৎস্তের  
 সমান, অনেকের ভেকের আয়, বহুর কৌচবকের মত, কতকগুলির গৃহকপোতের



জ্বালাকেশাশ্চ রাজেন্দ্র ! জ্বলদ্রোমচতুর্ভুজাঃ ।

মেঘবক্ত্রাস্তথৈবান্নো তথা ছাগমুখা নৃপ ! ॥২৩॥

শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রাশ্চ শঙ্খকর্ণাস্তথৈব চ ।

শঙ্খমালাপরিকরাঃ শঙ্খধ্বনিসমম্বনাঃ ॥২৪॥

জটাদরাঃ পঞ্চশিখাস্তথা মুণ্ডাঃ কুশোদরাঃ ।

চতুর্দ্বিষ্টাশ্চতুর্জিহ্বাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কিরীটিনঃ ॥২৫॥

মৌঞ্জীধরাশ্চ রাজেন্দ্র ! তথা কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ ।

উষ্মীমিণো মুকুটিনাশ্চাক্ষুবক্ত্রাঃ স্বলঙ্কতাঃ ॥২৬॥

পদ্মোৎপলাপীড়ধরাস্তথা কুমুটধারিণঃ ।

মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

বর্ণাঃ। জলন্তি অগ্নিবহ্নীলানি রোমাণি যেবাং তে চ চতুর্ভুজাশ্চেতি তে। শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রবর্ণাঃ। শঙ্খমালা এব পরিকরা বক্ত্রভূষণানি যেবাং তে। মুণ্ডা মুণ্ডিতমস্তকাঃ। শঙ্কুবৎ শল্যানীব কর্ণা য়েবাং তে। মৌঞ্জীধরা মুঞ্জমেখলাধারিণঃ। কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ কুটিলকেশাঃ। আপীড়ঃ শেখরঃ শতগ্রীভূতিগুস্ত্রাণি। বদা ইব্ধয়ন্তগ্রীরা য়েস্তে। কুণ্ডা-  
শ্রায়, অনেকের হাতীর মত, অনেকের শ্বেতকপোতের তুল্য, বহুর মদগুরমৎস্তের সদৃশ, অনেকের কাকের মত এবং কতকগুলির শ্বেনপক্ষীর সদৃশ মুখ ছিল। কতকগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল, কতকগুলির কাণ ছিল হাতে, কতকগুলির হাজার হাজার চোখ ছিল, আবার অনেকের বিশাল উদর ছিল। কাহার কাহার দেহে মাংস ছিল। রাজা! সেইরূপই কতকগুলির মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া, ভল্লুকের শ্রায় মুখ ছিল, কতকগুলির নয়ন ও জিহ্বা জলিতেছিল, অনেকের বর্ণ ছিল অগ্নিশিখার শ্রায় পিঙ্গলবর্ণ, বহুর কেশ ছিল অগ্নিশিখার শ্রায় উজ্জল, অনেকের লোমগুলি জলিতেছিল, কতকগুলি চতুর্ভুজ ছিল, অনেকের মুখ ছিল মেঘমুখের শ্রায়, বহুর মুখ ছিল ছাগমুখের সদৃশ, অনেকের বর্ণ ছিল শঙ্খের শ্রায় শুভ্র, মুখও ছিল শঙ্খের তুল্য এবং কর্ণও ছিল শঙ্খের সদৃশ, অনেকে শঙ্খের মালা ধারণ করিতেছিল, কতকগুলির কণ্ঠস্বর ছিল শঙ্খধ্বনির তুল্য, কতকগুলি জটাদারী, কতকগুলি পঞ্চশিখাশালী, কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তক এবং কতকগুলি কুশোদর ছিল। কতকগুলির চারিটা দাঁত, অনেকগুলির চারিটা জিহ্বা এবং কতকগুলির কাণ পেরেকের মত ছিল, কতকগুলির মস্তকে মুকুট, কতকগুলির কণ্ঠে মৌঞ্জীমেখলা, কতকগুলির কেশ কুঞ্চিত, কতকগুলির মস্তকে উষ্মীষ, কতকগুলির মস্তকে মুকুট এবং কতকগুলির মুখ স্তম্ভর ছিল, কতকগুলির গাত্রে শানা অলঙ্কার, কতকগুলির মস্তকে

শতস্রীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুষলপাণয়ঃ ।

ভূষুণ্ডীপাশহস্তাশ্চ গদাহস্তাশ্চ ভারত ! ॥২৮॥

পৃষ্ঠেষু বন্ধেযুধয়শ্চিত্রবাণা রণোৎকটাঃ ।

সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ সঘণ্টাঃ সপরাশ্বধাঃ ॥২৯॥

মহাপাশোদ্রুতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ ।

সুণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছিতকিরীটিনঃ ॥৩০॥

মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রাভরণধারিণঃ ।

রজোধ্বস্তাঃ পঙ্কদিগ্ধাঃ সর্ব্বৈ শুক্লাশ্বরশ্রজঃ ।

নীলাঙ্গাঃ কপিলাঙ্গাশ্চ মুণ্ডবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥৩১॥ (কুলকম্)

ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংস্তে ঝর্ঝরানকগোমুখান্ ।

অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ ॥৩২॥

গায়মানাস্তথৈবান্যে নৃত্যমানাস্তথাপরে ।

লজ্জায়ন্তঃ শবন্তশ্চ বজ্রন্তশ্চ মহারবাঃ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

হস্তাঃ প্রস্তরস্তম্ভধারিণঃ । সর্পা এব উচ্ছিতা উন্নতাঃ কিরীটা এষাং সঙ্ঘীতি তে, রজোধ্বস্তা  
ধূল্যায়ুতাঃ, পঙ্কদিগ্ধাঃ কর্দমলিগ্ধাঙ্গাঃ । মুণ্ডবক্ত্রা মুণ্ডিতমস্তকাঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫—৩১॥  
ভেরীতি । ঝর্ঝরাদয়োহপি বাস্তবিশেষাঃ । কনকপ্রভাঃ স্বর্ণবর্ণাঃ ॥৩২॥

পদ্ম, কতকগুলির মস্তকে উৎপল এবং কতকগুলির মস্তকে কুমুদ ছিল । শত শত ও  
সহস্র সহস্র ভূত মাহাত্ম্যশালী ছিল । কতকগুলির হাতে শতস্রী, অনেকের হাতে  
বজ্র, কাহার কাহার হাতে মুষল, বহুর হাতে ভূষুণ্ডী, অনেকের হাতে পাশ ও  
কতকগুলির হাতে গদা ছিল ; অনেকের পৃষ্ঠে তুণ বন্ধ ছিল, রণমন্ত্রগণের হস্তে  
বিচিত্র বাণ ছিল, অনেকের হাতে ধ্বজ, বহুর হাতে পতাকা, কাহার কাহার হাতে  
ঘণ্টা, কতকগুলির হাতে পরশু, অনেকের উত্তোলিত হস্তে বিশাল পাশ, অনেকের  
হাতে লগুড়, বহুর হস্তে প্রস্তরস্তম্ভ, অনেকের হাতে তরবারি, কতকগুলির মস্তকে  
সর্পের উন্নত কিরীট, অনেকের বাহুতে বিশাল সর্পের কেয়ুর, অনেকের অঙ্গে বিচিত্র  
অলঙ্কার, বহুর অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের অঙ্গ কর্দমলিগ্ধ, সকলের অঙ্গেই শুভ্র  
বজ্র ও শুভ্রবর্ণ মালা, কতকগুলির অঙ্গ নীলবর্ণ, অনেকের অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ ও  
অনেকের মস্তক মুণ্ডিত ছিল ॥১৫—৩১॥

সেই স্বর্ণবর্ণ পারিষদগণের মধ্যে অনেকে ভেরী, কেহ কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ  
মৃদঙ্গ বহু ব্যক্তি ঝর্ঝর, অনেকে আনক ও কতকগুলি গোমুখ বাজাইতেছিল ॥৩২॥

ধাবন্তো জবনাশ্চণ্ডাঃ পবনোদ্ধৃতমূৰ্দ্ধজাঃ ।  
 মত্তা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহুমূৰ্ছাঃ ॥৩৪॥  
 স্ত্রীমা ঘোররূপাশ্চ শূলপট্টিশাণয়ঃ ।  
 নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমালামুলেপনাঃ ॥৩৫॥  
 রত্নচিত্রান্নদধরাঃ সমুত্ততকরাস্তথা ।  
 হস্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসঙ্গাসহবিক্রমাঃ ॥৩৬॥  
 পাতারোহস্বগ্‌বসাদানাং মাংসান্নকৃতভোজনাঃ ।  
 চূড়ালঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠরোদরাঃ ॥৩৭॥  
 অতিক্রুশ্চাতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাত্তিভৈরবাঃ ।  
 বিকটাঃ কামলম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছ্বেফাণ্ডপিণ্ডকাঃ ॥৩৮॥  
 মহার্নানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটীলাঃ পরে ।  
 সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্বাং কুৰ্য্যন্তে মহীতলে ॥৩৯॥ (কুলকম্)

### ভারতকৌমুদী

গায়ন্তি । লজ্জয়ন্তঃ ক্ষুদ্রপারিষদান্, প্রবন্তঃ গগনে উভিষ্ঠন্তঃ, বলন্ত উল্লক্ষনাদিকং  
 কূৰ্জন্তঃ । জবনা বেগবন্তঃ, চণ্ডা অত্যন্তকোপনাঃ । পবনোদ্ধৃতা বায়ুচালিতা মূৰ্দ্ধজাঃ কেশাঃ  
 ঘেবাং তে । নাগা গজাঃ । নানা বিরাগা বহুবিরহজনানি যेषু তানি তাদৃশানি বসনানি যেষাং  
 তে । প্রসঙ্গ বলেন । পাতারঃ পানকর্তারঃ, মাংসরসজ্ঞৈঃ শিরাবিশেষৈশ্চ কৃতং ভোজনং  
 যৈন্তে । চূড়ালশূড়ালিনঃ, কর্ণিকারাঃ কর্ণিকারবৃক্ষবহুরতাঃ । পিঠরোদরাঃ স্থালীতুলা-  
 যুলোদরাঃ । কালৌ কক্ষৌ লম্বৌ লম্বিতৌ চ ওষ্ঠৌ যেষাং তে । বৃহস্টি শ্বেফাণ্ডপিণ্ডানি  
 শিলাগুণ্ডকাঃ যেষাং তে । শ্বেফাঃ শব্দস্ত অদন্তত্বমার্যম্ । পিণ্ডশব্দাচ্চ বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ ।  
 মহার্নানি মহামূল্যানি নানা বহুবিধানি মুকুটানি যেষাং তে । মুণ্ডা মুণ্ডিতশিরসঃ, তামাকাম্বু,  
 কুৰ্য্যঃ কৰ্ত্ত্ব্যং শক্ৰবৃঃ, শিবাহুগ্রহাং স্বপ্রভাবাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩৩—৩৯॥

কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ লজ্জান, কেহ কেহ উল্লক্ষন,  
 কেহ কেহ প্রলক্ষন করিতেছিল ; কেহ কেহ মহারবে ও মহাবেগে ধাবিত হইতে-  
 ছিল, কতকগুলির স্বভাব অত্যন্ত কোপন ছিল, কতকগুলির কেশ বায়ুতে  
 উড়াইতেছিল এবং অনেকে মত্তহস্তীর স্তায় মুহুমূৰ্ছ গর্জন করিতেছিল ; অনেকের  
 ভীষণমুর্তি, অনেকের ভয়ঙ্কর বর্ণ এবং বহু ব্যক্তির হস্তে শূল ও পট্টিশ ছিল ;  
 অনেকের বস্ত্র সকল নানারূপে রঞ্জিত ছিল, কতকগুলি বিচিত্রমালা ও অমুলেপন  
 ধারণ করিতেছিল । অনেকে রত্নখচিত্তি বিচিত্র কেশর ধারণ করিতেছিল ; অনেকে  
 হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল, অনেকে অসহবিক্রমশালী, বীর ও বলপূৰ্ব্বক শত্রুসংহার  
 করিতে সমর্থ ছিল, অনেকে রক্ত ও বসাপ্রভৃতি পান করিত, বহু ব্যক্তি মাংস ও

উৎসহেরংচ যে হস্তং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।  
 যে চ বীতভয়া নিত্যং হরশ্চ ভ্রুকুটীগহাঃ ॥৪০॥  
 কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যেশ্বরেশ্বরাঃ ।  
 নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ ॥৪১॥  
 প্রাপ্যাক্ষগুণমৈশ্বর্যং যে ন যাস্তি চ বিস্ময়ম্ ।  
 যেবাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কৰ্ম্মভির্হরঃ ॥৪২॥  
 মনোবাক্কৰ্ম্মভির্ভক্তৈর্নিত্যমারাদিতশ্চ যৈঃ ।  
 মনোবাক্কৰ্ম্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবোরসান্ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

উদিতি । উ-সহেরন্ শব্দঃ, ভূতগ্রামং প্রাণিসমূহম্, চতুর্বিধম্—অরাযুজাওজশ্বেদ-  
 জোজ্জিহ্বরূপম্ । বীতভয়াভ্যাক্তভরাঃ সন্তঃ । কামকারকরাঃ স্বেচ্ছয়া কার্যকারিণঃ ;  
 ঈশ্বরেশ্বরাঃ প্রভূনামপি প্রভবঃ । বাগীশা বক্তারঃ । বীতমৎসরাভ্যাক্তপরম্পরবিষেবাশ্চ ।  
 অষ্টগুণম্—“এগিমা লবিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা । ঈশিষক বশিষক তথা কামাব-  
 সারিতা ।” ইত্যুক্তমষ্টবিধম্ । বিস্ময়ঃ অশক্তির্হ । আরাদিতো হর ইত্যম্বুত্তিঃ । ভক্তান্  
 নাদী ভক্ষণ করিত, অনেকের চূড়া ছিল, বহু ব্যক্তির দেহ স্থলপদ্মবৃক্ষের স্থায় দীর্ঘ  
 ছিল, অনেকে সর্ষদাই ছষ্টচিত্ত ছিল, অনেকের উদর স্থালীর স্থায় স্থূল ছিল,  
 কতকগুলি অত্যন্ত খর্ব্ব, কতকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, কতকগুলি লুলিতদৈহ ও  
 কতকগুলি অতিভীষণ মূর্ত্তি ছিল, কতকগুলির আকার বিকট, কতকগুলির ওষ্ঠ  
 কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বিত, (বুলান) কতকগুলির বৃহৎ শিখা ও কতকগুলির বিশাল অণ্ডকোষ  
 ছিল ; অনেকের মহামূল্য নানাবিধ মুকুট, অনেকের মুণ্ডিত মস্তক এবং অনেকের  
 মস্তকে জটা ছিল । সেই পারিষদেরা (শিবের অমুগ্রহে ও নিজেদের প্রভাবে)  
 চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বাশ্ব গ্রহ ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলকেও ভূতলে পাতিত করিতে  
 পারিত ॥৩৩—৩৯॥

যাহারা অরাযুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উজ্জিজ—এই চতুর্বিধ প্রাণিসমূহ সংহার  
 করিতে সমর্থ ছিল এবং যাহারা নির্ভয়চিত্তে মহাদেবের ভ্রুকুটী সহ্য করিতে  
 পারিত ; আর যাহারা ইচ্ছামুসারে কার্য্য করিতে পারিত, ত্রিভুবনের প্রভুগণের  
 উপরেও প্রভু করিতে সমর্থ ছিল এবং সর্বদা আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত বক্তা ও বিধেব-  
 বিহীন ছিল, যাহারা অকৌমোদ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও আপনাদের মহিমায় বিস্ময়াগ্ন  
 হয় নাই, প্রভুত্ব বাহাদের কার্য্যে ভগবান্ মহাদেব বিস্ময়াগ্ন হইয়া থাকেন ;  
 যাহারা সর্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া কায়, মন, বাক্য ও কৰ্ম্মদ্বারা প্রার্থনা করে  
 বলিয়া, ভগবান্ মহাদেবও ঔরসপুত্রগণের স্থায় যে ভক্তগণকে কায়, মন, বাক্য ও

পিবন্তোহস্যগ্বেশাশ্চাত্রে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মদ্বিষাং সদা ।  
 চতুর্বিধাশ্রকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্বদা ॥৪৪॥  
 প্রতেন ব্রহ্মচর্যেণ তপসা চ দমেন চ ।  
 যে সমারাধ্য শূলাক্ষং ভবসায়ুজ্যমাগতাঃ ॥৪৫॥  
 যৈরাশ্বভূতৈর্ভগবান্ পার্শ্বত্যা চ মহেশ্বরঃ ।  
 মহাভূতগণৈর্ভুক্তো ভূতভব্যভবংপ্রভুঃ ॥৪৬॥  
 নানাবাদিহ্রসিতক্লেড়িতোংক্রুটগজ্জিতৈঃ ।  
 সমাদয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বখামানমভ্যযুঃ ॥৪৭॥ (কুলকম্)  
 সংস্ববন্তো মহাদেবাঃ ভাঃ কুর্বাণাঃ স্ববর্চসঃ ।  
 বিবর্কয়িষবো দ্রৌণের্মহিমানং মহাশ্বনঃ ।  
 জিজ্ঞাসমানাস্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ ॥৪৮॥  
 ভীমোগ্রপরিঘালাতশূলপট্টিশপাণয়ঃ ।  
 ঘোররূপাঃ সমাজ্জগ্মুর্ভূতসংঘাঃ সমস্ত ৩ঃ ॥৪৯॥ (যুগকম্)

### ভারতকৌমুদী

তান্ পারিষদান্ । ব্রহ্মদ্বিষাং বেদদ্বিষাম্ । চতুর্বিধাশ্রকম্—অমং মধুরং মাদকং কটুকং ।  
 প্রতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন । দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন । শূলাক্ষং শূলপাণিম্ । ভবন্ত তৈশ্চ শূলাকন্ত  
 সাযুজ্যং সাহচর্যম্ । আশ্বভূতৈঃ স্বসদৃশৈঃ । ভুক্তো যজ্ঞভাগমিতি শেষঃ । বাদিজ্ঞানি  
 বাস্তবনয়ঃ, ক্লেড়িতানি সিংহনাদাঃ, উংক্রুটানি উচ্চৈরাহ্বানানি ॥৪০—৪৭॥

সমিতি । ভাঃ দীপ্তিঃ । বিবর্কয়িষবো বর্কয়িতুমিচ্ছবঃ । জিজ্ঞাসমানা জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ।

### ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৬॥ প্রবস্থাঃ মণ্ডকবস্ত্রাঃ ॥১৭॥ দার্দ্র্যাদিঃ পক্ষিবেশনঃ ॥১৮—৩৭॥  
 বৃহন্তঃ শেফাঃ মেট্রাণি, অণ্ডাঃ বৃগাঃ, পিণ্ডিকাঃ জাহ্নুনোরধঃ পশ্চাদ্ভাগে যেবাং তে  
 বৃহজ্জেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ ॥৩৮—৪৩॥ চতুর্বিধাশ্রকং সোমম্ অন্নরূপং লতারসরূপম্ অমৃতরূপং  
 কর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন ; যাহারা রক্ত ও বসা পান করিতে থাকিয়াও  
 বেদবিদ্যেয়ী অশ্বর ও রাক্ষসগণের প্রতি সর্বদা ক্রুদ্ধ থাকে এবং যাহারা সর্বদা  
 চতুর্বিধ সোমরস পান করে ; যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মচর্যাচরণ, তপস্তা ও ইন্দ্রিয়-  
 দমনকারী মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহচর হইয়াছে ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও  
 বর্তমানের নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেব নিজের তুল্য যে ভূতগণ ও পার্বতীদেবীর সহিত  
 যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ; সেই ভূতেরা নানাবিধ বাস্তবন, হাস্তরব, সিংহনাদ,  
 উচ্চস্বরে আহ্বান ও গর্জন করিয়া সমস্ত শিবিরপ্রদেশ নিনাদিত করিতে থাকিয়া  
 অশ্বখামার নিকটে গমন করিতে লাগিল ॥৪০—৪৭॥

জনয়েমুভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্থাপি দৰ্শনাৎ ।  
 তান্ প্রেক্ষমাণোহপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥৫০॥  
 অথ দ্রৌণিধ'মুস্পাণিৰ্বন্ধগোধাজুলিত্রবান্ ।  
 স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥৫১॥  
 ধনুংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ ।  
 হবিরাত্তবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত ! কৰ্ম্মণি ॥৫২॥  
 ততঃ সৌম্যেন মস্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 উপহারং মহামন্যুরথাত্মানমুপাহরৎ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

গৌপ্তিকং স্তপ্তানাং বধব্যাপারম্ । দিদৃক্ষবো ব্রহ্মমিচ্ছবঃ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ । অলাতানি জলৎ-  
 কাষ্ঠানি । অতএব অগ্নিশিখারূপকারেহপ্যশ্বখাস্ত্রো দৃষ্টিসম্ভব ইতি বোধ্যম্ ॥৫৮—৪৯॥

জনয়েমুরিতি । ব্যথাং ভয়বেদনাং, মহাবলঃ অশ্বখামা ॥৫০॥

অথেতি । গোধা হস্তাবাপঃ । উপাহরৎ মহাদেবায় প্রায়চ্ছৎ ॥৫১॥

ধনুংষীতি । সমিধঃ কাষ্ঠানি, পবিত্রাণি কুশপত্রাণি ॥৫২॥

### ভারতভাবদীপঃ

চতুৰ্ভুজরূপক ক্রমাদধ্যাত্মাধিযজ্ঞাধিদৈবাবিলোককস্বদেবতারূপা ইত্যর্থঃ ॥৪৪—৫২॥ ততঃ  
 সৌম্যেন সৌমদৈবভ্যেন মস্ত্রেণ । “আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সৌম বৃক্ষাং ভবা  
 বাজন্ত সঙ্গম” ইত্যেনেন মস্ত্রেণ আত্মানং শরীরম্ উপহারং হবিষ্যম্ উপাহরৎ উপসাদিতবান্ ।  
 যদ্বার্বস্ত—হে সৌম স্বম্ আপ্যায়স্ব কথং তে স্বাং প্রতি বিশ্বতঃ সৰ্ব্বাত্মনা বৃক্ষাং বৃক্ষেৱীশ্বর-  
 ত্তাবিৰ্ভাবস্থানং শরীরম্ এহু প্রেবিশতু ততশ্চ তেন শরীরেণাপ্যায়িতস্বং সঙ্গমে  
 সংগ্রামে বাজন্ত বীৰ্য্যন্ত দাতা ভব, কৰ্ম্মণি যজী । বাজং ভব প্রাপয় । ভূপ্রাপ্তাবিত্যন্ত  
 রূপম্ ॥৫৩—৬৭॥

ইতি গৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥

ক্রমে ভীষণ পরিষ, অলাত (মশাল), শূল ও পট্টিশধারী এবং অত্যন্ত তেজস্বী  
 ও ভীষণমুষ্টি সেই ভূতেরা মহাদেবের স্তব ও আলোক উৎপাদন করিতে থাকিয়া  
 মহাত্মা অশ্বখামার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি, তাঁহার তেজের পরীক্ষা এবং স্তপ্তাপাণ্ডবগণের  
 হত্যাকাণ্ড দেখিবার ইচ্ছা করিয়া, সকল দিকে বিটরণ করিতে লাগিল ॥৪৮—৪৯॥

যাহারা দৰ্শন দান করিয়াই ত্রিভুবনেরও ভয় জন্মাইতে পারে, সেই ভূত-  
 গণকে দেখিয়াও মহাবল অশ্বখামা কোন ভয় করিলেন না ॥৫০॥

তাঁহার পর অশ্বখামা ধনু, হস্তাবরণ ও অজুলিত্র ধারণ করিয়া, নিজেই নিজের  
 শরীরটিকে মহাদেবের উদ্দেশে উপহার দিবার উপক্রম করিলেন ॥৫১॥

ভরতনন্দন । সেই হোমকার্য্যে ধনুগুলি সমিধ, সুধার বাণ সকল পবিত্র এবং  
 বলবান্ অশ্বখামার দেহটা হবি হইল ॥৫২॥

তং রুদ্রং রৌদ্রকর্ণাণং রৌদ্রেঃ কৰ্ণভিরচ্যুতঃ ।

অভিষ্ঠত্য মহাত্মানমিভ্যুবাচ কৃতাজ্জলিঃ ॥৫৪॥

দ্রৌণিরুবাচ ।

ইমমাত্মানমচ্যাহং জ্ঞাতমাস্মিন্নসে কুলে ।

অগ্নৌ জুহোমি ভগবন্ । প্রতিগৃহ্নীষ মাং বলিম্ ॥৫৫॥

তব ভক্ত্যা মহাদেব । পরমেণ সমাধিনা ।

অশ্রামাপদি বিশ্বাত্মন্ । উপাকুৰ্মি তবাশ্রিতঃ ॥৫৬॥

ত্বয়ি সৰ্ব্বাণি ভূতানি সৰ্ব্বভূতেষু চাসি বৈ ।

গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫৭॥

সৰ্ব্বভূতাশ্রয় ! বিভো ! হবির্ভূতমবস্থিতম্ ।

প্রতিগৃহাণ মাং দেব ! যদ্বশ্যক্যাঃ পরে ময়া ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৌম্যেন “ত্ৰ্যম্বকং যজামহে” ইত্যাদিনামুগ্ৰেণ । মহামহ্যরথিকঃ  
কোথঃ ॥৫৩॥

তমিতি । অচ্যুতো বীরব্রতাদব্রষ্টঃ অশ্বখামা । অভিষ্ঠত্য সৰ্ব্বতোভাবেন স্তব্ধা ॥৫৪॥

ইমমিতি । আত্মানং দেহম্ । বলিমুপহারম্ ॥৫৫॥

তবেতি । সমাধিনা ঐক্যাগ্ৰেণ । উপাকুৰ্মি উপহারামি ॥৫৬॥

ত্বয়ীতি । প্রধানানামবিকৃততত্ত্বা শ্রেষ্ঠানাম্, গুণানাং সম্বন্ধজন্তমসাম্, একত্বং যেনেন-  
নৈকীভাবঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ “সম্বন্ধজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” ইতি সাংখ্যসূত্রোক্তাঃ ॥৫৭॥

সবেতি । পরে দেহান্তিরা হোমপদার্থাঃ, দাতুমশক্যাঃ তদাপীত্যাঃ ॥৫৮॥

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রতাপশালী অশ্বখামা সৌম্যমস্ত্রে মহাদেবকে নিজ  
শরীরটা উপহার দিতে উদ্বৃত্ত হইলেন ॥৫৩॥

পরে বীরনিয়মশালী অশ্বখামা ভীষণ কার্য্যদ্বারা ভীষণ কর্ণা মহাদেবকে সন্তুষ্ট  
করিয়া, কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫৪॥

‘ভগবন্ । আজ আমি অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন এই দেহটাকে অগ্নিতে হোম  
করিতেছি ; আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন ॥৫৫॥

হে বিশ্বাত্মন্ । মহাদেব ! আপনার প্রতি ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে এই  
বিপদের সময়ে আপনার সম্মুখে এই দেহ উপহার দিলাম ॥৫৬॥

ভগবন্ । সমস্ত ভূত আপনাতে রহিয়াছে, আপনিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছেন  
এবং প্রধান গুণগুলির একতা (প্রকৃতি) আপনাতে আছে ॥৫৭॥

হে সৰ্ব্বভূতের আশ্রয় ! হে ঐশ্বো ! হে মহাদেব ! আমি যদি অস্ত্র উপহার

ইত্ৰাক্ত্ৱ। দ্রৌণিরাশ্বায় তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্ ।  
 সংত্যজ্যাত্মানমারুহ কৃষ্ণবজ্রমুপাবিশৎ ॥৫৯॥  
 তমূৰ্দ্ধবাহং নিশ্চেষ্টং দৃষ্ট্ৱ। হবিরূপস্থিতম্ ।  
 অত্রবীজ্জগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥৬০॥  
 সত্যশৌচার্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ ।  
 ক্ষান্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥৬১॥  
 যথাবদহমারাদ্ধঃ কৃষ্ণেনার্কিষ্টকৰ্ম্মণা ।  
 তস্মাদিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্ত্যো মম ন বিদ্রুতে ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)  
 কুৰ্ব্বত। তস্ম সন্মানং হ্মাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া ।  
 পাঞ্চালাঃ সহসা গুপ্তা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৬৩॥  
 কৃতস্তস্মৈব সন্মানঃ পাঞ্চালান্ রক্ষতা ময়া ।  
 অভিভূতাস্ত কালেন নৈষামদ্যন্তি জীবিতম্ ॥৬৪॥

### ভারতকৌমুদী

ইতীতি । আশ্বায় আক্ৰহ, দীপ্তপাবকং অলিতাশ্রিতম্ । কৃষ্ণবজ্রমি অর্থো ॥৫৯॥

ভবিতি । হবিঃ হব্যভূতম্ ॥৬০॥

সত্যোতি । আৰ্জবং সরলতা, নিয়মেন শাস্ত্রনির্দিষ্টমানাদিনা । ক্ষান্ত্যা ক্রমশঃ, ভক্ত্যা  
 ধৈৰ্য্যেণ । আরাধঃ স্তুতানাং রক্ষণায়োপাত্তঃ, কৃষ্ণেন বাহুদেবেন ॥৬১—৬২॥

কুৰ্ব্বতেতি । জিজ্ঞাসতা পরীক্ষিতুমিচ্ছতা । গুপ্তা স্বায়রক্ষণেন রক্ষিতাঃ । মায়াঃ  
 প্রাণজন্তুস্বীকেশভূতগণাবিভাবনাদয়ো ব্যাপায়াঃ ॥৬৩॥

নাও দিতে পারি ; তথাপি আমার এই দেহটাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত  
 করিতেছি ; আপনি ইহা গ্রহণ করুন' ॥৫৮॥

এই কথা বলিয়া অশ্বখামা সেই বেদীর উপরে উঠিয়া নিজের মমতা ত্যাগ  
 করিয়া, অলিত বহিযুক্ত অগ্নিতে আরোহণ করিয়া বসিলেন ॥৫৯॥

অশ্বখামা উৰ্দ্ধবাহু হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে হব্যরূপে অবস্থান করিলেন দেখিয়া,  
 ভগবান্ মহাদেব হাসিতে হাসিতেই যেন প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন—॥৬০॥

‘অনায়াসে কার্য্যকারী কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্তা, ব্রত, ক্রমা,  
 ভক্তি, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও বাক্যদ্বারা যথায়থভাবে আমার আরাধনা করিয়াছেন, সেই  
 নিমিত্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর নাই ॥৬১—৬২॥

সেই কৃষ্ণের সন্মান রাখিবার জন্ত এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত  
 পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিতেছি এবং ইষ্ঠাৎ তোমার নিকটে নানাবিধ মায়া প্রকাশ  
 করিয়াছি' ॥৬৩॥



এবমুক্ত্বা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুমু ।  
 আবিবেশ দদৌ চাত্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্ ॥৬৫॥  
 অথাবিষ্টৌ ভগবতা ভূয়ো জজ্ঞাল তেজসা ।  
 বলবাংশ্চাত্তবদ্যুদ্ধে দৈবসৃষ্টেন তেজসা ॥৬৬॥  
 তমদৃশ্তানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্ ।  
 অতিতঃ শক্রশিবিরং যাস্তং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
 পর্বণি সপ্তবধে দ্রৌণিশিবিরপ্রবেশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ \*

### ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি । তস্ত কৃতস্ত । অতিভূতাঃ পাক্ষালা আক্রান্তাঃ, অস্তি স্বাত্তি ॥৬৪॥  
 এবমিতি । মহাত্মানমশ্বখামানম্, আত্মনস্তনুং স্বত্ত্বৈব শরীরভূতম্, রক্ষাংশেনৈবাশ্ব-  
 খামো জাতত্বাৎ তথৈবাদিপৰ্কণ্যুক্তত্বাৎ । অতঃ অশ্বখামে ॥৬৫॥  
 অথেনিতি । জজ্ঞাল অশ্বখামা । অতএবাস্ত সৰ্বসংহারসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৬৬॥  
 তমিতি । অদৃশ্তানি সন্তি, ভূতানি প্রাপ্তক্কাঃ প্রমথঃ, সমাদ্রবন্ অগচ্ছন্ । অতিতঃ  
 সৰ্ব্বতঃ, ঈশ্বরং মহাদেবম্ ॥৬৭॥  
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণি সপ্তবধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

আমি পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিতে থাকিয়া কৃষ্ণেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতে-  
 ছিলাম ; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ; সুতরাং আজ উহাদের  
 আর জীবন থাকিবে না' ॥৬৪॥

এইরূপ বলিয়া ভগবান্ মহাদেব নিজেরই অংশস্বরূপ মহাত্মা অশ্বখামার  
 শরীরে আবিষ্ট হইলেন এবং অশ্বখামাকে একখানা নিখিল উত্তম তরবারি সমর্পণ  
 করিলেন ॥৬৫॥

ভগবান্ মহাদেব শরীরে আবিষ্ট হইলে, অশ্বখামা তেজে সাতিশয় জলিয়া  
 উঠিলেন এবং দৈবকৃত তেজে যুদ্ধবিষয়ে গুরুতর বলশালী হইলেন ॥৬৬॥

ক্রমে অশ্বখামা শক্রশিবিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলে, সেই ভূতেরা  
 এবং স্নাক্ষসেরা অদৃশ্য হইয়া, সাক্ষাৎ মহাদেবেরই তুল্য অশ্বখামার সকল দিকে গমন  
 করিতে লাগিল' ॥৬৭॥

(৬৪) এবমুক্ত্বা মহেধ্বাসং...পি । (৬৬) অথাবিষ্টৌ ভগবতা...পি । (৬৭) তং  
 দৃষ্ট্বা সৰ্বভূতানি... অতিতঃ শিবিরং যাস্তং দ্রোণপুত্রং মহারথম্ । দেবদেবং হরং স্বাপ্তং  
 ...নি । \* 'সপ্তমোহধ্যায়ঃ' পি বদ বর্জ বা সো নি ।

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রয়াতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহারথৈ ।

কচ্চিৎ কৃপশ্চ ভোজশ্চ ভয়াৰ্ত্তৌ ন শ্রবৰ্ত্ততাম্ ॥১॥

কচ্চিন্ন বারিতৌ ক্ষুদ্রে রক্ষিভিনৌপলক্ষিতৌ ।

অসহমিতি মন্বানৌ ন নিবৃত্তৌ মহারথৌ ॥২॥

কচ্চিছুশ্মথ্য শিবিরং হত্বা সোমকপাণুবান্ ।

দুর্যোধনস্ত পদবীং গতৌ পরমিকাং রণে ॥৩॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তস্মিন্ প্রয়াতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহাত্মনি ।

কৃপশ্চ কৃতবৰ্ম্মা চ শিবিরদ্বার্য্যতিষ্ঠতাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । কচ্চিৎকিছুমিচ্ছামীত্যর্থঃ । ভোজন্তদংশীযঃ কৃতবৰ্ম্মা ॥১॥

কচ্চিদিতি । অসহং জ্ঞপ্তানাং হননমপি কৰ্ত্তৃমশক্যম্, নিবৃত্তৌ ভোজকৃপৌ ॥২॥

কচ্চিদিতি । উশ্মথ্য আলোড়্য । পদবীং গতৌ পরৈর্নিহতাবিত্যর্থঃ ॥৩॥

তস্মিন্মিতি । মহাত্মনি মহাসাহসিকে ॥৪॥

---

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! মহারথ অশ্বখামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, কৃপ এবং কৃতবৰ্ম্মা ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্তি পান নাই ত ? ॥১॥

এবং মহারথ কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা যাইতে লাগিলে, ক্ষুদ্র দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বারণ করে নাই ত ? কিংবা ‘সমস্ত নিদ্রিতব্যক্তিগণের হত্যা করাও অসাধ্য’ ইহা মনে করিয়া তাঁহারা ফিরেন নাই ত ? ॥২॥

অথবা তাঁহারা পাণ্ডবশিবির আলোড়নপূৰ্ব্বক সোমক ও পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া, দুর্যোধনের পরম পথে গমন করিয়াছেন কি ? (নিহত হইয়াছেন কি ?)’ ॥৩॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘অত্যন্ত সাহসী অশ্বখামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিলে, কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা তাহার দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪॥

---

(২) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বহবঃ শ্লোকা অবিকা দৃশ্যন্তে । (৩) ইতঃ পরং ‘পাকালৈর্নিহতৌ বীরৌ কচ্চিন্ন শ্রপতাং ক্ষিতৌ । কচ্চিভাত্যাং কৃতং কৰ্ম্ম তদ্ব্যচক্, সঞ্জয় ।’ মোকোহবধিকঃ পি বঙ্গ বর্জ ।

অশ্বখামা তু তৌ দৃষ্ট্ৱা যত্নবন্তৌ মহারথৌ ।  
 প্রহৃষ্টঃ শনকৈ রাজন্ । ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫॥  
 যন্তৌ ভবন্তৌ পর্যাণ্তৌ সৰ্ব্বকৃত্তশ্চ নাশনে ।  
 কিং পুনর্যোধশেষশ্চ প্রস্তুপ্তশ্চ বিশেষতঃ ॥৬॥  
 অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ ।  
 যথা ন কশ্চিদপি বাং জীবন্ত্যুচ্যোত মানবঃ ।  
 তথা ভবন্ত্যাং কার্য্যং স্মাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৭॥  
 ইত্যুক্ত্ৱা প্রাবিশদৃজ্রৌণিঃ পার্থানাম্ শিবিরং মহৎ ।  
 অদ্বারেণাত্যবস্কন্দ্য বিহায় ভয়মাস্তনঃ ॥৮॥  
 স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞস্তচ তস্মৈ হ ।  
 ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ নিলয়ং শনকৈরভ্যুপাগমৎ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

অশ্বতি । যত্নবন্তৌ শক্রবধে । শনকৈর্মন্দং মন্দম্ ॥৫॥  
 যন্তাবিতি । যন্তৌ যত্নবন্তৌ, পর্যাণ্তৌ সমর্থৌ । যোধানাম্ শেষশ্চ অবশেষতঃ ॥৬॥  
 অহমিতি । কালবৎ যম ইব । বাং যুবয়োঃ সকাশাৎ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥  
 ইতীতি । অদ্বারেণাপ্রশস্তহারেণ, অত্যবস্কন্দ্য উল্লঙ্ঘ্য । তাবঃ স্তম্ভমঃ ॥৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

তথ্যেতি ॥১॥ কচ্চিন্নোপলক্ষিতাবিত্যত্র কচ্চিন্নিত্যাবর্ততে ॥২—৩॥ পাঞ্চালৈঃ পূৰ্ব্বং  
 নিহন্তৌ সন্তৌ অপতাং কচ্চিৎ কোপাৎ অপতাং পাঞ্চালানাং কৰ্ম্ম বধাখ্যং তাভ্যাং কচ্চিৎ

রাজা! মহারথ কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা শক্রবধে যত্নবান্ হইয়াছেন দেখিয়া,  
 অশ্বখামা আনন্দিত হইয়া মুহু মুহু ভাবে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন—॥৫॥

‘আপনারা যত্নবান্ হইয়া প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত ক্ষত্রিয়কেও বিনাশ করিতে  
 সমর্থ হন; তাহাতে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের বিশেষতঃ নিদ্রিতগণের বিনাশবিষয়ে  
 আর কি বলিব ॥৬॥

আমি শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করিব এবং যমের স্থায় বিচরণ করিব । কিন্তু  
 আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, কোন মানুষই জীবিত অবস্থায় যাহাতে আপনাদের  
 নিকট হইতে মুক্তি না পায়, আপনারা সেইরূপ কার্য্যই করিবেন’ ॥৭॥

এই কথা বলিয়া অশ্বখামা ভয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্ৰশস্তদ্বার দিয়া লক্ষ-  
 প্রদানপূৰ্ব্বক বিশাল পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবশিবিরের প্রদেশজ্ঞ মহাবাহু অশ্বখামা প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে  
 ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহের দিকে গমন করিলেন ॥৯॥

তে তু কৃষ্ণা মহৎ কৰ্ম্ম শ্রাস্তাশ্চ বলবদ্রণে ।  
 প্রহুপ্তাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ সমেত্য পরিবারিতাঃ ॥১০॥  
 অথ প্রবিশ্য তদ্বেশ্য ধূষ্টদ্যুম্নস্ত ভারত ! ।  
 পাক্ষাণ্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ স্তম্ভমস্তিকান্ ॥১১॥  
 ক্রৌঞ্চাবদাতে মহতি স্পৰ্ক্ষ্যাস্তরুণসংবৃতে ।  
 মাল্যপ্রবরনংযুক্তো ধূপৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে ॥১২॥ (যুগ্মকম্)  
 তং শয়ানং মহাত্মানং বিশ্রকমকুতোভয়ম্ ।  
 প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থং মহীপতে ! ॥১৩॥  
 সংবুধ্য চরণস্পর্শমুখায় রণদুর্মদঃ ।  
 অভ্যজানদমেয়াস্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । উদ্দেশ্যজ্ঞঃ অবস্থিতিস্থানজ্ঞঃ । গুপ্তচরমুখশ্রবণাদিতি ভাবঃ ॥১০॥  
 ত ইতি । বলবৎ সাতিশরম্ । পরিবারিতা আত্মীয়স্বজননিরতি শেষঃ ॥১১॥  
 অথেনি । বেশ্য গৃহম্ । শয়নে শয়ানাম্; অপশ্যৎ তত্রত্যপ্রদীপালোকেন । ক্রৌঞ্চেন  
 ক্রৌমবজ্রাবরণেন অবদাতে শুভ্রে । স্পর্কিত ইতি স্পর্কি তদেবাস্তরুণং স্পৰ্ক্ষ্যাস্তরুণং তুলাদি-  
 পূর্ণাস্তরাস্তরুণবিশেষভেদে সংবৃতে । বাসিতে সুরভীকৃতে ॥১১—১২॥  
 তমিতি । বিশ্রকঃ বিশ্বস্তম্ । প্রাবোধয়ত অজাগরয়দশ্বখামা ॥১৩॥  
 সমিতি । অমেয়াস্মা অজ্ঞেয়স্বভাবো ধূষ্টদ্যুম্নঃ ॥১৪॥

সেই শিবরের লোকেরা যুদ্ধে গুরুতর কার্য্য করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া  
 শিবিরে আসিয়া, বিশ্বস্তচিত্তে এবং আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিতভাবে নিজা যাইতে-  
 ছিল ॥১০॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর অশ্বখামা ধূষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকটেই  
 দেখিতে পাইলেন—ধূষ্টদ্যুম্ন শয়্যার উপরে শয়ন করিয়া নিজা যাইতেছেন । সেই  
 শয়্যাটা ভূতলে পাতিত ছিল, তাহাতে একটা স্পৰ্ক্ষ্যাস্তরুণ (গদি) বিস্তৃত, তাহার  
 উপরে আবার পটবস্ত্রের আবরণ ও উত্তম পুষ্পমালা বিস্তৃত ছিল এবং তাহা ধূপচূর্ণে  
 সুবাসিত ছিল ॥১১—১২॥

রাজা ! মহাবল ধূষ্টদ্যুম্ন বিশ্বস্তচিত্তে ও অকুতোভয়ে নিজা যাইতেছিলেন,  
 সেই অবস্থায় অশ্বখামা পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন ॥১৩॥

অজ্ঞেয়শক্তি ও যুদ্ধদুর্কর্ষ ধূষ্টদ্যুম্ন পদাঘাত বুঝিতে পারিয়া, মহারথ অশ্বখামাকে  
 জানিতে পারিলেন ॥১৪॥

তমুৎপতন্তুং শয়নাদশ্বখামা মহাবলঃ ।  
 কেশেষ্ণালম্ব্য পাণিভ্যাং নিষ্পিপেম মহীতলে ॥১৫॥  
 স বলান্তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত ! ।  
 নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচেষ্টিতুং তদা ॥১৬॥  
 তমাক্রম্য পদা রাজন্ ! কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ ।  
 নদন্তুং বিম্বুরন্তুঞ্চ পশুমারমমারয়ৎ ॥১৭॥  
 তুদম্মথৈস্তু স দ্রৌণিঃ নাতিব্যক্তমুদাহরৎ ।  
 আচার্য্যপুত্র ! শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ ।  
 ত্বৎকৃতে স্কৃতাশ্লোকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর ! ॥১৮॥  
 এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরন্তপঃ ।  
 স্নতঃ পাঞ্চালরাজস্য আক্রান্তো বলিনা ভূশয় ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । উৎপতন্তুং উত্তিষ্ঠন্তুং, শয়নাৎ শয্যাতে । আলম্ব্য ধৃষ্বা ॥১৫॥  
 স ইতি । সাধ্বসেন ভয়েন । চেষ্টিতুমঙ্গানি চালয়িতুং ॥১৬॥  
 তমিতি । উরসি বকসি । পশুবিব মারয়িষেতি পশুমারম্ । “কর্ম্মণি চোপমানেন”  
 ইতি গম্ । অমাবয়ৎ প্রাহরৎ ॥১৭॥  
 তুদম্মিতি । তুদন্ ব্যখয়ন্ । নাতিব্যক্তমনতিস্পষ্টম্, উদাহরৎ অবদৎ । বট্পাদঃ ॥১৮॥  
 এবমিতি । বলিনা শিবতেজসৈব ধৃষ্টদ্যাম্মাপেক্ষয়া সমধিকবলশালিনা অশ্বখামা ॥১৯॥

পরে ধৃষ্টদ্যাম্ম শয্যা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময় মহাবল অশ্বখামা হস্তযুগলদ্বারা ধৃষ্টদ্যাম্মের কেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন ! অশ্বখামা বলপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতে থাকিলে, ভয় ও নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যাম্ম কোন অঙ্গই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৬॥

রাজা ! সেই অবস্থায় অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যাম্মের বক্ষে ও কণ্ঠে আক্রমণ করিলেন ; তখন ধৃষ্টদ্যাম্ম আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং ছটফট করিতে থাকিলেন । সেই অবস্থায় অশ্বখামা তাঁহাকে পশুর ছায় প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন ধৃষ্টদ্যাম্ম অশ্বখামার অঙ্গে নখাঘাত করিতে থাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—‘মহুগ্ধশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপুত্র ! আপনি বিলম্ব করিবেন না । আমাকে অস্ত্রদ্বারা বধ করুন ; তাহা হইলে আমি আপনার জন্ত পুণ্যালোকে গমন করিতে পারিব’ ॥১৮॥

তস্তাব্যক্তাস্তু তাং বাচং সংশ্রুত্য দ্রৌণিরব্রবীৎ ।

আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংসন ! ।

তস্মাচ্ছত্রেণ নিধনং ন ত্বমহঁসি দুৰ্ম্মতে ! ॥২০॥

এবং ক্রবাণস্তং বীরং সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্ ।

মৰ্ম্মস্বভ্যবধীং ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ স্তদারুণৈঃ ॥২১॥

তস্ত বীরস্ত শব্দেন মার্য্যমাণস্ত বেষ্মনি ।

অবুধ্যস্ত মহারাজ ! স্ত্রিয়ো যে চাস্ত রক্ষিণঃ ॥২২॥

তে দৃষ্ট্ৰ ধৰ্ম্ময়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্ ।

ভূতমেবাধ্যবস্তস্তো ন স্ম প্রবাহরন্ তয়াং ॥২৩॥

তস্ত তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা যমক্ষয়ম্ ।

অধ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য স্তদর্শনম্ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । লোকাঃ বৰ্গাঃ । হে কুলপাংসন ! বংশদুষক ! । ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

এবমিতি । অভ্যবধীং সৰ্ব্বতোভাবেন প্রাহরং । পাদয়োঃ স্টীলৈঃ পদৈঃ ॥২১॥

তস্তেতি । মার্য্যমাণস্ত প্রহিয়মাণস্ত । অবুধ্যস্ত জাগরিতাঃ আসন্ ॥২২॥

ত ইতি । ধৰ্ম্ময়ন্তং তীব্রমাক্রামন্তম্ । ভূতং দেবযোনিবিশেষম্ । অধ্যবস্তস্তো নিশ্চিৎস্তঃ ॥২৩॥

বলবান্ অশ্বখামা তীব্র আক্রমণ করায় শক্রসম্ভাপক ধৃষ্টদ্যায় এইটুকুমাত্র বলিয়াই বিরত হইলেন ॥১৯॥

ধৃষ্টদ্যায়ের সেই অস্পষ্ট বাক্য শুনিয়া অশ্বখামা বলিলেন—‘কুক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক ! গুরুহত্যাকারিগণের পুণ্যলোক প্রাপ্য হয় না । অতএব দুৰ্ম্মতি ! অজ্ঞাঘাতদ্বারা তোর মৃত্যু হওয়া উচিত নহে’ ॥২০॥

ক্রুদ্ধ অশ্বখামা এইরূপ বলিতে থাকিয়া—সিংহ যেমন মত্তহস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ অতিদারুণ চরণের গোড়ালিদ্বারা ধৃষ্টদ্যায়ের সমস্ত মৰ্ম্মস্থানে তীব্র আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২১॥

মহারাজ ! অশ্বখামা সেইরূপ প্রহার করিতে লাগিলে, বীর ধৃষ্টদ্যায়ের আৰ্জুনাদে সেই গৃহের জীলোকেরা এবং যাহারা রক্ষক ছিল, সেই পুরুষেরা জাগরিত হইল ॥২২॥

অশ্বখামা বলপূৰ্ব্বক ধৃষ্টদ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া সেই লোকেরা সকলেই তাঁহাকে অলৌকিকবিক্রমশালী কোন ভূত নিশ্চয় করিয়া ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না ॥২৩॥

স তস্ত ভবনাদ্রাজন্ ! নিক্রম্য নাদয়ন্ দিশঃ ।  
 রথেন শিবিরং প্রায়াজ্জিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী ॥২৫॥  
 অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ।  
 সহিতৈ রক্ষিভিঃ সৰ্বৈঃ প্রণেতুর্ঘোষিতস্তদা ॥২৬॥  
 রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা ভৃগুঃ শোকপরায়ণাঃ ।  
 ব্যক্রোশন্ ক্রত্বিয়াঃ সৰ্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত ভারত ! ॥২৭॥  
 তাসাস্তু তেন শব্দেন সমীপে ক্রত্বিয়র্বভাঃ ।  
 ক্ষিপ্ৰঞ্চ সমনহন্ত কিমেতদিতি চাক্রবন্ ॥২৮॥  
 ত্রিয়স্ত রাজন্ ! বিদ্রুস্তা ভারত্বাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ।  
 অক্রবন্ দীনকর্ঠেন ক্ষিপ্ৰমাদ্রবতেতি বৈ ॥২৯॥

### ভারতকৌয়দী

তমিতি । যমস্ত ক্ষয়ং ভবনম্ । রথং স্বকীয়মেব । সূদর্শনং শোভনম্ ॥২৪॥  
 স ইতি । শিবিরং শিবিরাস্তরম্ । জিঘাংসুর্হৃদমিচ্ছুঃ ॥২৫॥  
 অপেতি । অপক্রান্তে নির্গতে । সহিতৈর্মিলিতৈঃ, রক্ষিভিঃ সহ ॥২৬॥  
 রাজানমিতি । রাজানং পাঞ্চালরাজং ধৃষ্টদ্যুম্নম্ । ক্রত্বিয়াঃ ক্রত্বিয়জাতীয়া স্রমণ্যঃ,  
 ব্যক্রোশন্ উচ্চৈরক্ৰদন্ ॥২৭॥  
 তাসামিতি । শব্দেন আর্তনাদেন, সমীপে স্থিতা ইতি শেবঃ ॥২৮॥  
 ত্রিয় ইতি । ভারত্বাজমখ্যমানম্ । দীনকর্ঠেন আর্তস্বরেণ । আদ্রবত আগচ্ছত ॥২৯॥

অখ্যথামা সেইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, নিজের সুন্দর রথে আসিয়া আরোহণ করিলেন ॥২৪॥

রাজা ! বলবান্ অখ্যথামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সিংহনাদে দিক্‌সকল পূর্ণ করিতে থাকিয়া, রথারোহণেই পাণ্ডবপক্ষের অস্ত্র শিবিরে গমন করিলেন ॥২৫॥

মহারথ অখ্যথামা ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির হইতে নির্গত হইয়া গেলে, সম্মিলিত রক্ষি-  
 গণের সহিত জীলোকেরা আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥২৬॥

ভরতনন্দন ! ধৃষ্টদ্যুম্নের ভোগ্য ক্রত্বিয়রমণীরা সকলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত দেখিয়া,  
 অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ॥২৭॥

তাহাদের সেই আর্তনাদে নিকটবর্তী ক্রত্বিয়জ্ঞেষ্ঠেরা সত্বর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত  
 হইলেন এবং ‘এ কি এ কি’ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥২৮॥

রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জ্ঞানীমহে বয়ম্ ।  
 হুত্বা পাঞ্চালরাজানং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি ॥৩০॥  
 ততস্তে যোধমুখ্যাশ্চ সহসা পর্যাবারয়ন্ ।  
 স তানাপততান্ সৰ্বান্ রুদ্রাজ্ঞেণ ব্যপোথয়ৎ ॥৩১॥  
 ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ হুত্বা স তাংশৈচবাস্ত পদানুগান্ ।  
 অপশ্যচ্ছয়নে স্তপ্তমুক্তমৌজসমস্তিকে ॥৩২॥  
 তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা ।  
 তথৈব মারয়ামাস বিনদন্তুমরিন্দমম ॥৩৩॥  
 যুধামন্যুশ্চ সংপ্রাপ্তো মত্বা তং রক্ষসা হতম্ ।  
 গদামুগ্ৰম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

রাক্ষস ইতি । পাঞ্চালরাজানং ধৃষ্টদ্যুম্নম্ । অদন্ত্বাতাপ অর্ঘ্যঃ ॥৩০॥  
 তত ইতি । পর্যাবারয়ন্ অশ্বখামানং পর্যবেষ্টন্ত । ব্যপোথয়ৎ ব্যানশয়ৎ ॥৩১॥  
 ধৃষ্টেতি । পদানুগান্ অনুচরান্ । শয়নে শয়ীয়াম্ ॥৩২॥  
 তমিতি । উরসি বক্ষসি, তেজসা বলেন । বিনদন্তুমার্তনাদং কুরুন্তুম্ ॥৩৩॥  
 যুধেতি । সংপ্রাপ্ত আগতঃ, রক্ষসা রাক্ষসেন । হৃদি দ্রৌণেনেব বক্ষসি ॥৩৪॥

রাজা ! সেই স্ত্রীলোকেরা অশ্বখামাকে দেখিয়া, ভয়ে আকুল হইয়া, আর্তিস্বরে বলিতে লাগিল—‘তোমরা সত্বর আইস ॥২৯॥

এটা কি রাক্ষস না মানুষ—ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু এই ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়া, রথে উঠিয়া রহিয়াছে’ ॥৩০॥

তাহার পর যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠেরা তৎক্ষণাৎ যাইয়া অশ্বখামাকে পরিবেষ্টন করিবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু অশ্বখামা মহাদেবপ্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা আসিবার সময়েই তাহাদিগকে বধ করিলেন ॥৩১॥

এইভাবে অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও তাহার অনুচরগণকে বধ করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়াই নিকটে দেখিলেন—উত্তমৌজা শয্যার উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন ॥৩২॥

পরে অশ্বখামা চরণদ্বারা বলপূর্বক উত্তমৌজারও বক্ষস্থল এবং কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলে, শত্রুদমনকারী উত্তমৌজা আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ; তখন অশ্বখামা তাঁহাকেও বধ করিলেন ॥৩৩॥



তমভিদ্ৰত্য জগ্রাহ ক্রিতৌ চৈনমতাড়য়ৎ ।  
 বিস্মুরস্তঞ্চ পশুবন্তথৈবৈনমমারয়ৎ ॥৩৫॥  
 তথা স বীরো হত্বা তং ততোহন্যান্ সমুপাদ্রবৎ ।  
 সংস্পৃশ্যেনেব রাজেন্দ্র ! তত্র তত্র মহারথান্ ॥৩৬॥  
 স্মুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশূন্থথে ।  
 ততো নিক্সিংশমাদায় জঘানান্যান্ পৃথগ্জনান্ ॥৩৭॥  
 ভাগশো বিচরন্মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ ।  
 তথৈব গুল্মে সংপ্ৰেক্ষ্য শয়ানান্মধ্যগৌলিকান্ ।  
 শ্রান্তান্ শূন্যায়ুধান্ সৰ্কান্ ক্লেণনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥৩৮॥  
 যোধানন্থান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা ।  
 রুধিরোক্ষিতসৰ্ব্বাপঃ কালশৃষ্ঠ ইবান্তুকঃ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । অভিদ্ৰত্য দ্রুতমভিপত্য, ক্রিতৌ নিপাত্যতি শেষঃ ॥৩৫॥

তথেষতি । বীরঃ অশ্বখামা । সমুপাদ্রবৎ অভ্যধাবৎ ॥৩৬॥

স্মুরত ইতি । শমিতা চেষ্টা । নিক্সিংশং খড়্গাং, পৃথগিতি বীপা জ্ঞেয়া ॥৩৭॥

তথেষতি । গুল্মে শিবিরে, মধ্যগৌলিকান্ সেনামধ্যায়িনঃ সৈনিকান্ শিবিরমধ্যস্থিতান্ বীরান্ বা । ব্যপোথয়নাশয়ৎ । শৃষ্টপাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥৩৮॥

কোন রাক্ষস উত্তমোজাকে নিহত করিয়াছে ইহা মনে করিয়া, বিক্রমশালী যুধামন্যু আগমন করিলেন এবং তিনি গদা উত্তোলন করিয়া বেগে অশ্বখামার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩৪॥

তখন অশ্বখামা বেগে পতিত হইয়া যুধামন্যুকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, প্রহার করিতে লাগিলেন ; সেই সময় যুধামন্যু হস্তপদ সঞ্চালন (ছুট্‌ফুট্‌) করিতে লাগিলে, অশ্বখামা তাঁহাকেও পশুর ন্যায় হত্যা করিলেন ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! মহাবীর অশ্বখামা সেইভাবে যুধামন্যুকে বধ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিদ্রিত অগ্ন্যস্ত্র মহারথগণের দিকে বেগে যাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

যজ্ঞীয় পশুগণ কম্পিত ও স্মুরিত হইতে লাগিলে, ছেদনকারী লোক যেমন সেনুলিকে ছেদন করে ; তেমন অশ্বখামাও খড়্গ ধারণ করিয়া, স্মুরিত ও কম্পিত লোকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছেদন করিলেন ॥৩৭॥

অসিযুদ্ধবিশারদ অশ্বখামা শিবিরের ভাগে ভাগে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে থাকিয়া, সেইরূপই শিবিরের মধ্যস্থানে নিদ্রিত, পরিশ্রান্ত ও নিরস্ত্র সমস্ত যোদ্ধাকেই কণকাল মধ্যে বিনাশ করিলেন ॥৩৮॥

বিস্ফুর্ত্তিচ্চ তৈর্দ্রৌণিনিজ্জিশশ্যোদ্রমেন চ ।  
 আক্ষেপণেন চৈবাসেস্জিধা রক্তোক্ষিতোহভবৎ ॥৪০॥  
 তস্য লোহিতসিক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ ।  
 অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥৪১॥  
 যে স্বজাগ্রত কৌরব্য ! তেহপি শব্দেন মোহিতাঃ ।  
 নিরীক্ষমাণা অন্তোদ্রাণি দৃষ্ট্বা প্রবিব্যাধুঃ ॥৪২॥  
 তদ্রূপং তস্য তে দৃষ্ট্বা কত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষণঃ ।  
 রাক্ষসং মন্থমানাস্তং নয়নানি স্মলয়ন্ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

যোধানিতি । বরাগিনা উত্তমখড়্গেন । কালস্থটো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৩৯॥  
 বীতি । বিস্ফুর্ত্তিঃ সঞ্চলতিঃ, তৈশ্ছিন্নৈশ্ছিন্নমানৈশ্চ গজাদিভিঃ, নিজ্জিশশ্য খড়্গস্ত,  
 উদ্রমেন উত্তোলনেন । আক্ষেপণেন আকর্ষণেন ॥৪০॥  
 তন্ত্বেতি । লোহিতসিক্তস্য রক্তাপ্তস্ত, যুধ্যতো যুধ্যমানস্ত ॥৪১॥  
 য ইতি । শব্দেন মাধ্যমাণানামার্ত্তনাদেন । প্রবিব্যাধুর্বিভূতঃ ॥৪২॥

### ভারতভাবদীপঃ

কৃতমিতি সধকঃ ॥৪—৬॥ বাং যুবাং প্রাপ্যোতি শেষঃ ॥৭—৮॥ উদ্দেশজ্ঞো খুট্ভ্যামূলকঃ  
 ॥৯—২০॥ পাদাঙ্গীলৈঃ পাদগ্রস্থিভিঃ পার্শ্বিষাঠৈরিত্যর্থঃ ॥২১—৩৩॥ তৈশ্ছিন্নগাত্রৈর্বিস্ফুর্ত্তি-  
 জ্জেষাং শরীরাদুচ্ছলন্তী রক্তরিন্দুরিত্যর্থঃ । অসেঃ শোণিতার্জ্জ্বোদ্রমাদুষ্টিধারা লোহিত-  
 ধারা বাহুল্যমায়োতি, যত্রাসিঃ কিপ্যতে ততোহপি স্থানান্তরবিন্দবঃ উচ্ছলন্তি, তৈশ্ছিত্তিঃ

ক্রমে রক্তে অশ্বখামার সমস্ত অঙ্গ আপ্ত হইয়া গেল ; সেই অবস্থায় তিনি  
 উত্তম খড়্গদ্বারা দৈবপ্রেরিত যমের স্তায় হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিতে  
 লাগিলেন ॥৩৯॥

হিন্ন ও ছিद्यমান লোকদিগের অঙ্গ সঞ্চালন, খড়্গ উত্তোলন এবং খড়্গ  
 আকর্ষণ—এই তিনটা ব্যাপারেই অশ্বখামার সমস্ত অঙ্গ রক্তে আপ্ত হইয়া  
 গিয়াছিল ॥৪০॥

রক্তাপ্তদেহ ও উজ্জল খড়্গধারী যুধ্যমান অশ্বখামার আকৃতিটা অতিভীষণ ও  
 অমানুষিক হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৪১॥

কৌরবনন্দন ! তৎকালে যাহারা জাগরিত হইল, তাহারাও অশ্বখামাকে  
 দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া,  
 অশ্বখামার দিকে চাহিয়া ভয়ে আকুল হইতে লাগিল ॥৪২॥

(৪৩)·· কত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষণঃ··নি

স যোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ ।

অপশ্দদ্রোপদীপুত্রানবশিষ্ঠাংশ্চ সোমকান্ ॥৪৪॥

তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধমুর্হস্তা মহারথাঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং শ্রুত্বা দ্রোপদেয়া বিশাংপতে ! ।

অবাকিরন্ শরত্রাতৈর্ভারদ্বাজমভীতবৎ ॥৪৫॥

ততস্তেন নিনাদেন সংপ্রবুদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ ।

শিলীমুখৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রোণপুত্রং সমাদ্যন্ ॥৪৬॥

ভারদ্বাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষাণি বর্ষতঃ ।

ননাদ বলবদ্যদং জিঘাংসস্তান্মহারথান্ ॥৪৭॥

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ।

অবরুহ্য রথোপস্থান্বরমাণোহভিহুত্ৰবে ॥৪৮॥

### ভারতকৌমুদী

তদिति । তত্ত্ব অশ্বখারঃ । শক্রকর্মিণঃ শক্রহস্তারঃ ॥৪৩॥

স ইতি । কালবদ্যন ইব ॥৪৪॥

তেনেতি । দ্রোপদেয়া দ্রোপদাঃ পুত্রাঃ । শরাণাং ত্রাতৈঃ সমূহৈঃ । ঘটপাদঃ ॥৪৫॥

তত ইতি । সংপ্রবুদ্ধা জাগরিতাঃ । প্রভদ্রকাস্তবংশীয়াঃ । শিলীমুখৈর্বাণৈঃ ॥৪৬॥

ভারদ্বাজ ইতি । বর্ষতঃ কুর্ষতঃ । ননাদ চকার, বলবদ্যদ্যস্তম্ ॥৪৭॥

তত ইতি । রথস্ত উপস্থান্বাদেশাৎ । অভিহুত্ৰবে ক্রতং দ্রোপদেয়ানামভিমুখং  
অগাম ॥৪৮॥

শক্রহস্তা সেই ক্ষত্রিয়েরা অশ্বখামার সেই আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস মনে করিয়া, ভয়ে নয়ন নুজ্রিত করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তর ভীষণমূর্ত্তি অশ্বখামা যমের স্থায় শিবিরে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে তিনি দ্রোপদীর পুত্রগণকে ও অবশিষ্ট সোমকদিগকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৪॥

নরনাথ ! মহারথ দ্রোপদীর পুত্রগণ সেই কোলাহলে চকিত হইয়া ধমু ধারণ করিয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শুনিয়াও নির্ভয় থাকিয়া বাণসমূহদ্বারা অশ্বখামাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

তার পর সেই কোলাহলে, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকেরা জাগরিত হইয়া বাণদ্বারা অশ্বখামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

তখন অশ্বখামা দ্রোপদীর পুত্রগণকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া, সেই মহারথ-গণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বিশাল সিংহনাদ করিলেন ॥৪৭॥

সহস্রচন্দ্রং বিমলং গৃহীত্বা চন্দ্রং সংযুগে ।  
 খড়্গাৎ বিপুলং দিব্যং জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ।  
 দ্রৌপদেয়ানভিক্রত্য খড়্গেন ব্যধমদ্বলী ॥৪৯॥  
 ততঃ স নরশাৰ্দূল ! প্রতিবিক্র্যং মহাহবে ।  
 কুক্ষিদেবেহবধীদ্রোহন ! স হতো ঞ্চপতন্তুবি ॥৫০॥  
 প্রাসেন বিদ্ধা দ্রৌণিস্তু স্ততসোমঃ প্রতাপবান্ ।  
 পুনশ্চাসিং সমুত্তম্য দ্রোণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥৫১॥  
 স্ততসোগম্য সাসিং তং বাহুং ছিত্বা নরর্ষভ ! ।  
 পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ॥৫২॥  
 নাকুলিস্ত শতানীকো রথচক্রেণ বীর্যবান্ ।  
 দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন বক্ষশ্চেনমতাড়য়ৎ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি । সহস্রং চন্দ্রাশ্চন্দ্রাকাররোপ্যখণ্ডা যত্র তৎ । জাতরূপপরিষ্কৃতং স্বর্ণশোভিতম্ ।  
 অতিক্রত্য ক্রতমভিগত্য, ব্যধমদাক্রামৎ । ষট্-পাদেহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥  
 তত ইতি । প্রতিবিক্র্যং দ্রৌপত্যাং বুদ্ধিবিজ্ঞাতম্ । কুক্ষিদেবে উদরস্থানে ॥৫০॥  
 প্রাসেনেতি । স্ততসোমো দ্রৌপত্যাং ভীমাত্মপন্নঃ । উপাদ্রবদভ্যাবৎ ॥৫১॥  
 স্ততেতি । অসিনা সছেতি সাসিস্তম্ । আহনৎ অতাড়য়ৎ, পার্শ্বে হৃদয়স্তৈব ॥৫২॥  
 নাকুলিরিতি । দ্রৌপত্যাং জাতো নকুলপুত্রো নাকুলিঃ । দোভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৫৩॥

তাহার পর অশ্বখামা পিতার বধ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রথ হইতে  
 অবতরণপূর্বক সত্বর দ্রৌপদীপুত্রগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ অশ্বখামা সহস্র চন্দ্রচিহ্নসময়িত চন্দ্র (চাল) এবং স্বর্ণখচিত  
 বিশাল তরবারি ধারণ করিয়া, সত্বর যাইয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণকে আক্রমণ  
 করিলেন ॥৪৯॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা ! তদনন্তর অশ্বখামা তরবারিধারা প্রতিবিক্র্যের উদরদেশে  
 আঘাত করিলেন ; তখন তিনি নিহত হইয়া পতিত হইলেন ॥৫০॥

এই সময় প্রতাপশালী স্ততসোম প্রাসদ্বারা অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া, পুনরায়  
 তরবারি উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তখন অশ্বখামা তরবারিধারা স্ততসোমের তরবারিযুক্ত দক্ষিণবাহু  
 ছেদন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের পার্শ্বে আঘাত করিলেন ; তখন স্ততসোম বিদীর্ণহৃদয়  
 হইয়া পতিত হইলেন ॥৫২॥

অত্যাড়য়চ্ছতানীকং যুক্তচক্রং দ্বিজস্ব সঃ ।  
 স বিহ্বলো যযৌ ভূমিং ততোহস্তাপাহরচ্ছিরঃ ॥৫৪॥  
 ঞ্চতকর্মা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ ।  
 অভিভ্রাতা যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভ্রশম্ ॥৫৫॥  
 স তু তং ঞ্চতকর্মাগমাশ্চে জয়ে বরাসিনা ।  
 স হতো ন্যপতদ্ভূমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতাননঃ ॥৫৬॥  
 তেন শব্দেন বীরস্ব ঞ্চতকীর্ত্তিমহারথঃ ।  
 অশ্বখামানমাসাশ্চ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৫৭॥  
 তস্তাপি শরবর্ষাণি চর্ম্মণা প্রতিবার্য্য সঃ ।  
 সকুণ্ডলং শিরঃকায়াদ্ভ্রাজমানমপাহরৎ ॥৫৮॥

### ভারতকৌমুদী

অত্যাড়য়দিতি । যুক্তচক্রং নিক্ষিপ্তরথচক্রম্, দ্বিজো ব্রাহ্মণোহশ্বখামা ॥৫৪॥

ঞতেতি । ঞ্চতকর্মা দ্রৌপত্ত্যামর্জুনাদুৎপন্নঃ । সব্যে বামে বাহৌ, সফলকে চর্ম্ম  
 যুক্তে ॥৫৫॥

স ইতি । আশ্চে যুখে, জয়ে আজয়ান । বিমূঢ়ো মূচ্ছিতঃ ॥৫৬॥

তেনেতি । তেন ঞ্চতকর্ম্মকৃতেন, শব্দেন আর্জনাদেন, ঞ্চতকীর্ত্তিদ্রৌপত্ত্যাং সহদেবা-  
 ক্ষাতম্ ॥৫৭॥

পরে নকুলপুত্র বলবান্ শতানীক বাহুযুগলদ্বারা রথচক্রে উত্তোলন করিয়া,  
 বেগে অশ্বখামার বক্ষে আঘাত করিলেন ॥৫৩॥

শতানীক রথচক্র নিক্ষেপ করিলে, অশ্বখামাও তাঁহাকে প্রহার করিলেন ।  
 তখন শতানীক বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ; সেই সময় অশ্বখামা তাঁহার  
 মস্তক ছেদন করিলেন ॥৫৪॥

পরে ঞ্চতকর্মা একটা পরিঘ ধারণ করিয়া বেগে যাইয়া অশ্বখামাকে চর্ম্মফলক-  
 যুক্ত বাম হস্তে আঘাত করিলেন ॥৫৫॥

পরে অশ্বখামা উত্তম তরবারিদ্বারা ঞ্চতকর্ম্মার মুখদেশে আঘাত করিলেন ;  
 তখন ঞ্চতকর্মা বিকৃতমুখ, নিহত ও অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৬॥

ঞ্চতকর্ম্মার আর্জনাদ স্তনিয়া বীর ও মহারথ ঞ্চতকীর্ত্তি আসিয়া, বাণবর্ষণ  
 করিয়া, অশ্বখামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

(৫৫).... পরিঘং ঘোরং গৃহ্ হৃদাক্রণম্...অত্যাড়য়ৎ সমুত্তম্য বেগেন দ্রৌণিসুহৃৎস্বয়ন্—নি ।

(৫৬)....নিমূঢ়া বিকৃতাননঃ...নি ।

ততো ভীষ্মনিহস্তারং সহ সৰ্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ।  
 আহনৎ সৰ্ব্বতো বীরং নানাপ্রহরণৈর্বলী ।  
 শিলীমুখেন চাপেয়ং ভ্রুবোর্মধ্যে সমাপয়ৎ ॥৫৯॥  
 স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ।  
 শিখণ্ডিনং সমাসাশ্ব দ্বিধা চিচ্ছেদ সোহসিনা ॥৬০॥  
 শিখণ্ডিনং ততো হস্তা ক্রোধাবিষ্টঃ পরম্পরঃ ।  
 প্রভদ্রকগণান্ সৰ্ব্বানভিছূদ্রাব বেগবান্ ।  
 যচ্চ শিষ্টং বিরাটশ্চ বলন্ত ভৃশমাদ্রবৎ ॥৬১॥  
 দ্রুপদশ্চ চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সুহৃদামপি ।  
 চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ॥৬২॥  
 অন্যান্যাস্চ পুরুষানভিস্থত্যাভিস্থত্যা চ ।  
 ত্র্যকুস্তদসিনা দ্রৌণিরসিমাৰ্গবিশারদঃ ॥৬৩॥

### ভারতকৌমুদী

ভজতি । স অশ্বখামা । ভ্রাজমানং শোভমানম্ ॥৫৮॥

তত ইতি । ভীষ্মনিহস্তারং শিখণ্ডিনম্ । আহনৎ প্রাহরৎ । বিকরণলোপাতাব  
 আৰ্ঘ্যঃ । প্রহরণৈরজৈঃ । শিলীমুখেন বাণেন । সমাপয়দপীড়য়ৎ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥

স ইতি । মহাবলঃ শিবপ্রসাদেন পূৰ্ব্বতোহপি সমধিকবলঃ ॥৬০॥

শিখণ্ডিনমিতি । শিষ্টমবশিষ্টম্ । আদ্রবর্যপীড়য়ৎ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬১॥

দ্রুপদভজতি । কদনং মহামারীম্ । মহাবলঃ অশ্বখামা ॥৬২॥

তখন অশ্বখামা চন্দ্রদ্বারা শ্রুতকীর্তির বাণ সকল নিবারণ করিয়া তরবারির  
 আঘাতে তাঁহারও কুণ্ডলযুক্ত সুন্দর মস্তকটা ছেদন করিলেন ॥৫৮॥

তদনন্তর বলবান্ অশ্বখামা নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সমস্ত প্রভদ্রকের সহিত  
 শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং একটা বাণদ্বারা তাঁহার ক্রযুগলের মধ্যে  
 আঘাত করিলেন ॥৫৯॥

পরে মহাবল অশ্বখামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া তরবারিদ্বারা শিখণ্ডীকে দুই-  
 ভাগে ছেদন করিলেন ॥৬০॥

ক্রুদ্ধ ও শত্রুসন্তাপকারী অশ্বখামা শিখণ্ডীকে বধ করিয়া, বেগে প্রভদ্রকগণের  
 অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটের যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকেও  
 গুরুতর পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৬১॥

ক্রমে মহাবল অশ্বখামা দেখিয়া দেখিয়া দ্রুপদরাজার পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদগণের  
 মধ্যে মহামারী ঘটাইতে থাকিলেন ॥৬২॥

কালীং রক্তাশ্রনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্ ।  
 রক্তাশ্রধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥৬৪॥  
 দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্ ।  
 নরাশ্বকুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধা যোঠৈঃ প্রতস্থবীম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)  
 হরস্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূৰ্দ্ধজান্ ।  
 তথৈব চ গদা রাজন্ ! শস্ত্রশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥৬৬॥  
 স্বপ্নে স্থপ্তান্ নয়স্তীং তাং রাত্রিষষ্ঠ্যাম্ মারিষ ! ।  
 দদৃশুর্ঘোষমুখ্যাস্তে ব্রহ্মং দ্রৌণিঞ্চ সৰ্বদা ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)  
 যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরুপাণ্ডবদেনয়োঃ ।  
 ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্বন্ দ্রৌণিমেব চ ॥৬৮॥  
 তাংস্ত দৈবহতান্ পূৰ্ব্বং পশ্চাদ্দ্রৌণিৰ্ণ্যাপাতয়ৎ ।  
 ত্রাসয়ন্ সৰ্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥৬৯॥

### ভারতকৌমুদী

অত্যানিতি । শ্রুত্বস্তদচ্ছিনৎ । শিবপ্রসাদ এবাত্র মূলমিতি বোধ্যম্ ॥৬৩॥  
 শিবপ্ররোচনয়া কালরাত্রেরেব তৎসংহারে মুখ্যকৃত্ত্বমভিধাতুমাহ কালীমিতি ।  
 কুটুম্বিনীমস্তাশ্রসহচরীযুক্তাম্ । তে পাণ্ডবশিবিস্থা জনাঃ । প্রতস্থবীঃ প্রস্থিতবতীম্ ॥৬৪—৬৫॥  
 হরস্তীগিতি । প্রেতান্ মৃতান্ । বিমূৰ্দ্ধজান্ বিমুক্তকেশান্ । স্থপ্তান্ নিদ্রিতান্ ॥৬৬—৬৭॥  
 যত ইতি । সংগ্রামঃ প্রবৃত্তঃ । অপশ্বন্ অনেকে স্বপ্ন এবেতি শেষঃ ॥৬৮॥

অসিমাৰ্গবিশারদ অশ্বখামা অস্তাশ্র পুরুষগণের নিকটে যাইয়া যাইয়া অসিদ্ধারা  
 তাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

তৎকালে সেই পুরুষেরা দেখিল—রক্তবদনা, রক্তনয়না, রক্তমাল্যা, রক্তাশ্র-  
 লেপনা, রক্তবসনা, পাশহস্তা, অনেক সহচরীযুক্তা ও কালরাত্রিশ্বরূপা এক কালীমূর্তি  
 কখনও গান করিতেছে, কখনও দাঁড়াইতেছে এবং কখনও ভীষণ পাশদ্বারা হস্তী,  
 অশ্ব ও মনুষ্যগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥৬৪—৬৫॥

মাননীয় রাজা ! সেই পুরুষেরা পূৰ্বেও প্রত্যেক রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিত—  
 কালরাত্রিশ্বরূপা কালী মৃত ও নিদ্রিত নানাবিধ প্রাণিগণকে এবং মুক্তকেশ ও  
 নিরস্ত্র মহারথদিগকে পাশে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; আর  
 অশ্বখামা অনবরত তাহাদিগকে বধ করিতেছেন ॥৬৬—৬৭॥

যদবধি কোরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল ; তদবধি অনেকেই  
 সেই কালীকে ও অশ্বখামাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইত ॥৬৮॥

তদনুস্মৃত্য তে বীরা দৰ্শনং পূৰ্ব্বকালিকম্ ।  
 ইদং তদিত্যমণ্ডন্ত দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥৭০॥  
 ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যন্ত ধ্বনিঃ ।  
 শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৭১॥  
 সোহচ্ছিনং কশ্চচিৎ পাদৌ জঘনৈকৈব কশ্চচিৎ ।  
 কাংশ্চিদ্ধিভেদ পার্শ্বেযু কালম্বষ্ঠ ইবাস্তকঃ ॥৭২॥  
 অত্যাগ্রপ্রতিপিতৈশ্চ নদন্তিষ্ঠ ভৃশাতুরৈঃ ।  
 গজাশ্বমথিতৈশ্চাত্মৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো ! ॥৭৩॥

### ভারতকৌমুদী

অতএব ফলিতার্থমাহ তানিতি । সৰ্বভূতানি গজাশ্বাদীন্ সৰ্বপ্রাণিনঃ ॥৬৯॥  
 তদिति । দৰ্শনং স্বপ্নকালীনম্ ॥৭০॥  
 তত ইতি । তেন দ্রৌণিকৃতেন, প্রত্যবুধ্যন্ত জাগরিতা আসন্ ॥৭১॥  
 স ইতি । সঃ অশ্বখামা । বিভেদ বিদারয়ামাস, কালম্বষ্ঠো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৭২॥  
 অতীতি । অত্যাগ্রং যথা শাস্ত্রাণাং প্রতিপিষ্টৈঃ অশ্বখামৈব ভুবি মর্দিতৈঃ ; কীর্ণা  
 ব্যাণ্ডাঃ ॥৭৩॥

সেই সকল লোক পূৰ্বেই দৈবকৰ্ত্তক নিহত হইয়াছিল ; পরে অশ্বখামা ভীষণ  
 গৰ্জনকরতঃ, সমস্ত প্রাণীর ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, তাহাদিগকে নিপাতিত  
 করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

দৈবপীড়িত সেই বীরেরা পূৰ্ব্বের সেই স্বপ্নদৰ্শন স্মরণ করিয়া, ‘এই সেই’  
 এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

তাহার পর পাণ্ডবশিবিরের শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুৰ্দ্ধর সেই শব্দে  
 জাগরিত হইয়া উঠিলেন ॥৭১॥

তখন কালপ্রেরিত যমের শ্রায় অশ্বখামা তরবারিদ্বারা কাহারও চরণযুগল  
 এবং কাহারও জঘনদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন ; আর কাহারও কাহারও  
 পার্শ্বদেশ বিদারণ করিতে থাকিলেন ॥৭২॥

রাজা ! তৎকালে অশ্বখামা অতিভীষণভাবে ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া কতক-  
 গুলি লোককে নিহত করিলেন । কতকগুলি লোক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আৰ্ত্তনাদ  
 করিতে লাগিল, অপর কতকগুলি লোক হস্তী ও অশ্বের পদাঘাতে মর্দিত হইল ;  
 চরাং তখন মাজুঘের দেহে ভূতল ব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥৭৩॥



ক্রোশতাং কিমিদং কোহয়ং কঃ শব্দঃ কিমু কিং কৃতম্ ।

এবং তেষাং তদা দ্রৌণিরন্তকঃ সমপদ্যত ॥৭৪॥

অপেতশত্রুসন্নাহান্ সমদ্বান্ পাণ্ডুযজ্ঞয়ান্ ।

প্রাহিণোমু তুলোকায় দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৭৫॥

ততস্তচ্ছবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াতুরাঃ ।

নিদ্রোদ্ধা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥৭৬॥

উরুস্তন্তুগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতোজসঃ ।

বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরম্পরম্ ॥৭৭॥

### ভারতকৌমুদী

ক্রোশতামিতি । ক্রোশতামুচ্চৈবদতাম্ । কৃতমনেন । সমপদ্যত সমজায়ত ॥৭৪॥

অপেতেতি । অপেতশত্রুসন্নাহান্ অস্ত্রযুদ্ধসজ্জাহীনান্, সন্নান্ সহসা কৃতযুদ্ধসজ্জান্ ॥৭৫॥

তত ইতি । উৎপতন্তঃ শয়নাদুন্নিষ্টন্তঃ । নষ্টসংজ্ঞাস্তিরোহিতচেতনাঃ, নিলিল্যিরে নিপেতুঃ । অশ্বখায়ঃ প্রহারৈর্নিহতবাদিতি ভাবঃ ॥৭৬॥

উর্কিতি । উর্কোঃ স্তম্ভো ভয়েন নিশ্চলত্বং তেন গৃহীতা আক্রান্তাঃ, কশ্মলেন কর্তব্যভা-  
মোহেন অভিহতোজসো নষ্টভেজসঃ । সমাসীদন্ সন্নিহুতো অভবন্ ॥৭৭॥

‘এ কি।’ ‘এ কে।’ ‘এ কাহার শব্দ’ ‘কি হইল’ এবং ‘এ কি করিল’ এই ভাবে তত্রত্য লোকেরা উচ্চস্বরে বলিতেছিল ; এমন সময় অশ্বখামা তাহাদের যমস্বরূপ হইতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তত্রত্য বীরেরা নিদ্রা যাইবেন বলিয়া পূর্বে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধসজ্জা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে পুনরায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতেছিলেন ; এমন সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

পরে কতকগুলি যোদ্ধা নিদ্রাতুর ও অচেতনপ্রায় অবস্থায় সেই কোলাহল শুনিয়া, ভীত হইয়া, শয্যা হইতে উঠিতে থাকিয়াই অশ্বখামার প্রহারে নিহত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল ॥৭৬॥

ভয়ে কতকগুলি যোদ্ধার উরুযুগল নিশ্চল হইয়া গেল এবং কর্তব্যমোহ উপস্থিত হওয়ায় তেজ তিরোহিত হইল ; সেই অবস্থায় তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া, আতর্জন করিতে থাকিয়া, পরস্পর নিকটবর্তী হইতে লাগিল ॥৭৭॥

(৭৪)....পাঞ্চালানাং তদা দ্রৌণিঃ . নি । (৭৬) ততস্তচ্ছবিত্রস্তা ভয়াদভ্যপদন্  
নরাঃ...নিপেতিরে—নি ।

ততো রথং পুনর্যৌ গিরাস্বিতো ভীমনিশ্বনম্ ।  
 ধনুস্পাণিঃ শরৈরগ্ৰান্ প্রৈষয়দ্বৈ যমক্ষয়ম্ ॥৭৮॥  
 পুনরুৎপততচ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্ ।  
 শূরান্ সম্পততচ্চাশ্বান্ কালরাট্র্যে শ্বেবেদয়ৎ ॥৭৯॥  
 তথৈব শ্বন্দনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি ।  
 শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবর্ষচ্ছাত্রবাংস্ততঃ ॥৮০॥  
 পুনশ্চ হ্রুবিচিত্রেণ শতচন্দ্রেণ চর্ম্মণা ।  
 তেন চাকাশবর্ণেন তদাচরত সোহসিনা ॥৮১॥  
 তথা স শিবিরং তেষাং দ্রৌগিরাহবহুর্ম্মদঃ ।  
 ব্যাক্ষোভয়ত রাজেন্দ্র ! মহাহ্রদমিব দ্বিপঃ ॥৮২॥  
 উৎপেতুস্তেন শব্দেন যোধা রাজন্ ! বিচেতসঃ ।  
 নিদ্রার্ভাশ্চ ভয়ার্ভাশ্চ ব্যধাবন্ত ততস্ততঃ ॥৮৩॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আহিত আকৃষ্ণঃ । যমস্ত ক্ষয়ং ভবনম্ ॥৭৮॥

পুনরিত্তি । উৎপততঃ প্রহারেণ পতিত্বা উস্তিগ্নতঃ । কালরাট্র্যে শ্বেবেদয়দ্যনাশয়ৎ ॥৭৯॥

তথেন্তি । শ্বন্দনস্ত স্বরথস্ত অগ্রেণ সগুপ্তভাগেন, বিধাবতি দ্রুতং চরতি স ॥৮০॥

পুনরিত্তি । আকাশবর্ণেন আকাশবর্ণিস্থলেন, অসিনা স্বজ্ঞেন চ বিশিষ্টঃ ॥৮১॥

তথেন্তি । ব্যাক্ষোভয়ত ব্যালোড়য়ৎ । দ্বিপো হস্তী ॥৮২॥

তদনন্তর অশ্বখামা গুরুতর শব্দকারী রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনু ধারণ করিয়া বাণদ্বারা অপর কতকগুলি যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৭৮॥

নরশ্রেষ্ঠেরা অশ্বখামার প্রহারে ভূতলে পতিত হইয়া, আবার উঠিতে লাগিলে এবং অশ্রু বীরেরা আসিতে থাকিলে, সেই দূরবর্তীদিগকেও অশ্বখামা বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

সেইরূপই অশ্বখামা রথসমুখদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিয়া, বেগে বিচরণ করিতে থাকিলেন এবং নানাবিধ বাণদ্বারা শত্রুগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

পুনরায় অশ্বখামা শতচন্দ্রচিরুযুক্ত বিচিত্র চর্ম্ম এবং আকাশের স্তায় নির্মল ভরবারি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৮১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! হস্তী যেমন বিশাল হ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধহর্ষ অশ্বখামা পাণ্ডবশিবির আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

বিশ্বরং চুক্রশুশ্চাশ্চে বহুবন্ধং তথাবদন্ ।  
 ন চ স্ম প্রত্যপদন্তু শাস্ত্রাণি বসনানি চ ॥৮৪॥  
 বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যশ্চে নাভ্যজানন্ পরম্পরম্ ।  
 উৎপতন্তোহপতন্তুস্তাঃ কেচিত্তব্রাহ্মণস্তথা ॥৮৫॥  
 পুরীষমশ্বজন্ কেচিৎ কেচিম্ ত্রং প্রশ্বস্রবুঃ ।  
 বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র ! সংছিদ্র তুরগা দ্বিপাঃ ॥৮৬॥  
 সমং পর্যাপতংশ্চাশ্চে কুর্কন্তো মহদাবলম্ ।  
 তত্র কেচিন্নরা ভীতা ব্যলীয়ন্ত মহীতলে ।  
 তথৈব তান্ নিপতিতানপিংষন্ গজবাজিনঃ ॥৮৭॥  
 তস্মিংস্তথা বর্তমানে রক্ষাংসি পুরুষবর্ষত ! ।  
 হৃষ্টানি ব্যানদমুচ্চৈর্মুদা ভরতশতম ! ॥৮৮॥

### ভারতকৌমুদী

উদিতি । উৎপেতুঃ শয়নাদুত্তমঃ, বিচেতগো নিদ্রাকৃতয়া বিশিষ্টচেতনাহীনাঃ ॥৮৩॥  
 বিশ্বমিতি । বিশ্বং বিরূতশব্দং যথা শ্রাস্তথা চুক্রশুশ্চাশ্চবুঃ ; অবন্ধমসংবন্ধম্ ॥৮৪॥  
 বিমুক্তেতি । উৎপতন্তুঃ শয়নাদুত্তীর্ণস্ত এব দ্রৌণিপ্রহারেণাপতন্ ॥৮৫॥  
 পুরীষমিতি । পুরীষং বিষ্ঠাম্, অশ্বজন্ অশ্বজন্ ॥৮৬॥  
 সমমিতি । মহৎ শিবিরম্ । ব্যলীয়ন্ত শ্রুপতন্ত । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮৭॥

রাজা ! তখন অনেক যোদ্ধা অচেতনপ্রায় অবস্থায় শয্যা হইতে উঠিতে লাগিল এবং নিদ্রাক্ষ ও ভয়ার্ভ হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥৮৩॥

অনেকে বিরূতশব্দে আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং বহুলোক অনেক অসংবদ্ধ কথা বলিতে থাকিল ; কিন্তু তাহারা নিদ্রার আবেশে আপনাদের অস্ত্র ও বস্ত্র খুঁজিয়া পাইতে লাগিল না ॥৮৪॥

মুক্তকেশ কতকগুলি লোক নিদ্রার আবেশে পরম্পরকে চিনিতে পারিল না, অনেক লোক শয্যা হইতে উঠিতে থাকিয়া অশ্বখামার প্রহারে আবার পতিত হইতে থাকিল এবং অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৮৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! হস্তী ও অশ্বগণ বন্ধন ছেদন করিয়া ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিল ॥৮৬॥

অনেক লোক বিশাল পাণ্ডবশিবিরকে আকুল করিতে থাকিয়া যুগপৎ নানা-দিকে ধাবিত হইতে থাকিল, কতকগুলি লোক ভীত হইয়া ভূতলে লুকারিত হইল ; সেই সময় হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে নিপেষণ করিতে লাগিল ॥৮৭॥

স শব্দঃ পূরিতো রাজন্ ! ভূতসংঘৈর্মুদায়ুতৈঃ ।  
 অপূরয়দ্দিশঃ সৰ্ব্বা দিব্যধাতিমহাস্থনঃ ॥৮৯॥  
 তেভামার্তস্বরং শ্রুত্বা বিব্রস্তা গজবাজিনঃ ।  
 মুক্তাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ ! যুদন্তঃ শিবিরে জনান্ ॥৯০॥  
 তৈস্তত্র পরিধাবন্তিস্চরণৌদীরিতং রজঃ ।  
 অকরোচ্ছিবিরে তেবাং রজস্যাং দ্বিগুণং তমঃ ॥৯১॥  
 তস্মিন্স্থমসি সজ্জাতে প্রমুঢ়াঃ শিবিরে জনাঃ ।  
 নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ ভ্রাতর এব চ ॥৯২॥  
 গজা গজানতিক্রম্য নির্মল্লুপান্ হয়া হয়ান্ ।  
 অত্যাড়য়ন্তথাভগ্নংস্থথায়ুদন্তং চ ভারত ! ॥৯৩॥

## ভারতকৌমুদী

ভস্মিরিতি । ভস্মি জনকয়ে । রক্ষাংসীতি মাংসভোজিপ্রাণিমাংসপয়ম্ ॥৮৮॥  
 স ইতি । পূরিতঃ সশব্দেন বর্জিতঃ, অতএব মহাশব্দো মহাশব্দতয়া পরিণতঃ ॥৮৯॥  
 তেভামিতি । মুক্তা বন্ধনাং অলিতাঃ সন্তঃ, পর্য্যপতন্ সমস্তাদধাবন্ ॥৯০॥  
 তৈরিতি । চরণৈঃ উদীরিতম্ উত্তোলিতম্, রজো ধূলিঃ ॥৯১॥  
 ভস্মিরিতি । প্রমুঢ়া দৃষ্টিশক্তিহীনতয়া প্রকৃতনির্ণয়াক্ষমচিত্তাঃ ॥৯২॥

## ভারতভাবদীপঃ

প্রকারৈরেব রক্তোক্তিতো ন তু স্বদেহস্তায়েন প্রহারাদিত্যর্থঃ ॥৪০—৪৪॥ কলকেহত্যাড়য়-  
 দিত্যর্থঃ ॥৫৫—১৪॥ পাতুস্বপ্নান্ পাতুবসবন্ধিনঃ স্বপ্নান্, পাণ্ডোগোত্রাপত্যানি স্বপ্নান্ চ

ভরতবংশপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ লোককন্য় চলিতে লাগিলে, মাংসভোজী  
 প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া উচ্চস্বরে নানাবিধ রব করিতে থাকিল ॥৮৮॥

রাজা ! আনন্দিত প্রাণীরা সেই শব্দকে বর্জিত করিলে, তাহা মহাশব্দে  
 পরিণত হইয়া সমস্ত দিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিতে লাগিল ॥৮৯॥

রাজা ! তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়া হস্তী ও অশ্বগণ ভীত ও বন্ধনমুক্ত হইয়া,  
 শিবিরमध्ये নিদ্রিত মল্লগগকে নিষ্পেষণ করিতে থাকিয়া, সকল দিকে ধাবিত  
 হইতে লাগিল ॥৯০॥

সেগুলি সকল দিকে ধাবিত হইতে লাগিলে, তাহাদের পদাঘাতে ধূলি উথিত  
 হইয়া শিবিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া ফেলিল ॥৯১॥

সেইরূপ অন্ধকার জন্মিলে শিবিরের লোকদিগের মধ্যে পিতারা পুত্রদিগকে  
 এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃগণকে আর চিনিতে পারিল না ॥৯২॥

তে তয়াঃ প্রপতন্তি স্ম নিরস্তশ্চ পরম্পরম্ ।

স্বপাতয়ন্তথা চান্মান্ পাতয়িত্বা তদাপিবন্ ॥২৪॥

বিচেতসঃ সনিদ্রোশ্চ তমসা চারুতা নরাঃ ।

জম্বুঃ স্বানেষ তত্রোথ কালেনাভিপ্রচোদিতাঃ ॥২৫॥

ত্যক্ত্বা দ্বারাণি চ দ্বান্বাস্তথা গুল্মানি গোম্মিকাঃ ।

প্রোদ্রবন্ত যথাশক্তি কান্দিশীকা বিচেতসঃ ॥২৬॥

বিপ্রনষ্ঠাশ্চ তেহন্যোন্ম্য নাজানন্তস্তথা বিভো । ।

ক্রোশন্তস্তাত । পুত্রেতি দৈবোপহতচেতসঃ ॥২৭॥

পলায়তাং দিশস্তেবাং তানপুংস্বজ্য বান্ধবান্ ।

গোত্রনামভিরন্যোন্ম্যাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ ॥২৮॥

#### ভারতকৌমুদী

গজা ইতি । নিম্নস্থান্ নিয়ামকমহুহুত্বান্ । অমৃদ্বন্ অপিংবন্ ॥২৩॥

ত ইতি । তয়া সজ্জুত্যাঃ, প্রপতন্তি পরিধাবন্তি । অপিবন্ অপিংবন্ ॥২৪॥

বিচেতস ইতি । বিচেতসো বিকৃতচিত্তাঃ । কালেন অতিপ্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ  
সন্তঃ ॥২৫॥

ত্যক্তেতি । দ্বান্বাঃ দৌবারিকাঃ দ্বারাণি, গোম্মিকাঃ সেনাবিভাগরক্ষকাশ্চ গুল্মানি  
সেনাবিভাগান্ ত্যক্ত্বা বিচেতসো ভয়বিমূঢ়চিত্তাঃ, অতএব কাং দিশং গচ্ছান ইতি  
কান্দিশীকাঃ সন্তঃ ; যথাশক্তি প্রোদ্রবন্ত দ্রুতমগচ্ছন্ । কান্দিশীকা ইতি পুৰ্ব্বোদরাদিহাৎ  
সামু ॥২৬॥

বিপ্রোতি । বিপ্রনষ্ঠা অদর্শনং গতাঃ । ক্রোশন্ত আহবয়ন্তঃ ॥২৭॥

ভরতনন্দন । হস্তী ও অশ্বগণ মনুষ্যবিহীন হস্তী ও অশ্বদিগকে অতিক্রম  
করিয়া তাড়ন, ভঞ্জন ও নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥২৩॥

সেই হস্তী ও অশ্বগণ সজ্জুত হইয়া সকল দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল,  
পরস্পর আঘাত করিয়া নিপাতিত করিতে থাকিল এবং নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ  
করিতে লাগিল ॥২৪॥

নিদ্রোথিত, বিকৃতচিত্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরা এবং নিদ্রাবেশযুক্ত ব্যক্তিরা  
কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বপক্ষীয় লোকদিগকেই নিহত করিতে লাগিল ॥২৫॥

দৌবারিকেরা দ্বার এবং সেনাবিভাগরক্ষকেরা স্ব স্ব সেনাবিভাগ পরিত্যাগ  
করিয়া ভয়াকুলচিত্ত ও ‘কোন্ দিকে যাইব’ এইরূপ বিমূঢ় হইয়া শক্তি অল্পসারে  
বেগে চলিতে লাগিল ॥২৬॥

রাজা । তাহারা কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া ‘তাত ।  
পুত্র !’ এইরূপ আহ্বান করিতে থাকিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল ॥২৭॥

হাহাকারঞ্চ কুৰ্ব্বাণাঃ পৃথিব্যাং শেরতে পরে ।  
 তান্ বুদ্ধা রণমধ্যেহসৌ জ্যোৎপুত্রো নৃপাতয়ৎ ॥৯৯॥  
 তজ্যোগরে বধ্যমানা মুহুৰ্হরচেতসঃ ।  
 শিবিরান্শিত্তি স্ম কত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ ॥১০০॥  
 তাংশ্চ নিম্পততস্ততান্ শিবিরান্জীবিতৈষিণঃ ।  
 কৃতবৰ্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজয়তুঃ ॥১০১॥  
 বিশস্তবস্ত্রকবচান্মুক্তকেশান্ কৃতাজলীন ।  
 বেপমানান্ ক্রিতৌ ভীতান্নৈব কাংশ্চিদমুখতাং ॥১০২॥

### ভারতকৌমুদী

পলায়তামিতি । পলায়তাং পলায়মানানাম্ । অক্রমন্ত আত্মরত ॥৯৮॥  
 হাহেতি । বুদ্ধা শরিতত্বেনাবগম্যা, নৃপাতয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৯৯॥  
 তজ্যেতি । অচেতসঃ কৰ্ত্তব্যবিমূঢ়চিত্তাঃ । নিম্পতন্তি নির্গচ্ছন্তি ॥১০০॥  
 তানিতি । জীবিতৈষিণো জীবনরক্ষার্থিনঃ ॥১০১॥  
 বীতি । বিগতানি শস্ত্রাণি যস্ত্রাণি রথাদীনি কবচানি চ যেষাং তান্ । অমুখতাং  
 কৃতকৃপবৰ্ম্মাণো ॥১০২॥

তাহারা আপন আপন বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলায়ন  
 করিতে লাগিলে, অস্ত্রাশ্র লোকেরা গোত্র ও নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান  
 করিতে লাগিল ॥৯৮॥

অস্ত্র লোকেরা হাহাকার করিতে থাকিয়া ভয়ে ভূতলে শয়ন করিতে থাকিল,  
 তখন অশ্বখামা তাহাদিগকে শরিত জানিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥৯৯॥

অস্ত্র ক্ষত্রিয়েরা অনবরত নিহত হইতে থাকিয়া, বিমুগ্ধ ও ভয়ে আকুল হইয়া  
 শিবির হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥১০০॥

তাহারা ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবির হইতে নির্গত  
 হইতে লাগিলে, কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে তাহাদিগকে বধ করিতে  
 লাগিলেন ॥১০১॥

কেহ কেহ নিরস্ত্র, বাহনশূণ্য ও বৰ্ম্মবিহীন হইয়া দ্বারদেশে আসিতে লাগিল,  
 কেহ কেহ মুক্তকেশে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে থাকিল, কেহ কেহ কৃতাজলি হইয়া  
 দাঁড়াইল এবং কেহ কেহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা কাহাকেও  
 ছাড়িতে লাগিলেন না ॥১০২॥

(৯৯)....ব্যপোষণং....বা নি । (১০২) বিভস্ত্রবস্ত্রকবচান্—নি ।

নামুচ্যত তয়োঃ কশ্চিৎ নিক্রাস্তঃ শিবিরাস্থিঃ ।  
 ক্রপশ্চ চ মহারাজ ! হার্দিক্যশ্চ চ দুৰ্ম্মতেঃ ॥১০৩॥  
 ভূয়শ্চৈব চিকীৰ্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রশ্চ ভৌ প্রিয়ম্ ।  
 ত্রিষু দেশেষু দদভুঃ শিবিরশ্চ হতাশনম্ ॥১০৪॥  
 ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতৃনন্দনঃ ।  
 অশ্বখামা মহারাজ ! ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ ॥১০৫॥  
 কাংশ্চিদাপততো বীরানপরাংশ্চৈব ধাবতঃ ।  
 ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাগৈৰ্বিজবরোত্তমঃ ॥১০৬॥  
 কাংশ্চিদঘোধান্ স খড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীৰ্য্যবান্ ।  
 অপাতয়দ্দ্রোণপুত্রঃ সংরকস্তিলকাণ্ডবৎ ॥১০৭॥  
 বিনদন্তিভূঁশায়ন্তৈর্নরাশ্চিহ্নিরদোত্তমৈঃ ।  
 পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ ! ॥১০৮॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । দুৰ্ম্মতিদ্বন্দ্বানয়োনিরজ্ঞাদীনাং বধপ্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ ॥১০৩॥  
 ভূয় ইতি । চিকীৰ্ষন্তৌ কর্তৃমিচ্ছন্তৌ । ত্রিষু দেশেষু সমস্তৈস্তেব দহনায় ॥১০৪॥  
 তত ইতি । প্রকাশে অগ্নিনা আলোকময়ীকৃতে । কৃতহস্তবৎ শিক্তিতহস্ত ইব ॥১০৫॥  
 কাংশ্চিদিতি । আপতত আগচ্ছতঃ । বিজবরোত্তম অশ্বখামা ॥১০৬॥  
 কাংশ্চিদিতি । সংরকঃ ক্রুদ্ধঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলদণ্ডবৎ ॥১০৭॥

মহারাজ ! তৎকালে শিবিরের বাহিরে নির্গত কোন ব্যক্তিই দুৰ্ম্মতি ক্রপ ও কৃতবর্ষার নিকট মুক্তি পাইল না ॥১০৩॥

বিশেষতঃ ক্রপ ও কৃতবর্ষা অশ্বখামার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবিরের তিনটা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন ॥১০৪॥

মহারাজ ! তাহার পর সমগ্র শিবিরটাই আলোকময় হইয়া উঠিলে, পিতার আনন্দকারী অশ্বখামা শিক্তিতহস্ত ঐজ্ঞালিকের দ্বায় খড়্গহস্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১০৫॥

কেহ কেহ আসিতে লাগিলে এবং কেহ কেহ ভাবিত হইতে থাকিলে, অশ্বখামা খড়্গদ্বারা তাহাদের সকলকেই প্রাগহীন করিতে থাকিলেন ॥১০৬॥

ক্রুদ্ধ ও বলবান্ অশ্বখামা খড়্গদ্বারা তিলদণ্ডের দ্বায় কোন কোন বোদ্ধার শরীরের মধ্যভাগই ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

(১০৭) অশাতরদ্দ্রোণপুত্রঃ—বা নি ।

মাসুবাণাং সহস্রৈশ্চ হতেষু পতিতেষু চ ।  
 উদতিষ্ঠন্ কবন্ধানি বহুশ্চাখ্য চাপতন্ ॥১০৯॥  
 সায়ুধান্ সাজ্ঞান্ বাহুন্ বিচকৰ্ত্ত শিরাংসি চ ।  
 হস্তিহস্তোপমান্ উরুন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত ! ॥১১০॥  
 পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ শিরশ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নান্তথাপরান্ ।  
 স মহাত্মাকরোদ্ভ্রোণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাশ্চুখান্ ॥১১১॥  
 মধ্যদেশে নরানশ্চাংশ্চিচ্ছিন্নান্শ্চ কৰ্ণতঃ ।  
 অংসদেশে নিহত্যাশ্চান্ কায়ে প্রবেশয়চ্ছিরঃ ॥১১২॥  
 এবং বিচরতস্তস্মৈ নিম্নতঃ স্তবহুন্ নরান্ ।  
 তমসো রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদৰ্শনা ॥১১৩॥

### ভারতকৌয়লী

বীতি । ভৃশায়ন্তৈঃ ধাবনাদিনা অতীবভ্রান্তৈঃ । কীর্ণা ব্যাধা, মেদিনী শিবিরভূমিঃ ॥১০৮॥  
 মাসুবাণামিতি । কবন্ধানি শিরোবিহীনশরীরাণি ॥১০৯॥  
 সায়ুধানিতি । বিচকৰ্ত্ত চিচ্ছেদ । হস্তিহস্তোপমান্ হস্তিতুল্যান্ ॥১১০॥  
 পৃষ্ঠেতি । পৃষ্ঠে ছিন্নান্ পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ । এবমন্তত্র । মহাত্মা শক্রসংহারে মহাবীরঃ ॥১১১॥  
 মধ্যেতি । অংসদেশে স্বক্ৰস্থানে । প্রবেশয়ৎ হস্তভরেণ ॥১১২॥  
 এবমিতি । তস্মৈ অর্থায়ঃ । তমসো, তদানীমহাবতীতিবিবশাদিতি ভাবঃ ॥১১৩॥

ভারতশ্ৰেষ্ঠ ! তৎকালে অত্যন্ত পরিভ্রান্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যেরা আতর্জনাদ  
 করিতে থাকিয়া পতিত হইতে লাগিল ; তাহাতে শিবিরভূমি আবৃত হইয়া  
 গেল ॥১০৮॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য নিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিলে, বহুতর কবন্ধ উঠিতে  
 লাগিল এবং উঠিয়া আবার পতিত হইতে থাকিল ॥১০৯॥

ভারতনন্দন ! ক্রমে অশ্বখামা তত্রত্য লোকদিগের অস্ত্র ও কেয়ুরযুক্ত বাহু,  
 মস্তক, হস্তিগণের তুল্য উরু, হস্ত ও চরণ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

তৎকালে শক্রসংহারে গুরুতর যত্নশীল অশ্বখামা অনেকের পৃষ্ঠ, কতকগুলির  
 মস্তক ও বহু লোকের পার্শ্বদেশ ছেদন করিলেন এবং অপর কৰ্ত্তকগুলি লোককে  
 পরাশ্চ অবস্থায় কাটিয়া ফেলিলেন ॥১১১॥

তিনি কাহারও কাহারও শরীরের মধ্যদেশ এবং কাহারও কাহারও কৰ্ণ হইতে  
 ছেদন করিলেন, আর কাহারও কাহারও স্বক্ৰদেশে আঘাত করিয়া মস্তকটাকে  
 শরীরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥১১২॥



কিঞ্চিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈহিতৈশ্চাশ্রয়ঃ সহস্রশঃ ।

বহুনা চ গজাশ্চেন ভ্রূরভ্রুতীমদর্শনা ॥১১৪॥

যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাস্থদ্বিপদারুণে ।

ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেন সংহ্রিমাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥১১৫॥

ভ্রাতৃনশ্চে পিতৃনশ্চে পুত্রানশ্চে বিচুক্ৰুশুঃ ।

কেচিদূচূর্ন তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্তরাষ্ট্রেঃ কৃতং রণে ॥১১৬॥

যৎ কৃতং নঃ প্রস্থপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রুরকণ্ঠভিঃ ।

অসান্নিধ্যাক্ষি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্ ॥১১৭॥

ন দেবাস্ত্ররগন্ধর্বৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ।

শক্যো বিজেতুং কোশ্তেযো গোপ্তা যস্য জনাঙ্গিনঃ ॥১১৮॥

### ভারতকৌমুদী

কিঞ্চিদ্রিতি । কিঞ্চিৎপ্রাণৈঃ অশ্বখাগ্নঃ প্রহারেণারীভূতবলৈঃ ॥১১৪॥

যক্ষেতি । সপ্তম্যস্তদ্বয়ং শিবিরবিশেষণম্ ॥১১৫॥

ভ্রাতৃনিতি । বিচুক্ৰুশুঃ আহুতবস্তঃ । তৎ ভাদৃশং কদনম্ ॥১১৬॥

যদ্রিতি । প্রস্থপ্তানাং নিদ্রিতানাং । পার্থানাং পাণ্ডবানাং কদনং মহামারী ॥১১৭॥

অথ পার্থসান্নিধ্যে কঃ স্বাস্থ্য ইত্যাহ নেতি । কোশ্তেযোহর্জুনঃ, গোপ্তা রক্ষকঃ ॥১১৮॥

অশ্বখাগ্নি এইভাবে শত্রুসংহার করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলে, সেই ভীষণ রাত্রিটা অন্ধকারে আরও ভীষণাকার ধারণ করিল ॥১১৩॥

অশ্বখাগ্নির প্রহারে অনেকে কাতর হইয়া নিপতিত হইল, অশ্রু সহস্র সহস্র লোক নিহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং বহুতর হস্তী ও অশ্ব ভূতলে শয়ন করিল ; তাহাতে শিবিরভূমি ভীষণমূর্তি হইয়া পড়িল ॥১১৪॥

যক্ষ, রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইতে থাকায় শিবিরভূমি ভীষণাকার ধারণ করিল ; তাহাতে আবার অশ্বখাগ্নি যাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন, তাহারাও পতিত হইতে থাকিল ॥১১৫॥

অনেকে ভ্রাতাদিগকে, বহুলোক পিতৃগণকে এবং কতকগুলি লোক পুত্রদিগকে ডাকিতে লাগিল ; আর বহুলোক বলিতে থাকিল—‘এইরূপ হত্যাকাণ্ড ধার্তরাষ্ট্রেরা যুদ্ধে করিতে পারে নাই ॥১১৬॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরা নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের যে হত্যাকাণ্ড করে নাই, পাণ্ডবগণ নিকটে না থাকায় অশ্বখাগ্নি আমাদের সেই হত্যাকাণ্ড করিল ॥১১৭॥

ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্‌দাস্তঃ সৰ্ব্বভূতানুকম্পকঃ ।

ন চ স্তপ্তং প্রমত্তং বা ন্যস্তশস্ত্রং কৃতাজ্জলিম্ ।

ধাবন্ত্য মুক্তকেশং বা হস্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১৯॥

তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রূরকৰ্ম্মভিঃ ।

ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥১২০॥

স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণামপরেষাঞ্চ কুজতাম্ ।

ততো মুহূৰ্ত্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তমুলো মহান্ ॥১২১॥

শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বস্ত্রধায়াঞ্চ ভূমিপ ! ।

তদ্রজস্তমূলং ঘোরং ক্ষণেনাস্তরধীয়ত ॥১২২॥

সঞ্চেষ্ঠমানানুদ্বিগ্নান্ নিরুৎসাহান্ সহস্রশঃ ।

ন্যপাতয়ৎ নরান্ ক্রুদ্ধঃ পশুন্ পশুপতিৰ্যথা ॥১২৩॥

### ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মণ্য ইতি । ব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণহিতৈষী, দাস্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ, প্রমত্তমনবহিতম্ ।  
ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১৯॥

তদিতি । লালপ্যমানাঃ পুনঃ পুনর্লপন্তো বদন্তঃ, শেরতে স্ম ভূমৌ ॥১২০॥

স্তনতামিতি । স্তনতামার্জনাৎ কুর্কতাম্, কুজতামব্যক্তং কবতাম্ ॥১২১॥

শোণিতেতি । শোণিতব্যতিষিক্তায়াং রক্তাপ্লুতায়াম্ । দজো ধূলিঃ ॥১২২॥

কৃষ্ণ ঘাঁহাকে রক্ষা করেন, সেই অৰ্জুনকে দেবগণ, অশুরগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥১১৮॥

ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যবাদী, ইন্দ্রিয়দমনশীল এবং সৰ্ব্বভূতের প্রতি দয়াকারী প্রধানন্দন অৰ্জুন, অসাবধান, নিদ্রিত, নিরস্ত্র, কৃতাজ্জলি, পলায়মান ও মুক্তকেশ লোককে বধ করেন না ॥১১৯॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরাই সম্ভবতঃ আমাদের এই হত্যাকাণ্ড করিল' । এইরূপ বার বার বলিতে থাকিয়া, বহুলোক ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল ॥১২০॥

অনেক লোক আর্জুনাদ করিতেছিল এবং বহুলোক কাতরকণ্ঠে অব্যক্ত রব করিতেছিল ; কিন্তু মুহূৰ্ত্ত পরে সেই তুমুল ও বিশাল শব্দ নিবৃতি পাইল ॥১২১॥

রাজা ! ক্রমে শিবিরভূমি রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিলে, পূর্বোখিত সেই ভীষণ ও তুমুল ধূলিরাশি ক্ষণকালমধ্যেই তিরোহিত হইল ॥১২২॥

ক্রম্বেষমন পশু সংহার করেন, সেইরূপ অশ্বখামা পলায়নোদ্ভূত, ভীত ও নিরুৎসাহ সহস্র সহস্র লোককে সংহার করিতে লাগিলেন ॥১২৩॥

অন্তোন্তঃ সংপরিষজ্য শয়ানান্ দ্রবতোহপরান্ ।  
 সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্কান্ দ্রৌগিরিপোধয়ৎ ॥১২৪॥  
 দহমানা হতাশেন বধ্যমানাংশ্চ তেন তে ।  
 পরম্পরাং তদা যোধাননয়ন্ যমসাদনম্ ॥১২৫॥  
 তস্তা রজস্তাস্তুর্ধ্বেন পাণ্ডবানাং মহত্বলম্ ।  
 গময়ামাস রাজেন্দ্র ! দ্রৌগির্ঘমনিবেশনম্ ॥১২৬॥  
 নিশাচরাণাং সন্তানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্দ্ধিনী ।  
 আসীৎ নরগজাখানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভৃশম্ ॥১২৭॥  
 তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্ বিধাঃ ।  
 খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোণিতানি চ ॥১২৮॥

### ভারতকৌমুদী

সমিতি । সঙ্কেষ্টমানাং পলায়িতুমিতি শেষঃ । ত্রপাতরদম্বখামেতি শেষঃ ॥১২৪॥  
 অন্তোন্তমিতি । সংপরিষজ্য আলিঙ্গ্য, দ্রবতো দ্রুতং পলায়মানান্ । সংলীনান্  
 লুকায়িতান্ ॥১২৪॥  
 দহেতি । হতাশেন শিবিরং দহতায়িনা, তেন অশ্বখামা । তে ত্রয়ঃ ॥১২৫॥  
 তস্তা ইতি । দ্রৌগিরশ্বখামা, যমস্ত নিবেশনং ভবনম্ ॥১২৬॥  
 নিশেতি । সন্তানাং প্রাণিনাম্ । রৌদ্রী ভীষণা ॥১২৭॥

যাহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, যাহারা বেগে পলায়ন  
 করিতেছিল, যাহারা লুকায়িত হইয়াছিল এবং যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের  
 সকলকেই অশ্বখামা বিনাশ করিলেন ॥১২৪॥

শিবিরের অগ্নি কতকগুলিকে দহন করিতেছিল এবং অশ্বখামা কতকগুলিকে  
 বধ করিতেছিলেন (আর দ্বারদেশে কৃপ ও কৃতবর্মা অনেককে সংহার করিতেছিলেন),  
 এইভাবে তাহারা পরস্পর যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন ॥১২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে অশ্বখামা সেই রাত্রির অর্দ্ধকালমধ্যেই পাণ্ডবগণের  
 বিশাল সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥১২৬॥

সেই রাত্রিটা নিশাচর প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং হস্তী,  
 অশ্ব ও মনুষ্যগণের গুরুতর ক্ষয় জন্মাইতে থাকিয়া ভীষণ হইয়া পড়িল ॥১২৭॥

তখন দেখা গেল—নানাবিধ রাক্ষস ও পিশাচ সকল নরমাংস ভক্ষণ ও নররক্ত  
 পান করিতেছে ॥১২৮॥

(১২৫) দহমানান্ হতাশেন বধ্যমানাংশ্চ তেন তে । পরস্পরং তদা যোধাননয়ন্ যম-  
 সাদনম্ । যম বর্দ্ধনো ।

করালাঃ পিঙ্গলা রৌদ্রাঃ শৈলদন্তা রজস্বলাঃ ।

জটিল। দীর্ঘসন্ধাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥১২৯॥

পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ ।

ঘণ্টাজালাববদ্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিজীষণাঃ ॥১৩০॥

সপুত্রদারাঃ হৃৎকূরাঃ হৃৎকৃদশাঃ হৃনিহৃগাঃ ।

বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্ ॥১৩১॥ (বিশেষকম্)

পীত্বা চ শোণিতং হৃক্কাঃ প্রান্ভ্যন্ত গগণঃ পরে ।

ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাধিতি চাক্রবন্ ॥১৩২॥

মেদোমজ্জাস্থিরক্তানাং বসানাঞ্চ ভূশাশিতাঃ ।

পরে মাংসানি ধাদন্তুঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবিনঃ ॥১৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অদৃশ্য তত্রৈতৌর্জনেঃ ॥১২৮॥

করালা ইতি । করালা বিকটাঃ, শৈলাঃ পৰ্বতা ইব দন্তা যেষাং তে, রজস্বলা ধূলি-  
ধূসরাভাঃ । দীর্ঘানি সন্ধিনি উরবো যেষাং তে । পশ্চাৎ পশ্চাদ্ভুখাঃ অঙ্গুলয়ো  
যেষাং তে । ঘণ্টানাং কিঙ্কিণীনাং জালেন অববদ্ধা বেষ্টিতাবাঃ । হৃনিহৃগা অতীব-  
নির্দ্ভয়াঃ ॥১২৯—১৩১॥

পীত্বৈতি । পরম্ভুক্তম্, যেষাং পবিত্রম্, স্বাদু মধুরম্ ॥১৩২॥

আবার দেখা গেল—রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকের বিকটমূর্তি, অনেকের পিঙ্গল-  
বর্ণ, অনেকের ভীষণ আকার, অনেকের দন্ত সকল পৰ্ব্বতের স্থায় বৃহৎ বৃহৎ,  
অনেকের অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের মস্তকে জটা, অনেকের উরুভাগ দীর্ঘ, কতকগুলির  
পাঁচখানা করিয়া পা, কতকগুলির উদর বৃহৎ, কতকগুলির অঙ্গুলি সকল পশ্চাদ্ভুখ,  
কতকগুলির আকৃতি রূক্ষ, কতকগুলির আকার বিকৃত, কতকগুলির কণ্ঠস্বর  
ভীষণ, কতকগুলির কটিদেশে কিঙ্কিণীর মালা, কতকগুলির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ এবং  
কতকগুলি পুত্র ও কলত্রদের সহিত মিলিত, সকলেই অতিভীষণ, অতিনৃশংস,  
অতিহৃদৃশ্চ ও অতিনির্দ্ভয় ছিল; এতদ্ভিন্ন রাক্ষসগণের অঙ্গ প্রকারও অনেক  
দেখা যাইতেছিল ॥১২৯—১৩১॥

সেই রাক্ষসেরা রক্তপান করিয়া আনন্দিত হইয়া দলে দলে বিকট নৃত্য  
করিতে লাগিল এবং অঙ্গ রাক্ষসেরা বলিতে থাকিল—‘ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা পবিত্র,  
এবং ইহা সুস্বাদু’ ॥১৩২॥

(১৩০)...পাশানাশ্চ হৃদাশ্চ নীলবর্ণা...বা মি । (১৩৩)...পরমাংসানি—পি বদ  
বর্জ্যে ।

বসাইচ্চবাপরে পীত্বা পর্য্যধাবন্ বিকুক্তিকাঃ ।  
 নানাবস্ত্রাস্তথা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিশিতাশ্বিনঃ ॥১৩৪॥  
 অযুতানি চ তত্রাসন্ প্রযুতান্ধর্কদানি চ ।  
 রক্ষসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রূরকর্ম্মণাম্ ॥১৩৫॥  
 মুদিতানাং বিতৃপ্তানাং তস্মিন্ মহতি বৈশসে ।  
 যমেতানি বহুত্বাসন্ ভূতানি চ জনাধিপ ! ॥১৩৬॥  
 প্রভূষকালে শিবিরাত্ প্রতিগন্তমিয়েষ সঃ ।  
 নৃশোণিতাবসিক্তস্ত্র জ্রোণেরাসীদসিৎসরুঃ ।  
 পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো ! ॥১৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

মেদ ইতি । ভূশম্ অশিতং ভোজনং যেবাং তে । খাদন্ত আসন্ ॥১৩৩॥  
 বস ইতি । বিকুক্তিকা বিকৃতোদরাঃ । নানাবস্ত্রা বহুবিধমুখাঃ ॥১৩৪॥  
 অযুতানীতি । প্রযুতানি নিযুতানি । সংখ্যানির্দেশো বহুত্বমাত্রজ্ঞাপনার্থঃ ॥১৩৫॥  
 মুদিতানামিতি । অনাদরে বজীয়ম্ । বৈশসে হিংসাব্যাপারে ॥১৩৬॥  
 প্রত্যাযেতি । স জ্রোণিঃ । অসেঃ খজাত্তৎসকুমুষ্টিদেশঃ । একীভূতো ঘনরক্তলেপেন  
 সমীকরণাদিতি ভাবঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৩৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভাম্ বা ॥১৫—২২॥ অতঃপু গাত্রাণ্যনয়ন, অমৃদুন্ পরম্পরং মর্দিতবস্ত্রঃ ॥২৩॥ অশিবন্  
 অশিৎবন্ ॥২৪—২৫॥ কান্দিশীকাঃ ভরুক্রতাঃ ॥২৬—১৩২॥ ভূশানিতাঃ ভূশং সন্তপিতাঃ ।  
 দন্ত্যাপাঠে অসগতিদীপ্ত্যাদানেবিত্যন্ত বা রূপম্, ভূশমুদীপিতা ইত্যর্থঃ ॥১৩৩॥ বিকুক্তিকা  
 বিপুলকৃক্ষয়ঃ ॥১৩৪—১৫২॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥৮॥

মাংসভোজনে জীবনধারী এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রক্তভোজী রাক্ষসেরা  
 মাংস খাইতে লাগিল ॥১৩৩॥

বিকৃতোদর, নানাবিধ মুখ, ভীষণমূর্ধি ও মাংসভোজী বহু রাক্ষস বসি পান  
 করিয়া, নানাদিকে ছুটাইয়া করিতে থাকিল ॥১৩৪॥

ভীষণমূর্ধি, দীর্ঘাকৃতি ও নিষ্ঠুরকার্য্যকারী বহুতর রাক্ষস সেখানে আসিয়া-  
 ছিল ॥১৩৫॥

নরনাথ ! সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চাইয়া গেলে, রক্তপানে পরিতৃপ্ত ও  
 আনন্দিত রাক্ষসগণকে অবজ্ঞা করিয়া, অস্ত্রান্ত বহুতর ভূতও সেখানে আসিয়া  
 সমবেত হইল ॥১৩৬॥

দুৰ্গমাং পদবীং গচ্ছ। বিররাজ জনকয়ে ।  
 যুগান্তে সৰ্বভূতানি ভস্ম কৃষ্বেব পাবকঃ ॥১৩৮॥  
 যথাপ্রতিজ্ঞা তৎ কৰ্ম কৃষ্ব। দ্রৌণায়নিঃ প্রভো ।।  
 দুৰ্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাসীদগতম্বরঃ ॥১৩৯॥  
 যথৈব সংস্পৃক্তনে শিবিরে প্রাবিশন্ নিশি ।  
 তথৈব হৃষ। নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরর্ষভ ! ॥১৪০॥  
 নিক্রম্য শিবিরান্তস্নাতাত্যাং সঙ্গম্য বীৰ্য্যবান্ ।  
 আচৰ্য্যো কৰ্ম তৎ সৰ্বং হৃষ্টঃ সংহৰ্ষয়ন্ বিভো ! ॥১৪১॥  
 তাবপ্যাচখ্যতুস্তস্মৈ প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা ।  
 পাঞ্চালান্ স্পৃশ্যাংশ্চৈব বিনিকৃতান্ সহস্রশঃ ।  
 শ্রীত্যা চোচ্চৈরুদক্রোশংস্তথাবান্ফোটয়ন্তলান্ ॥১৪২॥

### ভারতকৌমুদী

দুৰ্গমামিতি । পদবীং কাৰ্য্যপ্রকারং, বিররাজ দ্রৌণিরিত্যভ্যুত্তিঃ ॥১৩৮॥  
 যথেতি । দ্রৌণায়নিঃস্বখামা । পিতুঃ সম্বন্ধে গতম্বরস্তিরোহিতসস্তাপঃ ॥১৩৯॥  
 যথেতি । সংস্পৃষ্টা সম্যঙ্নিজিতা জনা যত্র তস্মিন্ । নিঃশব্দে মৃতপ্রাণিপূর্ণত্বাৎ ॥১৪০॥  
 নিক্রম্যেতি । তাত্যাং কৃতকৃপবৰ্ণত্যাং, সঙ্গম্য মিলিষ্বা । আচৰ্য্যো দ্রৌণিঃ ॥১৪১॥

রাজা! ওদিকে অশ্বখামা প্রভাতকালে সেই পাণ্ডবশিবির হইতে বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে তাঁহার সমস্ত অঙ্গই রক্তে লিপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার তরবারির মুষ্টিদেশ যেন হাতের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল ॥১৩৭॥

প্রলয়কালে সমস্ত ভূত দহু করিয়া অগ্নি যেমন দীপ্তি পাইতে থাকে, সেইরূপ অশ্বখামা হৃকর কার্য্য করিয়া সেই লোককয়ের সময়ে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥১৩৮॥

রাজা! অশ্বখামা নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই কার্য্য শেষ করিয়া, দুৰ্গম পথে বাহির হইতে থাকিয়া পিতার সম্বন্ধে সেই শোকসস্তাপশূন্য হইলেন ॥১৩৯॥

নরশ্রেষ্ঠ! রাত্রিতে সমস্ত লোকই নিদ্রিত থাকায় সেই শিবিরটীতে কোন শব্দ ছিল না, তৎকালে অশ্বখামা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আবার তৎকালে সমস্ত লোককে নিহত করায় কোন শব্দই ছিল না, সেই অবস্থায় অশ্বখামা তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪০॥

রাজা! বলবান্ অশ্বখামা শিবির হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া, আনন্দের সহিত সেই সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের নিকট বলিলেন, তাহাতে তাঁহারাও আনন্দিত হইলেন ॥১৪১॥

এবংবিধা হি সা রাজিঃ সোমকানাং জনকয়ে ।

প্রহুগুণানাং প্রমত্তানামাগীং হুত্ৰদারুণা ॥১৪৩॥

অসংশয়ঃ হি কালস্ত পর্য্যায়ো দুৰ্ভতিক্রমঃ ।

তাদৃশা নিহতা যত্র কৃষ্ণান্মাকং জনকয়ম্ ॥১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্রে উবাচ ।

প্রাগেব হুমহং কৰ্ম্ম জ্যৌগিরেতন্মহারথঃ ।

নাকরোদীদৃশং কস্মান্মপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ ॥১৪৫॥

অথ কস্মাদ্ব্রতে ক্রত্রে কৰ্ম্মদং কৃতবানসৌ ।

জ্যৌগপুত্রো মহেষ্বাসস্তম্মে সংশিতুমর্হসি ॥১৪৬॥

### ভারতকৌমুদী

তাবিতি । বিনিকৃতান্ ছিন্নান্ । উদজ্ঞোশন্ আনন্দনাদমকুর্ভবন্, তলান্ করতলানি, অবাশ্ফোটয়ন্ পরস্পরতাড়নেন শব্দমকুর্ভবন্ । ষট্‌পাদোহ্মং শ্লোকঃ ॥১৪২॥

এবমিতি । প্রহুগুণানাং গাঢ়নিম্নাপন্নানাম্, প্রমত্তানাং যুদ্ধে অনবহিতানাম্ ॥১৪৩॥

অসংশয়মিতি । পর্য্যায়ঃ পরিবৃতিঃ । যত্র যেন হেতুনেত্যর্থঃ, অস্মাকং কৌরবাণাম্ ॥১৪৪॥

প্রাগিতি । মপুত্রস্ত দুৰ্য্যোধনস্ত বিজয়ে ধৃতো ব্যাপৃতঃ ॥১৪৫॥

অথেতি । ক্রত্রে ভীষ্মাদৌ । ভীষ্মাদিপতনাং পূৰ্ব্বমেব কথমীদৃশং ন কৃতমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥১৪৬॥

অশ্বখামার প্রিয়কার্য্যকারী কৃপ এবং কৃতবর্মাও তখন অশ্বখামার নিকটে সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও মজ্জয়গণের সেই প্রীতিকর নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহার তিন জনই হর্ষধ্বনি করিলেন ও আনন্দে করতাল দিতে লাগিলেন ॥১৪২॥

এইভাবে লোককন্ম হইয়া যাওয়ায় গাঢ়নিম্নিত ও অসাধারণ সোমকদিগের পক্ষে সেই রাজিটা অত্যন্ত দারুণই হইয়াছিল ॥১৪৩॥

কালের পরিবর্তননিবন্ধন অবস্থার পরিবর্তনকে অভিক্রম করা হুঙ্কর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যেহেতু, সেইরূপ বীরেরা আমাদের পক্ষের লোককন্ম করিয়া, পরে নিজেরাও নিহত হইয়াছেন' ॥১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সজয় ! আমার পুত্রের জয়সম্পাদনে ব্যাপৃত মহারথ অশ্বখামা পূৰ্ব্বেই এইরূপ গুরুতর কার্য্য সাধন করেন নাই কেন ? ॥১৪৫॥

মহাধর্ম্মের অশ্বখামা আমার পক্ষের ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইলে পর, এরূপ কার্য্য করিলেন কেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল’ ॥১৪৬॥

## সঞ্জয় উবাচ ।

তেষাং নুনং ভয়ান্নাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন ! ।  
 অসান্নিধ্যাদ্বি পার্থানাং কেশবস্ত চ ধীমতঃ ।  
 সাত্যকেশচাপি কশ্চৈদং দ্রোণপুত্রোণ সাধিতম্ ॥১৪৭॥  
 কো হি তেষাং সমকং তান্ হস্তাদেব মরুৎপতিঃ ।  
 এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্ ! স্তপ্তজনে বিভো ! ॥১৪৮॥  
 ততো জনক্ষয়ং কৃৎস্বা পাণ্ডবানাং মহাত্ময়ম্ ।  
 দিষ্ট্য দিষ্ট্যোতি চাত্তোন্তঃ সমেত্যোচুম্ হারথাঃ ॥১৪৯॥  
 পর্যায়জত তৌ দ্রোণিস্তাভ্যাং সংপ্রতিনন্দিতঃ ।  
 ইদং হৰ্ষাতু স্তমহদাদদে বাক্যমুত্তমম্ ॥১৫০॥  
 পাঞ্চালা নিহতাঃ সৰ্বে দ্রোণদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ ।  
 সোমকা মৎস্তশেষাশ্চ সৰ্বে বিনিহতা ময়া ॥১৫১॥

## ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । নুনং নিশ্চিতম্ । পার্থানাং পাণ্ডবানাম্ । ষটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪৭॥  
 ক ইতি । মরুৎপতির্দেবরাজোহপি নেত্যর্থঃ । বৃত্তং জাতম্ ॥১৪৮॥  
 তত ইতি । মহান্ অত্যয়ঃ কৃৎস্বঃ যশাৎ তম্ । দিষ্ট্য ভাগেন, এতৎকৃতমিতি  
 শেষঃ ॥১৪৯॥

পরীতি । পর্যায়জত আলিঙ্গ্য, তাভ্যাং কৃপকৃতবর্ষভ্যাম্ । আদদে উবাচ ॥১৫০॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘কৌরবনন্দন ! অশ্বখামা পূর্বে পাণ্ডবগণের ভয়ে এক্রপ  
 কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই ; কিন্তু সেই দিনে পাণ্ডবগণ, বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ এবং  
 সাত্যকি নিকটে না থাকায় এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সাধন করিতে  
 পারিয়াছেন ॥১৪৭॥

নরনাথ রাজা ! কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমক্ষে সেই যোদ্ধাদিগকে বধ  
 করিতে পারে ? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পারেন না ; এই জন্তই নিজিত লোকদিগের  
 উপরে এইরূপ ব্যাপার ঘটাইয়াছে ॥১৪৮॥

তাহার পর মহারথ অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা মহাকষ্টকর পাণ্ডবগণের  
 লোকক্ষয় করিয়া শিবিরের বাহিরে মিলিত হইয়া, পরস্পর বলিলেন—‘ভাগ্যবশতই  
 ইহা করিতে পারিয়াছি’ ॥১৪৯॥

পরে অশ্বখামা কৃপ ও কৃতবর্মাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহারাজ অশ্বখামাকে  
 অভিনন্দিত করিলেন । তৎপরে অশ্বখামা আনন্দের সহিত এই গুরুতর ও উত্তম  
 বাক্য বলিলেন—॥১৫০॥



ইদানীং কৃতকৃত্য্যঃ স্ম যাম তত্রৈব মা চিরম্ ।

যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ সংশামহে প্রিয়ম্ ॥১৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্বণি স্তপ্তবধে পাঞ্চালাদিবধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হৃষী সৰ্ব্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সৰ্ব্বশঃ ।

আগচ্ছন্ সহিতান্তত্রে যত্র দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চাল ইতি । দ্রৌপদেয়া দ্রৌপত্যাঃ পুত্রাঃ । মৎস্তশেষা মৎস্তদেশীয়াবশিষ্ট-  
যোধাঃ ॥১৫১॥

ইদানামিতি । মা চিরং বিলম্বং ন কুর্শহে । নঃ অন্মাকম্, রাজা দুৰ্য্যোধনঃ ॥১৫২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বণি স্তপ্তবধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ত ইতি । দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপত্যাঃ পুত্রান্ । সহিতা মিলিতাঃ, হত আহতঃ ॥১॥

‘আম—সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, সমগ্র সৌমক এবং অবশিষ্ট  
মৎস্তদেশীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছি ॥১৫১॥

আমরা এখন কৃতকার্য হইয়াছি ; স্তপ্তরাজ আর বিলম্ব করিব না, চলুন যাই,  
আমাদের রাজা দুৰ্য্যোধন যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে যাইয়া এই  
প্রিয়সংবাদ বলি’ ॥১৫২॥

•

—:~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাঁহারা সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্রকে নিহত  
করিয়া সম্মিলিত হইয়া—যেখানে দুৰ্য্যোধন আহত অবস্থায় রহিয়াছিলেন, সেই-  
খানে আগমন করিলেন ॥১॥

গম্বা চৈনমপশ্যন্ত কিকিৎপ্রাণং জনাধিপম্ ।  
 ততো রথেষ্যঃ প্রস্কন্দ্য-পরিব্রজন্তবাস্তবম্ ॥২॥  
 তং ভগ্নসক্ধং রাজেন্দ্র ! কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতনম্ ।  
 বমস্তং রুধিরং বস্ত্রাদপশ্যন্ত বহুধাতলে ॥৩॥  
 রুতং সমস্তাছন্তিঃ স্বাপদৈর্দৌরদর্শনৈঃ ।  
 শালাবুকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যন্তিরন্তিকাং ॥৪॥  
 নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাতান্ স্বাপদাংশ্চ চিখাদিষু ।  
 বিচেষ্টমানং মহাঞ্চ হৃৎশং গাঢ়বেদনম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)  
 তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ স্বরুধিরোক্শিতম্ ।  
 হতশিষ্টাঙ্গয়ো বীরাঃ শোকাকার্তাঃ পর্য্যবারয়ন্ত ।  
 অশ্বখামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্ত্বতঃ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

গম্বতি । কিকিৎপ্রাণং কিয়ৎস্থিতজীবনম্ । প্রস্কন্দ্য অবতীৰ্ণ ॥২॥  
 তমিতি । ভগ্নে সন্ধিনি উক্ল যন্ত তম্, কৃচ্ছ্রাঃ বষ্টকরাঃ প্রাণা যন্ত তম্, অচেতনমিতি  
 ঈদদর্শে নঞ ॥৩॥  
 রুতমিতি । স্বাপদৈর্হিংস্রজন্তুভিঃ, শালাবুকৈক্কুর্কুটৈঃ । চিখাদিষু আশ্রমাংসং খাদিতু-  
 নিচ্ছুন্ । বিচেষ্টমানং বেদনয়াদানি চালয়ন্তম্ ॥৪—৫॥

তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন—তখনও হৃষ্যোধনের জীবন কিছু অবশিষ্ট আছে ।  
 পরে তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, হৃষ্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন—হৃষ্যোধনের উরুযুগল ভগ্ন হইয়াছিল,  
 প্রাণ থাকাতেই তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, অল্পমাত্র চৈতন্য ছিল, তিনি মুখ হইতে  
 রক্তবমন করিতেছিলেন এবং ভূতলে শয়িত ছিলেন ॥৩॥

ঘোরদর্শন হিংস্রজন্তুগণ ও কুক্কুরগণ মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া নিকটে  
 আসিয়া সকল দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তিনি অতিকষ্টে সেই  
 মাংসভক্ষণার্থী জন্তুগণকে বারণ করিতেছিলেন, ভূতলে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন  
 এবং দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন ॥৪—৫॥

তখন অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্ত্বতবংশীয় কৃতবর্মা হতাবশিষ্ট এই তিন  
 মহাবীর, ভূতলে শয়িত ও আপন রক্তেই সংসিক্ত হৃষ্যোধনকে দেখিয়া শোকাকর্ষ  
 হইয়া যাইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৬॥

তৈত্তিরিভিঃ শোণিতাদিঐন্ধ্রনিম্বসন্তিস্ম'হারথৈঃ ।  
 শুশুভে সংবৃত্তো রাজা বেদী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ ॥৭॥  
 তে তং শয়ানং সংশ্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্ ।  
 অবিসংহেণ দুঃখেন ততন্তে রুদ্রদুস্ত্রয়ঃ ॥৮॥  
 ততস্ত রুধিরং হস্তৈর্মুখান্মির্মুজ্য তস্য হি ।  
 রণে রাক্তঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯॥

কৃপ উবাচ ।

ন দৈবস্মাতিভারোহন্তি বদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ ।  
 একাদশচমুত্তৰ্ভা শেতে দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥১০॥  
 পশ্য চানীকরাভস্য চানীকরবিভূষিতাম্ ।  
 গদাং গদাপ্রিয়স্তেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । পর্য্যবায়নং পর্য্যবেষ্টম্ । সাংস্কৃত্যঃশীঘ্রঃ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥  
 তৈত্তিরিভিঃ । শোণিতাদিঐন্ধ্র রক্তলিণ্ডাঙ্গৈঃ । বেদী অগ্নিপ্রণয়নভূমিঃ ॥৭॥  
 ত ইতি । অতথোচিতং সার্বভৌমবাৎ তাদৃক্ শরনে অযোগ্যম্ ॥৮॥  
 তত ইতি । কৃপণং দীনং বখা ভাতৃবা, পর্য্যদেবয়ন্ ব্যলপন্ ॥৯॥  
 নেতি । অতিভারো হৃদয়বন্, একাদশচমুত্তৰ্ভা একাদশাকৌহিলীসৈন্তপতিঃ ॥১০॥

তিনটি অগ্নিতে পরিবেষ্টিত যজ্ঞবেদী যেমন শোভা পায়, তেমন রক্তলিণ্ড সেই মহারথ তিন জনে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা দুৰ্য্যোধন তৎকালোচিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

সেইভাবে শয়ন করিবার অযোগ্য হইয়াও রাজা দুৰ্য্যোধন সেইভাবেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া, তাঁহারা তিন জনই অসহ্য দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

তাহার পর তাঁহারা হস্তদ্বারা তুতলে শয়িত রাজা দুৰ্য্যোধনের মুখ হইতে রক্ত মুছিয়া দিয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

কৃপাচার্য বলিলেন—‘অগতে বৈবের পক্ষে হৃদয় কোন কার্যই নাই । যেহেতু এই একাদশাকৌহিলী সৈন্তের অধিপতি রাজা দুৰ্য্যোধন আহত হইয়া রক্তলিণ্ডগাত্রে তুতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১০॥

(৭)....সংবৃত্তো রাজা....বা মি । (৯) কৃপঃ সংপর্য্যদেবয়ন্....বা মি ।

ইয়মেনং গদা শুরং ন জহাতি রণে রণে ।  
 স্বর্গায়াপি ব্রহ্মস্তুং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥১২॥  
 পশ্চোমাং সহ বীরেণ জাম্বুনদবিভূষিতাম্ ।  
 শয়ানাং শয়নে হর্ষ্যে ভার্য্যাং শ্রীতিমতীমিবা ॥১৩॥  
 যোহয়ং মূর্খাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরস্তপঃ ।  
 স হতো এসতে পাংশূন্ পশু কালস্ত পর্যায়ম্ ॥১৪॥  
 যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেষত হতষিষঃ ।  
 স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥১৫॥  
 ভয়ানমস্তি রাজানো যস্ত স্ম শতসংঘশঃ ।  
 সবীরশয়নে শেতে ক্রব্যাস্তিঃ পরিবারিতঃ ॥১৬॥

## ভারতকৌমুদী

পশ্চেতি । চামীকরাতস্ত স্বর্ণবর্ণত্ব হৃষ্যোধনস্ত ॥১১॥  
 ইয়মিতি । ন জহাতি আত্মনোহপি প্রিয়তমাং ন পরিত্যজতি ॥১২॥  
 পশ্চেতি । জাম্বুনদবিভূষিতাং স্বর্ণালঙ্কৃতাম্ । শয়নে শয়নায়াম্ । পূর্ণোপমেয়ম্ ॥১৩॥  
 য ইতি । মূর্খাভিষিক্তানাং রাজ্যাম্ । পাংশূন্ ধূলীঃ, পর্যায়ঃ পরিবর্তনম্ ॥১৪॥  
 যেনেতি । হতষিষো বীরাঃ । পরৈর্নিহত ইতি লব্ধকঃ ॥১৫॥

তোমরা দেখ—স্বর্ণবর্ণ দেহ ও গদাপ্রিয় রাজা হৃষ্যোধনের নিকটে স্বর্ণালঙ্কৃত এই গদাটীও ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥১১॥

এই গদা—প্রত্যেক যুদ্ধেই এই বীরকে পরিত্যাগ করে না, সেই জন্যই ইনি স্বর্ণলোকে গমন করিতেছেন, এ সময়েও ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥১২॥

দেখ—অট্টালিকার মধ্যে শয়্যার উপরে স্বর্ণালঙ্কৃত প্রিয়তমা ভার্য্যার স্তায় এই গদাটীও এখানে ইহার সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১৩॥

যিনি শত্রুগণের সম্মুখ জন্মাইতে থাকিয়া সমস্ত রাজার অগ্রে গমন করিতেন, তিনি আজ আহত হইয়া ধূলি ভ্রংশ করিতেছেন ; কালের পরিবর্তনটা দেখ ॥১৪॥

যিনি যুদ্ধে নিহত করিলে শত্রুহস্তা বীরেরা ভূতলে শয়ন করিতেন, আজ সেই কুরুরাজ হৃষ্যোধনই শত্রুকর্তৃক আহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ॥১৫॥

শত শত রাজা ভয়ে বাঁহার নিকটে অবনত হইতেন, তিনিই আজ মাংসভোজী জন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বীরশয়্যায় শয়ন করিয়াছেন ॥১৬॥

(১৫)...ভূমৌ শেতে ক্রিয়বর্তাঃ—বা নি ।

উপাসত দ্বিজাঃ পূৰ্ব্বমৰ্থহেতোৰ্যমীশ্বরম্ ।

উপাসতে চ তং হৃদ্য ক্রব্যাদ। মাংসহেতবঃ ॥১৭॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তং শয়ানং কুরুশ্ৰেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম ! ।

অশ্বখামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ং ॥১৮॥

আহুত্বাং রাজশাদূল ! মুখ্যং সৰ্ব্বধনুশ্চতাম্ ।

ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সৰ্ব্বধনুশ্চ চ ॥১৯॥

কথং বিবরমদ্রাক্ষীদভীমসেনস্তবানঘ ! ।

বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপান্ববান্ নৃপ ! ॥২০॥

কালো নুনং মহারাজ ! লোকেহস্মিন্ বলবত্তরঃ ।

পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

ভয়াদিত্তি । বীরশয়নে বীরশয্যায়াং ভূবি, ক্রব্যান্তিমাংসভোজিভিঃ প্রাণিভিঃ ॥১৬॥

উপেতি । অৰ্থহেতোৰ্ধনলাভাৰ্থম্, ঈশ্বরং ভূধামিনম্ । মাংসাত্মেব হেতুঃ উপাসনা-  
কারণং যেবাং তে ॥১৭॥

তমিত্তি । পর্য্যদেবয়ং ব্যলপং ॥১৮॥

আহুরিত্তি । মুখ্যং প্রধানম্ । ধনাধ্যক্ষোপমং কুবেরতুল্যম্, সৰ্ব্বধনুশ্চ বলদেবস্ত ॥১৯॥

কথমিত্তি । বিবরং প্রহারচ্ছিন্নম্ । কৃতিনং গদাযুদ্ধনিপুণং তামিত্তি পরেণ সমকঃ ॥২০-২১॥

পূৰ্বে ব্রাহ্মণেরা ধনলাভের জন্ত যে রাজার উপাসনা করিতেন, আজ মাংস-  
ভোজী জন্তুরা মাংসলাভের জন্ত তাঁহার উপাসনা (পরিবেষ্টন) করিতেছে' ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর অশ্বখামা সেই কৌরবপ্রধান  
দুর্যোধনকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন—॥১৮॥

'মহারাজ ! সকল লোকই বলে—'আপনি সমস্ত ধনুর্দ্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে  
কুবেরের তুল্য এবং গদাযুদ্ধে বলরামের শিষ্য' ॥১৯॥

• নিষ্পাপ রাজা ! পাপাত্মা ভীম যুদ্ধে কি করিয়া আপনার ছিন্ন (প্রহারের  
কাঁক) দেখিতে পাইয়াছিল ; আপনি বলবান্ এবং সৰ্ব্বদাই যুদ্ধে সুনীপুণ ছিলেন ;  
তথাপি ভীমসেন আপনাকে নিহত করিয়াছে । অতএব মহারাজ ! কালকেই  
সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল দেখিতেছি ॥২০—২১॥

কথং হ্যাং সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞঃ ক্রুদ্ধঃ পাপো বৃকোদরঃ ।  
 নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নুনং কালো হ্রসত্যয়ঃ ॥২২॥  
 ধৰ্ম্মযুদ্ধে হৃদধৰ্ম্মেণ সমাহুর্যোজসা যুধে ।  
 গদয়া ভীমসেনেন নির্ভয়ে সন্ধিনিী তব ॥২৩॥  
 অধৰ্ম্মেণ হতশ্রাজৌ যুগ্মমানং পদা শিরঃ ।  
 য উপেক্ষিতবান্ ক্রুদ্ধঃ ধিক্ তমস্ত যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪॥  
 যুদ্ধেষপবদিযুস্তি যোধা নুনং বৃকোদরম্ ।  
 যাবৎ শ্বাস্তিস্তি ভুতানি নিকৃত্যা হসি পাতিতঃ ॥২৫॥  
 ননু রামোহব্রবীজ্ঞান ! হ্যাং সদা যত্ননন্দনঃ ।  
 হুর্য্যোধনসমো নাস্তি গদায়ামিতি বীৰ্য্যবান্ ॥২৬॥

### ভারতকৌমুদী

কথমিতি । নিকৃত্যা শাঠ্যেন, মন্দো মূঢ়ঃ ॥২২॥  
 ধৰ্ম্মেতি । ওজসা বলেন, যুদ্ধে যুদ্ধে । সন্ধিনিী উরু ॥২৩॥  
 অধৰ্ম্মেণেতি । যুগ্মমানং ভূমৌ মধ্যমানং ভীমেন । ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধদরম্ ॥২৪॥  
 যুদ্ধেতি । অপবদিযুস্তি নিন্দিত্যুস্তি । ভুতানি কিত্যাদীনি ॥২৫॥  
 নস্মিতি । গদাযুদ্ধবিশারদস্ত রামস্ত বচনং সৰ্ব্বৈধেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

মহারাজ ! আপনি যুদ্ধের সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মে অভিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি কি করিয়া  
 পাপাত্মা, ক্রুড়াশয় ও মন্দবুদ্ধি ভীম যুদ্ধে শঠতাচরণপূৰ্ব্বক আপনাকে নিহত  
 করিল ! নিশ্চয়ই প্রতিকূল কালকে অতিক্রম করা হুসর ॥২২॥

কুরুরাজ ! ভীম আপনাকে ধৰ্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধৰ্ম্ম অমুসারে  
 বলপূৰ্ব্বক গদাঘাৱা আপনার উরুযুগল ভগ্ন করিল ! ॥২৩॥

তা'র পর ভীম যুদ্ধে অধৰ্ম্ম অমুসারে আপনাকে আহত করিয়া চরণদ্বারা  
 আপনার মস্তকটী মথিত করিতে লাগিলে, যে ক্রুড়াশয় তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল,  
 সেই যুধিষ্ঠিরকে ধিক্ ॥২৪॥

ভীম আপনাকে শঠতাপূৰ্ব্বকই নিপাতিত করিয়াছে ; অতএব যতকাল পৃথিবী-  
 প্রভৃতি থাকিবে, নিশ্চয়ই ততকাল যাবৎ যোদ্ধারা নীচাশয় ভীমের নিন্দা  
 করিবেন ॥২৫॥

মহারাজ ! বলবান্ যত্ননন্দন রাম বলিয়াছেন—‘গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে হুর্য্যোধনের  
 সমান আর কেহ নাই’ ॥২৬॥

(২৩) ধৰ্ম্মযুদ্ধে হৃদধৰ্ম্মেণ—বা নি । (২৬)....গদয়া ইতি বীৰ্য্যবান্—পি বদ বর্জ্জ সো ।

প্লাঘতে স্বাং হি বাঞ্ছো রাজন্ ! সংসৎস্ ভারত ! ।  
 স শিষ্যো মম কোরব্যো গদামুদ্ধ ইতি প্রভো ! ॥২৭॥  
 যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্বাহঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ ।  
 হতস্তাভিমুখস্তাজ্জৌ প্রাপ্তস্বমসি তাং গতিম্ ॥২৮॥  
 দুৰ্য্যোধন ! ন শোচামি স্বামহং পুরুষর্ষভ ! ।  
 হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ।  
 ভিক্ষুকৌ বিচরিয়েতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্ ॥২৯॥  
 ধিগন্ত কৃষ্ণঃ বাঞ্ছো'য়মর্জুনঞ্চাপি দুশ্মতিম্ ।  
 ধর্মজ্ঞমানিনৌ যৌ স্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্ ॥৩০॥  
 পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ! ।  
 কথং দুৰ্য্যোধনোহস্মাভির্হিত ইত্যনপত্রপাঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্লাঘতে ইতি । প্লাঘতে প্রশংসতি, বাঞ্ছয়ঃ স রামঃ ॥২৭॥

যামিতি । “ধাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিত্রাড়্যোগযুক্তশ্চ  
 রণে চাভিমুখে হতঃ ॥” ইত্যুক্তের্গতিমুত্তমলোকমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

দুৰ্য্যোধনেতি । ন শোচামি সন্তঃ স্বর্গলাভাৎ । শোচামি বাবজ্জীবং তয়োঃ শোকাৎ ।  
 ভিক্ষুকৌ ধনজ্ঞনাদিহীনস্বাং, বিচরিয়েতে গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রৌ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

ধিগিতি । উপেক্ষতাম্ উপেক্ষিতবন্তৌ ॥৩০॥

পাণ্ডবা ইতি । কথমিতি গর্হিতপ্রকারেণেত্যর্থঃ । অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ॥৩১॥

প্রভু ভরতনন্দন রাজা ! বলরাম বীরসভায় সর্ব্বদা আপনার প্রশংসা করেন  
 এবং বলেন—‘সেই দুৰ্য্যোধন গদাশিক্ষায় আমার শিষ্য’ ॥২৭॥

মহারাজ ! মহর্ষিরা সম্মুখযুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের যে উত্তম গতির বিষয় বলিয়া  
 থাকেন, আপনি সেই গতিই লাভ করিবেন ॥২৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ দুৰ্য্যোধন ! আমি আপনার জন্ম শোক করি না, কিন্তু হতপুত্র  
 গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্মই শোক করিতেছি । কারণ, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক  
 করিতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥২৯॥

\*অতএব বুধিবংশীয় কৃষ্ণকে এবং দুশ্মতি অর্জুনকে ধিক্ । যাঁহারা ধর্মজ্ঞাভিমानी  
 হইয়াও বধ করিবার সময়ে আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছে ॥৩০॥

নরনাথ ! নির্লজ্জ পাণ্ডবেরা এই কথাই বলিবে কি যে, আমরা অস্ত্রায়  
 ভাবে দুৰ্য্যোধনকে বধ করিয়াছি ॥৩১॥

ধন্যস্বমসি গান্ধারে ! যন্তুমায়োধনে হতঃ ।

প্রয়াতোহভিমুখঃ শক্রন্ ধর্মেণ পুরুষর্ষভ ! ॥৩২॥

হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ।

প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্দ্ধৰঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্বতে ॥৩৩॥

ধিগন্ত কৃতবর্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্ ।

যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরুষকৃত্য পার্থিবম্ ॥৩৪॥

দাতারং সর্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্ ।

যদ্বয়ং নানুগচ্ছামস্থাং ধিগম্মান্ নরাধমান্ ॥৩৫॥

কৃপস্ব তব বীর্যেণ মম চৈব পিতুশ্চ মে ।

সভৃত্যানাং নরব্যাত্র ! রত্নবন্তি গৃহাণি চ ॥৩৬॥

ভবৎপ্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহবান্ধবৈঃ ।

অবাগ্নাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো তুরিদক্ষিণাঃ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

ধন্য ইতি । গান্ধার্যা অণত্যমিতি গান্ধারিঃ “বাহুবাদেচ বিধীয়তে” ইতীণ, তৎ-  
সম্বোধনম্ । আয়োধনে যুদ্ধে ॥৩২॥

হতেতি । প্রজ্ঞাচক্ষুর্ভরাষ্ট্রঃ, প্রতিপৎস্বতে লপ্যতে ॥৩৩॥

ধিগিতি । পুরুষকৃত্য অগ্রেসরীকৃত্য । চিরামুচরাণাং তথৈবোচিত্যাং ॥৩৪॥

দাতারমিতি । সর্বকামানাং সর্বাভীষ্টানাম্ । অকৃতজ্ঞত্বাদেব নবাধমত্মমিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

কৃপতেতি । বীর্যেণ দানশক্ত্যা । সভৃত্যানাং নিজপোষ্যাণামস্মাকম্ ॥৩৬॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ গান্ধারীনন্দন । আপনি ধন্য হইয়াছেন । কারণ, আপনি শত্রুর  
অভিমুখে যাইয়া সমুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৩২॥

বাঁহাদের পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারী ও দুর্দ্ধৰ  
যুতরাষ্ট্রের কি অবস্থা হইবে ॥৩৩॥

রাজা ! কৃতবর্মাকে, আমাকে ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে ধিক্, যে আমরা  
আপনাকে অগ্রবর্তী করিয়া স্বর্গে যাই নাই ॥৩৪॥

আপনি সকলেরই অভীষ্ট দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতসাধন করিতেন ।  
অতএব আমরা যে আপনার অনুসরণ করি নাই, তাহাতেই আমরা নরাধম  
হইরাছি ; যুতরাং আমাদিগকে ধিক্ ॥৩৫॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! আমরা আপনার পোষা ছিলাম ; স্ততরাং আপনার দানের  
প্রভাবে আমার, আমার পিতার ও কৃপাচার্য্যের গৃহ রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া  
রহিয়াছে ॥৩৬॥



কৃতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্তিষ্ঠ্যামহে বয়ম্ ।  
 যাদৃশেন পুরস্কৃত্য স্বং গতঃ সৰ্বপাৰ্থিবান্ ॥৩৮॥  
 বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ ! গচ্ছন্তঃ পরমাং গতিম্ ।  
 যদে স্বাং নানুগচ্ছামস্তেন তপ্স্যামহে বয়ম্ ॥৩৯॥  
 স্বংসঙ্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ স্মকৃতস্ত তে ।  
 কিং নাম তদভবেৎ কৰ্ম যেন স্বাং ন ত্রজাম বৈ ॥৪০॥  
 দুঃখং নূনং কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! চরিষ্যামি মহীমিমাম্ ।  
 হীনানাং নশ্বয়া রাজন্ ! কৃতঃ শাস্তিঃ কৃতঃ স্তুতম্ ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

ভবদিত্তি । অবাপ্তা অহুষ্ঠিতাঃ, কৃতবো যজ্ঞাঃ, মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৩৭॥

কৃত ইতি । প্রবর্তিষ্ঠ্যামহে স্বাক্ষর্যম্ । যাদৃশেন ভাবেন পুরস্কৃত্য প্রাধাত্তেন প্রতি-  
 পাল্য ॥৩৮॥

বয়মিত্তি । তপ্স্যামহে শোচিষ্ঠ্যামঃ ॥৩৯॥

স্বদিত্তি । স্মকৃতস্ত উপকারস্ত । স্বত্যাৰ্থকৰ্ম্মণীতি কৰ্ম্মণি বস্তী ॥৪০॥

দুঃখমিত্তি । দুঃখং যথা ত্রাং তথা । হীনানাং ত্যক্তানাম্ ॥৪১॥

মিত্র ও বন্ধুগণের সহিত আমরা আপনার অনুগ্রহে বহুতর প্রধান যজ্ঞের  
 অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণাও দিয়াছি ॥৩৭॥

মহারাজ ! আপনি যেভাবে আমাদেরকে প্রতিপালন করিয়া, স্বর্গে সমস্ত  
 রাজার সহিত মিলিত হইতে চলিলেন, আমরা পাপাঙ্গারা এখন হইতে কিপ্রকারে  
 সেইভাবে থাকিব ॥৩৮॥

রাজা ! আপনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেবল আমরা তিন জনই  
 আপনার অনুগমন করিতেছি না ; তাহাতে আমরা চিরকালই শোক অনুভব  
 করিব ॥৩৯॥

মহারাজ ! এখন আমরা আপনার সংসর্গবিহীন হইলাম, আপনার প্রদত্ত অর্থ  
 আর পাইব না এবং চিরকালই আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিব ; আপনার  
 এমন কোন্ ব্যবহার থাকিতে পারে, যাহাতে আমরা আপনার অনুসরণ  
 করিতেছি না ॥৪০॥

কৌরবশ্ৰেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই আমি এখন হইতে এই পৃথিবীতে অতিদুঃখে বিচরণ  
 করিব । কারণ, আপনি না থাকায়, আমাদের স্তুত বা শাস্তি আসিবে কোথা  
 হইতে ॥৪১॥

(৩৯)....বক্ষ্যামহে বয়ম্—বয় বর্জ্য সো ।

গণ্ডেতস্ত মহারাজ ! সমেত্য চ মহারথান্ ।  
 যথার্শ্রেষ্ঠং যথাজ্যেষ্ঠং পূজয়ের্বচনাম্মম ॥৪২॥  
 আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সৰ্ব্বধনুস্বতাম্ ।  
 হতং ময়াগু শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাদিপ ! ॥৪৩॥  
 পরিষজ্জেথা রাজানং বাহ্লীকং স্তমহারথম্ ।  
 সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ তুরিঞ্জবসমেব চ ॥৪৪॥  
 তথা পূৰ্ব্বগতানন্তান্ স্বর্গে পার্ধিবসন্তমান্ ।  
 অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষজ্য পৃচ্ছেথাস্তমনাময়ম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)  
 সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্ধমচেতনম্ ।  
 অশ্বখামা সমুদীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥৪৬॥  
 দুৰ্য্যোধন ! জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোতব্ধম্ শৃণু ।  
 সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেবা ধার্ত্তরাষ্ট্রোজ্ঞয়ো বয়ম্ ॥৪৭॥

### ভারতকৌমুদী

গণ্ডেতি । ইতো মর্ত্যলোকাৎ, গতা স্বর্গমিতি শেষঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥৪২॥

আচার্য্যমিতি । আচার্য্যং জ্ঞেয়ম্, কেতুং ধ্বজং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । শংসেথা ক্রয়াঃ ॥৪৩॥

পরীতি । পরিষজ্জেথা সমালিঙ্গঃ । সৈন্ধবং সিদ্ধুরাজং জয়দ্রথম্ । পার্ধিবসন্তমান্  
 ভগদন্তাদীন্ । অনাময়ং পৃচ্ছেথাঃ “কত্রং পৃচ্ছেদনাময়ম্” ইতি স্মৃতিরিতি ভাবঃ ॥৪৪-৪৫॥

ইতীতি । ভগ্নসক্ধং ভগ্নোক্তম্ । সমুদীক্ষণং স্ববচনপ্রবণে অবধানদানার্থম্ ॥৪৬॥

মহারাজ ! আপনি এই মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গে যাইয়া, মহারথ জ্ঞেয়প্রভৃতির  
 নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার অনুরোধ অনুসারে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠক্রমে আপনি  
 তাঁহাদের সম্মান করিবেন ॥৪২॥

রাজা ! আপনি যাইয়া সৰ্ব্বধনুর্ধ্বজশ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে (জ্ঞেয়কে) অভিবাদন  
 করিয়া বলিবেন—‘আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়াছি’ ॥৪৩॥

আপনি—মহারথ রাজা বাহ্লীককে, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে, সোমদত্তকে ও  
 তুরিঞ্জবাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পূৰ্বে স্বর্গগত রাজশ্রেষ্ঠ ভগদত্তপ্রভৃতি  
 আমার বাক্য অনুসারে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন’ ॥৪৪-৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘অশ্বখামা ভগ্নোক্ত ও অচেতন দুৰ্য্যোধনকে এইরূপ বলিয়া,  
 পুনরায় তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—’ ॥৪৬॥

(৪৬)....অশ্বখামা সমুদীক্ষণং—বা নি ।

তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাহুদেবোহথ সাত্যকিঃ ।

অহঞ্চ কৃতবর্ষা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥৪৮॥

দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত চান্নজাঃ ।

পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে মৎস্তাশেষঞ্চ ভারত । ॥৪৯॥

কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রো হি পাণ্ডবাঃ ।

সৌপ্তিকে শিবিরং তেবাং হতং সননবাহনম্ ॥৫০॥

ময়া চ পাপকর্মাসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে ।

প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ ॥৫১॥

দুর্যোধনস্ত তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্ ।

প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫২॥

### ভারতকৌমুদী

দুর্যোধনেতি । পাণ্ডবতঃ পাণ্ডবপক্ষে, ধার্তরাষ্ট্রাঃ কৌরবপক্ষীয়াঃ ॥৪৭॥

উভয়েবাং শেবাণাং পরিচয়মাহ ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ ॥৪৮॥

দ্রৌপেতি । দ্রৌপদেয়া দ্রৌপত্যাঃ পুত্রাঃ । মৎস্তানাং মৎস্তদেশীয়গৈস্তানাং শেষম্ ॥৪৯॥

কৃত ইতি । কৃতে অস্বাক্ষমপকারে, প্রতিকৃতমস্বাক্ষিরপি তেবাং প্রত্যপকারং কৃতং পশ্য । সৌপ্তিকে স্তম্ভভাবে নিদ্রিতাবস্থায়ামিত্যর্থঃ, নরৈবাহনৈর্গজাদিশিচ্চ সহেতি তৎ ॥৫০॥

ময়েতি । পাপকর্ম্ম আচার্য্যবাতিত্বাৎ । পশুমারেণ পশুমারপ্রকারেণ ॥৫১॥

দুর্যোধন ইতি । চেতশ্চেতনাং পুনঃ প্রতিলভ্য প্রীত্বাদমাৎ ॥৫২॥

‘দুর্যোধন ! আপনি জীবিত আছেন ; অতএব কর্ণের সুখজনক বাক্য শ্রবণ করুন—পাণ্ডবপক্ষে সাত জন অবশিষ্ট আছেন এবং কৌরবপক্ষে আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥৪৭॥

পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন পাণ্ডবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছেন ; আর আমি, কৃতবর্ষা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—এই তিন জন কৌরবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৪৮॥

ভরতনন্দন ! দ্রৌপদীর সকল পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত পুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল এবং মৎস্তদেশীয় অবশিষ্ট যোদ্ধারা সকলেই নিহত হইয়াছেন ॥৪৯॥

মহারাজ ! দেখুন—পাণ্ডবেরা যে অপকার করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিশোধ দিয়াছি । কারণ, পাণ্ডবগণের পুত্রেরাও নিহত হইয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মাত্ম ও হস্তিপ্ৰভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের শিবিরও বিনষ্ট হইয়াছে ॥৫০॥

রাজা ! আমি গত রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া, পশুর দ্বায় সেই পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিয়া কেলিয়াছি’ ॥৫১॥

ন মেহকরোত্তদগাঙ্গেয়ো ন কর্ণে। ন চ তে পিতা ।  
 যত্নয়া কৃপভোজাভ্যাং সহিতেনাশ্র মে কৃতম্ ॥৫৩॥  
 স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্কং শিখণ্ডিনা ।  
 তেন মন্ত্রে মঘবতা সমমাত্মানমশ্র বৈ ॥৫৪॥  
 স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ।  
 ইত্যেবমুক্তা তৃষীং স কুরুরাজো মহামনাঃ ॥৫৫॥  
 প্রাণানুদম্বজ্জীবরঃ স্রহদাং হৃৎখমুৎসৃজন্ ।  
 আক্রামত দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাশিশং ॥৫৬॥

## ভারতকৌমুদী

নেতি । গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ । ভোজঃ কৃতবর্মা ॥৫৩॥  
 স ইতি । স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, সেনাপতিঃ পাণ্ডবানাং । মঘবতা ইন্দ্রেণ ॥৫৪॥  
 স্বস্তীতি । স্বস্তি ধর্মমন্ত্র, প্রাপ্নুত যথেষ্টং গচ্ছত, ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৫৫॥  
 প্রাণানিতি । স্রহদাং হৃৎখং শোকরূপম্ । দিবং স্বর্গম্, আশিশদাশ্রয়ং ॥৫৬॥

## ভারতভাবদীপঃ

তে হত্বৈতি ॥১—৪॥ চিখাদিষু নৃশক্তিভূমিচ্ছন ॥৫—১৬॥ মাংসহেতবঃ মাংসার্থিনঃ  
 ॥১৭—৩৮॥ ধন্যামহে ভাস্বীভবেম ॥৩৯—৫২॥ ন মেহকরোদিতি । পাপঃ কঠগতপ্রাণো-  
 ইপ্যভিনন্দতি পাপিনম্ । দ্রৌণিঃ প্রহস্তবালয়ং পাংস্রহুক কুরুরাড়িব ॥৫৩—৬২॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

হৃষ্যোধন মনের প্রীতিজনক সেই বাক্য শুনিয়া পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া,  
 এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

‘আচার্য্যপুত্র ! আজ আপনি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মার সহিত মিলিত হইয়া  
 আমার যাহা করিয়াছেন, তাহা ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও করিতে পারেন নাই ॥৫৩॥

সেই ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে ;  
 অতএব আজ আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান মনে করিতেছি ॥৫৪॥

আপনাদের ধর্মলাভ হউক, আপনারা যাইতে পারেন, আপনাদের মঙ্গল  
 হউক, পুনরায় স্বর্গলোকে আমাদের সম্মেলন হইবে।’ এই কথা বলিয়া মহামনা  
 হৃষ্যোধন নীরব হইলেন ॥৫৫॥

ক্রমে মহাবীর হৃষ্যোধন বজ্রবর্গের শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন  
 এবং তিনি পুণ্যময় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন ; আর তাঁহার শরীরটা ভূতলেই  
 পড়িয়া রহিল ॥৫৬॥

(৫৫) ইত্যেবমুক্তা পুত্রস্তে...বা নি । (৫৬) প্রাণানুদম্বজ্জীবরঃ । অপাক্রামং—বা নি ।

এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্ঘোধানো নৃপ । ।  
 অগ্রে যাত্না রণে শূরঃ পশ্চাদ্বিনিহতঃ পরৈঃ ॥৫৭॥  
 তথৈব তে পরিষক্তাঃ পরিষজ্য চ তে নৃপম্ ।  
 পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুহু রথান্ ॥৫৮॥  
 ইত্যহং দ্রোণপুত্রস্ত নিশম্য করুণাং গিরম্ ।  
 প্রত্যাশকালে শোকাক্তঃ প্রোদ্ভবন্ নগরং প্রতি ॥৫৯॥  
 এবমেব ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ।  
 ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ ! দুর্মন্তিতে তব ॥৬০॥  
 তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকাক্তস্ত মমানঘ ! ।  
 ঋষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্বিবাদশিষ্যমগ্ধ বৈ ॥৬১॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যাত্না শূরত্বাদেব গতা । পরৈঃ শত্রুভিঃ ॥৫৭॥  
 তথেষতি । পরিষক্তাঃ পূর্বমানিঙ্গিতাঃ, নৃপং নৃপশরীরম্ । স্বকান্ স্বকীয়ান্ ॥৫৮॥  
 ইতীতি । অহং সঞ্জয়ঃ । নগরং হস্তিনাম্ ॥৫৯॥  
 এবমিতি । বৃন্তো জাতঃ । ঘোরো মহান্, বিশসনো হিংসানিপ্লবঃ, রৌদ্রো ভীষণঃ ॥৬০॥  
 তবেতি । ঋষিণা বেদব্যাসেন দত্তম্, দিব্যদর্শিত্বং সর্বজ্ঞত্বম্ ॥৬১॥

রাজা ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্ঘোধান স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; তিনি  
 বীর বলিয়া সমস্ত সৈন্তের অগ্রে যাইয়া, পরে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

দুর্ঘোধান পূর্বে অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষাকে আলিঙ্গন করিতেন ;  
 সূতরাং তৎকালে তাঁহারাও তাঁহার দেহটীকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বার বার  
 সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, আপন আপন রথে আরোহণ করিলেন ॥৫৮॥

আমি অশ্বখামার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকাক্ত হইয়া, প্রভাত-  
 কালে হস্তিনানগরে আগমন করিয়াছি ॥৫৯॥

রাজা ! আপনার কুমন্ত্রণার ফলে কৌরবসৈন্ত ও পাণ্ডবসৈন্তের এইরূপ পরস্পর-  
 হিংসাপ্রযুক্ত ভীষণ মহাক্লয় হইয়াছে ॥৬০॥

নিপাপ মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্ঘোধান স্বর্গে গমন করিলে, আমি  
 শোকাক্ত হইয়া পড়িলাম ; তখন বেদব্যাসপ্রদত্ত আমার সেই দিব্যদৃষ্টি আজ  
 বিনষ্ট হইয়া গেল' ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি ঞ্জা স নৃপতিঃ পুত্রস্ত নিধনং তদা ।

নিশস্ত দীৰ্ঘযুগং ততশ্চিস্তাপরোহভবৎ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
পৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে দুর্যোধনপ্রাণত্যাগে দশমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

( ২। ঐবীকপৰ্ব্ব । )

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্তাং রাজ্যাং ব্যতীত্যাং ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সারথিঃ ।

শশংস ধৰ্ম্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নৃপতিধৃতরাষ্ট্রঃ । চিস্তাপরো ভাবিকর্তব্যালোচনাশক্তঃ ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:~:~:—

তস্তামিতি । শশংস উবাচ । সৌপ্তিকে সৰ্বেবাসেব স্তম্ভাবস্থায়াম্, কদনং মহামারীম্ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন পুত্র দুর্যোধনের এইরূপ নিধন-  
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীৰ্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পরে চিস্তাঘ্রিত হইলেন ॥৬২॥

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই রাত্রি অতীত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যাইয়া—  
অশ্বখামা নিদ্রিত অবস্থায় সৈন্যগণের যে মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, তাহা যুধিষ্ঠিরের  
নিকট বলিল ॥১॥

(৬২)....জ্ঞাপিতপুত্রবধং তদা—বা নি । \* ‘...নববোহধ্যায়ঃ’ শি বঙ্গ বর্জ বা সো নি ।

(১)....গদা শশংস পাণ্ডব্যঃ—বা নি ।

সূত উবাচ । \*

দ্রোপদেয়া হতা রাজন্ ! দ্রুপদস্ত্যাজ্ঞৈঃ সহ ।  
 প্রমত্তা নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বপন্তঃ শিবিরে স্বকে ॥২॥  
 গৌতমেন নৃশংসেন ভোজেন কৃতবর্ষগা ।  
 অশ্বখাম্না চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥৩॥  
 ঐতৈর্নরগজাখানাং প্রাসশক্তিপরশ্বধৈঃ ।  
 সহস্রাণি নিকৃন্তন্তির্নিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥৪॥  
 ছিণ্ডমানস্য মহতো বনশ্চৈব পরশ্বধৈঃ ।  
 শুশ্রুবে স মহান্ শব্দো বলস্য তব ভারত ! ॥৫॥  
 অহমেকোহবশিষ্ঠস্ত তস্মাৎ সৈন্তান্মহীপতে ! ।  
 মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রক্ষ্যাম্ভন ! ব্যগ্রস্ত কৃতবর্ষগঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

\* হত ইতি । হতো ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সারথিঃ । “হতঃ কৃষ্মা চ সারথিঃ” ইত্যমরঃ ।  
 দ্রোপেতি । আশ্বজ্ঞৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ডাদিভিঃ । প্রমত্তা আশ্বরক্ষায়ামনবহিতাঃ ॥২॥  
 গৌতমেনেতি । গৌতমেন গৌতমগোত্রেন কৃপেণ, ভোজেন তবঃশীয়েন ॥৩॥  
 ঐতৈরिति । নিকৃন্তন্তিঃশ্চিন্তিঃ, বলং সৈন্তম্ ॥৪॥  
 ছিণ্ডেতি । শব্দ আর্ন্তনাদঃ ঠক্ঠকাদিধ্বনিচ ॥৫॥  
 অহমिति । ব্যগ্রস্ত অন্তবধে ব্যাসজন্তু কৃতবর্ষগঃ সকাশাৎ ॥৬॥

সেই সারথি বলিল—‘রাজা ! দ্রোপদীর পুত্রেরা দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত  
 রাত্রিতে স্বকীয় শিবিরে অসাবধান অবস্থায় ও নিরুদ্বেগভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন ;  
 তখন অশ্বখামা যাইয়া তাঁহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছেন ॥২॥

নৃশংস ও পাপাত্মা কৃপ, কৃতবর্ষা এবং অশ্বখামা রাত্রিতে আপনাদের শিবিরটাই  
 বিধ্বস্ত করিয়াছেন ॥৩॥

ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশুদ্বারা সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে হেদন  
 করিয়া করিয়া আপনার সৈন্তকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছেন ॥৪॥

ভরতনন্দন ! পরশুদ্বারা বন হেদন করিতে লাগিলে, তাহার যেমন ঠক্ঠক্-  
 প্রভৃতি শব্দ শুনা যায়, তেমন সৈন্তগণকে হেদন করিতে লাগিলে, তাহাদের তখন  
 বিশাল আর্ন্তনাদ শুনা যাইতেছিল ॥৫॥

(৩) কৃতবর্ষগা নৃশংসেন গৌতমেন কৃপেণ চ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো । (৬)....ব্যগ্রোক্ত  
 কৃতবর্ষগঃ—বা নি ।

তচ্ছ্রদ্ধা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 পপাত মহাং দুর্ধ্বঃ পুত্রশোকসমম্বিতঃ ॥৭॥  
 তং পতন্তমভিক্রম্য পরিজ্ঞাতোহ সাত্যকিঃ ।  
 ভীমসেনোহর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রো চ পাণ্ডবো ॥৮॥  
 লক্কেচৈতাস্ত কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা ।  
 জিহ্বা শত্রুন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্য্যদেবয়দার্তবৎ ॥৯॥  
 হুর্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুসঃ ।  
 জীযমানা জয়ন্ত্যগ্রে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥১০॥

## ভারতকৌমুদী

তদিত্তি । অশিবম্ অমঙ্গলময়ম্ । দুর্ধ্বং হেপি পুত্রশোকসমম্বিতত্বাদেব পপাতেতি  
 ভাবঃ ॥৭॥

ভমিত্তি । অভিক্রম্য উৎপত্য গতা ॥৮॥

লক্কেতি । লক্কেচৈতাস্তঃ প্রাপ্তচৈতন্তঃ, কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ । পর্য্যদেবয়ৎ ব্যলপৎ ॥৯॥

হুরিত্তি । হুর্বিদা হুর্বেদা । ঞ্ণাভাব আর্ষঃ । উক্তার্থে প্রমাণমাহ জীয়েতি ॥১০॥

## ভারতভাবদীপঃ

জয়েন হর্ষতামহুপদমেব শোকভয়ে প্রবর্তেতে ইতি দর্শয়ন্নৈবীকমারভতে ভত্তামিত্তি  
 ১১—৭। অভিক্রম্য ধৈর্য্যমধ্যাদাং ত্যক্তা পতন্তম্ ॥৮—৯। অগ্রে শত্রবঃ, জয়মানাঃ

ধর্ম্মায়া রাজা ! কৃতবর্ম্মা যখন অস্ত্রাশ্রয় সৈন্যসংহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই  
 সময়ে আমি তাঁহার নিকট দিয়া কোন প্রকারে আপনার সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া  
 আসিয়াছি' ॥৬॥

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্ধ্ব হইলেও সেই অমঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া, পুত্রশোকে  
 আকুল হইয়া, ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৭॥

তিনি পতিত হইতে লাগিলে সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব লাফ  
 দিয়া যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ॥৮॥

পরে যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ চিন্তস্থির হইয়া পূর্বে জয় করিয়া পরে পরাজিত হওয়ার  
 আকুলের দ্বায় শোকবিহ্বলবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন—৥৯॥

'বীহারী দিব্য চক্ষু, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থের গতি বুঝা হুহুর । হায় ।  
 অস্ত্র লোকেরা পরাজিত হইতে থাকিয়া জয়লাভ করে, আর আমরা জয় করিতে  
 থাকিয়া পরাজিত হইলাম ॥১০॥



হৃদ্রা ভ্রাতৃ নৃ বয়স্কাংশ্চ পিতৃ নৃ পুত্রানৃ স্নহদৃগণানৃ ।  
 বন্ধূনামাত্যানৃ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সৰ্বানৃ জিতা বয়ম্ ॥১১॥  
 অনর্থো হর্ষসঙ্কাস্তথানর্থোহর্ষদর্শনঃ ।  
 জয়েহয়মজয়াকারো জয়ন্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥১২॥  
 যজ্জিত্বা তপ্যতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুর্ন্যতিঃ ।  
 কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরঃ পঠৈঃ ॥১৩॥  
 যেমামর্থায় পাপং শ্রাদ্ধিজয়স্য স্নহদৃধৈঃ ।  
 নির্জিতৈরগ্রমন্তৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

হৃদ্রেতি । অহো দৈবগতিবিচিত্রেতি ভাবঃ ॥১১॥

অনর্থ ইতি । দৈবাৎ প্রাণিনামনর্থোহপি অর্থসঙ্কাসো ভবতি, কদাচিদনর্থশ্চ অর্থ ইব  
 দৃশ্যত ইত্যর্থঃ, দর্শনো জায়তে । অর্থশন্দোহত্র ইষ্টবিষয়পরঃ । অয়নশ্রীকং জয়ঃ অজয়াকারঃ  
 সৰ্বসৈন্তনাশাৎ । অস্মাৎ অতএব এষ জয়ঃ পরাজয় এব ॥১২॥

যদिति । আপন্ন লাপংপ্রাপ্তঃ । ততো জয়লাভাৎ পরম্ । মমাপ্যেবৈবাবহেতি  
 ভাবঃ ॥১৩॥

যেমামিতি । যেমাং বিজয়স্বার্থায় স্নহদৃধৈঃ পাপং শ্রাদ্ধং, তে জিতেন জয়েন কাশন্তে  
 শোভন্ত ইতি জিতকাশিনো জনাঃ, নির্জিতৈরপি অগ্রমন্তৈঃ শত্রুজয়ে সাবধানৈর্জনৈর্বিজিতাঃ  
 জ্ঞাঃ । তথা চ বিজয়ার্থং কৃতে: স্নহদৃধৈরশ্রীকং পাপং জাতম্, তস্মাৎ পাপাদেব চ বয়ং  
 জিতকাশিনঃ - হপি নির্জিতৈরশ্রীকংসংহারে সাবধানৈশ্চানুখ্যামাদিভিরিদানীং বিজিতা  
 ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

আমরা ভ্রাতৃগণ, বয়স্গণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, স্নহদৃগণ, বন্ধুগণ, অমাত্যগণ ও  
 পৌত্রগণকে বধ করিয়া এবং অশ্রাদ্ধ সকলকে জয় করিয়া, পরিশেষে পরাজিত  
 হইলাম ॥১১॥

দৈববশতঃ প্রাণিগণের পক্ষে কোন সময়ে অনিষ্টও বাস্তবিকই ইষ্টস্বরূপ হইয়া  
 থাকে; আবার কোন সময়ে অমিষ্টকে ইষ্টের স্থায় দেখা যায় (বাস্তবিকপক্ষে  
 সেটা ইষ্ট নহে) । আমাদেরও এই জয়টা অজয়ের সদৃশই হইয়াছে; সুতরাং  
 আমাদের এই জয় পরাজয়ই বটে ॥১২॥

দুর্ভিক্ষি মানুষ যে জয়লাভ করিয়া পরে বিপদাপদের স্থায় অল্পতপ্ত হয়; সে, সে  
 জয়কে কি করিয়া জয় বলিয়া মনে করে । কারণ, তাহার পর শত্রুরা তাহাকে  
 গুরুতরভাবে জয় করে ॥১৩॥

কর্ণিনালীকদংষ্ট্রস্ত খড়্গজিহ্বস্ত সংযুগে ।

চাপব্যাভাস্তরৌদ্রস্ত জ্যাতলম্বননাদিনঃ ॥১৫॥

ক্রুদ্ধস্ত নরসিংহস্ত সংগ্রামেষ্পলায়িনঃ ।

যে ব্যুমুখস্ত কর্ণস্ত প্রমাদান্ত ইমে হতাঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম)

রথহ্রদং শরবর্ষোশ্মিমস্তং রত্নাচিতং বাহনবাজিযুক্তম্ ।

শক্ত্যুষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং শরাসনাবর্তমহেশুফেনম্ ॥১৭॥

সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্ ।

যে তেজরুচ্চাবচশস্ত্রনোভিস্তে রাজপুত্রো নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥১৮॥ (যুগ্মকম)

### ভারতকৌমুদী

কণীত । কাণনো নালীকাস্চ বাণবিশেষা দংষ্ট্রা দন্তপঙ্ক্তিরিব যন্ত তন্ত, খড়্গো জিহ্বেব যন্ত তন্ত । চাপঃ ধনুঃ ব্যাভাস্তং বিবৃতবদনমিব তেন রৌদ্রস্ত তীষণস্ত, জ্যাতল-ম্বনো ধনুর্গুণশব্দো নাদো গর্জনমিবাত্মাভীতি তন্ত । নরঃ সিংহ ইব তন্ত । কর্ণস্ত সকাশাদিতি শেষঃ, প্রমাদাৎ অনবধানতাবশাৎ ॥১৫—১৬॥

রথেনি । রথা এব হ্রদা গর্তী যন্ত তম্, শরবর্ষমেব উশ্মিস্তরদোহস্তাভীতি তম্, রত্নৈরাচিতং ব্যাপ্তম্, বাহনানি রথাস্থা এব বাজিনো জলাশ্বাঐশুযুক্তম্ । শক্তয় ঋতয়শ্চৈব মীনা ধ্বজা এব নাগাঃ সর্পাঃ, নক্রা জলজন্তবশ্চ যন্ত তম্, শরাসনং ধনুরেব আবর্তো জলভ্রমির্ভ্যন্ত স চান্দ্রো মহেশবো মহাবাণা এব ফেনা যন্ত স চেতি তম্ । সংগ্রাম এব চন্দ্রস্ত উদয়েন বেগো যন্তাঃ সা তাদৃশী বেলা অধুবিকৃতিঃ পুরো যন্ত তম্, দ্রোণ এব অর্ণবস্তম্, জ্যাতল-নেমীনাং গুণহস্তাবরণচক্রপ্রান্তানাং ঘোষঃ শব্দ এব ঘোষো গর্জনং যন্ত তঞ্চ উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাণ্যেব নাবস্তাভিঃ, প্রমাদাৎ অনবধানাৎ ॥১৭—১৮॥

জয়লাভের জন্য সুহৃদ্ব বধ করায় যাহাদের পাপ হয়, তাহারা জয়লাভী লাভ করিয়াও পরাজিত ও অবলিহিত শত্রুগণকর্তৃক পুনরায় পরাজিত হয় ॥১৪॥

কর্ণি ও নালীকপ্রভৃতি বাণসমূহ যাহার দন্তজ্যেণিতুল্য, খড়্গ যাহার জিহ্বার স্থায়, আকৃষ্ট ধনু যাহার প্রকটিতমুখের সদৃশ এবং ধনুর গুণ ও হস্তাবরণের শব্দ যাহার গর্জনের সমান ছিল, সেই সিংহসদৃশ ক্রুদ্ধ ও তীষণ, যুদ্ধে অপলারী কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছে ॥১৫—১৬॥

রথ—যাহার গর্ত, বাণবর্ষণ—যাহার তরঙ্গ, বাহনগুলি—যাহার জলাশ্ব, শক্তি ও ঋষ্টি—যাহার মংস্ত, ধ্বজ—যাহার সর্প ও জলজন্ত, ধনু—যাহার আবর্ত (জলভ্রমি—ঘোলা), বিশাল বাণ—যাহার কেন, বৃহৎ চন্দ্রের উদয়ে বেগ—যাহার গুণ (জোয়ার) এবং ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও রথচক্রের শব্দই যাহার গর্জনবৎ ছিল, সেই রথ-

ন হি প্রমাদাৎ পরমোহস্তি কশ্চিদ্বধো নরাণামিহ জাবলোকে ।

প্রমত্তমৰ্থা হি নরং সমস্তাং ত্যজন্ত্যনৰ্থাশ্চ সমাবিশস্তি ॥১৯॥

ধ্বজোত্তমাগ্ৰোচ্ছি তধুমকেতুং শরাচ্চিষং কোপমহাসমীরম্ ।

মহাধনুৰ্জ্যাতলনেমিঘোষং তনুজ্ঞানানাবিশশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥

মহাচমুকন্দবাভিপন্নং মহাহবে ভীষ্মমহাদবাগ্নিম্ ।

যে তেরুরুচাবচশস্ত্রবেগৈস্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

ন হীতি । বধো বধহেতুঃ । প্রমত্তমনবহিতম্, অৰ্থা অন্তীষ্টবিষয়াঃ, অনৰ্থা অনন্তীষ্ট-  
বিষয়াঃ, সমাবিশস্তি আশ্রয়স্তি ॥১৯॥

ধ্বজেতি । ধ্বজোত্তমস্ত অগ্রে উচ্ছ্রিত উখিতো ধুমঃ কেতুঃ পতাকারূপো যস্ত তম্, শরা  
বাণা এব অচ্চিষঃ শিখা যস্ত তম্, কোপঃ ক্রোধ এব মহান্ সমীরো বৰ্জকো বায়ুৰ্ভূত তম্ ।  
মহাধনুৰ্জ্যাতলনেমীনাং ঘোষ এব ঘোষঃ শব্দে যস্ত তম্, তনুজ্ঞানি বন্ধাগি নানাবিধানি  
শস্ত্রাগি চ তেবাং হোমো হবিষ্ঠ্যাগো যস্মিন্ তম্ । মহাচমুসেব কন্দবঃ শুকতৃণবনং তত্র  
অভিপন্নং লগ্নম্, ভীষ্ম এব মহান্ দবাগ্নির্দাবানলন্তম্ । উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাগি  
তেবাং বেগৈঃ ॥২০—২১॥

### ভারতভাবদীপঃ

অরন্তঃ, জিতানাং জয়ো অরতাং পরাজয়ঃ কলতোহভূদিত্তি মহাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥  
বায়ুৰ্ভূত মূক্তাঃ, কর্ণস্ত কর্ণাৎ, প্রমাদাদম্মৎকৃতাদসামিধ্যাৎ ॥১৬—১৯॥ তনুজ্ঞানি নানাবিধানি  
শস্ত্রাগি চ তেবাং হোমঃ প্রক্ষেপো যত্র তং তনুজ্ঞানানাবিশশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥ ভীষ্মরয়ঃ  
ভীষ্মপ্রধানমগ্নিদাহং ভীষ্মরূপেণাগ্নিনা দাহমিত্যর্থঃ । তে সেহিরে সোচবন্তঃ ॥২১—৩১॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকঞ্জিয়ে ভারতভাবদীপে দশমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

পরিপূর্ণ জ্ঞেয়রূপ সমুদ্রকে যাহারা নানাবিধ অস্ত্ররূপ নৌকাঘারা অতিক্রম  
করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরা অনবধানতাবশতঃ আজ নিহত হইয়াছেন ॥১৭—১৮॥

এই জীবলোকে অনবধানতাব্যতীত মানুষের বিনাশের অস্ত্র কোন প্রধান  
কারণ নাই । কারণ, সমস্ত অতীষ্ট বিষয়ই অসাবধান লোককে পরিত্যাগ করে  
এবং সমস্ত অনর্থ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে ॥১৯॥

উত্তম ধ্বজের উপরে পতাকারূপ যাহার ধুম, বাণ যাহার শিখা, ক্রোধ যাহার  
প্রকল বায়ু, বিশাল ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও চক্রপ্রান্তের শব্দ যাহার রব, বর্ষ ও  
নানাবিধ অস্ত্র যাহার আছতি এবং যাহা বিশাল সৈন্যরূপ শুকতৃণবনে লগ্ন হইত,  
সেই ভীষ্মরূপ মহাদাবানলকে যাহারা মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রবেগঘাতা অতিক্রম  
করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরাই অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছেন ॥২০—২১॥

(২০) ইতঃপ্রভৃতি পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদো ক্রটিয্যঃ ।

ন হি প্রমত্তেন নরেন শক্যমাশুং বহু ত্রীবিপুলং যশো বা ।  
 পশ্যাপ্রমাদেন নিহত্য শক্রং সৰ্বান্ মহেন্দ্রঃ স্বধমেধমানম্ ॥২২॥  
 ইন্দ্রোপমান পার্ধিবপুত্রপৌত্রান্ পশ্যাবিশেষণ হতান্ প্রমাদাৎ ।  
 তীৰ্থা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা মগ্নাঃ কুনদ্যামিব সীদমানাঃ ॥২৩॥  
 অমৰ্ষিতৈর্ষে নিহতাঃ শয়ানা নিঃসংশয়ং তেহপি দিবং প্রপন্নাঃ ।  
 কৃষাস্ত শোচামি কথং নু সাধ্বী শোকার্ণবং সাগ্ৰ বিশক্ষ্যতীতি ॥২৪॥  
 ভ্রাতৃংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য পাঞ্চালরাজং পিতরঞ্চ বুদ্ধম্ ।  
 ধ্রুবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং সা শেষ্যতে শোককুশাস্রযষ্টিঃ ॥২৫॥

## ভারতকৌমুদী

ন হীতি । প্রমত্তেন অনবহিতেন । আশুং লক্ষ্যম্, বহু ধনম্, ত্রীর্বনাদিশোভা ।  
 অপ্রমাদেন সাবধানতয়া, এধমানং বৰ্দ্ধমানং স্বর্গাধিপতিভূতমিত্যর্থঃ ॥২২॥

ইন্দ্রেতি । পার্ধিবানাং রাজ্যাঃ পুত্রপৌত্রান্, হতান্ অশ্বাকং শিবিরেষু, প্রমাদাৎ  
 অনবধানতাবশাৎ । উক্তার্থে সাদৃশ্যমাহ তীর্ষেতি । সমৃদ্ধা ধনসংভবেন সম্পন্নাঃ সন্তঃ,  
 সীদমানা অবসরা অনবহিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ । তথা চ ভীষ্মাদিবধেন বিজয়িনী মৎসেনা  
 অনবধানতাবশাদেব কেনচিৎ কুদ্রেণ ব্রাহ্মণেন হতেতি ভাবঃ ॥২৩॥

অমৰ্ষিতৈরिति । অমৰ্ষিতৈঃ ক্রুদ্ধৈরশ্বখাদিভিঃ । দিবং স্বৰ্গম্, প্রপন্নাঃ কুরুক্ষেত্রে  
 মাহাত্ম্যাং প্রাপ্তাঃ, অতন্তেষামৰ্ষে শোকো নাস্তীতি ভাবঃ । কৃষাং জ্যোপদীম্ ॥২৪॥

ভ্রাতৃনिति । বিসংজ্ঞা অচেতন । শেষ্যতে শয়নং করিষ্যতি ॥২৫॥

অসাবধান মানুষ ধন, শোভা কিংবা বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।  
 দেখ—ইন্দ্র সাবধানতাবশতই সমস্ত শত্রুকে সংহার করিয়া, অনায়াসে সমৃদ্ধি লাভ  
 করিয়াছেন ॥২২॥

আরও দেখ—ইন্দ্রের তুল্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রেরা অনবধানতাবশতই  
 অ-বিশেষভাবে আমাদের শিবিরে নিহত হইয়াছেন । অতএব সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা  
 সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আসিয়া অসাবধানতাবশতঃ যেমন ক্ষুদ্র নদীতে মগ্ন হয়,  
 সেইরূপ আমাদের সেই যোদ্ধারা ভীষ্মপ্রভৃতির হস্তে হইতে মুক্ত হইয়া আজ ক্ষুদ্র  
 অশ্বখামার হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

ক্রুদ্ধ শক্ররা যে সকল নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে, তাঁহারাও স্বর্গেই  
 গিয়াছেন (মৃতরাং তাঁহাদের জন্ম শোক করা উচিত নহে) । কিন্তু জ্যোপদীর  
 জন্মই শোক করিতেছি । কেন না, সেই সাধ্বী আজ কি করিয়া এই শোকসাগর  
 স্রব করিবেন ॥২৪॥

(২৪) অমৰ্ষিতৈর্ষে নিহতা নরেন্দ্রা...বা নি, সা বিবহিততীতি...বা নি ।

তচ্ছোকজঃ দুঃখমপারয়ন্তী কথং ভবিষ্যতুচিতা সুখানাম্ ।  
 পুত্রৈক্ষয়ভ্রাতৃবধপ্রণুমা প্রদহমানেষ হতাশনেন ॥২৬॥  
 ইত্যেবমার্ত্তঃ পরিদেবয়ন্ স রাজা কুরুণাং নকুলং বভাষে ।  
 গচ্ছান্নৈনামিহ মন্দভাগ্যাং সমাতৃপকামিতি রাজপুত্রীম্ ॥২৭॥  
 মাত্রীশ্বতন্তুং পরিগৃহ্য বাক্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিমস্ত রাজ্ঞঃ ।  
 যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ পাঞ্চালরাজস্ত চ যত্র দারাঃ ॥২৮॥  
 প্রস্থাপ্য মাত্রীশ্বতমাজমীঢ়ঃ শোকার্দিতস্তৈ সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ ।  
 রোরুয়মাণঃ প্রযযৌ স্তনানামায়োধনং ভূতগণানুকীর্ণম্ ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

তদिति । অপারয়ন্তী সোদুঃখশরুভী, কথং কীদৃশী, সুখানামুচিতা ভোগে অভ্যস্তা ।  
 পুত্রোপাং ক্ষয়েণ ভ্রাতৃণাং বধেন চ প্রণুমা বিহ্বলীকৃতা ॥২৬॥

ইতীতি । পরিদেবয়ন্ বিলপন্ । এনাং কৃষ্ণাম্, মাতৃপক্ষেণ নিহতানাং মাতৃগণেন  
 সহেতি সা তাম্ ॥২৭॥

মাত্রীতি । ধর্ম্মপ্রতিমস্ত ধর্ম্মসমানস্ত । দেবাং দ্রোপস্তাঃ ॥২৮॥

প্রস্থাপোতি । আজমীঢ় অজমীঢ়বংশোৎপন্নো যুধিষ্টিরঃ । রোরুয়মাণঃ পুনরার্ত্তনাদং  
 কূৰ্ণম্, আয়োধনং রণস্থলম্, ভূতগণৈর্মাংসভোজিপ্রাপিগণৈঃ অহুকীর্ণং ব্যাণ্ডম্ ॥২৯॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ ক্রপদরাজাকে নিহত শুনিয়া শোকে ক্ষীণ ও  
 অচেতন হইয়া দ্রোপদী নিশ্চয়ই আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিবেন ॥২৫॥

সুখভোগে অভ্যস্তা দ্রোপদী অগ্নির জ্বায় পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশশোকে  
 দহমান ও আকুল হইয়া, সেই শোকদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রোপদী আজ  
 কিরূপ হইয়া পড়িবেন ॥২৬॥

কুরুরাজ যুধিষ্টির শোকাক্ত হইয়া একরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া নকুলকে  
 বলিলেন—‘নকুল ! তুমি যাও, মাতৃগণের সহিত মন্দভাগা দ্রোপদীকে এইখানে  
 আনিয়ন কর’ ॥২৭॥

ধর্ম্মের গুণে ধর্ম্মদেবের তুল্য যুধিষ্টিরের এই আদেশ গ্রহণ করিয়া নকুল—যে  
 স্থানে ক্রপদরাজার ভাৰ্য্যারা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্রোপদীর ভবনে গমন  
 করিলেন ॥২৮॥

যুধিষ্টির নকুলকে প্রেরণ করিয়া, বন্ধুগণের সহিত মিলিত ও শোকাক্ত হইয়া,  
 গুরুতর আৰ্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, জন্তুগণে পরিপূর্ণ পুরদিগের সংহারস্থানে  
 গমন করিলেন ॥২৯॥

স তং প্রবিশ্বাশিবমুৎকরণং দদর্শ পুত্রান্ বৃহদঃ সখীংশ্চ ।

ভূমৌ শয়ানান্ কুধিরাঋগাজান্ বিভিন্নদেহান্ প্রহতোত্তমাজান্ ॥৩০॥

স তাংস্ত দৃষ্ট্বা ভৃগুমার্তরূপো যুধিষ্ঠিরো ধন্বভূতাং বরিতঃ ।

উঠৈঃ প্রচুক্ৰোশ চ কৌরবাণ্যঃ পপাত চৌৰ্ব্যং সগণো বিসংজঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্ৱণি ঐষীকে যুধিষ্ঠিরামুতাপে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

————:—:————

## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

————:•••:————

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।

মহাদুঃখপরীতান্না বভূব জনমেজয় ॥১॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । অশিবম্ অমঙ্গলময়ম্ । বিভিন্নগাজান্ বিদীর্ঘদেহান্, প্রহতানি জন্তুভিরাকৃষ্টাপ-  
নীতানি উত্তমাজানি শিরাংসি যেবাং তান্ ॥৩০॥

স ইতি । প্রচুক্ৰোশ পুত্রাদীনাকুহাৰ, সগণঃ সপরিজনঃ, বিসংজঃ অচেতনঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ৱণি ঐষীকে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

————:•••:————

স ইতি । সংখ্যে রণস্থল ইব শিবিরে । মহাদুঃখেন পরীতান্না ব্যাপ্তচিত্তঃ ॥১॥

যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গলময় ও ভীষণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পুত্রগণ,  
সুহৃদগণ ও সখিগণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দেহ  
অত্যাঘাতে হিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে এবং জন্তুগণ অনেকেরই মস্তক  
অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥৩০॥

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত শোকার্ত  
হইয়া তাহাদিগকে উচ্চস্বরে ডাকিতে থাকিয়া অচেতন হইয়া, পরিজনগণের  
সহিত ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩১॥

\* ‘...দশনোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্জ বা সো নি ।

ততস্তস্মৈ মহান্ শোকঃ প্রাচুরাগীশ্বহাজনঃ ।

স্মরতঃ পুত্রপৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনশ্চ ৮ ॥২॥

তমশ্ৰুপরিপূর্ণাক্ষং বেপমানমচেতনম্ ।

মুহুদো ভৃশসংবিয়াঃ সাস্বয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৩॥

তস্মিন্ মুহুৰ্ত্তে জবনৈর্বাঞ্জিভির্হেমমালিভিঃ ।

নকুলঃ কৃষ্ণয়া সার্কুমুপায়াং পরমার্তয়া ॥৪॥

উপপ্লব্যং গত৷ সা তু শ্ৰুত্বা স্মমহদপ্রিয়ম্ ।

তদা বিনাশং পুত্রাণাং সর্বেষাং ব্যধিতাভবৎ ॥৫॥

কম্পমানেব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা ।

কৃষ্ণা রাজানমাসাশ্চ শোকাকর্তা শূপতমুবি ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পুত্রপৌত্রাণামিত্যাদৌ “স্বত্বার্থকন্দগি” ইতি কন্দগি বস্তু ॥২॥

তমিতি । অচেতনং প্রায়েণাসংজ্ঞম্ । ভৃশসংবিয়া অতীবাহিরাঃ ॥৩॥

তস্মিন্নিতি । জবনৈর্বেগবদ্ভিঃ । কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা, উপায়াং যুধিষ্ঠিরসমীপমাংসক্ ॥৪॥

উপেতি । উপপ্লব্যং তদাখ্যং বিয়াটনগরম্, গত৷ যুদ্ধকালে অধিষ্ঠিতা, সা কৃষ্ণা ॥৫॥

কম্পেতি । অভিসমীরিতা সর্বতঃ সঞ্চালিতা । রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র ও সখাদিগকে নিহত দেখিয়া গুরুতর দুঃখে আকুল হইয়া পড়িলেন ॥১॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠির তৎকালে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনদিগকে স্মরণ করিতে থাকায় তাঁহার গুরুতর শোক উপস্থিত হইল ॥২॥

তখন যুধিষ্ঠির অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কম্পিতকলেবর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলে, মুহুদগণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া তাঁহাকে মাখনা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

সেই সময়েই নকুল বেগবান্ ও স্বর্ণমালালঙ্কৃত অশ্বগণের গুণে অত্যন্ত দুঃখিত৷ দ্রৌপদীর সহিত সহর সে স্থানে আগমন করিলেন ॥৪॥

দ্রৌপদী সেই যুদ্ধের সময়ে বিয়াটরাজের উপপ্লব্যনগরে ছিলেন ; তৎকালে তিনি নকুলের নিকট গুরুতর অপ্রিয় সমস্ত পুত্রেরই নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকে আকুল হইয়াছিলেন ॥৫॥

ক্রমে শোকাকর্তা দ্রৌপদী বায়ুসঞ্চালিত কদলীশৃঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৬॥

(৪) ততস্তস্মিন্ কণে কল্যা রথেনাদিত্যবর্জসা—পি বজ বর্জ ।

বভূব বদনং তস্তাঃ সহসা শোককর্মিতম্ ।  
 ফুল্লপদ্মপলাশাক্যান্তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥৭॥  
 ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরস্তী সত্যবিক্রমঃ ।  
 বাহুভ্যাং পরিজ্ঞাত্বাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ ॥৮॥  
 সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভাবিনী ।  
 রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সহভ্রাতরনত্রবীৎ ॥৯॥  
 দিষ্ট্য রাজন্ ! অবাপ্যোমামখিলাং ভোক্ত্যসে মহীম্ ।  
 আত্মজান্ কত্রধর্ম্মেণ সম্প্রদায় যমায় বৈ ॥১০॥  
 দিষ্ট্য স্বং পার্থ ! কুশলী মন্তমাতঙ্গগামিনম্ ।  
 অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিশ্বসি ॥১১॥  
 আত্মজান্ কত্রধর্ম্মেণ শ্রদ্ধা শূরান্ নিপাতিতান্ ।  
 উপপ্লব্যে ময়া সার্কিং দিষ্ট্য স্বং ন স্মরিশ্বসি ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

বভূবেতি । শোকেন কর্মিতং স্নানম্ । তমসা রাহণা গ্রন্থস্তমোগ্রস্তঃ, অংশুমান্ চক্ৰঃ ॥৭॥  
 তত ইতি । সংরস্তী ক্রোধী । সমুৎপত্য উৎপ্লুত্য গতা ॥৮॥  
 সেতি । ভাবিনী অভিপ্রায়বিশেষবতী । পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্, ভ্রাতৃভিঃ সহেতি সহ-  
 ভ্রাতরম্ ॥৯॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন । রাজ্যনাভেন অশ্বান্তো ভবিষ্যসি, ন ব্ৰহ্মমিতি ভাবঃ ॥১০॥

দিষ্ট্যেতি । কুশলী অক্ষতদেহঃ । সৌভদ্রমভিমম্যাম্ ॥১১॥

প্রস্তুটিতপদ্মপলাশনয়না জ্যোপদীর মুখখানি শোকে রাজগ্রন্থ চন্দ্রের স্তায়  
 মলিন হইয়া গেল ॥৭॥

তাহার পর জ্যোপদীকে পতিত দেখিয়া, কোপনস্বভাব ও যথার্থবিক্রমশালী  
 ভীমসেন লোক দিয়া যাওয়া বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥৮॥

ক্রমে ভীমসেন আশ্বস্ত করিলে, জ্যোপদী রোদন করিতে থাকিয়া বিশেষ  
 অভিপ্রায়ে ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—১৯

‘রাজা । আপনি কত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে পুত্রদিগকে যমকে দান করিয়া, ভাগ্য-  
 বশতঃ সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন ॥১০॥

পৃথানন্দন । আপনি ভাগ্যবশতঃ অক্ষতদেহ থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী লাভ  
 করিয়া মন্তমাতঙ্গগামী অভিমম্যাকে আর স্মরণ করিবেন না ॥১১॥

(২) ..ভীমসেনেন ভাবিনী—বা সো নি । (১০) ..স্বা শূরান্ নিপাতিতান্—পি বদ  
 বর্জ সো ।



প্রহুপ্তানাং বধং শ্রুত্বা দ্রৌণিনা পাপকৰ্ম্মণা ।  
 শোকস্তপতি মাং পার্থ । হতাশন ইবাশ্রয়ম্ ॥১৩॥  
 তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ণ চেদন্ত স্বয়া যুধে ।  
 হ্রিয়তে সানুবন্ধস্য যুধি বিক্রম্য জীবিতম্ ॥১৪॥  
 ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ ।  
 ন চেৎ ফলমবাশ্রোতি দ্রৌণিঃ পাপস্য কৰ্ম্মণঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)  
 এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রতু্যপাবিশৎ ।  
 যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধৰ্ম্মরাজং তপস্বিনী ॥১৬॥  
 দৃষ্টোপবিষ্ঠাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্ ।  
 প্রতু্যবাচ স ধৰ্ম্মাত্মা দ্রৌপদীং চারুদৰ্শনাম্ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

আশ্রয়জানিতি । উপপ্লব্যে প্রাপ্তক্লে তদাখ্যে বিরটনগরে ॥১২॥  
 প্রেতি । প্রহুপ্তানাং নিজিতানাং, দ্রৌণিনা অশ্বখামা । তপতি দহতি ॥১৩॥  
 তন্ত্ৰেতি । যুধে যুদ্ধে । সানুবন্ধস্ত অমুচয়সহিতস্ত । প্রায়ম্ অভ্যগমনং যাবৎ, আসিষ্যে  
 স্বাস্ত্যামি ॥১৪—১৫॥  
 এবমিতি । তপস্বিনী শোচ্যা, “দীনশোচ্যো তপস্বিনী” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

আপনি পুত্রগণকে ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মানুসারে নিপাতিত শুনিয়াও ভাগ্যবশতই  
 উপপ্লবনগরে আমার সহিত তাহাদিগকে আর স্মরণ করিবেন না ॥১২॥

পৃথানন্দন ! পাপকারী অশ্বখামা নিজিত ব্যক্তিগণকে বধ করিয়াছে ইহা শ্রবণ  
 করায় অগ্নি যেমন আপন আশ্রয়কে দহ করে, সেইরূপ শোক আমাকে দহ  
 করিতেছে ॥১৩॥

অতএব অত আপনি যদি বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে সেই পাপকারী  
 অশ্বখামার জীবন হরণ না করেন এবং অশ্বখামা যদি সেই পাপকার্যের ফল-  
 ভোগ না করে, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব ; হে  
 পাণ্ডবগণ ! আপনারা আমার এই প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া থাকুন’ ॥১৪—১৫॥

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া শোচনীয়্য ক্রুপদ-  
 নন্দিনী কৃষ্ণা সেই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিলেন ॥১৬॥

তখন চারুদৰ্শনা প্রিয়মহিষী দ্রৌপদীকে প্রায়োপবিষ্টা দেখিয়া, ধৰ্ম্মাত্মা রাজর্ষি  
 যুধিষ্ঠির তাহাকে বলিলেন— ॥১৭॥

ধৰ্ম্ম্যং ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মজ্ঞে ! প্রাপ্তাস্তে নিধনং শুভে ।।  
 পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তাম্ শোচিভুমহঁসি ॥১৮॥  
 স কল্যাণি ! বনং দুৰ্গং দূরং দ্রৌণিরিতো গতঃ ।  
 তস্মাৎ স্বং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্তাসি শোভনে ॥১৯॥  
 দ্রৌপদ্যবাচ ।

দ্রৌণপুত্রস্ত সহজো মণিঃ শিরসি মে ঞ্চতঃ ।  
 নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহুতম্ ।  
 রাজন্ ! শিরসি তে কৃত্বা জীবৈয়মিতি মে মতিঃ ॥২০॥  
 ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চারুদৰ্শন ।  
 ভীমসেনমথাভ্যেত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥২১॥  
 ত্রাতুমহঁসি মাং ভীম ! ক্ষত্রধৰ্ম্মমমুস্মরন্ ।  
 জহি তং পাপকৰ্ম্মাণং শম্বরং মঘবানিব ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । উপবিষ্টামন্তগমনায়েতি শেষঃ ॥১৭॥  
 ধৰ্ম্ম্যমিতি । ধৰ্ম্ম্যং ধৰ্ম্মাদনপেতম, ধৰ্ম্মেণ ক্ষত্রিয়াচারেণ ॥১৮॥  
 স ইতি । দুৰ্গং দুৰ্গমম্ । কথং জ্ঞাস্তাসি কথমপি নেত্যর্থঃ, দূরস্থত্বাৎ ॥১৯॥  
 দ্রৌণেতি । মে ময়া । জীবৈয়ং তৎপাতনাবগমাৎ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥  
 ইতীতি । পরমমুত্তমম্, সৰ্ব্বথা যুক্তিযুক্তবাদিত্যর্থঃ ॥২১॥

‘শুভে ধৰ্ম্মজ্ঞে ! তোমার সেই পুত্রেরা ও ভ্রাতারা ক্ষত্রিয়নিয়মানুসারে ধৰ্ম্মসঙ্গত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং তুমি আর তাঁহাদের জন্ত শোক করিতে পার না ॥১৮॥

কল্যাণি ! সেই অশ্বখামা এ স্থান হইতে দূরবর্তী ও দুৰ্গম বনमध्ये যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে ; অতএব শোভনে । তুমি এ স্থানে থাকিয়া তাহাকে নিপাত করা কি করিয়া দেখিবে’ ॥১৯॥

দ্রৌপদী বলিলেন—‘রাজা ! আমি শুনিয়াছি—অশ্বখামি অশ্বখামার মন্তকে একটি মণি রহিয়াছে ; আপনি সেই পাপাত্মা অশ্বখামাকে বধ করিয়া সেই মণিটী মন্তকে ধারণপূর্বক আনয়ন করিবেন, তাহা আমি দেখিব, তাহা হইলে জীবন-ধারণ করিতে পারিব, ইহাই আমার ধারণা’ ॥২০॥

চারুদৰ্শনা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের নিকটে যাইয়া এই উক্তম বাক্য বলিলেন—॥২১॥

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন ।

শ্রুতং তৎ সৰ্বলোকেষু পরমব্যসনে তথা ॥২৩॥

দ্বীপোহুভুজং হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে ।

হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা স্বমভবো গতিঃ ॥২৪॥

তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভূশাদ্ধিতাম্ ।

মামপুঙ্ক্তুবান্ কৃচ্ছ্রাং পৌলোমীং মঘবানিব ॥২৫॥

যথৈতান্যকৃথাঃ পার্থ ! মহাকৰ্ম্মাণি বৈ পুরা ।

তথা দ্রৌণিমমিত্রম্ ! বিনিহত্য স্মখী ভব ॥২৬॥

তস্তা বহুবিধং দুঃখং নিশম্য পরিদেবিতম্ ।

ন চামৰ্ষত কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

ত্রাতুমিতি । পাপকৰ্ম্মাণমশ্বখামানম্, শব্দরং নামানুব্রন, মঘবানিভ্রঃ ॥২২॥

নেতি । পরমব্যসনে মহাবিপদি, তথা বিক্রমে তত্তুল্যঃ কশ্চিন্নাস্তীতি সঙ্কঃ ॥২৩॥

দ্বীপ ইতি । বারণাবতে নগরে অতুগৃহদাহসময় ইত্যর্থঃ, দ্বীপঃ সমুদ্রে দ্বীপ ইবাশ্রয়ঃ ॥২৪॥

তথেন্ধি । পৌলোমীঃ শচীন্ অশ্রবাসনাদিত্যাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

যথেন্ধি । এতানি হিড়িম্ববধাদীনি । হে অমিত্রম্ ! শত্রুহন্তঃ ! ॥২৬॥

তস্তা ইতি । দুঃখং দুঃখং চকম্, পরিদেবিতং বিলাপম্ । অমৰ্ষত অসহত ॥২৭॥

‘মধ্যমপাণ্ডব ! আপনি ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া, আমাকে রক্ষা করুন । ইন্দ্র যেমন শশুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আপনি সেইরূপ পাপকৰ্ম্ম অশ্বখামাকে বধ করুন ॥২২॥

এই জগতে সাধারণ অবস্থায় কিংবা মহাবিপদের সময় বিক্রমপ্রকাশ করিবার পক্ষে আপনার তুল্য কোন পুরুষই নাই, ইহা সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥২৩॥

বারণাবতনগরে অতুগৃহদাহের সময়ে আপনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং হিড়িম্বরাক্ষসের আক্রমণের কালেও আপনিই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৪॥

আর ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অশ্রবসকট হইতে রক্ষা করেন, আপনিও তেমনি বিরাটনগরে কীচকের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৫॥

শত্রুহন্তা প্রধানন্দন । আপনি পূর্বে যেমন এই সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ এখনও অশ্বখামাকে বধ করিয়া স্মখী হউন ॥২৬॥

(২৩) ইতঃ পরং ‘ঐবশ্পায়ন উবাচ’ বা নি । (২৭)....পরমব্যসনে বধা—পি বধ বর্কসো ।

স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গমারুরোহ মহারথম্ ।  
 আদায় রুচিরং চিত্রং সমাগৰ্গগুণং ধনুঃ ॥২৮॥  
 নকুলং সারথিং কৃৎস্না দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ ।  
 বিস্ফার্য সশরং চাপং তূর্ণমস্থানচোদয়ৎ ॥২৯॥  
 তে হযাঃ পুরুষব্যাঘ্র ! চোদিতা বাতরংহসঃ ।  
 বেগেন হরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ ॥৩০॥  
 শিবিরাৎ স্বাদৃগৃহীত্বা স রথস্থ পদমচ্যুতঃ ।  
 দ্রোণপুত্রগতেনাশু যযৌ মার্গেণ ভারত ! ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং সৌপ্তিক-  
 পৰ্বণি ঐষীকে দ্রোণিবধার্থং ভীষ্মগমনে ছাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । কাঞ্চনেন বিচিত্রাণি অঙ্গানি অবয়বা যন্ত তম্ । মার্গগৈঃ শরৈর্গুণেন চ  
 সহেতি তৎ ॥২৮॥

নকুলমিতি । ধৃতঃ সযত্নঃ সন্ । অচোদয়ৎ চালয়িতুমাদিশৎ ॥২৯॥

ত ইতি । বাতরংহসো বাহুব্বেগাঃ । হরয়ঃ কপিলবর্গাঃ ॥৩০॥

### ভারতভাবদীপঃ

স দৃষ্টেতি ॥১—২॥ দিষ্টোতি পুত্রনাশাপেক্ষা রাজ্যপ্রাপ্তিমুখং তব মহদিত্যাধিক্ষেপঃ  
 ॥১০—৩০॥ পদং গমনমার্গচিহ্নম্, গৃহীত্বালক্ষ্য ॥৩১॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥১১॥

তখন মহাবল কুন্তীনন্দন ভীষ্মসেন দ্রোণদীর বহুবিধ হুঃখমুচক সেই সকল  
 বিলাপ শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥২৭॥

ক্রমে ভীষ্মসেন বাণ ও গুণযুক্ত এবং সুন্দর ও বিচিত্র ধনু ধারণ করিয়া স্বর্ণখচিত  
 বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥২৮॥

পরে ভীষ্মসেন অশ্বখামার বধে উৎসাহী হইয়া নকুলকে সারথি করিয়া, বাণযুক্ত  
 ধনু বিস্ফারণপূর্বক অশ্বগুলিকে সম্বর ঢালাইবার আদেশ করিলেন ॥২৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! বাহুর দ্বায় বেগবান, শীঘ্রগামী, পিঙ্গলবর্ণ ও ঘরাবিত সেই  
 অশ্বগুলি নকুলকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল ॥৩০॥

(৩১)....দ্রোণপুত্রবৎস্যাৎ যযৌ বেগেন বীৰ্য্যবান্—পি বদ বর্দ্ধ সো । • '...একাদশো-  
 হধ্যায়ঃ' পি বদ বর্দ্ধ বা সো মি ।

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে যদুনাযুঘভন্ততঃ ।

অত্রবীং পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

এষ পাণ্ডব ! তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরাযণঃ ।

জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥২॥

ভীমঃ প্রিয়ন্তে সর্বেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ ! ।

তং কৃচ্ছ্ৰগতমদ্রং কস্ম্যাম্ভ্যুপপদ্যসে ॥৩॥

যত্নদাচক্ৰ পুত্রায় দ্রোণঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শিবিরাদিতি । রথস্ত্র অশ্বখারঃ স্তননস্ত, পদং গমনচিহ্নম্ । অচ্যুতো বীরধর্ম্মাদভ্যঃ ॥১॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিবাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্কণি ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

তস্মিন্ প্রয়াতে । যদুনাযুঘভো যাদবানাং শ্রেষ্ঠঃ । পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

এষ ইতি । জিঘাংসুর্হস্তমিচ্ছুঃ, আক্রন্দে দারুণযুদ্ধে ॥২॥

ভীম ইতি । কৃচ্ছ্ৰগতং সম্ভাব্যমানকষ্টপ্রতিমং, নাভ্যুপপদ্যসে সাহায্যেন ন বর্কয়সি ॥৩॥

ভরতনন্দন । মহাবীর ভীমসেন রথচক্রের চিহ্ন ধরিয়া অশ্বখামার পথ অনুসরণ  
করিয়া, আপন শিবির হইতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দুর্ধর্ষ ভীমসেন প্রস্থান করিলে, যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ  
কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—৥১॥

পাণ্ডুনন্দন ! আপনার এই ভ্রাতা ভীমসেন একাকীই মহাযুদ্ধে অশ্বখামাকে  
বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভীমসেন অস্ত্র সকল ভ্রাতা হইতেই আপনার অধিক প্রিয়;  
অথচ তিনি বিপন্ন হইতে চলিয়াছেন ; সুতরাং আপনি তাঁহার সাহায্য করিতেছেন  
না কেন ॥৩॥

তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সৰ্ব্বধনুস্বতাম্ ।  
 প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ শ্রীম্মাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥৫॥  
 তং পুত্রোহপ্যেক এবৈনমম্বষাচদমৰ্ষণঃ ।  
 ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥৬॥  
 বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাস্তজ্ঞশ্চ মহাত্মনঃ ।  
 সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিদাচার্য্যঃ সোহম্বষাৎ স্বস্বতং ততঃ ॥৭॥  
 পরমাপদগতেনাপি ন স্ম তাত ! স্বয়া রণে ।  
 ইদমস্ত্রং প্রয়োক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৮॥  
 ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদথোক্তবান্ ।  
 ন স্বং জাতু সতাং মার্গে স্মাতেতি পুরুষৰ্ষভ ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি । আচষ্ট উপাদিশৎ । অস্ত্রং কৰ্ত্তৃ ॥৪॥

তদিতি । কেতুধ্বজঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ । প্রত্যপাদয়দশিক্ষয়ৎ ॥৫॥

তমিতি । একঃ পুত্রোহম্বষামা অম্বষাচৎ তদস্ত্রমম্বষাচত, অমৰ্ষণঃ কোপনঃ ॥৬॥

বিদিতমিতি । চাপলং চঞ্চলঃ স্বভাবঃ । অম্বষাৎ উপাদিশৎ ॥৭॥

কিমম্বষাদিত্যাহ পরমেতি । প্রয়োক্তব্যং নিক্ষেপ্তব্যম্ ॥৮॥

ইতীতি । জাতু কদাচিৎ, স্মাতা স্মাতসি । অতএবেতন্মুপদিষ্টমিতি ভাবঃ ॥৯॥

বিপক্ষনগরবিজয়ী দ্রোণাচার্য্য পুত্র অশ্বখামাকে যে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন,  
 ‘ব্রহ্মশির’ নামক সেই অস্ত্র পৃথিবীও দখল করিতে পারে ॥৪॥

এবং মহাত্মা, মহাভাগ ও সমস্ত ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া সেই  
 ‘ব্রহ্মশির’ অস্ত্র অর্জুনকেও শিখাইয়া ছিলেন ॥৫॥

একমাত্র পুত্র অশ্বখামাও দ্রোণাচার্য্যের নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;  
 তাহার পর দ্রোণাচার্য্য অনতিশ্রুতচিত্ত হইয়াই যেন সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র অশ্বখামাকেও  
 শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥৬॥

অশ্বখামার চঞ্চলস্বভাব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের বিদিত ছিল ; সুতরাং সৰ্ব্বধর্ম্মজ্ঞ  
 দ্রোণাচার্য্য ‘ব্রহ্মশির’ অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার পরে, অশ্বখামাকে এই উপদেশ  
 দিয়াছিলেন—॥৭॥

‘বৎস ! তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না ;  
 বিশেষতঃ মানুষ্যের উপরে কখনও না’ ॥৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দ্রোণাচার্য্য অশ্বখামাকে প্রথমে এই কথা বলিয়া পরে বলিলেন—  
 ‘তুমি কখনও সংপথে থাকিবে না’ ॥৯॥

স তদাভ্যায় ছুষ্ঠায়া পিতৃর্বচনমপ্রিয়ম্ ।  
 নিরাশঃ সৰ্ব্বকল্যাণৈঃ শোকাৎ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥১০॥  
 ততস্তদা কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! বনস্থে হুয়ি ভারত ! ।  
 অবসদুদ্বারকামেত্য বৃষ্ণিভিঃ পরমার্চিতঃ ॥১১॥  
 স কদাচিৎ সমুদ্রোন্তে বসন্ দ্বারবতীমনু ।  
 এক একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥১২॥  
 যত্তদুগ্রং তপঃ কৃষ্ণ ! চরন্ সত্যপরাক্রমঃ ।  
 অগস্ত্যাস্তারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥১৩॥  
 অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেবগন্ধৰ্ব্বপূজিতম্ ।  
 তদগ্ৰ ময়ি দাশাহ ! যথা পিতরি মে তথা ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । ছুষ্ঠায়া খলস্বভাবঃ । সৰ্ব্বকল্যাণৈঃ সৰ্ব্ববিধাভীষ্টৈঃ ॥১০॥  
 তত ইতি । বৃষ্ণিভিরম্বংশীয়ৈঃ, পরমার্চিতো বিশেষাদরেণ শুভ্রবিতঃ ॥১১॥  
 স ইতি । অহু লক্ষ্যকৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥১২॥  
 যদিতি । ভারতাচার্য্যো ভরতবংশীয়ানামস্তম্বকঃ, প্রত্যপদ্যত অনন্তত । অন্তে-  
 দানীম্ ॥১৩—১৪॥

খলস্বভাব অশুখামা পিতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজের সৰ্ব্ববিধ  
 অভীষ্ট সম্পাদনে নিরাশ হইয়া শোকে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥১০॥

ভরতনন্দন কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর আপনি বনবাসী হইলে, অশুখামা দ্বারকা-  
 নগরে যাইয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিশেষ আদর-যত্ন পাইতে থাকিয়া, বাস করিতে  
 লাগিল ॥১১॥

তাহার পর কোন সময়ে সমুদ্রের নিকটে দ্বারকানগরীর ভিতরে একাকী একক  
 আমার নিকটে যাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিল—॥১২॥

‘কৃষ্ণ ! ভরতবংশীয়গণের গুরু আমার পিতৃদেব গুরুতর তপস্যা করিতে  
 থাকিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে সেই যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, দেবগন্ধৰ্ব্ব-  
 পূজিত সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র এখন আমার নিকট আসিয়াছে । অতএব কৃষ্ণ !  
 ব্রহ্মশির অস্ত্র পিতার যেমন বিদিত আছে, আমারও তেমনই বিদিত  
 হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

অস্মত্তন্তুহৃপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদুত্তম ! ।

মমাপ্যস্ত্রং প্রযচ্ছ স্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥১৫॥

স রাজন্ ! শ্রীয়মাণেন ময়াপ্যুক্তঃ কৃতাজ্জলিঃ ।

যাচমানঃ প্রযত্নেন মন্তোহস্ত্রং ভরতর্ষভ ! ॥১৬॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বমমুশ্যপতগোরগাঃ ।

ন সমা মম বীর্যস্য শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥১৭॥

ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা ।

যদ্বদিচ্ছাসি চেষদস্ত্রং মন্তস্তত্তদদানি তে ॥১৮॥

যচ্ছক্ৰোষি সমুদ্যস্ত্রং প্রয়োক্তুমপি বা রণে ।

তদগৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যশ্মে দাতুমভীষসি ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

অস্মদ্বিতি । মমাপি মমমপি । রিপুন্ হত্বীতি রিপুহণম্ । হস্তেঃ পচাদিদ্ধাদচ্ ॥১৫॥

স ইতি । মন্তো মম সকাশাৎ, অস্ত্রং মদীয়ং চক্রম্ ॥১৬॥

দেবেতি পতগাঃ পক্ষিণঃ, উরগাঃ সর্পাঃ । পিণ্ডিতা একীভূতাঃ সন্তোহপি ॥১৭॥

ইদমিতি শক্তিরপ্যস্ত্রবিশেষঃ । মন্তশ্চেষদস্ত্রং গ্রহীতুমিচ্ছসি তদা যদ্বদিচ্ছসীতি

সম্বন্ধঃ ॥১৮॥

যদ্বিতি । উদ্যস্তনুতোলরিতুম্ অস্ত্রেণ স্বকীয়াস্ত্রদানেন, যৎ স্বকীয়মস্ত্রম্ ॥১৯॥

যজ্ঞবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! আপনি আমার নিকট হইতে সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, আমাকে শক্রনাশক স্বকীয় সুদর্শনচক্রটা দান করুন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অস্থখামা কৃতাজ্জলি হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলাম— ॥১৬॥

‘দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুগু, পক্ষী ও সর্পগণ একত্র হইয়াও আমার বলের শতাংশের একাংশের তুল্যও হয় না ॥১৭॥

আচার্য্যপুত্র ! আপনি যদি আমার নিকট অস্ত্রগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমার এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে যাহা যাহা আপনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাহাই আমি আপনাকে দান করিব ॥১৮॥

আপনি যাহা উত্তোলন করিতে কিংবা যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মশির অস্ত্র আমাকে দান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা দান করিবার প্রয়োজন নাই’ ॥১৯॥



স স্নাতং সহস্রাং বজ্রনাময়শ্চয়ম্ ।  
 বত্রে চক্রং মহাভাগো মন্তঃ স্পর্ধিষ্যস্বা সহ ॥২০॥  
 গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো ময়া তু তদনন্তরম্ ।  
 জগ্ৰাহোৎপত্য সহসা চক্রং সৰ্ব্যেন পাণিনা ॥২১॥  
 ন চৈনমশকৎ স্থানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যুত ।  
 অথৈনং দক্ষিণেনাপি গ্রহীতুমুপচক্রমে ।  
 সৰ্ব্বযত্নেন তেনাপি গৃহ্মেবমিদং ততঃ ॥২২॥  
 ততঃ সৰ্ব্ববলেনাপি যদৈনং ন শশাক হ ।  
 উদ্যস্তং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুৰ্ম্মনাঃ ।  
 কৃষ্ণা যত্নং পরিজ্ঞাস্তঃ সংশ্রবর্তত ভারত ! ॥২৩॥  
 নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্বিচেতসম্ ।  
 অহমামদ্র্যং সংবিগ্নমশ্বখামানমক্রবম্ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । শোভনা নাভির্মধ্যদেশো যন্ত তৎ, সহস্রম্ অসংখ্যগদগুণা যন্ত তৎ, বজ্রমিষ  
 হুতা নাভির্মধ্যদেশো যন্ত তৎ, অশ্বশ্রং লৌহময়ম্ । বত্রে গ্রহীতুমিষেব, স্পর্ধন্ স্পর্ধমানঃ ॥২০॥  
 গৃহাণেতি । সৰ্য্যেন বামেন । অবজ্ঞাস্তচনারেতি ভাবঃ ॥২১॥  
 নেতি । দক্ষিণেনাপি পাণিনা । অপিশঙ্কাধামেন চ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥  
 তত ইতি । উদ্যস্তম্ উত্তোলয়িতুম্ । সংশ্রবর্তত উত্তমাচ্চালনাচ্চ । বটপাদঃ ॥২৩॥

আমার সহিত স্পর্ধাকারী সেই মহাবল অশ্বখামা তখন স্নন্দর নাভিযুক্ত,  
 বহুসংখ্যক তির্য্যগদগুণসম্বিত, বজ্রের দ্বারা দৃঢ়, মধ্যদেশশালী এবং লৌহময় আমার  
 স্পর্ধনচক্রটী গ্রহণ করিতে চাহিল ॥২০॥

তাহার পর আমি বলিলাম—‘আপনি চক্রটী গ্রহণ করুন’; তখন অশ্বখামা  
 বেগে উঠিয়া যাইয়া বামহস্তদ্বারা সেই চক্রটী ধরিল ॥২১॥

সেই অবস্থায় চক্রটীকে স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতেও পারিল না; তাহার  
 পর দক্ষিণহস্তদ্বারাও ধরিবার উপক্রম করিল; তৎপরে ছুই হস্তে ধারণ করিয়া  
 সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়াও তাহা সঞ্চালিত করিতে পারিল না ॥২২॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর অশ্বখামা সমস্ত বলপ্রয়োগ এবং যত্ন করিয়াও যখন  
 ঐ চক্রটীকে উত্তোলন বা সঞ্চালন করিতে পারিল না, তখন অত্যন্তদুঃখিত চিত্ত  
 ও পরিজ্ঞাস্ত হইয়া নিবৃত্তি পাইল ॥২৩॥

যঃ স দেবমমুযোষু প্রমাণং পরমং গতঃ ।

গাণ্ডীবধ্বা শ্বেতাশ্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥২৫॥

যঃ সাক্ষাদেবদেবেশং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্ ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিযুক্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥২৬॥

যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমান্থঃ পুরুষো ভুবি ।

নাদেয়ং যন্ত মে কিঞ্চিদপি দারঃ স্ততাস্তথা ॥২৭॥

তেনাপি স্তহদা ব্রহ্মন্ ! পার্শ্বেনান্নিকটকর্মণা ।

নোক্তপূর্বমিদং বাক্যং যন্তুং মামভিভাষসে ॥২৮॥ (কলাপকম্)

ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্বোরং চীর্ষা দ্বাদশবার্ষিকম্ ।

হিমবৎপার্শ্বমভ্যেত্য যো ময়া তপসার্জিতঃ ॥২৯॥

সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোহন্বজায়ত ।

সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রহ্মান্নো নাম মে স্ততঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

নিবৃন্তেতি । বিচেষ্টসং বিষম্ভূতম্ । সংবিধং কুরুহদয়ম্ ॥২৪॥

য ইতি । প্রমাণং বীরত্বেন বিশ্বাসম্ । পরাজিযুক্তঃ পরাজেতা । দারঃ স্ততা অপি চ মাদেয়া ইত্যর্থঃ । পার্শ্বেন অর্জুনেন ॥২৫—২৮॥

ব্রহ্মেতি । চীর্ষা চরিষা । অর্জিতো লভঃ । সনৎকুমার ইব ॥২৯—৩০॥

পরে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত, বিষম ও অস্থিরচিত্ত অশ্বখামাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম—॥২৪॥

‘সেই যিনি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে মহাবীর বলিয়া সকলেরই বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন এবং যাঁহার ধনুর নাম গাণ্ডীব, অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর রহিয়াছে; যিনি—সাক্ষাৎ দেবদেব, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, উমাগতি শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; জগতে অস্ত্র পুরুষ যাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তম নাই এবং যাঁহাকে কোন বস্তু এমন কি স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্তও আমার অদেয় নহে; ব্রাহ্মণ! অনায়াসে কার্য্যকারী পরমশুদ্ধৎ সেই অর্জুনও পূর্বে একরূপ বাক্য বলেন নাই, যাহা আপনি আমাকে বলিতেছেন ॥২৫—২৮॥

আমি হিমালয়ের পার্শ্বে বাইয়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাব্রহ্মচর্য্যব্রতচরণ করিয়া এবং গুরুতর তপস্কার অমুষ্ঠান করিয়া যাহাকে লাভ করিয়াছি এবং যিনি

তেনাপ্যেভম্‌হৃদ্যং চক্রমপ্রতিমং মম ।  
 ন প্রার্থিতমভূদ্‌মূঢ় ! যদিদং প্রার্থিতং হুয়া ॥৩১॥  
 রামেণাতিবলেনৈতম্মোক্তপূৰ্ব্বং কদাচন ।  
 ন গদেন ন শাস্ত্ৰেন যদিদং প্রার্থিতং হুয়া ॥৩২॥  
 দ্বারকাবাসিভিচ্চাত্মৈবৃক্ষ্যক্ককমহারথৈঃ ।  
 নোক্তপূৰ্ব্বমিদং জ্ঞাতু যদিদং প্রার্থিতং হুয়া ॥৩৩॥  
 ভারতাচার্য্যপুত্রস্বং মানিতঃ সৰ্ব্বযাদবৈঃ ।  
 চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ ! কং নু তাত ! যুযুৎসৱে ॥৩৪॥  
 এবমুক্তো ময়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যাবাচ হ ।  
 প্রযুক্ত্য ভবতে পূজাং যোৎস্বে কৃষ্য ! হুয়া সহ ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

তেনেতি । দিব্যমলৌকিকম্, অপ্রতিমং তুলনারহিতম্ । এতৎপ্রার্থনয়ৈব তে মূঢ়-  
 মিত্তি ভাবঃ ॥৩১॥

রামেণেতি । অতিবলেশ্বপি প্রমোক্তুমশক্যত্বাৎ ন প্রার্থিতমিত্যাশয়ঃ । গদেন  
 তদাখ্যেন যাদবেন ॥৩২॥

দ্বারকেতি । বৃক্ষ্যক্ককম্ তত্ত্বংশীয়েষু মহারথৈঃ । জ্ঞাতু কদাচিৎ ॥৩৩॥

ভারতেতি । ভারতানাং ভরতবংশীয়ানাং আচার্য্যোহজ্ঞপুত্রোঃশ্রেষ্ঠ পুত্রঃ । যুযুৎসৱে  
 যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥৩৪॥

আমারই তুল্য ব্রতচারিণী কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; সনৎকুমারের  
 স্থায় তেজস্বী আমার সেই পুত্রের নাম প্রহ্লাদ ॥২৯—৩০॥

মূঢ় ব্রাহ্মণ । আমার সেই পুত্র প্রহ্লাদও বিশাল, অলৌকিক ও অতুলনীয়  
 এই চক্র প্রার্থনা করেন নাই ; তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে ॥৩১॥

তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, শাস্ত্র এবং গদও ইহা কখনও  
 প্রার্থনা করেন নাই ॥৩২॥

এবং তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, দ্বারকাবাসী, বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়  
 মহারথেরাও একপ প্রার্থনা পূর্ব্বে কখনও করেন নাই ॥৩৩॥

\* রথিশ্রেষ্ঠ বৎস ! তুমি ভারতাচার্য্য দ্রোণের পুত্র ; স্ততরাং যত্ববংশীয়েরা সকলেই  
 তোমার সম্মান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি এই চক্রদ্বারা  
 কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর' ॥৩৪॥

(৩৩)....নোক্তপূৰ্ব্বমিদং হুয়ং ভবিদং—বা নো দি । (৩৫)....যোৎস্বে কৃষ্য ! যত্নকৃত্য  
 —পি বদ বর্জ্য নো ।

প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেবদানবপুঞ্জি তম্ ।  
 অজ্ঞেয়ঃ স্মারিতি বিভো ! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩৬॥  
 স্বতোহহং দুর্লভং কামমনবাণৈব্য কেশব ! ।  
 প্রতিধাস্তামি গোবিন্দ ! শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥৩৭॥  
 এতৎ স্ত্রীমং ভীমানামৃষভেণ স্ময়া ধৃতম্ ।  
 চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নাস্তোহভিপদ্যতে ॥৩৮॥  
 এতাবদ্বক্তা দ্রৌণির্মাতং যুগ্যান্থান্ ধনানি চ ।  
 আদার্যোপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । প্রযুক্ত্য দাতৃশ্চেন মহাবীরশ্চেন চ বিধায় । ভবতে তুভ্যাম্ ॥৩৫॥  
 প্রার্থিতমিতি । অজ্ঞেয়ঃ সর্কেষামেবেতি শেবঃ । অতএব প্রার্থিতমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥  
 স্বত ইতি । কামমভীষ্টং চক্রম্ । শিবেন মঙ্গলেন প্রসন্নচিত্তেনেত্যর্থঃ ॥৩৭॥  
 এতদিতি । কেশব ! ভীমানাং ভীষণানাং বীরাণাম্ ঋষভেণ শ্রেষ্ঠেন ন বিজ্ঞতে  
 প্রতিচক্রম্ ঈদৃশচক্রং যত্র তেন তাদৃশেন স্ময়া ধৃতং স্ত্রীমম্ এতচ্চক্রং অস্তো জনঃ নাভি-  
 পদ্যতে ধর্তুং ন শক্যোতি ॥৩৮॥  
 এতাবদিতি । যুগ্যান্ বাহনীকৃতান্ । বিবিধানি রত্নানি চাদারেতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯॥

আমি এইরূপ বলিলে, অশ্বখামা প্রত্যুত্তর করিয়াছিল যে, ‘কৃষ্ণ ! আমি  
 আপনার প্রতি সম্মান দেখাইয়া, এই চক্রদ্বারা আপনাকে সহিত যুদ্ধ করিব ॥৩৫॥

প্রভু কৃষ্ণ ! আমি আপনাকে নিকট সত্য কথা বলিতেছি—দেবদানবপুঞ্জি  
 আপনাকে এই চক্রটি আমি প্রার্থনা করিয়াছি এই জন্য যে—আমি ইহা ধারণ করিয়া  
 সকলেরই অজ্ঞেয় হইব ॥৩৬॥

কেশব ! এখন আপনাকে নিকট আমি সেই দুর্লভ অভীষ্ট বিষয় লাভ না  
 করিয়াই ফিরিয়া যাইব ; অতএব গোবিন্দ ! আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে অজ্ঞমতি  
 করুন ॥৩৭॥

কৃষ্ণ ! মহাভয়ঙ্কর বীর ও প্রতিচক্রশূণ্য বলিয়াই আপনি এই চক্র ধারণ করিতে  
 সমর্থ হইতেছেন ; কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন অস্ত্র কোন পুরুষই এই চক্র  
 ধারণ করিতে সমর্থ হয় না’ ॥৩৮॥

অশ্বখামা আমাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া বধাসময়ে আরোহণোগবোদী অব, ধন  
 এবং নানাবিধ রত্ন লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছিল ॥৩৯॥

স সংরস্তী ছুরাঅ। চ চপলঃ ক্রুর এব চ ।  
 বেদ চাত্ত্বং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্রক্ষ্যে। বৃকোদরঃ ॥৪০॥  
 এবমুক্তা যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সৰ্ব্বযাদবনন্দনঃ ।  
 সৰ্ব্বায়ুধবরোপেতমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥৪১॥  
 যুক্তং পরমকাম্বোজৈস্তরগৈর্হেমমালিভিঃ ।  
 আদিত্যোদয়বর্ণস্ত ধূরং রথবরস্ত তু ॥৪২॥  
 দক্ষিণামবহচ্ছব্যঃ সূগ্রীবঃ সব্যতোহভবৎ ।  
 পার্শ্বিবার্হো তু তস্তান্তাং মেঘপুষ্পবলাহকৌ ॥৪৩॥ (বিশেষকম)  
 বিশ্বকৰ্ম্মকৃত। দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা ।  
 উচ্ছিংতেব রথে মায়া ধ্বজ্যষ্টিরদৃশ্যত ॥৪৪॥

### ভারতকৌমুদী

ইদানীং স্বমতমাহ স ইতি । সংরস্তী ক্রোধী, ক্রুরো নির্ভরঃ । বেদ জানাতি ॥৪০॥  
 এবমিতি । যুধাং ঘোষানাম্ । পরমাশ্চ তে কাৰ্ব্বোজান্তদেশীয়াস্চেতি তৈঃ ।  
 আদিত্যোদয়বর্ণস্ত অরুণবর্ণস্ত, ধূরং ভারম্ । দক্ষিণাং দক্ষিণপার্শ্বীয়াং ধূরম্ । শৈব্যো  
 নাম তুরগঃ । সব্যতো বামপার্শ্বে সূগ্রীবো নাম তুরগঃ । পার্শ্বিং তদগ্রং বহত ইতি তৌ,  
 মেঘপুষ্পবলাহকৌ নাম তুরগৌ ॥৪১—৪৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১॥ আক্রন্দে সংগ্রামে ॥২—৮॥ স্বাতা স্বাত্ত্বসি ॥৯—১৮॥ মে মহং  
 দাতুমিচ্ছসি তেন বিনাপি গৃহাণ, স্বদীয়েহজ্ঞে মমেচ্ছা নাভীতি ভাবঃ ॥১৯—৪০॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ছাদশোহধ্যায়ঃ ॥১২॥

সেই অশ্বখামা ক্রোধী, হৃষ্টচিত্ত, চঞ্চলস্বভাব ও নির্ভুরহৃদয় এবং সে ব্রহ্মশির  
 অস্ত্রও জানে ; সুতরাং তাহার হস্ত হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে হইবে’ ॥৪০॥

এইরূপ বলিয়া যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও যত্নবংশের আনন্দজনক কৃষ্ণ—সমস্ত উত্তম  
 অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন । সেই উত্তম রথে স্বর্ণমালাধারী  
 কাৰ্ব্বোজদেশীয় উত্তম চারিটা অশ্ব সংযোজিত ছিল এবং সেই অরুণবর্ণ উত্তম রথের  
 দক্ষিণপার্শ্বের ভার শৈব্যানামক অশ্ব বহন করিতে লাগিল, সূগ্রীব বামদিকে থাকিল ;  
 আশ্ব মেঘপুষ্প ও বলাহক তাহার সম্মুখভাগ বহন করিতে লাগিল ॥৪১—৪৩॥

এবং সেই রথে বিশ্বকৰ্ম্মনির্মিত রত্ন ও ধাতুবিভূষিত একটা ধ্বজদণ্ড উত্তোলন  
 করা হইল ; তাহা যেন কুকেরই মায়ার শ্রায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৪৪॥

(৪০) ইত্যং পরং ‘...ছাদশোহধ্যায়ঃ । বৈশম্পায়ন উবাচ’ পি বন্ধ বর্ধ বা. সো. নি।

(৪১) ...কুরুশ্রেষ্ঠঃ—বা. নি। (৪২) ...উদিতাভিত্যগস্ত্যশ্বঃ—বা. নি।

বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তাত্ৰাং প্রভামগুলরশ্মিবান্ ।  
 তস্য সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত ॥৪৫॥  
 অস্বারোহদ্ধৃষীকেশঃ কেতুঃ সৰ্ব্বধনুশ্চতাম্ ।  
 অৰ্জুনঃ সত্যকৰ্ম্মা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬॥  
 অশোভেতাং মহাঙ্গানো দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ ।  
 রথস্থং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বানাবিব বাসবম্ ॥৪৭॥  
 তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ শুল্কনং লোকপুঞ্জিতম্ ।  
 প্রতোদেন জবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ ॥৪৮॥  
 তে হয়ঃ সহসোৎপেতুর্গৃহীত্বা শুল্কনোত্তমম্ ।  
 আস্থিতং পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥৪৯॥  
 বহতাং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্ ।  
 প্রাহুরানীশ্বহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥৫০॥

## ভারতকৌমুদী

বিশ্বেতি । উজ্জ্বিতা উজ্জ্বলিতা মায়েব, ধ্বজযষ্টিঃ কেতুদণ্ডঃ ॥৪৫॥  
 বৈনেতি । যোপধ্বজবহুঃ । কেতুধ্বজো ধ্বজচিহ্নমিত্যর্থঃ ॥৪৬॥  
 অস্থিতি । কেতুঃ শ্রেষ্ঠঃ । অৰ্জুনরথস্ত দধন্বাদেবাং কৃষ্ণরথারোহণম্ ॥৪৬॥  
 অশোভেতামিতি । দাশার্হং কৃষ্ণম্, অভিতঃ পার্শ্বরোহঃ । “তলোভয়াভিপরিদর্শকৈ”ব্রিতি  
 দ্বিতীয়া । অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৪৭॥  
 তাব্রিতি । শুল্কনং রথম্ । প্রতোদেন কবয়া । অচোদয়ৎ প্রেরয়ৎ ॥৪৮॥  
 ত ইতি । উৎপেতুঃ উৎপতোৎপত্যেব অগমঃ । আস্থিতমাক্রমত ॥৪৯॥

প্রভামগুল ও কিরণসঞ্চয়শালী গরুড় আসিয়া সেই ধ্বজের উপরে অবস্থান  
 করিলেন । তখন কৃষ্ণের সেই ধ্বজটাকে গরুড়ধ্বজরূপে দেখা যাইতে লাগিল ॥৪৫॥  
 ক্রমে কৃষ্ণ, সৰ্ব্বধনুর্ধ্বরশ্মি অৰ্জুন ও সত্যকৰ্ম্মা যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ  
 করিলেন ॥৪৬॥

তখন কৃষ্ণের উভয়পার্শ্বস্থিত মহাশ্বা যুধিষ্ঠির ও অৰ্জুন ইন্দ্রের উভয়পার্শ্ব স্থিত  
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৪৭॥

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া কবাঘাত করিয়া, বেগবান্ অশ্ব-  
 গুলিকে সশর চালাইয়া দিলেন ॥৪৮॥

বহুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অৰ্জুন আরোহণ করিলে, সেই অশ্বগণ উড়িতে  
 থাকিয়াই যেন উত্তম রথখানাকে বহন করিতে লাগিল ॥৪৯॥

তে সমাচ্ছন্ন নরব্যাত্রাঃ কণেন ভরতর্ষভ ! ।  
 ভীমসেনং মহেষ্টাসং সমমুদ্রত্য বেগিতাঃ ॥৫১॥  
 ক্রোধদীপ্তস্ত কোন্তেয়ং দ্বিষদর্ষে সমুদ্রতম্ ।  
 নাশকুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥৫২॥  
 স তেবাং প্রেক্ষতামেব ত্রীমতাং দৃঢ়ধাশ্বিনাম্ ।  
 যযৌ ভাগীরথীকচ্ছং হরিভির্ভূষণবেগিতঃ ।  
 যত্র স্ম শ্রীযতে দ্রৌণিঃ পুত্রহন্তা মহাজ্ঞানাম্ ॥৫৩॥  
 স দদর্শ মহাজ্ঞানমুদকাস্তে যশস্বিনম্ ।  
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমাসীনমুষিভিঃ সহ ॥৫৪॥  
 তথৈব ক্রুরকর্মাণং স্নাতকং কুশটীরিণম্ ।  
 রজসা ধ্বস্তমাসীনং দদর্শ দ্রৌণিমস্তিকে ॥৫৫॥

### ভারতকৌমুদী

বহতামিতি । শাঙ্গধ্বানং কৃষ্ণম্ । পততাং পর্ততাদাববতরতাম্ ॥৫০॥  
 ত ইতি । সমাচ্ছন্ন প্রাপ্তুবন্ । মহেষ্টাসং মহাধনুর্ধরম্ । সমমুদ্রত্য অমুসৃত্য ॥৫১॥  
 ক্রোধেতি । কোন্তেয়ং ভীমসেনম্, দ্বিষদর্ষে অশ্বখামবিনাশে ॥৫২॥  
 স ইতি । তেবামিত্যাদরে বটী । কচ্ছং জলপ্রায়দেশম্ । হরিভিরষ্টৈঃ । বট্পাদো-  
 হ্মং শ্লোকঃ ॥৫৩॥

স ইতি । উদকাস্তে জলসমীপদেশে । আসীনমুপবিষ্টম্ ॥৫৪॥

সেই অশ্বগণ কৃষ্ণকে লইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, পর্বতের উপরে  
 পতনশীল পক্ষিগণের শ্রায় সেগুলির গুরুতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই নরশ্রেষ্ঠেরা বেগে অনুসরণ করিয়া কণকাল মধ্যেই যাইয়া  
 মহাধনুর্ধর ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইলেন ॥৫১॥

মহারথ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন উপস্থিত হইয়াও ক্রোধে উদ্বেজিত এবং  
 শক্রবিনাশের জন্য উত্তত ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৫২॥

দৃঢ়ধনুর্ধারী ও বীরশোভাশালী সেই কৃষ্ণপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এমন  
 সময়ে ভীমসেন বেগবান্ অশ্বগণের গুণে গজাভীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন—  
 মহাত্মাদের পুত্রহন্তা অশ্বখামা যে গজাভীরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া লোকমুখে  
 শুনা গিয়াছিল ॥৫৩॥

ক্রমে ভীমসেন দেখিলেন—মহাত্মা ও যশস্বী বেদব্যাস অজ্ঞাত ঋষিগণের সহিত  
 গজাভীরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥৫৪॥

(৫১) তে সমাচ্ছন্ন মহাবাহুঃ...নি । (৫৩) স তেবামগ্নতঃ শূরঃ...হরিভির্ভূষণবেগিতৈঃ—নি ।

তমভ্যাবৎ কৌস্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।  
 ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥৫৬॥  
 স দৃষ্ট্বা ভীমধন্যানং প্রগৃহীতশরাসনম্ ।  
 ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতশ্চাত্ত জনার্দনরথে স্থিতৌ ।  
 ব্যথিতাত্ম্যভবদ্রৌণিঃ প্রাপ্তক্ষেদমমমৃত ॥৫৭॥  
 স তদ্বিব্যমদীনাত্ম্য পরমাত্মমচিস্তয়ৎ ।  
 জগ্রাহ চ স চেবীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥৫৮॥  
 স তামাপদমাসাশ্ব দিব্যমস্ত্রযুদৈরয়ৎ ।  
 অমৃশ্যমাণস্তান্ শুরান্ দিব্যাস্থধরান্ স্থিতান্ ।  
 অপাণ্ডবায়েতি রুবা ব্যস্কজদারুণং বচঃ ॥৫৯॥

## ভারতকৌমুদী

ভমিতি । স্বতাক্তং শস্ত্রকতবেদনানিবারণায় স্বতলিপ্তগাত্রম্, কুশচীরিণং কুশময়কৌপীন-  
 ধারিণম্ । রজসা ধূল্যা, ধ্বস্তনাবৃতম্ ॥৫৫॥

ভমিতি । তং দ্রৌণিম্ ॥৫৬॥

স ইতি । ব্যথিতাত্ম্য ভয়েন পীড়িতচিত্তঃ । প্রাপ্তমুচিতম্ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥

স ইতি । অদীনাত্ম্য অকাতরচিত্তঃ । ইবীকাং তৃণবিশেষম্ । সব্যেন বামেন ॥৫৮॥

স ইতি । উদৈরয়ৎ নিক্ষেপ্তুমৈচ্ছৎ । অমৃশ্যমাণঃ অসহমানঃ । ব্যস্কজদাত্রবীৎ ।  
 বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৯॥

তিনি সেখানে অশ্বখামাকেও দেখিতে পাইলেন । সে সময় নির্ভরকার্য্যকারী  
 অশ্বখামা কুশময় কৌপীন ধারণ করিয়া, গাত্রে স্বত লেপনপূর্ব্বক ধূলিধূসরদেহে  
 তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥৫৫॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অশ্বখামার দিকে ধাবিত  
 হইলেন এবং ‘থাক থাক’ এই কথা বলিলেন ॥৫৬॥

ভীষণধনুর্ধর ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠভাগে যুধিষ্ঠির  
 ও অর্জুন কৃষ্ণের রথে রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া অশ্বখামার মনে গুরুতর ভয় জন্মিল ;  
 সুতরাং তিনি ইহাই মনে করিলেন যে, ‘এই সময়ে এইরূপ করাই উচিত’ ॥৫৭॥

অকাতরচিত্ত অশ্বখামা তখন সেই অলৌকিক মহাস্ত্র স্রবণ করিলেন এবং  
 তিনি বামহস্তদ্বারা একটি ইবীকা (নলখাগড়া) গ্রহণ করিলেন ॥৫৮॥

অলৌকিক অস্ত্রধারী সেই বীরগণকে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সহ



ইতু্যক্তা রাজশার্দূল ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

সৰ্বলোকপ্রমোহার্থং তদন্তঃ প্রমুখোচ হ ॥৬০॥

ততস্তত্শানিঘীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত ।

প্রধক্ষ্মিব লোকাঃস্ত্রীন্ কালান্তকঘমোপমঃ ॥৬১॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্বণি ঐষীকে ব্রহ্মশিরোহস্তত্যাগে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

## চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইঙ্গিতেনৈব দাশাইন্তুমভিপ্রায়মাদিতঃ ।

দ্রোণেবু'দ্ধা মহাবাহুরজ্জুনং প্রত্যভাষত ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তদব্রহ্মশিরো নাম ॥৬০॥

তত ইতি । ইষীকায়াং তৃণবিশেষে । অজায়ত মন্তপ্রভাবাৎ ॥৬১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-ত্ৰিহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বণি ঐষীকে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:••:—

ইঙ্গিতেমেতি । ইঙ্গিতেন মুখভঙ্গ্যাদিমাত্রেণ, দাশাইঃ কৃষ্ণঃ, আদিতঃ প্রথম এব ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৮॥ অপাণ্ডবার পাণ্ডবানামভাবায় ॥২০—২১॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥১৩॥

করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, বিপদাপন্ন হইয়া অশ্বখামা অলৌকিক ব্রহ্মশর অস্ত্র  
নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলেন । তৎপরে তিনি ক্রোধবশতঃ ‘পাণ্ডবগণের ধ্বংস  
হউক’ এইরূপ দারুণ বাক্য বলিলেন ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রতাপশালী অশ্বখামা এই কথা বলিয়া সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ  
করিবার জন্য সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৬০॥

তদনন্তর ত্রিভুবন দগ্ধ করিবে বলিয়াই যেন সেই ইষীকাতে (নিলখাগড়ার)  
প্রলয়কালের যমের আয় ভীষণ অগ্নিরাশি উৎপন্ন হইল ॥৬১॥

অৰ্জুন! যদ্যব্যমন্ত্রং তে হৃদি বৰ্ত্ততে ।  
 দ্রোগোপদিষ্টং তস্তায়ং কালঃ সংপ্রতি পাণ্ডব ! ॥২॥  
 ভ্রাতৃণামান্ননৈশ্চৈব পরিজ্ঞানায় ভারত ! ।  
 বিসৃজৈতত্ত্বমপ্যাজ্ঞাবজ্রমন্ত্রনিবারণম্ ॥৩॥  
 কেশবেনৈরমুক্তস্ত পাণ্ডবঃ পরবীরহা ।  
 অবাতরদ্রথাত্মর্গং প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥৪॥  
 পূৰ্ব্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোহনন্তরমাত্মনে ।  
 ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সৰ্বেভ্যঃ স্বস্তীত্বাত্ম্ণা পরস্তপঃ ॥৫॥  
 দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সৰ্বশঃ ।  
 উৎসদৰ্জ্জ শিবং ধ্যায়ন্নমস্ক্রেণ শাম্যতাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)  
 ততস্তদমন্ত্রং সহসা স্মৃষ্টং গাণ্ডীবধ্বননা ।  
 প্রজজ্বাল মহাচ্চিহ্নদ্যুগাস্তানলসম্মিতম্ ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

অৰ্জুনেতি । সম্রমে বিকৃতিঃ । তত্ত্ব তৎপ্রয়োগস্ত ॥২॥  
 ভ্রাতৃণামিতি । বিসৃজ্য নিক্শিপ, অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম । অস্ত্রনিবারণং দ্রোগ্যস্ত্রনিবৰ্ত্তকম্ ॥৩॥  
 কেশবেনেতি । পাণ্ডবোহৰ্জুনঃ, পরবীরহা বিপক্ষবীরহস্তা ॥৪॥  
 পূৰ্ব্বমিতি । স্বস্তি মঙ্গলমন্ত্র । আচার্য্যপুত্রবধো ব্রহ্মবংশে মা ভবতু ইত্যভিপ্রায়েণাচার্য্য-  
 পুত্রায়ৈত্বাত্মম্ । শিবং সৰ্বেবাং মঙ্গলম্ । শাম্যতাং শাম্যতু ইতি চ ধ্যায়রিত্যর্থঃ ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু কৃষ্ণ প্রথমেই অশ্বখামার মুখভঙ্গীপ্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অৰ্জুনকে বলিলেন—১১।

‘পাণ্ডুনন্দন অৰ্জুন! অৰ্জুন! দ্রোগোপদিষ্ট যে অলৌকিক অস্ত্র তোমার মনে রহিয়াছে; এই সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবারই সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥২॥

ভরতনন্দন । নিজেই এবং ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বখামার অস্ত্র-  
 নিবারক তোমার সেই অস্ত্র এখন নিক্ষেপ কর’ ॥৩॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বিপক্ষবীরহস্তা অৰ্জুন ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া সত্বর  
 রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৪॥

‘প্রথমে অশ্বখামার, পরে নিজের, ভ্রাতৃগণের ও অস্ত্রান্ত সমস্ত লোকের মঙ্গল  
 হউক’ এই কথা বলিয়া এবং সমস্ত দেবতা ও গুরুজনকে নমস্কার করিয়া, জগতের  
 মঙ্গল চিন্তা করিতে থাকিয়া ‘আমার অস্ত্রধারা অশ্বখামার অস্ত্র শিবস্ত হউক’ এইরূপ  
 বলিয়া বিপক্ষসভাপকারী অৰ্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৫—৬॥

তথৈব দ্রোণপুত্রস্ত তদস্ত্রং তিথ্যতেজসঃ ।  
 প্রজজ্বাল মহাজ্বালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্ ॥৮॥  
 নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরক্ষাঃ সহস্রশঃ ।  
 মহন্তয়ঞ্চ ভূতানাং সর্বেষাং সমজায়ত ॥৯॥  
 সশব্দমভবদ্রোম জ্বালামালাকুলং ভূশম্ ।  
 চচাল চ মহী কুংস্র। সপর্বতবনক্রমা ॥১০॥  
 তাবস্ত্রতেজসা লোকাংস্ত্রাসয়ন্তৌ ততঃ স্থিতৌ ।  
 মহর্ষৌ সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসভুস্তদা ॥১১॥  
 নারদঃ সর্বভূতান্ভা ভারতানাং পিতামহঃ ।  
 উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারদ্বাজধনঞ্জয়ো ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৃষ্টঃ ক্রিপ্তম্, গাভীবধননা অর্জুনেন । মহার্চিয়দ্ বিশালশিখাশালি ॥৭॥  
 তথেন্তি । মহতী জ্বালা শিখা যন্ত তৎ ॥৮॥  
 নিরিত্তি । নির্ঘাতা বাতাহতবাতপাতাঃ । এতৎপ্রমাণস্ত বহুশ এব পূর্বমুক্তম্ ॥৯॥  
 সেতি । জ্বালামালয়া অগ্নিশিখাসমূহেন আকুলং ব্যাপ্তম্ ॥১০॥  
 তাবিত্তি । তৌ অর্জুনাস্থখামানৌ । মহর্ষৌ নারদকৃষ্ণদ্বৈপায়নৌ, দর্শয়ামাসতুর্দৃশভূঃ,  
 দৃশেঃ স্বার্থে ইন্ স্বার্থঃ ॥১১॥

তদনন্তর অর্জুননিষ্কিপ্ত মহাশিখাশালী সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রলয়কালের  
 অগ্নির গ্রায় জলিয়া উঠিল ॥৭॥

সেইরূপই তীক্ষ্ণতেজা অস্থখামার ব্রহ্মশির অস্ত্রও বিশালশিখা ও তেজোমণ্ডলে  
 ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৮॥

তখন বহুতর নির্ঘাত হইতে থাকিল, সহস্র সহস্র উদ্ধাপাত হইতে লাগিল  
 এবং তত্রত্য সমস্ত প্রাণীরই মহাভয় উপস্থিত হইল ॥৯॥

আকাশে বিশাল শব্দ হইতে থাকিল, অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং  
 পর্বত ও বনবৃক্ষের সহিত সমগ্র পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল ॥১০॥

তৎকালে অর্জুন ও অস্থখামা আপন আপন অস্ত্রের তেজে সকলেরই ত্রাস  
 জন্মাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি নারদ ও বেদব্যাস সম্মিলিতভাবে তাহা দেখিতে  
 থাকিলেন ॥১১॥

(১১)....তে ব্রহ্মতেজসী লোকাংস্ত্রাপরন্তী ব্যবহিতে—পি বজ বর্জ যো । (১২) ..নারদঃ  
 সর্বধর্ম্মান্ভা ভারতানাং পিতামহঃ—বজ নি ।

তৌ মুনৌ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞৌ সৰ্বভূতহিতৈষিণৌ ।

দীপ্তয়োরজ্জ্বলিতয়োঃ ॥১৩॥ (মুখ্যকম্)

তদন্তরমধ্যস্থাবুপাগম্য যশস্বিনৌ ।

আস্তায়ুধিবরৌ তত্র জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥১৪॥

প্রাণভৃষ্টিরনাধ্ব্যৌ দেবদানবসম্মতো ।

অস্ত্রতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৫॥ (মুখ্যকম্)

নানাশস্ত্রবিদঃ পূৰ্বে য়েহপ্যতীতা মহারথাঃ ।

নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রযুক্তং কথঞ্জন ।

কিমিদং সাহসং বীরৌ ! কৃতবন্তৌ মহাত্ময়ম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্ব্বনি ঐষীকে অৰ্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুৰ্দশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতকৌমুদী

নারদ ইতি । সৰ্বেষাং ভূতানামাস্ত্রা হিতসাধনবস্তো যস্মিন্ শঃ, ভারতানাং শতাবহো  
বৈপায়নশ্চ । দীপ্তয়োজ্জ্বলিতয়োঃ ॥১২—১৩॥

তদিতি । তয়োঃ অগ্নিরাশিভ্যোঃ অস্তরং মধ্যদেশম্, অধ্ব্যৌ অদাহৌ, তপঃপ্রভাবাদেবেতি  
ভাবঃ । প্রাণভৃষ্টিরনাধ্ব্যৌ, অতএব জৌগ্যৰ্জুনাত্ম্যামপ্যজ্জ্বলাবিত্যাশয়ঃ ॥১৪—১৫॥

নানেতি । হে বীরৌ ! মহাত্ময়ং অগত এব মহাবিপঞ্জনকম্ । বট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥  
ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি ঐষীকে চতুৰ্দশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

পরে সৰ্বভূতহিতৈষী নারদ ও বেদব্যাস অৰ্জুন ও অশ্বখামাকে শাস্ত কৰিবার  
ইচ্ছা কৰিলেন । ক্রমে সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ, সৰ্বভূতহিতৈষী ও মহাতেজস্বী নারদ এবং  
বেদব্যাস উভয় অস্ত্রের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর তপস্তার প্রভাবে অতিদুৰ্দ্ধৰ ও যশস্বী নারদ এবং বেদব্যাস সেই  
অগ্নিরাশি দুইটার মধ্যস্থানে যাইয়া অপর দুইটা প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির স্থায়  
দাঁড়াইলেন । তাহারা সকল প্রাণীরই অজ্ঞেয় এবং দেব ও দানবগণের প্রিয়  
ছিলেন ; আর অগতের হিতের জন্য সেই অস্ত্রতেজ নিবারণ করার তাহাদের  
ইচ্ছা ছিল ॥১৪—১৫॥

## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দৃষ্টৌ নরশার্দূল ! তাবয়িসমতেজসৌ ।  
সংজহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥১॥  
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাবয়ী প্রাপ্তলিস্তদা ।  
প্রযুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥২॥  
সংহতে পরমাস্ত্রেহস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ ।  
পাপকৰ্ম্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্ষ্যত্যস্ত্রতেজসা ॥৩॥  
যদত্র হিতমস্মাকং লোকানাকৈব সর্বথা ।  
ভবন্তৌ দেবসঙ্কশৌ তথা সংমস্তুমৰ্থকঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টৌতি । দৃষ্টৌ নরশার্দূল ইতি শেবঃ । সংজহার নিবর্তনায় ॥১॥

উবাচেতি । উবাচ অৰ্জুন ইতি শেবঃ । অস্ত্রমর্থকঃ, অস্ত্রেণ মদীয়েন ॥২॥

সমিতি । পাপকৰ্ম্মাদেব প্রধক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥

---

পরে নারদ ও বেদব্যাস বলিলেন—‘নানাশাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন বহু মহারথ অতীত হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহারা কোন কারণেই এই অস্ত্র মনুস্যের উপরে প্রয়োগ করেন নাই । অতএব হে বীরভর ! তোমরা জগতের মহাবিপত্তিজনক এই সাহস করিলে কেন ?’ ॥১৬॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! আপন অস্ত্রের সমুখভাগে অগ্নির ত্রায় ভেদন্বী সেই ঋষি ছইজনকে দেখিয়াই অৰ্জুন বরাধিত হইয়া আপন অস্ত্রের কিকিছুপসংহার করিলেন ॥১॥

\*ভরতশ্রেষ্ঠ ! এবং তিনি কৃতান্ত্রলি হইয়া সেই ঋষিদিগকে বলিলেন—‘আমার অস্ত্রে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারিত হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥২॥

আমি এই উত্তম অস্ত্র উপসংহার করিলে, পাপকৰ্ম্মা অশ্বখামা নিশ্চয়ই নিজের অস্ত্রের প্রভাবে আমাদের সকলকেই দহ করিবে ॥৩॥

ইত্থাক্ত্বা সংজ্ঞাহারাজ্ঞং পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ ।  
 সংহারো হুঙ্করস্তস্য দেবৈরপি হি সংযুগে ॥৫॥  
 বিসৃষ্টস্ত রণে তস্য পরমাজ্ঞস্ত সংগ্রহে ।  
 অশক্তঃ পাণ্ডবান্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥৬॥  
 ব্রহ্মতেজোত্ত্বং তদ্ধি বিসৃষ্টমকৃতাজ্ঞনা ।  
 ন শক্যমাবর্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥৭॥  
 অচীর্ণব্রহ্মচর্যো যঃ সৃষ্টাবর্তয়তে পুনঃ ।  
 তদজ্ঞং সামুদ্রস্ত মূর্খানং তস্য কুশ্ণতি ॥৮॥  
 ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি ছুরাচারমবাপ্য তৎ ।  
 পরমব্যসনার্ত্তোহপি নান্দ্রুনোহজ্ঞং ব্যমুক্তত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি । সংযুক্তমবধারয়িতুম্ । যুবাং দ্রোণ্যজ্ঞনিবারণমপি কুরুতমিতি ভাবঃ ॥৫॥  
 ইতীতি । সংজ্ঞাহার সাকুল্যেনেত্যর্থঃ । সংযুগে যুদ্ধে ॥৬॥  
 বিসৃষ্টেতি । সংগ্রহে সংহারে । শতক্রতুরিত্রোহপ্যশক্ত ইত্যর্থঃ ॥৬॥  
 ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মতেজোত্ত্বমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধির্ভাষঃ । ঋতে বিনা ॥৭॥  
 অজ্ঞবতাবমাহ অচীর্ণেতি । সৃষ্টা৷ নিক্ষিপ্য । সামুদ্রস্ত অহুচরসহিতত ॥৮॥

এখন আমাদের এবং সমস্ত লোকের যাহাতে সর্বপ্রকারে মঙ্গল হয়, দেবতার তুল্য প্রভাবশালী আপনারা সেইরূপ অবধারণ করুন' ॥৪॥

এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় নিজের অস্ত্রের সম্পূর্ণ উপসংহার করিলেন; কিন্তু যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষেও সেই ব্রহ্মশির অস্ত্রের উপসংহার করা হুঙ্কর হইয়া থাকে ॥৫॥

ব্রহ্মশির অস্ত্র একবার নিক্ষেপ করিলে, পুনরায় তাহার উপসংহার করার পক্ষে অর্জুন ব্যতীত অন্য সকলেই অসমর্থ হইয়া থাকে; এমন কি সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সে বিষয়ে অসমর্থ হন ॥৬॥

কারণ, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অসংশোধিতচিত্ত লোক যদি একবার প্রয়োগ করে, তবে পুনরায় তাহার উপসংহার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় ॥৭॥

যে লোক ব্রহ্মচর্য্যব্রত না করিয়া এই অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক আবার ফিরাইবার চেষ্টা করে, এই অস্ত্র অহুচরগণের সহিত সেই লোকের মৃত্যু হেদন করে ॥৮॥

(৭) ব্রহ্মতেজো তবোতদ্ধি...সৃষ্টাবর্তয়তে পুনঃ—শি ।

সত্যব্রতধরঃ শূরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ ।  
 গুরুবর্তী চ তেনাস্ত্রং সংজহারার্জুনঃ পুনঃ ॥১০॥  
 দ্রৌণিরপ্যথ সংশ্রেক্ষ্য তাব্বী পুরতঃ স্থিতৌ ।  
 ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্তুমোজসা ॥১১॥  
 অশক্তঃ প্রতिसংহারে পরমাস্ত্রস্ত্র সংযুগে ।  
 দ্রৌণিদীনমনা রাজন্ ! দ্বৈপায়নমভাষত ॥১২॥  
 উত্তমব্যসনার্তেন প্রাণজ্ঞাণমভ্যাসুনা ।  
 ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃক্তং ভীমসেনভয়ান্মুনে ! ॥১৩॥  
 অধর্মশ্চ কৃতোহনেন ধার্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা ।  
 মিথ্যাচারেণ ভগবন্ ! ভীমসেনেন সংযুগে ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি । হ্রাচারং হৃষ্যোধনাদীনাং হৃব্যবহারম্ । ব্যসনং বিপৎ ॥১০॥  
 সত্যোতি । গুরুবর্তী ইতি গুরুবর্তী গুরুগামনুকূল ইত্যর্থঃ ॥১১॥  
 দ্রৌণিরিতি । পুরতঃ অস্ত্রসম্মুখে । ওজসা আয়ুধনঃ শক্ত্যা ॥১২॥  
 অশক্ত ইতি । দীনমনা অকার্য্যাসম্ভবাম্বিষয়চিত্তঃ ॥১৩॥  
 উত্তমেতি । উত্তমব্যসনার্তেন অতীববিপৎপীড়িতেন । অভীপ্সনা কর্তৃমিচ্ছনা ॥১৪॥  
 অধর্ম ইতি । ধার্তরাষ্ট্রং হৃষ্যোধনম্ । মিথ্যাচারেণ নাভেরধো গদাপ্রহারায় ॥১৫॥

এদিকে অর্জুন পূর্বে ব্রহ্মচর্য্য ও অশ্রাণ ব্রত করিয়াছিলেন ; পরে হৃষ্যোধন-প্রভৃতির সেই সকল হৃব্যবহারে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই ॥১০॥

অর্জুন সত্যবাদী, বীর ও পূর্বে ব্রহ্মচর্য্যব্রতকারী এবং সর্বদাই গুরুজনের প্রতি অনুকূল ছিলেন । সেই জন্যই অর্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও আবার তাহার উপসংহার করিয়াছিলেন ॥১১॥

কিন্তু অশ্বখামা নিজের অস্ত্রের সম্মুখে সেই ঋষি দুইজনকে দেখিয়াও আপন শক্তিতে সেই অস্ত্রের উপসংহার করিতে সমর্থ হন নাই ॥১২॥

রাজা ! অশ্বখামা নিজের দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহার করিতে সমর্থ না হওয়ায় বিষন্ন চিত্ত হইয়া বেদব্যাসকে বলিলেন— ॥১৩॥

‘মুনি ! আমি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, ভীমসেনের ভয়বশতঃ এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৪॥

(১১)....সোহস্ত্রা তাব্বী স্থিতৌ....নি ।

অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মণ । ময়া স্তম্ভকৃতাজ্ঞান ।  
 তস্ম ভূয়োহন্থ সংহারং কৰ্ত্তুং নাহমিহোৎসাহে ॥১৫॥  
 বিসৃষ্টং হি ময়া দিব্যমেতদন্তঃ দুরাসদম্ ।  
 অপাণ্ডবায়ৈতি মুনে ! বহিতেজোহনুমন্ত্য বৈ ॥১৬॥  
 তদিদং পাণ্ডবেয়ানামস্তকায়াভিসংহিতম্ ।  
 অন্থ পাণ্ডুস্তান্ সৰ্কান্ জীবিতাদ্ভ্রংশয়িষ্যতি ॥১৭॥  
 কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মণ ! রোষাবিষ্টেন চেতসা ।  
 বধমাশাস্ত পার্থানাং ময়া ত্রং সজ্জতা রণে ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

অত ইতি । সৃষ্টং ক্রিয়ম্ । অকৃতাজ্ঞান অশোধিতবুদ্ধি । উৎসাহে শক্লামি ॥১৫॥  
 বিসৃষ্টমিতি । ইতি উক্তেতি শেষঃ । অনুমন্ত্য আহুয় ॥১৬॥  
 তদिति । অন্থ এবান্তকন্তনৈ বিনাশায়ৈত্যর্থঃ । অভিসংহিতং সৰ্কণা সঙ্কায় ক্রিয়ম্ ॥১৭॥  
 কৃতমিতি । আশাস্ত উদ্ভিষ্ট, পার্থানাং পাণ্ডবানাম্, সজ্জতা ক্রিপতা ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টেতি ॥১—৭॥ আবর্তয়তে উপসংহরতি, এতেনাৰ্জুনস্তাস্ত্রমুপসংহরতশ্চীর্ণব্রহ্মচর্যং  
 স্থাপ্যতে ॥৮—১৬॥ অন্তকারান্তায়, স্বার্থে কঃ ॥১৭—৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ভগবন্ ! এই ভীমসেন গদাযুদ্ধের সময় হৃথ্যোখনকে বধ করিবার ইচ্ছা  
 করিয়া, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করায় অধৰ্ম্ম করিয়াছে ॥১৪॥

‘মহর্ষি ! আমার চিত্ত রাগদ্বेषাদি শূন্য নহে । সেই জন্তই আমি আজ এই ব্রহ্মশির  
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ; কিন্তু আমি পুনরায় এখন তাহার উপসংহার করিতে  
 সমর্থ নহি ॥১৫॥

মুনি । ‘পাণ্ডবগণের ধ্বংস হউক’ এইরূপ বলিয়া অগ্নির তেজ আহ্বান করিয়া,  
 অলৌকিক ও দুৰ্দ্ধৰ্ব এই ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৬॥

অতএব পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্তই অভিসংহিত এই অস্ত্র আজ সমস্ত  
 পাণ্ডবকেই জীবন শূন্য করিবে ॥১৭॥

ব্রহ্মর্ষি ! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের বধের উদ্দেশে এই অস্ত্র নিক্ষেপ  
 করিয়া পাণের কাৰ্য্য করিয়াছি’ ॥১৮॥



ব্যাস উবাচ ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত ! বিদ্বান্ পার্ধো ধনঞ্জয়ঃ ।

উৎসৃষ্টবান্ ন রোমেণ ন নাশায় তবাহবে ॥১৯॥

অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশয়িষ্ঠতা ।

বিসৃষ্টমৰ্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতिसংহৃতম্ ॥২০॥

ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতৃস্তব ।

কত্রেধ্মান্মহাবাহুর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥২১॥

এবং ধৃতিমতঃ সাত্বোঃ সৰ্ব্বাস্ত্রবিদ্ব্যঃ সতঃ ।

সভ্রা ত্ববক্ষোঃ কস্মাৎ বধমস্ত চিকীৰ্ষসি ॥২২॥

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে ।

সমা দ্বাদশ পৰ্জন্তস্ত্রোষ্ট্রং নাভিবৰ্ষতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মশিতি । বিদ্বান্ অবগতঃ । উৎসৃষ্টবান্ নিক্ষিপ্তবান্ ॥১৯॥

তর্হি কিমর্থমুৎসৃষ্টমিত্যাহ অস্ত্রমিতি । সংশয়িষ্ঠতা নিবারয়িষ্ঠতা ॥২০॥

অৰ্জুনবিবেকং প্রশংসন্যাহ ব্রহ্মেতি । নাকম্পত নাচ্যবত ॥২১॥

এবমিতি । ধৃতিমতো বৈধ্যশালিনঃ, সৰ্ব্বাস্ত্রবিদ্ব্যঃ সমস্তাস্ত্রাভিজ্ঞাত ॥২২॥

অস্ত্রমিতি । পরমাস্ত্রেণ অপরেণোত্তমব্রহ্মশিরোস্ত্রেণ, বধ্যতে প্রতিহস্ততে । সমা  
বৎ রান্, পৰ্জন্তো মেঘঃ, অভি লক্ষীকৃত্য ॥২৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘বৎস ! পৃথানন্দন অৰ্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র জানেন ;  
কিন্তু তথাপি তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা তোমার বিনাশের জন্ত এ অস্ত্র নিক্ষেপ  
করেন নাই ॥১৯॥

তবে অৰ্জুন নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিবেন  
বলিয়াই তাহা নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং পুনরায় তাহার উপসংহারও করিয়াছেন ॥২০॥

তার পর মহাবাহু অৰ্জুন তোমার পিতার উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াও  
কত্ৰিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই ॥২১॥

অৰ্জুন এইরূপ বৈধ্যশালী, সাধুপ্রকৃতি, সৰ্ব্বাস্ত্রবিদ ও সত্যবাদী ; অতএব  
ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের সাহিত উহার বধ তুমি ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥২২॥

যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা অপর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করা হয়, সে রাজ্যে  
বার বৎসর পর্যন্ত মেঘ জলবর্ষণ করে না ॥২৩॥

এতদৰ্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ ।  
 ন বিহত্যাভদ্রস্ত্রস্ত্র প্রজাহিতচিকীৰ্ষয়া ॥২৪॥  
 পাণ্ডবাস্ত্বঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষ্যমেব হি ।  
 তস্মাৎ সংহর দিব্যং ব্রহ্মস্ত্রমেতদ্বাহুভুজ । ॥২৫॥  
 অরোষন্তব চৈবান্ত পার্থাঃ সস্ত নিরাময়াঃ ।  
 ন হৃদ্যর্শ্বেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জ্ঞেতুমিচ্ছতি ॥২৬॥  
 মণিটৈকব প্রয়চ্ছৈভ্যো যন্তে নিরসি তিষ্ঠতি ।  
 এতমাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্তস্তি পাণ্ডবাঃ ॥২৭॥  
 জৌগিরুবাচ ।  
 পাণ্ডবৈৰ্যানি রত্নানি যচ্চাশ্রুৎ কৌরবৈর্ধনম্ ।  
 অবাপুর্মিহ ভৈভ্যোহয়ং মণির্মম বিশিখতে ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । প্রজানান্ জনানান্ হিতচিকীৰ্ষয়া হিতকরণেচ্ছয়া ॥২৪॥  
 পাণ্ডবা ইতি । দিব্যমলৌকিকম্, এতদ্ব্রহ্মশিরো নাম ॥২৫॥  
 অরোষ ইতি । অরোষঃ ক্রোধশূন্ত আত্মা । পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৬॥  
 ধ্যানেন-জৌপত্ভিপ্রারম্ভবগম্যাহ মণিমিতি । প্রয়চ্ছ দেহি, এত্যাঃ পাণ্ডবেভ্যঃ ॥২৭॥  
 পাণ্ডবৈরিতি । বিশিখতে মূল্যেনাতিরিচ্যতে ॥২৮॥

এই জগুই মহাবাহু অৰ্জুন সমৰ্থ হইয়াও লোকের হিতসাধন করিবার ইচ্ছায়  
 নিজের ব্রহ্মশির অঙ্গদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করেন নাই ॥২৪॥

মহাবাহু অশ্বখামা । পাণ্ডবগণ, তুমি ও রাজ্য এ সমস্তই তোমার রক্ষণীয় ।  
 অতএব তুমি তোমার এই অলৌকিক অস্ত্রের প্রতিসংহার কর ॥২৫॥

তোমার চিত্ত ক্রোধশূন্ত হউক এবং পাণ্ডবেরা নিরুপদ্রব হউন । রাজর্ষি  
 যুধিষ্ঠির অধর্ম-অমুসারে জয় করিতে ইচ্ছা করেন না ॥২৬॥

(অতএব আমি বলি—) তোমার মন্তকে যে মণিটা রহিয়াছে, তুমি এই মণিটা  
 পাণ্ডবগণকে দান কর । পাণ্ডবেরা এই মণিটা লাভ করিয়া তোমার প্রাণ প্রতিদান  
 করিবেন' ॥২৭॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মহর্ষি । এযাবৎ পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা যত ধন ও রত্ন  
 লাভ করিয়াছেন, সে সমস্ত হইতেই আমার এই মণিটির মূল্য অধিক ॥২৮॥

যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাক্ষুধাশ্রয়ম্ ।

দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন ॥২৯॥

ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তক্ষরভয়ং তথা ।

এবং বীর্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাক্যঃ কথঞ্চন ॥৩০॥

যত্নু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনস্তরম্ ।

অয়ং মণিরয়কাহমিবীকা তু পতিষ্ঠাত ।

গর্ভেষু পাণ্ডুপুত্রাণামুত্তরায়াস্তথোদরে ॥৩১॥

ন চ শক্তোহস্মি ভগবন্ । সংহর্তুং পুনরুদ্যতম্ ।

এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্ ।

ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ! ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

যমিতি । আবধ্য অঙ্গে ধৃতা । কথঞ্চন কিঞ্চিদপি ॥২৯॥

নেতি । এবমীদৃশং বীর্যং শক্তির্যত্র তৎ ॥৩০॥

যদিতি । কার্য্যমবশ্যকর্তব্যম্ । অয়ং মণিরয়া দেয়ঃ, অয়কাহং জীবামীতি শেবঃ । গর্ভেষু শিশুসন্তানেষু, উত্তরায়া গর্ভবত্যা অভিমত্যাভাষ্যাস্নাঃ, অপাণ্ডবায়ৈতি ময়াভিধানাং সর্বথা নিবারয়িতুমশক্যত্বাচ্ছেতি ভাবঃ । বটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

এতদেবাহ নেতি । উদ্যতং নিক্ষিপ্তং ব্রহ্মশিরঃ । করিষ্যে পালয়িষ্যে । অয়মপি ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩২॥

যে মণিকে অঙ্গে ধারণ করায় মানুষের অস্ত্র, রোগ ও ক্ষুধার ভয় থাকে না এবং দেব, দানব ও নাগ হইতে কোন ভয় হয় না ॥২৯॥

রাক্ষসের ভয় কিংবা চৌরের ভয়ও হয় না । এই মণিটির এইরূপই শক্তি । অতএব আমি ইহা কোনপ্রকারেই ত্যাগ করিতে পারি না ॥৩০॥

কিন্তু পূর্বে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্য কর্তব্য ; সুতরাং এই মণি এবং এই আমি রহিয়াছি । আর ইবীকা পাণ্ডবগণের শিশুসন্তান ও উত্তরার গর্ভে যাইয়া পতিত হইবে ॥৩১॥

\* মহর্ষি । আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব না, এমন হইতে পারে না ; অথচ ভগবন্ । নিক্ষিপ্ত অস্ত্র উপসংহার করিতেও সমর্থ নহি । অতএব এই অস্ত্র শিশুদের উপরে নিক্ষেপ করিব ॥৩২॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং কুরু ন চান্ধা তু বুদ্ধিঃ কার্ধ্যা স্বয়ানঘ ! ।

গৰ্ভেৰু পাণ্ডবেয়ানাং বিস্ময়োতছুপারম ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ পরমমস্ত্রস্ত দ্রৌণিরুণ্মতমাহবে ।

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা গৰ্ভেৰু প্রমুয়োচ হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্ব্বণি ঐষীকে ব্রহ্মশিরোহস্ত্রস্ত পাণ্ডবগৰ্ভ প্রবেশে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—:—

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তদাজ্জায় হৃষীকেশো বিস্ময়ং পাপকৰ্ম্মণা ।

হৃদ্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিঃ প্রত্যব্রবীতদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উপারম অনিষ্টসাধনাদিরম ॥৩৩॥

তত ইতি । গৰ্ভেৰু পাণ্ডবানাং শিশুসন্তানেন ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি ঐষীকে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—:—

তদিতি । আজ্জায় অজ্ঞানেনাবগম্য, হৃষীকেশঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘নিষ্পাপ অশ্বখামা । তুমি এই প্রকারই কর, অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না । পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে ইহা নিক্ষেপ করিয়া বিরত হও’ ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অশ্বখামা বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া উক্ত ব্রহ্মশির অস্ত্র পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৪॥

বিরাটস্থ স্ত্রীতাং পূৰ্ব্বং স্মৃষাং গাভীবধননঃ ।  
 উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্বা ত্রতবান্ ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ ॥২॥  
 পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ।  
 এতদস্থ পরিক্ষিত্বং গৰ্ভস্থস্ত ভবিষ্যতি ॥৩॥  
 তস্য তদ্বচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ব্যবহতি ।  
 পরিক্ষিত্ববিতা ছেবাং পুনর্বংশকরঃ স্ত্রীতঃ ॥৪॥  
 এবং ব্রহ্মাণং গোবিন্দং সাত্বতাং প্রবরং তদা ।  
 দ্রৌণিঃ পরমসংরক্তঃ প্রত্যাচাচেমুত্তরম্ ॥৫॥  
 নৈতদেবং যথাথ স্থং পক্ষপাতেন কেশব ! ।  
 বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ ! ন চ মদ্বাক্যমন্থথা ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

বিরাটস্থেতি । স্মৃষাং পুত্রবধূম্ । উপপ্লব্যগতাং তদাখ্যবিরাটনগরস্থিতাম্ ॥২॥  
 পরীতি । এতৎ এতৎকারণকম্, পরিক্ষিত্বং পরিক্ষিন্নায়কত্বম্ ॥৩॥  
 তস্তেতি । পরিক্ষিত্বং পরিক্ষিন্নায়কঃ, এবং পাণ্ডবানাম্, “ভ্রাতৃপুত্রোণ পুত্রতে”তি অরণ্যং ॥৪॥  
 এবমিতি । সাত্বতাং তদ্বংশীয়ানাম্ । পরমং সংরক্তঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ । স্বাহতস্তাপি জীবন-  
 প্রবণাৎ ॥৫॥

নেতি । এবং ভবিষ্যতীতি শেষঃ, আথ ব্রবীষি । অন্থথা ভবেৎ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাপকৰ্ম্মা অশ্বখামা উত্তরার গর্ভে ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ  
 করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়াও কৃষ্ণ তখন আনন্দিত হইয়াই অশ্বখামাকে এই কথা  
 কহিলেন—৥১॥

‘বিরাটরাজার কন্যা ও অর্জুনের পুত্রবধু উত্তরাকে উপপ্লব্যনগরে দেখিয়া  
 ত্রতনিষ্ঠ কোন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—৥২॥

‘উত্তরা ! কুরুবংশ যুদ্ধে ক্ষয় পাইয়া গেলে, তোমার একটি পুত্র জন্মিবে ;  
 এই কারণেই তাহার নাম হইবে—‘পরিক্ষিত্ব’ ॥৩॥

সেই সাধুব্রাহ্মণের এই কথা সত্যই হইবে । ইহাদের বংশরক্ষক ‘পরিক্ষিত্ব’—  
 নামে একটি পুত্র জন্মিবে’ ॥৪॥

সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, তখন অশ্বখামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
 হইয়া এই কথা বলিলেন—৥৫॥

‘কৃষ্ণ ! তুমি পাণ্ডবগণের পক্ষপাত করিয়া বাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইবে  
 না । কেন না, পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমার বাক্যের অন্থথা হইবে না ॥৬॥

পতিশ্ৰুতি তদন্তঃ হি গৰ্ভে তস্তা ময়োন্ততম্ ।  
বিরাটহৃদিতুঃ কৃষ্ণ ! যং স্বঃ রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥৭॥

ভগবানুবাচ ।

অমোঘঃ পরমাত্মস্ত পাতন্তস্ত ভবিষ্যতি ।  
স তু গৰ্ভে যতো জাতো দীৰ্ঘায়ুরবাপ্যতি ॥৮॥  
হাস্ত কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সৰ্ব্বৈ মনোযিগঃ ।  
অসকুৎ পাপকৰ্ম্মাণং বালজীবিতঘাতকম্ ।  
তস্মাত্তমস্ত পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ ফলমাপ্নুহি ॥৯॥  
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিশ্চাসি মহীমিমাম্ ।  
অপ্রাপ্নুবন্ কচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ ॥১০॥  
নির্জনানসহায়স্তং দেশান্ প্রবিচরিশ্চাসি ।  
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র ! জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

পতিশ্রুতি। উক্ততং নিক্ষিপ্তম্ । বিরাটহৃদিতুঃ উত্তরায়ঃ ॥৭॥

অমোঘ ইতি । তদন্তপাতাদেব যতো ভবিষ্যতি পুনশ্চ মৎপ্রভাবেণ জাতো ভবিষ্য-  
তীত্যর্থঃ ॥৮॥

হামিতি । বালজীবিতঘাতকহাদেব কাপুরুষবাদিকমিতি ভাবঃ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥

শাপং দত্তে জীৱতি । কচিৎ কুজ্জচিৎ, সংবিদং সংলাপম্ । জাতু কদাচিৎ ॥১০॥

নির্জনানিতি । ভবিত্রী ভবিষ্যতি । হে ক্ষুদ্র ! ক্ষুদ্রহৃদয় ! বালঘাতকহাৎ ॥১১॥

কৃষ্ণ ! তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, উত্তরার সেই গৰ্ভেই আমার  
নিক্ষিপ্ত অস্ত্র পতিত হইবে' ॥৭॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘অশ্বখামা ! তোমার ভীষণাস্ত্রক্ষেপও অব্যর্থ হইবে এবং  
তাহাতে গৰ্ভস্থ বালকটীও মরিয়া যাইবে । আবার সে বালকটী জীবিত হইবে ও  
দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥৮॥

বুদ্ধিমান লোকেরা সকলেই জানেন যে, তুমি কাপুরুষ, পাপাত্মা ও বার বার  
পাপকার্য্যকারী এবং এখনও তুমি বালকের জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ ।  
অতএব তুমি এই পাপকার্য্যের ফল লাভ কর ॥৯॥

তুমি তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন সময়ে কোনও ব্যক্তির সহিতই  
আলাপন্থ না পাইতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥১০॥

ক্ষুদ্রহৃদয় ! তুমি অসহায়ভাবে নির্জন দেশে বিচরণ করিবে । কিন্তু লোকमध्ये  
কখনও তোমার অবস্থিতি ঘটিবে না ॥১১॥

পুষ্যশোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ ।  
 বিচরিশ্বসি পাপাঙ্গন ! সর্বব্যাদিসমস্থিতঃ ॥১২॥  
 বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্ষিতু বেদব্রতমবাপ্য চ ।  
 কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছুরঃ সর্বাস্ত্রাণ্যুপলপ্স্যতে ॥১৩॥  
 বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ।  
 যষ্টিং বর্ষাণি ধর্মাস্ত্রা বহুধাং পালয়িষ্যতি ॥১৪॥  
 ইতশ্চোর্দ্ধং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি ।  
 পরিক্ষিন্নাম নৃপতির্মিষতস্তে হুতুর্ন্যতে ! ॥১৫॥  
 অহং তং জীবয়িষ্যামি দন্ধং শস্ত্রায়িতৈজসা ।  
 পশু মে তপসো বীর্যং সত্যস্ত চ নরাধম ! ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

পুষ্যেতি । দুর্গং দুর্গমং স্থানং কান্তারং মহারণ্যঞ্চ সংশ্রয়ো যন্ত সঃ ॥১২॥  
 বয় ইতি । বেদব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্ । শরদ্বতং শরদ্বতঃ পুত্রাং ॥১৩॥  
 বিদিত্বাতি । ক্ষত্রধর্মস্ত ব্রতে নিয়মে । যষ্টিং বর্ষাণি যাবৎ ॥১৪॥  
 ইত ইতি । ইতশ্চোর্দ্ধমতঃপরম্ । মহাবাহুরুত্তরাপুত্রঃ । মিষতঃ পশুতঃ ॥১৫॥  
 নহু যুতঃ কথং পুনর্জাতো ভবেদিতিাহ অহমিতি । শস্ত্রায়িতৈজসা তব । আঙ্গন  
 দ্বৈবভাষণং গোপয়ন্নাহ পশ্যেতি । সত্যস্ত বাক্যস্ত ব্যবহারস্ত চ ॥১৬॥

পাপাঙ্গা ! তুমি পুষ্য ও রক্তের গন্ধে আকুল হইয়া এবং দুর্গম মহারণ্যে  
 থাকিয়া থাকিয়া সর্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিবে ॥১২॥

আর এদিকে উত্তরার পুত্র পরিক্ষিৎ উপযুক্ত বয়সে ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিতে  
 থাকিয়া বীর হইয়া, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র লাভ  
 করিবে ॥১৩॥

এবং ধর্মাস্ত্রা পরিক্ষিৎ সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়া এবং  
 দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ষাট বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিবে ॥১৪॥

অতিহুর্ন্যতি । মহাবাহু সেই উত্তরার পুত্র ইহাদের পরে তোমার সমক্ষেই  
 ‘পরিক্ষিৎ’ নামক কুরুদেশের রাজা হইবে ॥১৫॥

নরাধম ! তোমার অস্ত্রায়ির ভেজে সেই বালকটী দন্ধ হইলে, আমি তাহাকে  
 জীবিত করিব । তুমি আমার তপস্তার ও সত্যের প্রভাব দেখ’ ॥১৬॥

ব্যাস উবাচ ।

যস্মাদনাদৃত্য কৃতং ত্বয়াস্মান্ কৰ্ম দারুণম্ ।  
 ব্রাহ্মণস্ত সতশ্চৈব যস্মাতে বৃত্তমীদৃশম্ ॥১৭॥  
 তস্মাদ্যদেবকীপুত্র উক্তবাসুতমং বচঃ ।  
 অসংশয়ং তে তত্ত্বাবি ক্ষত্ৰধৰ্ম্মস্থ্যাস্থিতঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

অশ্বখামোবাচ ।

সহৈব ভবতা ব্রহ্মণ ! স্থাস্তামি পুরুষোদ্ভিহ ।  
 সত্যবাগস্ত ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রদায়াথ মণিঃ দ্রোণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।  
 জগাম বিমনাস্তেষাং সৰ্ব্বেষাং পশ্চতাং বনম্ ॥২০॥  
 পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরকৃত্য হতদ্বিষঃ ।  
 কৃষ্ণেহৈপায়নৈকেব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥২১॥  
 দ্রোণপুত্রস্ত সহজং মণিমাদায় সত্ত্বরাঃ ।  
 দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি । বৃত্তমাচরণম্ । যজ্ঞীণীতাদীনি । আশ্রিতঃ নির্ভূরাচরণাৎ ॥১৭—১৮॥  
 সহেতি । স্থাস্তামি অসংলাপেন । পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ ॥১৯॥  
 প্রদায়েতি । বিমনাঃ কিমপি কৰ্ত্তৃমশঙ্কস্বাধিষট্চিন্তঃ ॥২০॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘অশ্বখামা ! তুমি যখন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া দারুণ কার্য্য করিয়াছ এবং তুমি ব্রাহ্মণ হইলেও যখন তোমার আচরণ এইরূপ হইয়াছে ; তখন তোমার সম্বন্ধে কৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, অবশ্যই তাহা হইবে । বিশেষতঃ তুমি ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ’ ॥১৭—১৮॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মহর্ষি ! এই জগতে মানুষগণের মধ্যে আমি আপনার সহিতই থাকিব । তাহাতে এই ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্যও সত্য হইবে’ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘তাহার পর অশ্বখামা মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে নিজের মণিটা দান করিয়া, তাঁহাদের সকলের সমক্ষেই বনে গমন করিলেন ॥২০॥

(১৭)… বৃত্তবস্ত্রাবর্তনঃ—নি । (১৮)…আলোকাত্তব তত্ত্বাবি…নি ।

(২১)…সদাশাহীভাববীনতিবাচ চ…নারদকৈব পৰ্ব্বতম্—নি ।



ততস্তে পুরুষব্যাজাঃ সদৈশ্বরনিলোপমৈঃ ।  
 অভ্যয়ুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥২৩॥  
 অবতীৰ্য্য রথাভ্যাস্ত স্বরমাণা মহারথাঃ ।  
 দদৃশুর্দ্রৌপদীং কৃষ্ণামার্ত্তমার্ত্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥২৪॥  
 তামুপেত্য নিরানন্দং দুঃখশোকসমস্থিতাম্ ।  
 পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥২৫॥  
 ততো রাজ্জাভ্যমুজ্জাতো ভীমসেনো মহাবলঃ ।  
 প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥২৬॥  
 অয়ং ভদ্রে ! তব মণিঃ পুত্রহস্তা জিতঃ স তে ।  
 উত্তীৰ্ণ শোকমুৎসৃজ্য ক্ষত্ৰধৰ্ম্মমনুস্মর ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবা ইতি । পুত্রহস্তা অগ্রেগরীকৃত্য । প্রায়োপেতাং প্রায়োপবিষ্টাম্ ॥২১—২২॥  
 তত ইতি । অনিলোপদৈবায়ুবদবেগবন্তিঃ । সহদাশার্হাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৩॥  
 অবেতি । আৰ্ত্তাঃ পুত্রশোকেন, আৰ্ত্ততরাস্তদবহাদর্শনেন পুত্রাদিশোকেন চ ॥২৪॥  
 তামিতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য । সহকেশবাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৫॥  
 তত ইতি । রাজা যুধিষ্ঠিরেণ । মণ্যানয়নায় ভীমং প্রত্যেব জৌপত্তমুরোধাৎ ॥২৬॥  
 অয়মিতি । পুত্রহস্তা অখখামা । ক্ষত্ৰং ধৰ্ম্মাদীৰবধে শোকং ন করোতীতি ভাবঃ ॥২৭॥

শক্রবিজয়ী পাণ্ডবেরাও অখখামার সহজাত মণিটী লইয়া কৃষ্ণ, মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রায়োপবিষ্টা মনস্বিনী জৌপদীর দিকে সত্বর ধাবিত হইলেন ॥২১—২২॥

তদনন্তর সেই পুরুষজ্যেষ্ঠেরা বায়ুর জ্বায় বেগবান্ উত্তম অখগণের গুণে কৃষ্ণের সহিত সত্বরই যাইয়া পুনরায় শিবিরে উপস্থিত হইলেন ॥২৩॥

পরে মহারথ পাণ্ডবেরা রথস্থ হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া, অভ্যাস্ত শোকার্ত্ত হইয়া শোকাকুলা জৌপদীকে দর্শন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া—অবসরা, শোকার্ত্তা ও দুঃখপীড়িতা জৌপদীকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥২৫॥

তৎপরে মহাবল ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অমুনভিক্রমে সেই মণিটী জৌপদীকে দিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

‘ভদ্রে ! এই তোমার সেই মণিটা এবং তোমার সেই পুত্রহস্তাও পরাজিত

(২৩) ইতঃ পূর্বে ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’ কহে।

প্ৰয়াণে বাসুদেবস্ত শমার্থমসিতেক্ষণে ! ।

যান্যুক্তানি স্বয়া ভীৰু ! বাক্যানি মধুঘাতিনি ॥২৮॥

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্ৰো ভ্ৰাতরো ন চ ।

নৈব স্বমিতি গোবিন্দ ! শমামচ্ছতি রাজনি ॥২৯॥

উক্তবত্যসি তীত্ৰাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্ ।

কত্ৰেধৰ্ম্মানুরূপাণি তানি ত্বং স্মৰ্ত্তুমৰ্হসি ॥৩০॥ (বিশেষকম্)

হতো হৃষ্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্ত পরিপাঙ্ককঃ ।

হুঃশাসনস্ত ক্ৰধিরং পীতং বিস্মুরতো ময়া ॥৩১॥

বৈরস্ত গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্ ।

জিহ্বা যুক্তো দ্রোণপুত্ৰো ব্রাহ্মণ্যাদ্গৌরবেণ চ ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

প্ৰয়াণ ইতি । প্ৰয়াণে হস্তিনাং প্ৰতি প্ৰস্থানকালে । শমার্থং সন্ধিসংস্থাপনেন শান্তি-  
সংস্থাপনার্থম্, হে অসিতেক্ষণে ! নীলনয়নে !, মধুঘাতিনি মধুহৃদনে কৃষ্ণঃ প্ৰতীত্যর্থঃ ।  
রাজনি যুধিষ্ঠিরে শমং সন্ধিসম্ভূতাং শান্তিম্, ইচ্ছতি সতি । তীত্ৰাণি যুদ্ধঘটকত্বাৎ ॥২৮—৩০॥

হত ইতি । রাজ্যস্ত অশ্বদ্রাজ্যভাণ্ডস্ত, পরিপাঙ্ককঃ প্ৰতিঘাতী শত্রুঃ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভদেতি ॥১—২॥ সংবিদং সংলাপম্ ॥১০—২১॥ প্ৰায়োপেতাং মরণার্থং যো নিরম-  
জেনোপেতাং ॥২২—২৩॥ হৃষ্টান্ অশ্বখ্যঃ পরাতবেণ, আৰ্ত্তাঃ পুত্ৰাদেঃ শোকেন ॥২৪—২৭॥  
মধুঘাতিনি মধুদৈত্যহন্তরি ॥২৮—৩১॥ বিবক্ষতাং বক্ষুমিচ্ছতাম্, বাচ্যাঃ নিন্দাঃ নৈব  
ম্ ॥৩২—৩৭॥

ইতি গৌপ্তিকপৰ্ৱণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১৬॥

হইয়াছে, এখন তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গাত্ৰোত্থান কর এবং ক্ষত্ৰিয়ধৰ্ম্ম স্মরণ  
কর ॥২৭॥

ভীৰু নীলনয়নে ! কৃষ্ণ যখন সন্ধিসংস্থাপনের জন্ত হস্তিনানগরে প্ৰস্থান  
করিতেছিলেন এবং রাজাও যখন সন্ধি কামনাই করিতেছিলেন, তখন তুমি এই  
সকল ক্ষত্ৰিয়ধৰ্ম্মের অনুরূপ তীব্র বাক্য বলিয়াছিলে যে, ‘কৃষ্ণ ! আমার পতিয়া  
নাই, পুত্ৰেরা নাই, ভ্রাতারা নাই, তুমিও নাই’ এখন তুমি সেই সকল কথা স্মরণ  
করিতে পার ॥২৮—৩০॥

আমাদের রাজ্যভাণ্ডের পরিপাঙ্কি পাগাঙ্গা হৃষ্যোধনকে আমি নিহত করিয়াছি  
এবং হুঃশাসনকে ভূতলে নিপাতিত করিলে, সে হট্টকই করিতেছিল, সেই অবস্থায়  
আমি তাহার রক্ত পান করিয়াছি ॥৩১॥

যশোহস্য পাতিতং দেবি ! শরীরস্থবশেষিতম্ ।

বিয়োজিতশ্চ মগিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুধং ভুবি ॥৩৩॥

দ্রৌপদ্যবাচ ।

কেবলান্ধ্যমাশ্রান্ধি গুরুপুত্রো গুরুর্মম ।

শিরশ্চেতং মগিং রাজা প্রতিবদ্ধাতু ভারত ! ॥৩৪॥

তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরশ্চেবাকরোতদা ।

গুরোরুচ্ছ্রমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥৩৫॥

ততো দিব্যং মগিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ ।

শুশ্রুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥৩৬॥

### ভারতকৌমুদী

বৈরশ্চেতি । বাচ্যা নিন্দনীয়া, বিবক্ষতাং নিন্দিতুমিচ্ছতাম্ ॥৩২॥

যশ ইতি । পাতিতং নাশিতম্ । ভ্রংশিতস্ত্যাজিতঃ । এতৎ সর্বং পূৰ্ব্বমহুত্মমপি  
এতদুজ্জ্বলশাং সঞ্জাতমেবেতি বোধ্যম্ ॥৩৩॥

কেবলেতি । কেবলান্ধ্যং নিহতানাম্, গুরুপুত্রো মমাপি গুরুঃ, অতএব তদ্বধে ন মে  
নির্ৰুদ্ধ ইত্যশয়ঃ । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, প্রতিবদ্ধাতু ধারয়তু, তত্শৈব যোগ্যত্বাৎ ॥৩৪॥

তমিতি । অকরোৎ অধারয়ৎ । গুরোরুচ্ছ্রিৎ শিগ্ৰেণ গ্রাহমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৫॥

তত ইতি । পৰ্বতস্যাম্যেন যুধিষ্ঠিরস্ত দীৰ্ঘাকৃতিঃ স্ফুটতি ॥৩৬॥

শত্রুভার নিকটে অনুগী হইয়াছি । অতএব পরনিন্দাকারী লোকেরা আর  
আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না ; তা'র পর অশ্বখামাকে জয় করিয়াছি ;  
কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি ॥৩২॥

দেবি ! অশ্বখামার যশ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছি, তাহার শরীরটা মাত্র  
অবশিষ্ট রাখিয়াছি, মগিটা কাড়িয়া লইয়াছি এবং তাহাকে ভূতলে অস্ত্রত্যাগ  
করাইয়াছি ॥৩৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—‘ভরতনন্দন ! আপনার এই কার্য্যে আমি নিহত পুত্র-  
প্রভূতির নিকট কেবল ঋণশৃঙ্খল হইলাম ; কিন্তু গুরুপুত্র আমারও গুরু বলিয়া  
তাঁহার বধে আমার আগ্রহ নাই । তবে রাজাই এই মগিটা মন্তকে বন্ধন  
করুন’ ॥৩৪॥

‘ইহা গুরুর উচ্ছ্রিৎ’ এই বলিয়া এবং দ্রৌপদীর অম্লরোধে তখনই যুধিষ্ঠির  
সেই মগিটা গ্রহণ করিয়া মন্তকে ধারণ করিলেন ॥৩৫॥

উত্তমো পুত্রশোকাকর্ষ্য ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী ।

কৃষ্ণাষাপি মহাবাহুঃ পরিপপ্রচ্ছ ধর্মরাট্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্বণি ঐ বীকে দ্রোণদীপ্যন্তুনে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্তেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ ।

শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥১॥

কথং নু কৃষ্ণ ! পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্মণা ।

দ্রোণিনা নিহতাঃ সর্বৈ মম পুত্রা মহারথাঃ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

উদিতি । কৃষ্ণা দ্রোণদী, মনস্বিনী দৃঢ়হৃদয়া, অতএব ন শোক-মোহ ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বণি ঐবীকে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

হতেষু । সৌপ্তিকে শূণ্যবস্থায়াম্, রথৈ রথিভিঃ, ত্রিভিঃ কৃপ-কৃতবর্ষাঋত্বামভিঃ ॥১॥

তাহার পর প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেই গণিটা মন্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রসমন্বিত পৰ্ব্বতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর মনস্বিনী দ্রোণদী পুত্রশোকাকর্ষ্য হইয়াও গাত্রোত্থান করিলেন । পরে যুধিষ্ঠির মহাবাহু কৃষ্ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষা অবশিষ্ট সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির শোক করিতে থাকিয়া কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১॥

‘কৃষ্ণ ! পাপাশ্রা ও নীচাশ্রয় অশ্বখামা তাদৃশ কার্য্য করিবার উপযোগী ভগ্নস্তা না করিয়া কি প্রকারে আমাদের মহারথ পুত্রগণকে সংহার করিল ॥২॥

(২)...ক্ষুদ্রেণ শঠযুধিনা...নি ।

তথা কৃতান্ত্রা বিক্রান্ত্রাঃ সহস্রশতযোধিনঃ ।  
 দ্রুপদস্ত্রাজ্ঞাশ্চৈব দ্রোণপুত্রোণ পাতিতাঃ ॥৩॥  
 যস্ত দ্রোণো মহেশ্বাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্ ।  
 নিজস্মৈ রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কথং নু সঃ ॥৪॥  
 কিং নু তেন কৃতং কৰ্ম্ম তথায়ুক্তং নরর্ষভ ! ।  
 যদেকঃ সমরে সৰ্বানবধীম্নো গুরোঃ স্নতঃ ॥৫॥

ভগবানুবাচ ।

নুনং স দেবদেবানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্ ।  
 জগাম শরণং দ্রোণিরেকস্তেনাবধীদ্ধনু ॥৬॥  
 প্রসম্নো হি মহাদেবো দত্তাদমরুতামপি ।  
 বীৰ্য্যঞ্চ গিরীশো দত্তাদ্যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । ন কৃতং কৰ্ম্ম একত্র সৰ্ববধসম্পাদনোপযোগি তপো যেন তেন ॥২॥  
 তথ্যেতি । কৃতান্ত্রাঃ শিক্ষিতসৰ্বান্ত্রাঃ । দ্রোণপুত্রোণ একেন, এতদপ্যসম্ভবমেবেতি  
 ভাবঃ ॥৩॥  
 যন্তেতি । প্রাদাৎ ভয়েন প্রাদর্শয়ৎ, মুখং বদনম্ ॥৪॥  
 কিমিতি । তথায়ুক্তং তাদৃশং লজ্জনোপযোগি । নঃ অশ্বাকম্ ॥৫॥  
 ঈশ্বরেষ্টেন সৰ্বজ্ঞোহপি তদ্রূপং গোপয়ন্ সম্ভাবনামাহ নুনমিতি । দেবৈর্দেব্যন্তি  
 ক্রীড়ন্তীতি দেবদেবা ইন্দ্রাদয়স্তেষামপি ঈশ্বরো বিকুবিরিকী তয়োঃ পীশ্বরম্ । অব্যয়মনশ্বরম্ ॥৬॥  
 প্রসন্ন ইতি । বীৰ্য্যং শক্তিম্, শাতয়েৎ নিপাতয়েৎ ॥৭॥

এবং সৰ্বান্ত্রে সুশিক্ষিত, বিক্রমশালী ও লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে  
 সমর্থ দ্রুপদরাজার পুত্রগণকেই বা কি প্রকারে একাকী অশ্বখামা নিহত করিল ॥৩॥

মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ভয়বশতঃ বাঁহাকে মুখ প্রদর্শন করেন নাই ;  
 অশ্বখামা কি প্রকারে সেই রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিল ॥৪॥

নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! অশ্বখামা কি তপস্বী করিয়াছিল যে, সে একাকী যুদ্ধে  
 আমাদের সমস্ত সৈন্যকে সংহার করিতে সমর্থ হইল ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘নিশ্চয়ই অশ্বখামা দেবদেবগণের অধীশ্বরদিগেরও ঈশ্বর ও  
 অবিদ্যমান মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই সে একাকীই সকলকে বধ  
 করিতে পারিয়াছে ॥৬॥

বেদাহং হি মহাদেবং তত্বেন ভরতর্ষভ ! ।  
 যানি চান্ড পুরাণানি কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ ॥৮॥  
 আদিরেশ হি ভূতানাং মধ্যমস্তু চ ভারত ! ।  
 বিচেক্টে জগচ্চেনং সৰ্ব্বমশ্ৰেয়স্ব কৰ্ম্মণা ॥৯॥  
 এবং সিস্কুর্ভূতানি দদর্শ প্রথমং বিভুঃ ।  
 পিতামহোহব্রবীচ্চেনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥১০॥  
 হরিকেশস্তথৈতু্যক্তা ভূতানাং দোষদর্শিবান্ ।  
 দীর্ঘকালং তপস্তপে ময়োহিস্তসি মহাতপাঃ ॥১১॥

## ভারতকৌমুদী

বেদেতি । বেদ জানামি, তত্বেন যথার্থোক্তোক্তো ॥৮॥  
 আদিরীতি । বিচেক্টে প্রবর্ততে । কৰ্ম্মণা ইঞ্জিতমাজ্ঞেয় ॥৯॥  
 এবমিতি । সিস্কুঃ স্রষ্টামিচ্ছুঃ । দদর্শ এনমেবেশ্বরম্ । পিতামহো ব্রহ্মা ॥১০॥  
 হরীতি । হরয়ঃ পিঙ্গলবর্ণাঃ কেশা যন্ত স হরিকেশঃ শিবঃ । দোষং রোগশোকাদিকং  
 দৃষ্টবানিতি দোষদর্শিবান্ । দৃশেরিড়াগম আৰ্ঘ্যঃ ॥১১॥

## ভারতভাবদীপঃ

হতেষিতি ॥১—৮॥ “ভরতি শোকমাস্রবি”দিতি ঋতেষু বিষ্টিরাঙ্গীনাং শোকমপনিবী-  
 রাঙ্গজ্ঞানমাহ—আদিরীতি । যথা কনকং কুণ্ডলাদেবাদির্মধ্যমস্তৈবং ব্রহ্মোহপি অগত  
 ইত্যর্থঃ । তর্হি সাংখ্যাভিমতপ্রধানবদচেতনঃ ত্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিচেক্টে ইতি । “কো  
 হ্বেবাজ্ঞাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন ত্রা”দিতি ঋতেঃ প্রাণাপানচেষ্টা-  
 নীধরাবীনা কিমুত মরণামরণাদিরিতি সৰ্ব্বভেদধরাবীনহাৎ ন কৃতাকৃতাত্যাং পুরুষেণ সত্তাপঃ  
 কাৰ্য্য ইতি ভাবঃ ॥৯॥ ন কেবলং বরমেবাত্ত কৰ্ম্মণা চেষ্টাং কুর্শ্বোহপি তু ব্রহ্মাদয়োহপীত্যাহ

কারণ, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া মানুষকে অমরত্বও দিয়া থাকেন এবং তিনি প্রসন্ন  
 হইয়া মানুষকে এমন শক্তি দান করেন যে, মানুষ ইন্দ্রকেও নিপাত্তিত করিতে  
 পারে ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে মহাদেবকে জানি এবং উহার অতীত বিবিধ  
 কৰ্ম্ম সকলও অবগত আছি ॥৮॥

ভরতনন্দন ! মহাদেব ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্তকালবর্তী এবং উহার  
 ইন্দ্রিতেই এই সমগ্র জগৎ আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে ॥৯॥

প্রভাবশালী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে মহাদেবকে দেখিয়া-  
 ছিলেন । তাহার পর ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ‘আপনি ভূত সৃষ্টি করুন,  
 বিনষ্ট করিবেন না’ ॥১০॥

(১১)...দীর্ঘদর্শী ভবা প্রভুঃ...নি ।

সুমহাস্তং ততঃ কালং প্রতীক্ৰ্যেনং পিতামহঃ ।

অষ্টারং সৰ্ব্বভূতানাং সমৰ্জ্জ মনসাপরম্ ॥১২॥

সোহব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্ৱা গিরিশং সপ্তমস্তসি ।

যদি মে নাগ্রজোহস্ত্যন্ততঃ শক্যাম্যহং প্রজাঃ ॥১৩॥

তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি স্বদন্তঃ পুরুষোহগ্রজঃ ।

স্বাগুরেষ জলে মমো বিশ্রবঃ কুরু বৈ প্রজাঃ ॥১৪॥

স ভূতান্য়স্বজং সপ্ত দক্ষাদীংশ্চ প্রজাপতীন ।

যৈরিমং ব্যকরোং সৰ্বং ভূতগ্রামং চতুৰ্বিধম্ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

সুমহাস্তমিতি । কালং যাবৎ, এনং শিবম্ । মনসা মনঃসঙ্কলেন ॥১২॥

স ইতি । সপ্তং সপ্তবৎ নিশ্চেষ্টঃ স্থিতম্, গিরীশং দৃষ্ট্ৱা পিতরং ব্রহ্মাণম্ অববীদিতি  
স্ববকঃ ॥১৩॥

তমিতি । পিতা ব্রহ্মা, অগ্রজঃ পূৰ্ব্বজাতঃ । স্বাগুঃ স্থিরতরো নিত্য ইত্যর্থঃ, অতএবাশ্র  
জন্মাতাব্রাহ্মণজন্মমিতি ভাবঃ । ততশ্চাগ্রজাতাবে বিশ্রবো বিশ্বন্তঃ সন্ প্রজাঃ লোকান্  
কুরু স্বজ ॥১৪॥

স ইতি । সপ্ত দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-মানুষ-পশু পক্ষিপাণি, সরীসৃপাদীনাং পশুসন্ত-  
ভাবঃ । ব্যকরোং বিস্তারোণাস্বজং, চতুৰ্বিধম্—জরাযুজাওজ-শ্বেদজোহস্তিষ্করূপম্ ॥১৫॥

পরে মহাদেব 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া ভূতগণের নানাবিধ দোষ দেখিয়া  
জলে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১১॥

ক্রমে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল মহাদেবের প্রতীক্ষা করিয়া—আপন সঙ্কল্পদ্বারা অশ্র  
একজন সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই বিরাটপুরুষ মহাদেবকে জলমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া, পিতা ব্রহ্মাকে  
বলিলেন—‘আমার যদি অশ্র কেহ অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি লোক সৃষ্টি  
করিব’ ॥১৩॥

পিতা ব্রহ্মা সেই বিরাটপুরুষকে বলিলেন—‘তুমি ভিন্ন অশ্র কোন পুরুষ  
তোমার পূৰ্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই । ইনি ত স্বাগু, নিত্যপুরুষ ; অথচ জলে মগ্ন  
রহিয়াছেন । অতএব তুমি বিশ্বসৃষ্টিতে লোক সৃষ্টি কর’ ॥১৪॥

তাহার পর সেই বিরাটপুরুষ সপ্তবিধ প্রাণী ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিগণকে  
সৃষ্টি করিলেন । ঐহাদের দ্বারা তিনি বিস্তৃতভাবে এই চতুৰ্বিধ প্রাণীকে উৎপাদন  
করিয়াছেন ॥১৫॥

তাঃ সৃষ্টিমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সৰ্বাঃ প্রজাপতিম্ ।  
 বিভক্ষয়িস্বো রাজন্ ! সহসা প্রাজবৎসুদা ॥১৬॥  
 স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাত্রবৎ ।  
 আভ্যো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাং ॥১৭॥  
 ততস্তাভ্যো দদাবম্মমোষধীঃ স্বাবরাণি চ ।  
 জঙ্গমানি চ ভূতানি দুৰ্বলানি বলীয়সাম্ ॥১৮॥  
 বিহিতাম্মাঃ প্রজাস্ত্রাস্ত জগ্মুঃ সৃষ্টা যথাগতম্ ।  
 ততো বরধিরে রাজন্ ! শ্রীতিমত্যঃ স্বযোনিষু ॥১৯॥  
 ভূতগ্রামে বিরুদ্ধে তু ভুক্ষে লোকগুরাবপি ।  
 উদতিষ্ঠজ্জলাজ্যৈষ্ঠঃ প্রজাশ্চেচমা দদর্শ সঃ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

তা ইতি । বিভক্ষয়িস্বো ভক্ষয়িতুমিচ্ছবঃ । প্রাজবন্ অগচ্ছন্ ॥১৬॥  
 স ইতি । ভক্ষ্যমাণস্তেনভূতগ্রামেণ । আভ্যঃ প্রজাভ্যঃ, বৃত্তিঃ খাদ্যম্ ॥১৭॥  
 তত ইতি । ওষধীর্গতাঃ, স্বাবরাণি ভুকুশ্মাণাদানি ॥১৮॥  
 বিহিতেতি । বিহিতানি অন্নানি খাদ্যানি যাসাং তাঃ । স্বযোনিষু স্বজাতিষু ॥১৯॥  
 ভূতেতি । ভূতগ্রামে প্রাণিসমূহে, লোকগুরো ব্রহ্মণি । জ্যৈষ্ঠঃ সৰ্ব্বৈভ্যো বৃদ্ধঃ  
 শিবঃ ॥২০॥

রাজা! সৃষ্টিমাত্রাই সেই প্রাণীরা ক্ষুধার্ত হইয়া সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, তখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ॥১৬॥

সেই প্রাণীরা সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, প্রজাপতি আশ্চর্যকারী হইয়া বেগে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন (এবং বলিলেন—) ‘ভগবন্ ! আপনি ইহাদের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করুন; ইহাদের খাদ্য বিধান করুন’ ॥১৭॥

তাঁহার পর ব্রহ্মা ওষধী, স্বাবর এবং প্রবলগণের পক্ষে দুৰ্বল প্রাণিগণকে তাহাদের খাদ্যরূপে নির্বাচন করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তদনন্তর প্রজাপতিসৃষ্ট সেই প্রাণীরা নির্বাচিত খাদ্য লাভ করিয়া যথাস্থানে গমন করিল; তৎপরে সেই প্রাণীরা আপন আপন জাতিতে শ্রীতিমান্ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১৯॥

প্রাণিসমূহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলে, সেই আদিপুরুষ মহাদেব জল হইতে উঠিলেন এবং এই সকল প্রাণী দর্শন করিলেন ॥২০॥



বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবুদ্ধাশ্চ স্মৃতেজসা ।

চূক্রোধ ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত ॥২১॥

তৎ প্রবিক্রং তথা ভূমৌ তথৈব প্রত্যতিষ্ঠত ।

তন্মুবাচাব্যয়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়ন্নিব ॥২২॥

কিং কৃতং সলিলে শৰ্কৰ ! চিরকালস্থিতেন তে ।

কিমর্থং চৈদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেশিতম্ ॥২৩॥

সোহব্রবীৎ জাতসংরম্ভস্তথা লোকগুরুগুরুম্ ।

প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরেণেমাঃ কিং করিষ্যাম্যনেন বৈ ॥২৪॥

তপসাধিগতং চামং প্রজার্থং মে পিতামহ ! ।

ঔষধ্যঃ পরিবর্তেরন্ যথৈব সততং প্রজাঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

বল্লিতি । চূক্রোধ আশ্বনঃ পরিহারেণ ব্রহ্মণা প্রজাসৃষ্টিরिति ভাবঃ । অবিধ্যত  
ভূমাবপাতয়ৎ ॥২১॥

তদিতি । প্রবিক্রং শিবপ্রভাবেণৈব বুদ্ধিপ্রাপ্তং সৎ । অব্যয়ঃ শিবকোপেহপি স্বশৈল্য-  
বানধরঃ ॥২২॥

কিমিতি । হে শৰ্কৰ ! মহাদেব ! । তে দ্বয়া । প্রবেশিতং প্রকিপ্তম্ ॥২৩॥

স ইতি । জাতসংরম্ভ উৎপন্নক্রোধঃ । অনেন লিঙ্গেন । লিঙ্গস্ত ! প্রজাসৃষ্টিরৈব  
প্রয়োজনম্, তত্শাশ্বতেন কৃতত্বাৎ লিঙ্গতানর্থকত্বমেবেত্যশয়ঃ ॥২৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

এবমিত্যাदि। প্রথমং রুদ্রং তমোময়ম্, বিবুদ্ধিগুণময় ঈশ্বরঃ ॥১০-১১॥ অপরং  
চতুর্মুখং রজোময়ম্ ॥১২-১৩॥ বৈকুণ্ঠং বিকারম্ ॥১৪-১৬॥ ত্রাতৃ রক্ষতৃ ॥১৭-২০॥  
লিঙ্গং প্রসবসামর্থ্যং মেটরূপেণ অবিধ্যত ভূমৌ পাতিতবান্, এতদেব পুঞ্জিতং তৎ সৰ্বসিদ্ধি-

নানাকপ প্রাণীর সৃষ্টি হইল এবং তাহারা আপন আপন ভেজে বুদ্ধি পাইতে  
লাগিল ; তাহা দেখিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের লিঙ্গটাকে  
ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই লিঙ্গটা ভূতলে পতিত হইয়া, বুদ্ধি পাইয়া সেই ভাবেই থাকিল ।  
পরে অনধর ব্রহ্মা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে শাস্ত করিবার জন্তই যেন বলিলেন— ॥২২॥

‘মহাদেব ! আপনি দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া কি করিলেন এবং কি জন্তই বা  
এই লিঙ্গটা উৎপাদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ?’ ॥২৩॥

জগদগুরু মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘অন্য ব্যক্তি এই সকল  
প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছে ; অতএব আমি এই লিঙ্গদ্বারা কি করিব ॥২৪॥

(২৩)....প্রবেশিতম্—বা সি । (২৫)....তথৈব সততং প্রজাঃ—সি নো ।

এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগান বিমনা ভবঃ ।

গিরেমুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তুপুং মহাতপাঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্কৰ্ণি ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ভগবান্মুবাচ ।

ততো দেবযুগেহতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্ ।

যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্যক্ষু মীপ্সবঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তপসেতি । হে পিতামহ ! ব্রহ্মন্ ! ময়াপি তপসা ওষধ্য এবান্নমধিগতং প্রাপ্তম্ ।  
যথা প্রজা লোকা বাল্যযৌবনাদিভেদেন পরিবর্তন্তে, তথৈব ওষধ্যোহপি পরিবর্তয়ন্,  
নবীনপ্রাচীনাদিনা বিভিন্নরূপা ভবেয়ুঃ ॥২৫॥

এষমিতি । ভবো মহাদেবঃ । যুজ্বতস্তদাখ্যাত ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্কৰ্ণি ঐষীকে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদমাস্তিকানাং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ ॥২১—২৪॥ তপসেতি । মে মম তপসা জলবাস-  
রূপেণ প্রজার্থমন্নং জাতম্, অন্নাদন্নমিত্যেবংরূপেণ ওষধ্যো বীজান্নুরসস্তানক্রেমেণ পরিবর্তন্তে,  
এবমেবারাদ্রেতোদ্বারা প্রজাতঃ প্রজাশ্চ পরিবর্তন্তে, অতঃ প্রবাহরূপেণ সৃষ্টিস্থিতিকার্য্যো-  
নির্কাহে সাততেন প্রবৃত্তে কিমীশ্বরেণেত্যভিপ্রায়েণ লিঙ্গেহনানুভূতে সতি ঈশ্বরভিরোধানং  
প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্কৰ্ণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭॥

পিতামহ ! আমি জলে থাকিয়া তপস্বদ্বারা ওষধিরূপ প্রাণিগণের খাদ্য লাভ  
করিয়াছি ; প্রাণীরা যেমন ক্রমে বিভিন্নরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ওষধিগুলিও  
বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে' ॥২৫॥

এই কথা বলিয়া মহাতপা মহাদেব তপস্বী করিবার অশ্রু ক্রন্দ অবস্থাতে ও  
বিষয়টিতে যুগ্মবান্পৰ্কবতের সন্নিহিত স্থানে গমন করিলেন' ॥২৬॥

কল্পয়ামাস্থরথ তে সাধনানি হবীংষি চ ।  
 ভাগাহী দেবতাস্শৈচব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥২॥  
 তা বৈ রুদ্রমজ্ঞানন্ত্যো যাতাতথ্যেন দেবতাঃ ।  
 নাকল্পয়ন্ত দেবস্ত স্বাণোৰ্ভাগং নরাধিপ ! ॥৩॥  
 সোহকল্প্যামানে ভাগে তু কৃতিবাসা মথেশ্বরৈঃ ।  
 ততঃ সাধনমগ্নিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সমৰ্জ্জ হ ॥৪॥  
 লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ ।  
 পঞ্চভূতময়ো যজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চৈব পঞ্চমঃ ॥৫॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দেবযুগে দেবসৃষ্টিকালে, সমকল্পয়ন্ পর্যা্যালোচয়ন্ । যষ্টুং যাগং কর্তুন্ ॥১॥  
 কল্পেতি । সাধনানি অক্ষুণ্ণবাদীনি । দ্রব্যং ফলপুষ্পাদি ॥২॥  
 তা ইতি । অজ্ঞানন্ত্যো ভাগাং জ্ঞাতঃ পূৰ্ব্বমেব রুদ্রস্ত মুগ্ধবৎপরিতগমনাৎ, যাতাতথ্যেন  
 স্বরূপেণ চ ॥৩॥  
 স ইতি । কৃতিবাসা শিবঃ । সাধনমগ্নিয়জনদমনকারণমন্ত্রাদিকন্ অগ্নিচ্ছন্ কর্তু মিত্তি  
 শেনঃ ॥৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । ঈশ্বরতিরোধানানন্তরং দেবযুগে কৃতযুগে বিনাপীষরারাদনং প্রজাঃ  
 স্বাতাবিকৈরেব শমদমাদিভিঃ কৃতকৃত্য। অভূবন্, অতীতে তু দেবযুগে নিরীষরাত্তাঃ  
 কেবলেন কৰ্ম্মণৈব ফলসিদ্ধিমিচ্ছন্ত্যো যজ্ঞমকল্পয়ন্ ॥১—২॥ রুদ্রম্ ঈশ্বরং যজ্ঞস্ত ফলদাতারম্  
 ॥৩॥ “যো বা এতদকরং গার্গ্যবিদিত্বান্মিল্লোকে যজ্ঞতি জুহোতি দদাতি তপস্তপ্যন্তে-

ভগবান্ বলিলেন—‘তাহার পর দেবসৃষ্টির সময় অতীত হইলে, দেবতারা  
 সম্মিলিত হইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়া, বেদপ্রমাণানুসারে যজ্ঞবিষয়ে  
 সমালোচনা করিলেন ॥১॥

তৎপরে যজ্ঞের উপকরণ হবি, কোন্ দেবতা কোন্ অংশ পাইবেন তাহা এবং  
 যজ্ঞের অস্ত্রাণু দ্রব্য দেবতার। নির্ধারিত করিলেন ॥২॥

রাজা! অনেক দেবতা রুদ্রকে একেবারেই জ্ঞানিতেন না এবং বহু দেবতা  
 রুদ্রের স্বরূপ অবগত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ নির্ধারিত  
 করিলেন না ॥৩॥

দেবতারা আপনাদের যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ কল্পনা না করিলে, মহাদেব  
 তাঁহাদিগকে শাসন করিবার ইচ্ছায়, প্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥৪॥

লোকযজ্ঞেন্ বৈজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ ।  
 ধনুঃ সৃষ্টমভূতস্ত পঞ্চকিকুপ্রমাণতঃ ॥৬॥  
 বষট্কারোহভবজ্ঞ্যা তু ধনুষস্তস্ত ভারত ! ।  
 যজ্ঞানি চ চত্বারি তস্ত সন্নহনেহভবন্ ॥৭॥  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্ম্মকম্ ।  
 আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

লোকেতি । লোকযজ্ঞো লোকেষু তদুপকারাদিনা স্বসাধুত্বপ্রখ্যাপনম্, ক্রিয়াযজ্ঞঃ  
 সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপঃ, গৃহযজ্ঞঃ “সপত্নীকো ধর্ম্মমাচরেৎ” ইতি বিধেয়গিহোত্ৰাদিঃ, পঞ্চভূতময়ো  
 দেহঃ, তদগজ্ঞো হবিষ্যারভোজনাদিঃ, নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥৫॥

লোকেতি । কপর্দী শিবঃ । পঞ্চকিকুপ্রমাণতঃ পঞ্চহস্তপ্রমাণেন ॥৬॥

বষড়িতি । জ্যা গুণঃ । চত্বারি স্নান-দান-হোম-জপরূপাণি । তস্ত শিবস্ত, সন্নহনে  
 সজ্জায়াম্ ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

হস্তবদেবাত্ত তত্ত্ববতী”তি ঋতেরীশ্বরারাদনহীনো যজ্ঞোহস্তবানিত্যেতদর্শয়তি আখ্যায়িকা-  
 মুখেনৈব সোহকল্যামানে ইত্যাদিনা । সাধনং যজ্ঞনাশকম্ ॥৪॥ লোকযজ্ঞো লোকেষণা ।  
 শর্কো মাং সাধুমেব জ্ঞানাস্থিতি বাসনারূপঃ ক্রিয়াযজ্ঞঃ । গর্ভাধানাদিসংস্কাররূপঃ গৃহযজ্ঞঃ ।  
 পত্নীসাধ্যগিহোত্ৰাদিঃ পঞ্চভূতনৃযজ্ঞঃ পঞ্চভূতানাং গুণৈঃ শব্দাদিভির্থা নৃণাং প্রীতিভূতরূপঃ ।  
 বিষয়জং সুখমিত্যর্থঃ । এতৈরেব চতুর্ভির্যজ্ঞৈঃ সর্বং জগৎ সৃষ্টম্ ॥৫॥ তত্র মধ্যময়োঃ  
 শাক্তোক্তয়োঃ জ্ঞয়োনাশার্থং প্রথমচরমযজ্ঞাত্যামীশ্বরো ধনুঃ কৃতবান্ । কিকুর্হস্তঃ । পঞ্চহস্তঃ  
 পঞ্চবিষয়প্রমাণং লোকবাসনা দেহবাসনা চ শব্দাদিবিষয়পঞ্চকং পরতো নাস্তীত্যর্থঃ ॥৬॥  
 বষট্কারসংজ্ঞেন গৃহযজ্ঞেন তে উভে বাসনে কিঞ্চিং সঙ্কোচং গচ্ছত ইতি স তস্ত  
 বাসনাবয়্বরূপস্ত ধনুবো জ্যাহ্নানীযঃ, যানি তু যজ্ঞানি চত্বারি অধিষ্টঃ সমর্থবঃ বিধবঃ  
 শাক্তোপায়ূর্দত্তবঞ্চ তানি তস্ত ধনুযঃ লোকদেহবাগনারূপস্ত সন্নহনে দাঢ্যয়াভবন্ ॥৭॥

লোকের উপকার করার নাম—লোকযজ্ঞ, নিত্যকার্য্য করার নাম—ক্রিয়াযজ্ঞ,  
 পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকার্য্য করার নাম—সনাতনগৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতময়  
 দেহের তৃপ্তিসাধন করার নাম—পঞ্চভূতময়যজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম—নৃযজ্ঞ ।  
 এই নৃযজ্ঞই যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চম ॥৫॥

মহাদেব লোকযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞদ্বারা ধনু নির্মাণ করিলেন ; তাঁহার সেই ধনু  
 পঞ্চহস্ত পরিমাণে নির্মিত হইল ॥৬॥

ভরতনন্দন ! বষট্কার সেই ধনুর গুণ হইল এবং স্নান, দান, হোম ও জপ  
 এই চারিটী যজ্ঞকে তাঁহার যুদ্ধসজ্জার দ্রব্য হইল ॥৭॥

তমাত্তকাস্থকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্ ।  
 বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্বতাচ্চ চকম্পিরে ॥৯॥  
 ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জঙ্ঘাল চৈধিতঃ ।  
 ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥১০॥  
 ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ স্রীমুক্তমণ্ডলঃ ।  
 তিমিরেণাকুলং সর্বমাকাশং চাভবদ্বৃতম্ ।  
 অভিত্ততান্ততো দেবা বিষয়ান্ প্রজজ্ঞিরে ॥১১॥  
 ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তদা ।  
 ততঃ স যজ্ঞঃ বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা ।  
 অপক্রাস্তস্ততো যজ্ঞো যুগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমীজিরে যজ্ঞঃ চত্বঃ ॥৮॥

তমিতি । আস্তকাস্থকং হৃদচাপম্, অব্যয়ম্ দৈশ্বরবাদনশ্বরম্ ॥৯॥

নেতি । এধিতো বায়ুচালনেন বর্জিতোহপি । সংবিগ্নমুদ্বিগ্নম্ ॥১০॥

নেতি । শ্রিয়া শোভয়া মুক্তং ব্যক্তং মণ্ডলং যন্ত সঃ । বিষয়ান্ পদার্থান্ । ষট্-পাদঃ ॥১১॥

নেতি । প্রত্যভাৎ প্রাকশত । পত্রিণা শরৈঃ । পাবকেনাঘ্নিনা সহেতি সঃ ।

অয়মপি ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

### ভারতভাবদীপঃ

যতঃ যজ্ঞানি লোকেষণাদৌ বিনিযুক্তানি মূঢ়ৈস্ততো হেতোর্মহাদেবঃ ক্রুদ্ধো যজ্ঞং

তাহার পর দেবতারা যেস্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব সেই ধনু লইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥৮॥

ব্রহ্মচারী ও অবিনশ্বর মহাদেবকে ধনু ধারণ করিয়া আগত দেখিয়া, পৃথিবীদেবী ব্যথিত হইলেন এবং পর্বতগুলিও কাঁপিতে লাগিল ॥৯॥

বায়ু বহিত হইতে লাগিল না, বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি অলিতে থাকিল না এবং নক্ষত্রগণও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥১০॥

সূর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শোভাশূন্য হইয়া গেল এবং সমগ্র আকাশমণ্ডলই অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল ; সেই অবস্থায় দেবতারা ক্রয়ে অভিত্ত হইয়া বস্তুগুলি চিনিতে পারিলেন না ॥১১॥

ক্রমে সে যজ্ঞ আর প্রকাশ পাইল না এবং দেবতারাও ভীত হইয়া পড়িলেন ; পরে মহাদেব একটা ভীষণ বাণদ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ; তখন সেই যজ্ঞ যুগরূপ ধারণ করিয়া অগ্নির সহিত পলায়ন করিতে লাগিল ॥১২॥

(১০)....নাগ্নির্জঙ্ঘাল বৈধিতঃ —বা নি ।

স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত ।  
 অধীয়মানো রুদ্রেণ যুষ্টিরি ! নভস্তলে ॥১৩॥  
 অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ স্তরান্ ।  
 নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥১৪॥  
 ত্র স্বকঃ সবিতুর্বাছু ভগশ্চ নয়নে তথা ।  
 পৃথশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুকোঢ্যা ব্যশাতয়ৎ ।  
 প্রাদ্ৰবন্ত ততো দেবা যজ্ঞান্নানি চ সর্ব্বশঃ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । তেনৈব যুগান্তকেন । অধীয়মান অহুগম্যমানঃ ॥১৩॥

অপেতি । সংজ্ঞা চৈতন্তম্, স্তরান্ প্রতি ন অভাৎ ন প্রোকাশত ভয়েন মূর্ছাগমাৎ ॥১৪॥

ত্র্যম্বক ইতি । ত্র্যম্বকঃ শিবঃ । ধনুঃ কোটা অগ্রদেশেন, ব্যশাতয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ।  
 বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

অবানেত্যাদি স্পষ্টার্থম্ ॥৮—১১॥ রৌদ্রেণাহকারেণ দর্পেণ বাহমেব যজ্ঞা দাতা বিজ্ঞাতে-  
 ত্যেবংরূপেণ যজ্ঞো যজ্ঞাৎ পূর্ব্বম্ অপক্রান্তং মুখ্যাদ্ “বিবিদিস্বিষ্টি যজ্ঞেনে”ত্যাदिশাস্ত্রোক্তা-  
 দাস্ত্রবিবিদিবাখ্যাৎ ফলাৎ ব্রহ্মঃ ॥১২॥ কিঞ্চিৎ কালং ফলং ভুঞ্জানো দিবি যজমানরূপেণ  
 ব্যরাজত, তথাপি তেন কালান্তরা রুদ্রেণাধীয়মানঃ সন্ ততোহপ্যপক্রান্তঃ স্বর্গাৎ চ্যুতো-  
 হতুদিত্যর্থঃ ॥১৩॥ অপক্রান্তে যজ্ঞে যজ্ঞকালে ভুক্তে সতি ব্রীহাদৌ গৰ্ভবাসাদৌ চ জাতে  
 যজ্ঞপতো স্তরান্ ইন্দ্রিয়াণি সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ মৃতাভূবন্ । হেয়োপাদেয়বিবেকশূন্য-  
 ভুবনিত্যর্থঃ ॥১৪॥ ত্র্যম্বক ইতি । ত্রীণি শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি অম্বকানি গমকানি যন্ত  
 স পরমেশ্বরঃ । সবিতুর্ভজপ্রসোতুর্দেহস্ত বাহু কর্মকরণহেতু, তথা ভগশ্চ নেত্রে মনসঃ  
 সঙ্কল্পো অহমিদং করিষ্যেহহমিদং ন করিষ্য ইত্যেবংরূপৌ বিহিতপ্রতিবিদ্ধরূপৌ, পৃথো  
 দশনান্ বাগিন্দ্রিয়স্থানানি মস্তাংশ্চেত্যর্থঃ । এতানি সর্বাণি ধনুকোঢ্যা পূর্ব্বোক্তয়া লোকে-

মহারাজ ! সেই যজ্ঞ যুগরূপেই যাইয়া আকাশে (যুগশিরা নক্ষত্ররূপে)  
 প্রকাশ পাইতে লাগিল ; আর মহাদেব আকাশেও তাহার অমুসরণ করিতে  
 লাগিলেন ॥১৩॥

যজ্ঞ সেন্থান হইতে অপমৃত হইলে, ভয়ে দেবগণের চৈতন্ত আর প্রকাশ  
 পাইল না এবং তাঁহাদের চৈতন্ত লোপ পাইলে, তাঁহারা আর কিছুই জানিতে  
 পারিলেন না ॥১৪॥

ক্রমে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রদ্বারা সূর্য্যের বাহুযুগল, ভগের নয়নদ্বয়

(১৩)...রূপেণ দিবিহো বৈ ব্যরাজত—বা নি । (১৫)...ব্যপাতয়ৎ—পি ।

কেচিদ্ধৈব ঘূর্ণস্তো গতাসব ইবাভবন্ ।

স তু বিদ্রাব্য তৎ সৰ্বং শিতিকঠোহবহশ্চ চ ।

অবষ্টভ্য ধনুকোটিং রুরোধ বিবুধাঃস্ত তঃ ॥১৬॥

ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোহিচ্ছিনৎ ।

অথ তৎ সহসা রাজন্ ! ছিন্নজ্যাং ব্যঙ্করুঙ্কনুঃ ॥১৭॥

ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্ৰেষ্ঠমুপাগমন্ ।

শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥১৮॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাগয়ে ।

স জলং পাবকো ভূঃ শোষয়ত্যানিশং প্রভো ! ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

কেচিদিতি । গত'সবো নির্গতপ্রাণাঃ । বিদ্রাব্য নিপীড়্য । অবষ্টভ্য আশ্রিত্য ।

অন্নমপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি । ছিন্না জ্যা গুণে যন্ত তৎ । ব্যঙ্করুৎ প্রকাশত ॥১৭॥

তত ইতি । দেবশ্ৰেষ্ঠঃ শিবম্ । প্রসাদমনুগ্রহম্, প্রভুঃ শক্তিমান্ ঈশ্বরঃ ॥১৮॥

তত ইতি । প্রসন্নোহতবৎ । স কোপঃ, পাবকো বড়বানলঃ ॥১৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

বণয়া দেহেযগয়া বাশাতয়ং ॥১৫॥ এবং যজ্ঞে নষ্টেহপি ধনুকোটিমপি পুণ্যাভাবাৎ পূৰ্ব্বোক্তাং রুরোধ, ততো লোকদেহয়োরপি রজনং কুণ্ঠিতমহৃদিতার্থঃ ॥১৬॥ ততোহমরৈরুক্তা প্রাক্ “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে”তি পূৰ্ব্বোক্তা দেববাণী, জ্যাং শ্রোতযজ্ঞরূপাং ধনুঃ পূৰ্ব্বোক্তবাসনাধরায়াকাম্ অচ্ছিনৎ দ্রুচকার, নিকামম্ ঈশ্বরপ্ৰীত্যর্থং যজ্ঞে কারিত-বতীত্যর্থঃ ॥১৭॥ বিধনুষং কাম্যকর্ণহীনং দেবমাস্থানং দেবা ইন্দ্রিয়াণুপাগমন্ চিত্তগুহ্যতি-এবং পুষার দন্তগু লকে বিনষ্ট ক রয়া ফেললেন । তৎপরে দেবভারা ও যজ্ঞাঙ্গ-সকল পলায়ন কারতে লাগলেন ॥১৫॥

কতকগুলি দেবতা সেই স্থানেই ঘুরিতে থাকিয়া যেন প্রাণশূণ্য হইয়া পড়িলেন; তাহার পর মহাদেব সেই সকলকে পীড়িত করিয়া উপহাসপূৰ্ব্বক ধনুর অগ্রদেশদ্বারা দেবগণকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥১৬॥

রাজা ! তৎপরে দেবগণের বাক্যে মহাদেবের ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া গেল ; ক্রমে সেই গুণশূণ্য ধনুখানাই প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১৭॥

তাহার পর দেবভারা যজ্ঞের সহিত যাটয়া দেবশ্ৰেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ; তখন প্রভু মহাদেব তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

(১৭) ...ব্যঙ্করুঙ্কনু...বা নি । (১৯) ...প্রাভ কোপং—পি বা নি ।

ভগন্ত নয়নে চৈব বাহু চ সবিভূতুখা ।

প্রাদাৎ পৃথগ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংচ পাণ্ডব ! ॥২০॥

ততঃ স্তম্ভমিদং সৰ্বং বভূব পুনরেব হি ।

সৰ্দ্ধাণি চ হবীংস্বা দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥২১॥

তস্মিন্ ক্রুদ্ধেহভবৎ সৰ্বমস্বঃ ভুবনং প্রভো ! ।

প্রসমে চ পুনঃ স্বঃ জগন্তুবতি ভারত ! ॥২২॥

ততস্তে নিহতাঃ সৰ্বে তব পুত্রা মহারথাঃ ।

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাঞ্চালাঃ সপদানুগাঃ ॥২৩॥

### ভারতকৌমুদী

ভগন্তেতি । প্রাদাৎ মহাদেব এব, দশনান্ দস্তান্ ২০॥

তত ইতি । সৰ্দ্ধাণি হবীংষি সৰ্বেষামেব হবিষাং ষষ্ঠ্যঃ ক্রিয়ন্তমংশমিত্যর্থঃ ॥২১॥

তস্মিন্ ইতি । তস্মিন্ মহাদেবে । অধ্যাহৃত্যঃ অশনসম্বন্ধাৎ ভবতীতি বস্তুমানা ॥২২॥

তত ইতি । ততো দ্রৌণিঃ প্রতি মহাদেবপ্রসাদাদেব । সপদানুগাঃ অনুচরসাহিতাঃ ॥২৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

শয়াদান্ববস্ত্রাণ্ডভূবন্, ততশ্চ দ্বৈশ্বর্যৈঃ শরণীকৃতঃ প্রসন্নোহভূৎ ॥১৮॥ কোপং দ্রুতমোক্ষপম্, জলাশয়ে মূচচিস্তে ॥১৯॥ ততঃ সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—ভগন্তেতি । পূৰ্ব্ববদর্থঃ ॥২০॥

রাজা ! তাহার পর মহাদেব নিজের ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হইলেন ; কালক্রমে সেই ক্রোধই বাড়বানল হইয়া সৰ্বদাই সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া আসিতেছে ॥১৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! ক্রমে মহাদেব ভগের নয়নদ্বয়, সূর্য্যের বাহুযুগল, পুষ্যের দন্তসকল এবং যজ্ঞসমূহকে দান করিলেন ॥২০॥

তাহার পর এই সমগ্র জগৎ পুনরায় সুস্থ হইল এবং দেবতারা সমস্ত হবিরই কিছু কিছু অংশ মহাদেবের ভাগ বলিয়া নিরূপণ করিলেন ॥২১॥

ভরতনন্দন রাজা ! সেই মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে এই সমগ্র জগৎ অসুস্থ হইয়াছিল ; আবার তি ন প্রসন্ন হইলে সমগ্র জগৎ সুস্থ হইয়া গিয়াছিল ॥২২॥

সুতরাং মহারাজ ! অশ্বখামার প্রীতি মহাদেবের অনুগ্রহ হওয়াতেই আপনার মহারথ পুত্রেরা, অস্ত্র বহুতর বীর এবং অনুচরগণের সাহিত পাঞ্চালেরা নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

(২২)...সৰ্বমস্বঃ...। স্বঃ প্রসন্নোহভূ চ বীৰ্য্যবান্ ...পি বজ বর্জ্জ সো । (২৩)...পাঞ্চালত পদানুগাঃ— পি বা নি ।



ন তন্ময়নসি কর্তব্যং ন চ তদ্রোপিণা কৃতম্ ।

মহাদেবপ্রসাদঃ স কুরু কার্যামনন্তরম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-  
পর্বণ ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

সমাপ্তক্ষেদং সৌপ্তিকপর্ব ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রসাদঃ প্রসাদকৃতম্ । অনন্তরং পরকর্তব্যম্, কার্যং দৃষ্টাণানৌর্দ্ধদৈহিকম্ ।  
এতেন ভাবি স্ত্রীপর্বস্থচিতম্ ॥২৪॥

পক্ষত্ববান্ধুমিতে শকাথে রাখে চ ষড়্বিংশদিনেহৈব সৌরে ।

টীকাসকৌ সৌপ্তিকপর্বনিষ্ঠা বদ্ধানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিবরে বিভাতি গ্রামো মহানুশিয়াডিধানঃ ।

তত্রত্য-গন্ধাধরশর্মহুর্ষঃ কান্তপঃ শ্রীহরিদাসশর্মা ॥২॥

চিরমুনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্মা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতচাৰ্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-  
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণ ঐষীকে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

সমাপ্তক্ষেদং সৌপ্তিকপর্ব ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

সর্বাণি হবীংষি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি ঈশ্বরার্ণিতান্যেবাকুর্ম্মিত্যর্থঃ ॥২১—২৩॥ কলিতমাহ—  
ন তদিতি । ঈশ্বরস্ত বশে সৰ্ম্মমিতি জ্ঞাত্বা শোকঃ বা কাৰ্ব্বীরিতি ভাবঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি শ্রীমৎপদ-  
বাক্যপ্রমাণমর্থ্যাদাধুরকরচতুধু রৌপবংশাবতংসগোবিন্দহরিশুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিত্তে

ভারতভাবদীপে সৌপ্তিকপর্বার্থপ্রকাশে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

সে সকল বৃত্তান্ত আর মনে করিবেন না । তাহা অশ্বখামা করে নাই ; কিন্তু  
অশ্বখামার প্রতি শিবের অনুগ্রহই তাহা করিয়াছে । (সে যাহা হউক), এখন  
পরকর্তব্য কার্যগুলি করুন' ॥২৪॥

সৌপ্তিকপর্বের বদ্ধানুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

